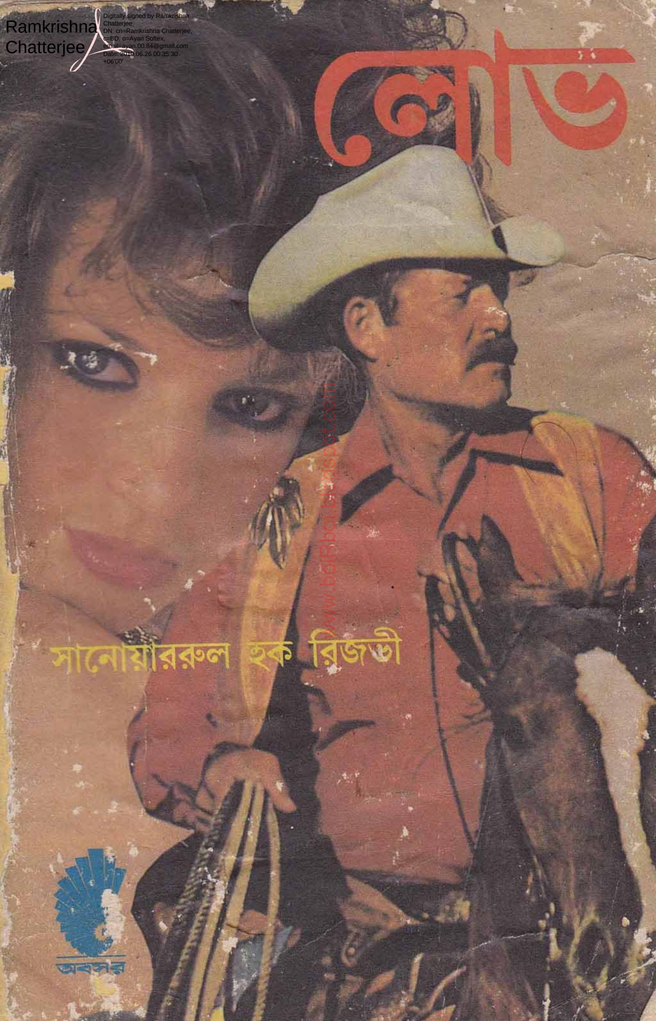

লোভ
সানোয়াররুল হক রিজভী
অবসর
www.boiRboi.blogspot.com

এই বইয়ে স্ক্যানিংয়ে ত্রুটির জন্য কিছু পৃষ্ঠায় কিছু অংশ অস্পষ্ট এসেছে। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তীতে এদিকে আরো বেশী খেয়াল রাখা হবে।

কাহিনী ঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে।
(এই কাহিনীর চরিত্রগুলো কাল্পনিক)

ফজলুর রহমান
অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণে ঃ সোহাগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০ প্রতাপ দাস লেন, শিংটোলা, ঢাকা-১১০০

এক

মরুভূমির বুকে সকালের সোনা রোদ। ইন্ডিয়ান ব্যাডল্যান্ডস অতিক্রম করছে শডল ইয়াম।

প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে যুবকের ঘোড়া। জলদি পাউডারে পৌঁছতে চায় ও। স্বচ্ছন্দ বোধ করছে না সে। পেটের ডানদিকে ব্যথা হচ্ছে। তীব্র কিছু নয়। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে। তিন মাস আগে এখানে গুলি খেয়েছিল ও। ঘটনাটার পরে এই প্রথম ঘোড়ায় চড়েছে। ঘা শুকিয়েছে ক্ষতটার, তবে ব্যথা পুরো সারেনি, তাড়াহুড়োয় সেটা আমল দেয়নি। এবার মজাটা টের পাচ্ছে।

তাড়াহুড়োর কারণ ছিল। তিন মাস বুলেটের ঘা শুকোনর জন্যে যথেষ্ট সময়। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহা দমনের জন্যে ওটা নেহাতই কম।

ঘরের টান কি জিনিস—এই তিন মাসে টের পেয়েছে শডল। সে জন্যেই চট্-জলদি ফিরছে। আরেকটা কারণও অবশ্য আছে। আসলে সেটাই মূল কারণ। প্রতিশোধ।

পাউডারের সীমানায় ঢুকল শডল। সামনে ডেড অ্যাকসল

গ্রেইড। হাজার ফিট উঁচু পাথুরে তাক। পাইনের সৌন্দর্য ঢাকা। তারপর মোগল। বিশাল এক মালভূমি। মোগলের বাড়ান কার্নিশ অনেক। সেগুলোর একটার নিচে অ্যান্টিলোপ শহর। মাঝামাঝি আকারের শহরটা একটা ব্যবসাকেন্দ্র। প্রচুর জনবসতি। দিন-রাত সব সময়ই জমজমাট।

গ্রেইড থেকে নেমে একটু থামল ও। তামাকের সন্ধানে পকেটে হাত পুরল। সিগারেট রোল করতে গিয়ে একটু থমকাল। হাতের দিকে চোখ পড়েছে। রঙটা বাদামী ওর। এখন ফ্যাকাসে সাদা লাগছে। তিন মাস হাসপাতালে কাটানর ফল। মুচকি হাসল শডল। সন্তুষ্টির হাসি। একবিন্দু কাঁপছে না ওর হাত।

অ্যান্টিলোপ শহরে প্রবেশ করল শডল। ধুলো ভরা রাস্তা। ঘূর্ণি উঠছে মাঝে মাঝে। নুয়ে পড়া বিধ্বস্ত চেহারা শহরটার। জোর ব্যবসা চললেও শহর সংস্কারের তাগিদ নেই কারো।

খাড়া হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে শডল। মাথায় ক্রীম রঙের স্টেটসন। সেটার নিচের চুলগুলো কালো। কোঁকড়া, একহারা গড়ন। অনেকটা চৌকোণ মুখটা। তবে গোলের দিকেই ঝোঁক। কোমল মেশান কাঠিন্য সেখানে। চোখে শীতল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ।

সবাইকে বিস্মিত করতে এসে নিজেই বিস্মিত শডল। সত্যিই কি এটা অ্যান্টিলোপের শনিবারের বিকেল? ভাবছে সে।

রাস্তাঘাট জনশূন্য। ঘোড়া বাঁধার র‍্যাকগুলো শূন্য। কোলাহলের কোন আওয়াজ নেই। নিথর, নীরব।

আস্তাবলের দরজায় চোখ আটকাল। চেয়ারে বসে একটা লোক ঝিমোচ্ছে সেখানে। হোটেলের কোণায়ও দু'জন লোক দেখা গেল।

অলস চোখে রাস্তায় তাকিয়ে আছে। ল্ বাকির সেলুনের সামনে আরো ছ'জন রয়েছে। তাস পিটছে।

ব্যাস, সারা শহরে লোক বলতে এই ন'জনকেই চোখে পড়ছে। আশ্চর্য ব্যাপার।

চিন্তান্বিতভাবে সেলুনের দিকেই এগোল শডল। পোর্চের পাশে হিচ রেইল। ঘোড়াটা বাঁধল ওখানে। মুখ তুলে, লোকগুলোর দিকে তাকাল। আরেকটা বিস্ময়ের শিকার হল এবার। ছ'জনের একজনকেও চেনে না ও। অ্যান্টিলোপ তেমন বড় শহর নয়। ধরতে গেলে জন্ম থেকেই আছে সে এখানে। কাজেই, এখানে অচেনা লোক খুব কমই আছে তার। সব মিলে দু'তিনজনও হবে না। আধ ডজন অপরিচিত লোক—চিন্তার কথাই বটে।

আরো একটা ব্যাপার, লোকগুলো ওর দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইচ্ছে করেই যেন রূঢ় হতে চাইছে ওরা। শহরে অপরিচিত লোক দেখলে পশ্চিমের লোক কৌতূহল দেখাতে ছাড়ে না কখনো।

সাবধানে সিঁড়ির ধাপটা পেরোল শডল। হাস্যোজ্জ্বলভাবে নড করল।

'জেন্টলমেন, হাউ?'

তাস বাঁটছিল একজন, স্থির হয়ে গেল হাত। মাত্র একমুহূর্ত। তারপর আগের মত বাঁটা চলতে লাগল। এক চিলতে মাথা নাড়ল একজন। আরেকজন বুড়ো আঙুলে ঠেলে মাথার স্টেটসনটা পেছনে সরাল। ব্যাস্। শডলের কুশল জিজ্ঞাসা মোট জবাব এই-ই।

স্থির দাঁড়িয়ে রইল যুবক। পরস্পর চেপে বসেছে ঠোঁট দুটো।

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। অভদ্র তাটাকে উপেক্ষা না শত্রুতা ধরে নেবে স্থির করতে পারছে না। অন্য সময় হলে লোকগুলোকে ভদ্রতা শিখিয়ে ছাড়ত সে। কিন্তু এখন মিছে গোলমালের সময় নয়। প্রথমে এই অস্বাভাবিকতাগুলোর কারণ জানা দরকার। চেহারাগুলো চিনে রাখল শডল। ভবিষ্যতে দরকার পড়বে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

পোর্চ পেরোল। সেলুনের সুইং ডোরে হাত রাখল। ভেতরে প্রবেশ করল। আধো-আঁধার সেলুনের মধ্যে। কবরের নিস্তব্ধতা।

বারের পেছনে দাঁড়ান লু বাকি। সারা সেলুনে লোক বলতে সে একাই। আরেকটা অস্বাভাবিকতা। সলিটেয়ার খেলছে বাকি। সেলুন মালিক মুখ না তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল শডল। পাঁচ কাটল। তারপর মুখ তুলল সেলুন-মালিক।

'তোমার লক্ষ্মী খদ্দের এসে গেছে, লু।' মৃদু হেসে বলল শডল।

চাঁদপানা মুখ বলতে যা বোঝায়, লু বাকির মুখটা তাই। অলিভ রঙ চামড়া। ঝাঁটা গোঁফে ঢাকা উপরের ঠোঁট। চির নিরুদ্বিগ্ন চেহারা। মাথার উপর ছাদ ভেঙে পড়লেও এমনি নির্বিকার থাকবে চেহারাটা।

হাত দুটো বারের উপর ফেলে রেখেছে লু। লক্ষ্মী খদ্দেরের প্রতি কোন আগ্রহ দেখাল না সেলুন-মালিক। সামান্য কোঁচকাল ভুরু দুটো। আর কোন ভাব নেই মুখে।

'হ্যালো শডল।' আবেগহীন গলায় জবাব এল।

থমকে গেল শডল ইয়াম।

'চিনতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না লু?' কষ্ট করে মুখে হাসি আনল আবার। 'প্রায় মরা একটা লোককে জ্যান্ত দেখছ। অবাক হচ্ছ

না?'

'পাউণ্ড বিশেক ওজন হারিয়েছ তুমি। ফ্যাকাসে লাগছে তোমাকে, নিরুত্তাপ জবাব।

কাঁধ ঝাঁকাল শডল। 'ফিরে পাব। একটা ড্রিঙ্ক ছাড় তো।'

'কোথায় যাবে তুমি এখন?'

অবাক দেখাল শডলকে। 'হাঁদার মত কথা বলছ কেন?' চোখ কুঁচকে বলল সে, 'কোথায় যাব মানে! আমার বাথানে যাব। তুমি কি ভেবেছিলে?'

'যার ভাবনা তারই ভাবা উচিত। আর নিজের ভাবনা অন্যকে কখনো বলতে নেই।' শোধাল সেলুন-মালিক।

'ড্রিঙ্কটার দামের জন্যে তোমার কাছে দায়বদ্ধ আমি', বলল শডল। 'এমন নোট লিখে দিতে হবে? এখন টাকা নেই আমার কাছে। বাথানে ফিরলে দিতে পারব।'

ঘুরে দাঁড়াল বাকি। বারের উপর দিয়ে একটা গ্লাস পিছলে মারল। তারপর হুইস্কির বোতল ওটার পাশে রাখল।

আড়চোখে ব্যাপারটা লক্ষ করল শডল। বিস্মিত ভাবটা গোপন করল। মনঃক্ষুণ্ণতার ভান করল।

'ব্যাপারটা কি, লু? প্রতিদিন নিশ্চয়ই একটা করে মরা মানুষ ফেরে না অ্যান্টিলোপে। তুমিও একটা গ্লাস নাও। সেলিব্রেট করা যাক।'

'নো অফেনস', বিরক্ত মুখ বাকির, 'পাকস্থলীর অবস্থা ভাল নয় আমার।'

কথা শেষ করে তাশগুলো তুলে নিল। আনমনে নাড়া-চাড়া

করছে।

হুইস্কির গ্লাসটা সশব্দে নামিয়ে রাখল শডল। রাগ হচ্ছে ওর। তার চেয়েও বেশি হচ্ছে বিস্ময়। দুগ্ধপোষ্য শিশুও বুঝবে অপমান করা হয়েছে ওকে। কিন্তু মাত্রা ছাড়াল না ও। এখন সে সময় নয়।

'আড্ডাবাজদের একজনকেও দেখছি না যে?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল। 'আজ তো শনিবার। অথচ ওদের পাত্তা নেই। বরাবর তো এটাই ওদের আসর জমানর দিন। ব্যাপারটা কি, লু?'

'পাহাড়ে ব্যস্ত। গরু সামলাচ্ছে।'

'মার্ক অগাস্টিন?'

মাথা ঝাঁকাল বাকি। 'জানি না।' তাচ্ছিল্য গলায় বলল। 'মনে হয়, স্যাকভর্তি খাবার নিয়ে পাউডার থেকে বেরোনর রাস্তা ধরেছিল।'

বার ঘেঁষে দাঁড়াল শডল। একটু কাত হয়ে আছে। বাকির চোখে চোখ রাখল।

'অ্যান্টিলোপ শহরটা', বলল সে। 'মরে গেছে। কবর দেয়া দরকার এটাকে। পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে। মুখে স্ক্রু আঁটা কারা? তোমার পোর্চে বসে রোদ লাগাচ্ছে যারা, তাদের কথা বলছি।'

'টেড লুইসের লোক ওরা।'

সেলুনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল শডল। কথাটা কানে যেতে ঝট করে ফিরল।

'তার মানে, বলতে চাইছ টেড বাইরে থেকে লোক ভাড়া করছে?'

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।' রূঢ় কণ্ঠে বলল সেলুন-

মালিক। 'কারলেও জবাব পাবে না। একটা কথা বলছি। দুঃখ পেয়ো না, শড। আমি তোমার বন্ধু নই। অন্তত এই পরিস্থিতিতে না।'

ধাঁই করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল শডলের। সহজাত স্বভাব বশে মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে।

এই হচ্ছে পাউডার ডের্জাট। চোখের পলকে রূপ বদলায় এই মাটি। মতলববাজি, ষড়যন্ত্র, আমবুশ, হুমকি, প্রতিশোধ গ্রহণ এই-ই চলছে দিনরাত। কিন্তু মনে হচ্ছে, তিন মাসে অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। কেন?

খেলাটা কোন নিয়মে চলছে অনুমান করতে পারছে না। অস্থিরতা অনুভব করছে। কোন ফাঁদে পা দিতে চায় না ও। সব ঝোপ-ঝাড় চিনে নেয়া দরকার।

লু বাকির প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করছে ও। কি-এমন ঘটল যে, এভাবে গুটিয়ে গেছে? এতখানি অভদ্রতার কি সত্যিই প্রয়োজন ছিল?

আবার কথা বলল শডল। কিন্তু কোন ভাব প্রকাশ পেল না তাতে। মনের ভাব প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয়া সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা।

'আগেই বলেছিলাম', মৃদু হাসল ও। 'শহরটা মরে গেছে। পুঁতিগন্ধ ছড়াচ্ছে।'

'সাবধান', বলল বাকি। এতই দ্রুত শব্দটা উচ্চারণ করল যে, শিরদাঁড়ায় টান অনুভব করল শডল। লোকটা ঝগড়া বাঁধাতে চাইছে তার সাথে। প্রথমে এটাই ভাবল সে। কিন্তু বাকির দৃষ্টি

অনুসরণ করে ভুল ভাঙল ওর। চোখের কোণ দিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে সে। বাইরের ছ'জনের কথার আওয়াজ থেমে গেছে।

মৃদু হাসল শডল। হুইস্কির শূন্য গ্লাসটার দিকে তাকাল একবার। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল।

নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শডল। টান মেরে খুলে ফেলল কপাট। পোর্চে বেরোল।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকগুলো। পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেছে। শডলের অস্ত্র হাতে নয় দেখে নিজেদের হাত ফেরাল। বিরস মুখে বসে পড়ল ফের।

গোলমালটা চোখ এড়াল না শডলের। আগের স্থানে ছ'জন নেই। আছে পাঁচজন। বাকিজন আগে থেকেই দাঁড়ান। সেলুনের দরজার কাছে রয়েছে সে। মাথাটা সামান্য কাত করা। চমকটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বাজি ধরে বলতে পারে শডল, লোকটার কান এতক্ষণ সেলুনের দরজায় ছিল। আড়ি পেতে তার আর লু বাকির কথা শুনছিল।

পোর্চ থেকে নেমে গেল শডল। ঘোড়াটাকে বাঁধনমুক্ত করল। লাগাম হাতে নিল। তারপর তাকাল লোকগুলোর দিকে। সহজ ভঙ্গিতে চোখ বোলাল।

'টেডের রুটি গেলার আগ্রহ থাকলে', পরামর্শের সুরে বলল ও। 'পা আর কান দুটো জায়গামত রাখতে শেখ। এসব ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে সে।'

সেলুনের দরজায় দাঁড়ান লোকটা ঝট করে সিধে হল। কথাটা তার উদ্দেশেই বলা হয়েছে। অতএব আগুনও তার গায়েই ধরল।

'তোমার সাথে কথা বলতে যাইনি আমরা।' ঝগড়ার সুরে বলল সে।

'ঈশ্বরের দিব্যি', চোখ কপালে তুলল শডল। কণ্ঠ হাসি হাসি। 'জীবনে প্রথম কোন বোবাকে কথা বলতে শুনলাম। তবে কথাটা ঠিক তোমার।' বরফের মত এক চিলতে হাসল সে। 'তোমরা নও। আমি কথা বলেছি তোমাদের সাথে। কোন আপত্তি?'

পাঁচ হাত দূরে থেকেও টের পেল শডল, পেশী শক্ত হয়ে গেছে লোকটার। চট্ করে চোখের কোণ দিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। পাতলা ঠোঁট দুটো মুড়ে ফেলেছে।

সামান্য নিচু স্বরে কথা বলল।

'কেউ বাচাল হলে আমাদের কিছু এসে যায় না।'

'মহানুভবতার লক্ষণ।'

'ব্যাপারটা কি তোমার?' খোঁচা খেয়ে তড়পে উঠল লোকটা। 'সেধে লাগতে চাইছ যে বড়? লেজে আগুন লেগেছে মনে হচ্ছে!'

'ছোটবেলায় ভদ্রতা শেখান হয়েছে আমাকে।' পাল্টা হুল ফোটাল শডল। 'হাওডির জবাব দেয়াটা সাধারণ ভদ্রতা বলেই জানতাম। তোমাদের কাছ থেকে নতুন একটা ভদ্রতা শেখা গেল। অভিবাদনের জবাবে মুখে তালা মেরে রাখা।'

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রতিপক্ষ। কি বলবে ভাবছে। যে লোকের কাছ থেকে সব কথার জবাবই ব্যঙ্গ হয়ে ফেরে—তাকে হারান সহজ নয়।

ঘোড়ার পিঠে চাপল শডল। আবার কথা বলল সে-ই। অস্বস্তি-কর অবস্থাটা থেকে মুক্তি পেল লোকটা। যা খুশি তাই বলতে

পারত সে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা ঠিক হবে না বলেই মনে হয়েছে তার। এই যুবককে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন লেগেছে তার কাছে। একটু বেশি কঠিন। এবং কৌশলি। সহজে রাগে না। মেজাজ ঠাণ্ডা লোকেরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয়। এ অভিজ্ঞতা তার আছে। বাজিয়ে না দেখে কিছু বলাটা সমীচীন মনে করেনি।

'এক কাজ কর', বলল শডল। 'টেডকে গিয়ে বলো, আমি ফিরে এসেছি। শডল ইয়াম ফিরে এসেছে। খবরটা শুনলেই লাফ দেবে সে। আনন্দে না দুঃখে তখনই দেখবে।'

আস্তাবলের পাশ থেকে ঘোড়াটা হাঁটিয়ে নিল শডল। দোর-গোড়ায় লোকটা এখনো নাক ডাকাচ্ছে। অথবা ভান করছে।

চারপাশে একবার চোখ বোলাল ও। তারপর ধীরকদমে ঘোড়া ছোটাল।

অ্যান্টিলোপ থেকে বেরোনর পথে পপলারের সারি। তার সাথে লাগান একটা দেয়াল। প্রাকৃতিক পাথুরে দেয়াল। মোটেই উচু নয়। হাঁটু সমান। পাথরের স্তূপ জমে সৃষ্টি হয়েছে। ওপাশের অ্যান্টি-লোপের কবরস্থান। একপাশে দেয়াল আছে। কিন্তু বাকি তিন পাশ বেড়া ঘেরা। কাঁটাতারের বেড়া।

কি মনে হতে কবরে ঢুকল ও। ভেতরে পা রেখেই থমকাতে হল। এখানেও একটা পরিবর্তন এসেছে। একটা নতুন কবর। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ওর। কে শেষ শয্যা পেতেছে ওখানে? মার্ক অগাস্টিন। কাঁপা পায়ে সামনে এগোল ও। হেডবোর্ডও রয়েছে কবরটাতে। পড়ল শডল :

'চার্লি স্যালিভান
?—১৮৯৩'

পোর্চে এসে দাঁড়াল লু বার্কি। শডলের ঘোড়ার খুরের শব্দ পুরো মিলিয়ে যায়নি এখনো। কঠিন চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর ফিরল লোকগুলোর দিকে।

'দয়া করে গা-ঝাড়া দাও এবার। রুক্ষ কণ্ঠে বলল সে। 'শডল যা বলে গেল তাই করো। টেডকে গিয়ে বলো, ও ফিরে এসেছে। শডল ইয়াম আবার ফিরেছে।'

শডলের ব্যঙ্গের ঝাপটা এতক্ষণ যার উপর দিয়ে গেছে, মুখ খুলল সেই লোকটা। এমনিতেই তেতে ছিল সে। বার্কির মাতব্বরিতে আরো রেগে গেল।

'যা বলে গেল তাই করো!' লু-র কণ্ঠ অনুকরণ করে ভেঙচাল সে। 'দায় পড়েছে আমার ওই শালার আগমনবার্তা জানাতে ছোটার। কোথাকার কোন লর্ড ও, শুনি। দেখলে তো কাউহ্যাণ্ড ছাড়া কিছু মনে হয় না।'

'এখানে ক'দিন আগে এলেই', বলল বার্কি, 'ওর নাম শুনতে। আসলে শুনতেই হত। আবার বলছি, টেডকে গিয়ে খবরটা দাও। ডেইজির মালা বানানর জন্যে তোমাদের পোষে না সে। এই খবরটা পৌছতে দেরি করো না। নিজের ভালর জন্যেই করো না। মরা মানুষ তড়পাতে পারে না।'

'শডল ইয়াম?' মুখ খুলল অন্য একজন। চিন্তিত সুরে কথা বলছে। 'মনে হচ্ছে নামটা আগে কোথাও শুনেছি। ভুল না হলে, ডগ রিব কান্ট্রিতে শুনেছি।'

'আরো দূরে ওর নাম না ছড়ালেই অবাক হব।' তিক্ত সুরে বলল বার্কি। 'ব্যাটা হারামী নাম্বার ওয়ান। হাড় জ্বালান জ্বালিয়েছে

আমাদের। খালি বড় বড় বুলি। তিন মাস দারুণ শাস্তিতে ছিলাম। আবার ফিরেছে। পাউডারে নরক নামাবে শালা এবার। আচ্ছা', কপালে ভাঁজ পড়ল তার। 'র‍্যাঞ্চের ওরা কিছু বলেনি তোমাদের ওর ব্যাপারে?'

'না।' শডলের হাতে জব্দ হওয়া লোকটা জবাব দিল। 'কেউ না। মাত্র তো হপ্তা খানেক হল কাজে লেগেছি। প্রথম রাতটাই কেবল টি-এল-এ কাটিয়েছি। পরদিন সকালেই টেডের আদেশে শহরে এসেছি। এখানে ঘাঁটি গাড়তে বলেছে আমাদের। পরবর্তী আদেশ না পাওয়া অব্দি এখানেই থাকতে হবে। ব্যাস। এটুকুই জানি কেবল।'

'হুম', সমঝদারের মত মাথা দোলাল সেলুন-মালিক। 'আগেই বুঝেছিলাম। গরু সামলানর জন্যে তোমাদের চাকরি দেয়া হয়নি, তাই না?'

চকিতে সতর্কতা দেখা দিল লোকটার চোখে। মুখ কালো করে ফেলল, 'ওটা আমাদের ব্যাপার।' শক্ত গলায় বলল।

'যত ইচ্ছে ঢাকঢাক গুড়গুড় কর।' ধমকে উঠল বার্কি। 'কেউ বোকা বনবে না তাতে। বনছেও না। অ্যান্টিলোপের একটা ঘোড়াও জানে, এটা কোন জাহান্নাম। এই নরকের মধ্যেই বড় হয়েছে এখানের সবাই। গোলাগুলি এখানে নতুন ঘটনা নয়। ভাড়াটে বন্দুকবাজ ছাড়া কিছুই নও তোমরা। ইচ্ছে করলেই সবকিছু ঢেকে রাখা যায় না।'

'শডলের কথা জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি।' পাশ কাটিয়ে বলল লোকটা। 'তুমি যা ভাবছ আমাদের—সেটা জানলে ও কি

করতে পারে?'

'এই মুহূর্তে যা খুশি করতে পারে সে।' জবাব এল বার্কির কাছ থেকে। শডলের ঘোড়ার খুরে ওড়া ধুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে, ধীরে ধীরে থিতিয়ে পড়ছে উড়ন্ত ধুলো।

'তিন মাস এখানে ছিল না ব্যাটা।' চিন্তিত কণ্ঠ সেলুন-ম্যানের। 'বাইরে ছিল—হাসপাতালে। মোগলের কারনিসের ওখানে অ্যামবুশ করা হয়েছিল ওকে। বাঁচবে—কেউ ভাবেনি।'

'ড্রাই গালচ?'

'আহ্ হা!' উপহাস করল বার্কি। 'যদি বল এটা অনুমান, বলব ভালই বলেছ। যাই হোক, ও জানে না দানটা কে মেরেছিল। কাজেই ফিরে এসেছে। সেই লোকটাকে ওর চাই। এজন্যেই বলছি, টেডকে গিয়ে বলো, ফিরে এসেছে ও।'

'ওহ্' চেপে রাখা দম ছাড়ল লোকটা। 'ঘটনা তাহলে এই। তা জিনিসটা কি যেটা টেড চাইছে ওর কাছ থেকে?'

স্থির হয়ে গেল বার্কি। সাদা হয়ে গেছে মুখ। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'এসব ব্যাপারে কে কথা বলেছে?' ধমকে উঠল সে। 'আহাম্মক কোথাকার। নিজের চিন্তাগুলো নিজের খুলির মধ্যেই রেখো। জানে বাঁচতে চাইলে বেফাঁস কথা বলো না।'

'ঠিক আছে, দোস্ত।' খাঁকখ্যাক করে হাসল লোকটা। 'যাক্‌গে, টেড আর ওই ছোকরার বহুদিনের দোস্তি জেনেই খুশি আমরা। কিন্তু বুকটা ফেটে যেতে চাইছে যে আমার। বল না', কাতর স্বরে বলল সে। 'কি চায় টেড। কি এমন আছে ওই ছোকরার কাছে?'

'একটা ছোটখাট বাথান আছে ওর। যেন কথার কথা বলছে

বাকি—খবরটা এমন। মোগলের একটা স্পারের উপর। ওই জায়গা-টা খুব রুক্ষ। পানির ভয়ানক অভাব। এ তল্লাটের সবার জানা, ওখানে দশ মাইলের মধ্যে একমাত্র ওয়াটর হোলটা রয়েছে শডলের উঠোনে। কাঁচের মত টলটলে পানি। দারুণ খরায়ও শুকোয় না কখনো।'

'গোলমালটা ক'দিন ধরে চলছে?'

সেলুনের দরজায় হাত রাখল বাকি। 'তিন মাস আগে গুলি খেয়েছে শডল, তাই না?'

সঙ্গীদের দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'হতে পারে, ওই ছোকরা সত্যিই জানে না কে অ্যামবুশ করেছিল ওকে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত। ব্লাড হাউণ্ডের মত তার গন্ধ শুঁকে বেড়াবে ও এখন থেকে। ভাবছি, বাথানে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসাই ভাল।'

গজরে উঠল বাকি পাঁচজনের একজন। 'অমন কোন কাজের কথা বলেনি, টেড। বলেছে, এখানে টাইট মেরে বসে থাকতে। বসে আছি। রোদ মাথায় নিয়ে অদ্দুর ছুটতে বয়ে গেছে আমার। বেশি কাজ দেখালে, বেতন বেশি দেবে নাকি টেড? ওই হাড় কেপ্পন ব্যাটা-কে এই ক'দিনেই চিনেছি। ওর কাছে একটা সেন্ট, ওর বুকের একটা হাড়।'

'ঠিক আছে, বেতন নেয়ার সময় কথাটা টেডকে জানাব আমি।' হুমকি দিয়ে ঘোড়ায় চাপল প্রথমজন।

জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল।

কবরখানা থেকে বেরিয়ে এল শডল। মরু পথ ধরে উত্তর দিকে এগোল। মোগলের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে পথটা। ক্রমশ উঁচু হচ্ছে

রাস্তা। সেই সাথে সূর্যের দাপট বাড়ছে। উত্তপ্ত বালি পায়ের নিচে তাপ ছড়াচ্ছে। অল্প ক'টা গরু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

'তাহলে চার্লিও বিদায় নিল।' আপনমনে বলল শডল। চমৎকার মানুষ ছিল লোকটা। স্বাস্থ্যবান। বয়স পঞ্চাশও পেরোয়নি। হুট করে মরে যাওয়ার কথা নয় তার। নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তার। কিভাবে? ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল? উঁহু। দক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিল চার্লি। তাহলে—বন্দুক লড়াইয়ে? তাও মনে হয় না। বন্দুকে হাত খুব ভাল ছিল লোকটার। অ্যামবুশ? হুম, এটাই হতে পারে।

সম্ভাবনাটা যুক্তিসঙ্গত ঠেকার আরেকটা কারণ আছে। কবর-খানার টেসটারভিস এলাকায় কবর চার্লির। অর্থাৎ টেসটারভিসদের লোক সে। অথচ তিন মাস আগে জীবনেও ওদের লোক ছিল না চার্লি। তার মানে সে যাবার পর ওদের সাথে যোগ দিয়েছিল লোক-টা। এবং ওদের লোক হিসেবেই মারা গেছে। চার্লির হত্যাকারীর পরিচয়—অনুমান করতে পারছে শডল।

তিন মাসে আরো কি ঘটেছে এখানে কে জানে?

সূর্য ওঠার পর চল্লিশ মাইল পথ পেরিয়েছে ও। অসুস্থ বোধ করছে। পেটের ডানদিকের ক্ষতটা চিড়িক চিড়িক করছে।

শারীরিক অক্ষমতার জন্যে নিজের কাছেই লজ্জা পাচ্ছে শডল। মনে পড়ল, দিনে ষাট মাইল পেরোন ওর কাছে কোন ব্যাপার ছিল না ক'দিন আগেও। প্রতিদিন অতখানি পথ পেরিয়ে রেড ব্রিজ স্কুলে যেত। ইচ্ছে হলে সারারাত ধরে নাচত। আবার একই দূরত্ব পেরিয়ে বাড়ি ফিরত।

শক্ত হাতে রাশ ধরল শডল। দুর্বল হয়ে পড়া চলবে না। ব্যথা ভুলতে নিচের দিকে তাকাল। ঘোড়ার পায়ের নিচে পথ সরে যেতে দেখছে।

টুয়েন্টি মাইল রকে এসে থামল ও। ছোট একটা ঝরণা আছে এখানে। একটা তলাহীন গ্যালভানাইজড টাবে জমা হচ্ছে ঝরণার পানি।

এক ঘন্টা পর টি-এল রিম রাস্তায় পৌছল। টি এল মানে টেড লুইসের সংক্ষিপ্ত রূপ। টি এল থেকে মোগলে এসে জুড়েছে পথটা।

এখনো চার্লি স্যালিভানকে নিয়ে ভাবছে শডল। ও জানে ওর অনুমানই সত্য। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে লোকটার। এবং নিঃসন্দেহে অ্যামবুশ করেই মারা হয়েছে। কিন্তু আরেকটা সমস্যা দেখতে পাচ্ছে শডল। মৃত্যু মানেই ঘটনার শেষ নয়। শুরু। একটা মৃত্যু মানেই আরো অনেক মৃত্যু। এখন দরকার মার্ককে। সব খবর জানতেহবে।

মার্ক অগাস্টিন শডলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাঝারি গড়ন। বয়স শডলেরই সমান। বছর পঁচিশেক। অসম্ভব চটপটে এবং বুদ্ধিমান। একটাই দোষ, ঠাট্টা না করে থাকতে পারে না। চরম বিপদেও ওর খুনসুটি করা চাই।

পাউডার মরুর দিকে বাহু বিস্তার করেছে মোগল। সুবিশাল একটা মালভূমি। ধীরে ধীরে নিচে নেমেছে পাহাড়ী এলাকটা। উত্তর দিকে বিশাল একটা 'বে' সৃষ্টি করেছে। ঢেউ খেলান অসংখ্য পাহাড় চুড়ো চারধারে। মোগলের সামনের স্পারটাতে যেতে চাইছে শডল। ওই জমিটার উদ্দেশেই এত পথ পাড়ি দিয়েছে সে।

পথের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে পাহাড়টা। ঢালু হয়ে মিশেছে রাস্তার সাথে। উঠে এল শডল পাহাড়টাতে।

অসংখ্য পাইনের ছড়াছড়ি পুরো জায়গা জুড়ে। ঢালের কোণে কোণে বিবর্ণ পিউমা ঘাস। মাঝখানে সবুজ জমি। ঘাসের সবুজ রঙ মানেই পানির লক্ষণ। প্রাণের লক্ষণ। মরু চত্বরের তিন শ' ফিট উচুতে এবং শহর থেকে বার মাইল দূরে এই স্বর্গ।

যতটা ভেবেছিল তার চেয়েও খুশি হল শডল বাড়িতে ফিরে। সামনে পাহাড়ী বাঁক। তারপর কিনার। এপাশ জুড়ে গাঢ় সবুজ ঘাস। মাঝখানে একটা ফার্ম হাউস। একটা বার্ন। ছোট কিছু ঘর দু'পাশে। মাঝখানে উঠোন।

'হোম ইজ হোম।' সেটা যে ভাষায়ই বলা হোক।' স্মিত মুখে নিজেকে শোনাল শডল।

ঘোরান পথ ধরে উঠোনে ঢুকল ওর ঘোড়া। সাথে সাথে দপ্ করে নিভে গেল শডলের সুখের হাসি।

মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড টর্নেডো বয়ে গেছে ওর বাথানে। সারা উঠোন ঘিরে বেড়া দিয়েছিল ও। নেই। উপড়ে ফেলা হয়েছে। এমনকি কাঁটাতারগুলো পর্যন্ত নেই। কেবল ক'টা আধভাঙা খুঁটি সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াটা উপড়ে নিয়ে আগুনে পোড়ান হয়েছে। বিধ্বস্ত উঠোনের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডটা দেখতে পেল ও। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ঝাড়া এক মাস খেটে বেড়া দিয়েছিল ও। মার্কও ছিল সাথে।

সারা উঠোনে গবাদি পশুর খুরের চিহ্ন। ঘোড়ার খুরের চিহ্নও কম নয়। জলাশয়টার কাছে এগোল শডল। পাড় ভেঙে পড়েছে

পশুগুলোর পায়ের চাপে। চারপাশে মল ভরা। কাদা ছড়ান। ঘানে'ও নিশ্চয় ভাঙচুর হয়েছে। তবে বাড়িটা নিয়েই ওর চিন্তা বেশি।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল শডল। দ্রুত পায়ে উঠোন পেরোল। পোর্চ টপকাল। প্রধান দরজাটাকে হা হা করতে দেখল ও। কপাট নেই। তবে বেশিদূর যায়নি ওগুলো। কব্জা থেকে খুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে।

ভেতরে ঢুকল শডল। কপালে আরো কয়েকটা ভাঁজ যোগ হল। ভেঙে চৌচির হয়ে আছে প্রত্যেকটা জিনিস। ঠ্যাং ছাদের দিকে তুলে উল্টে আছে আসবাবগুলো। টেনে নামান হয়েছে ওয়াল পেপার। জঘন্য লুণ্ঠন চালান হয়েছে ঘরটাতে। দামি কোন জিনিসেরই অস্তিত নেই। কেবল যেগুলো বহন করা কষ্ট, সেগুলো ফেলে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আস্ত রেখে যায়নি।

পশুর লাদি ছড়ান সারা ঘরে। চিবান ঘাসও রয়েছে। জানালার একটি শার্সিও আস্ত নেই।

কিচেনে ঢুকল শডল। অবস্থা তথৈবচ। উল্টে আছে স্টোভটা। ঝুল-কালিতে ঢাকা পড়েছে। সারা মেঝেয় ছড়ান ভাঙা কাপ-তস্তরি। প্রতিটা কাপবোর্ড ডোর ফাঁক হয়ে আছে। শেলফগুলো ফাঁকা।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শডল। মুড়ে রেখেছে পাতলা ঠোঁট দুটো। হাত দুটো আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে গেছে। আগুন জ্বলছে মাথার মধ্যে।

ঘর থেকে নড়ার শক্তি পেতে বহুক্ষণ লাগল ওর। বেশ খানিকক্ষণ

পরে উবু হল ও। ধ্বংসস্তূপে একটা অক্ষত জিনিস চোখে পড়েছে। একটা কাপ। দোরের মধ্যে আছে যেন সে। উল্টান টুলের পায়ার উপর রাখল কাপটা। তারপর ধীরপদে পোর্চে ফিরে গেল।

পোর্চে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও। অসহায় বোধ করছে। ঘরের প্রতিটি জিনিস ওর বহু কষ্টে কেনা। নিজের হাতে গোছান। অগোছাল লোক বলে দুর্নাম কোনদিনই ছিল না ওর। শডলের মনে হচ্ছে ওর বুকের ভেতরটা জোরে খামচে ধরেছে কেউ।

রাগ সামলানর চেষ্টা করছে ও। মাথা গরম করা মানে নিজের সর্বনাশ ডাকা। পশ্চিমে মাথা গরম লোকেরা নাতি-নাতনির মুখ দেখার সুযোগ পায় না। বেধড়ক গুলি অথবা পিট্টি খেয়ে মরে থাকে।

ক্ষোভ আর হতাশা কাটিয়ে একটা উপসংহারে পৌঁছল শডল। 'লোকটা আমাকে গুলি করে বাকি ঝালটুকু এখানে এসে মিটিয়েছে।' বিড়বিড় করল ও।

পোর্চের পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল শডল। এদিক থেকে জমিটা ক্রমেই উচু হয়েছে। শেষে মোগলের কারনিসে গিয়ে মিলেছে। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। ম্লান লাগছে সূর্য। পুব দিকে মুখ ঘোরাল শডল।

'কাল সকালে', শক্ত গলায় উচ্চারণ করল শডল। 'ওই ক্যাটল ট্র্যাকগুলো ট্রেস করব আমি। ওগুলোর মালিকের কাছে পৌঁছুব।'

পোর্চ থেকে নামল শডল। ঘোড়াটাকে দলাই-মলাই করা দরকার। অনেক পরিশ্রম করেছে।

ঠিক এই সময়ে শব্দটা কানে এল। কড়াৎ করে উঠল একটা

পর অন্য বুদ্ধি করল। মাটিতে বুক ঠেকিয়ে খানিকটা এগোল। তারপর একটা শংখ আকৃতির পাথরের পেছনে উঠে দাঁড়াল। ওপাশ থেকে নিচে পাউডার মরু। ডানদিকে নিচে ওর বাথান। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব। কোরাল, বার্ন পোর্চ। হঠাৎ একদম স্থির হয়ে গেল শডল। পাথরটার ওপাশে নড়াচড়ার সাড়া পেয়েছে।

নিঃশব্দে বসে পড়ল ও। একটা নুড়ি তুলে নিল হাতে। ডানদিকে ছুঁড়ে দিল ওটা। একই সময়ে নিজে বামদিকে ঝাঁপ দিয়েছে। শুয়ে শুয়েই ঘুরে গেল। উঁকি দিল বোল্ডারটার ওপাশে।

আপনা থেকে উদ্যত হাতটা নেমে এল ওর। পিস্তলটা হোলস্টারে পুরল।

একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে। হাতে রাইফেল। নলটা কাভার করছে ওকে।

মানুষের চোখ এত সুন্দর হতে পারে—ধারণার অতীত ছিল শডলের। কালো মণি চোখের। আয়ত। চোখেরও ভাষা আছে, কথাটা শুনেছিল ও। এই প্রথম সেটার সার্থকতা দেখল। চোখ দুটো কেবল বিশাল নয়। বাঙময়। তবে সেখানে কোন মিষ্টত্ব খুঁজে পেল না ও। কঠোর সাবধানবাণী কেবল।

মেয়েটাকে দেখে নিশ্চিন্তে হোলস্টারে অস্ত্র পুরেছে সে। ওর হাতের বন্দুকটাকে পাত্তা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিন্তু এবার ঘাবড়ে গেল। সোজা চোখে চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা। ট্রিগার থেকে আঙুল সরায়নি। হেসে পরিবেশটাকে হালকা করার বুদ্ধি করল সে।

'ওই আইনটা বোধ হয় জান না, তুমি।' কাষ্ঠ হেসে বলল

শডল। 'মাথায় শিং নেই এমন প্রাণী হত্যা আইনত দণ্ডনীয়।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। শডলের কথার জবাব নয়। কপালের উপরের চুল সরাল। অবশ্য মারমুখি ভাবটাও অদৃশ্য হল সেই সাথে। রাইফেলের নল মাটির দিকে নামাল। চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হল যেন।

'আমি যখন', রিনরিনে সুরে কথা বলল সে। 'ইয়ে মানে গুলি করলাম, তখন ওই বাথানে আপনি ছিলেন?'

'তাই তো মনে হয়।' উষ্মা শডলের গলায়। 'এবার ভাল করে দ্যাখ তো, শিং আছে নাকি আমার মাথায়?'

না শোনার ভান করল মেয়েটা। কিন্তু গালে অস্তরাগের ছোঁয়া লাগল। মাথা ঘুরিয়ে নিল সে।

বুক সমান লম্বা চুল মেয়েটার। অমাবস্যার মত কাল বরণ। কপালের উপর চুলগুলো ছোট। ভুরু অবধি লম্বা। ফেঁপে ফুলের মত ছড়িয়ে আছে। স্টাইলটা মন কাড়ার মত। পেছনের চুলগুলোর দু'গোছা বুকের উপর এসে পড়েছে।

একটা হাত উঁচু হল মেয়েটার। কপালের উপরের চুলগুলো টেনে পেছনে সরাল। ভাল লাগল না শডলের। বরং কপাল ঢেকে থাকলেই অপূর্ব লাগে মেয়েটাকে।

চোখ ফেরাল কৃষ্ণকেশী। সরাসরি শডলের চোখে তাকাল। চাহনিটা ভীষণ সৎ আর নিষ্পাপ মনে হল শডলের।

'যদি বলি', নিচু সুরে জানতে চাইল মেয়েটা। 'আপনাকে গুলি করার উদ্দেশ্য ছিল না আমার—বিশ্বাস করবেন?'

'এর আগেও আমার দিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে।' হাসি চাপার

কোন চেষ্টা করছে না শডল। 'তবে সে সব বন্দুকবাজদের কেউ মেয়ে ছিল না। প্রথমবার বলে তোমাকে বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই আমার। এবার কষ্ট করে আসল ব্যাপারটা বলে ফ্যাল।'

'না।' দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেয়েটা। ভঙ্গিটা দেখেই বুঝল শডল, প্রচণ্ড জেদী এই মেয়ে। আত্মবিশ্বাসীও বটে। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ একচুল নড়াতে পারবে না এই মেয়েকে। 'আমার বক্তব্য বুঝতে ভুল হয়েছে আপনার। আপনাকে গুলি করিনি ঠিকই। কিন্তু আরেকজন মানুষকেই করেছিলাম। এই সন্ধ্যায় পাখি শিকার করতে আসিনি আমি। তবে ইচ্ছে হলে বিশ্বাস করতে পারেন, তাকে হত্যা করতে চাইনি। কেবল ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।'

'অবশ্যই কেবল ভয় দেখাতে চেয়েছিলে।' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল শডল। 'তবে কিনা আমার মাথা থেকে মাত্র দশ ফিট দূরে ছিল বুলেটটা। আশা করি, সাধারণত এভাবেই ইচ্ছে করে মিস্ কর তুমি।' খোঁচা দিল শডল।

জায়গামতই লাগল খোঁচাটা। বিনয়ী ভানটা উধাও হল মুখ থেকে। কালো হয়ে গেল চেহারাটা। 'যেখানে চেয়েছিলাম ঠিক সেখানেই লেগেছে আমার বুলেট।' শান্ত অথচ তীব্র কণ্ঠে জানাল সে।

'কিন্তু আমি সঠিক লোকটা ছিলাম না।'

'ছিলেন না।'

'বোঝা যাচ্ছে', মৃদু হাসল শডল। 'হাতের সই ঠিকই আছে তোমার। কেবল চোখের সইটাতেই গণ্ডগোল।' শক্ত হয়ে গেল মেয়েটার মুখ। 'যাই হোক', শ্রাগ করল শডল। 'ওটা তুমি সামলাবে।'

'কি বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি ঘটনার এই দিকটা আমার ব্যাপার নয়।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়েটা। ওঠানামা বেড়ে গেল বুকের। বুঝল শডল, রেগে গেছে কৃষ্ণনয়না।

'ভুল বুঝেছেন।' তীক্ষ্ণ স্বরে আরেকপ্রস্থ তর্ক ছুঁড়ে দিল সে।

'ঘটনার এই দিকটা আমার নয়—এটা ভুল আমার?'

'না। যে কারণে এমনটা ভাবছেন সেটা ভুল।'

মেয়েটার সততা হতভম্ব করল শডলকে।

দানা বাঁধল নীরবতা। এই সুযোগে ওকে খুঁটিয়ে দেখায় মন দিল শডল।

যেভাবেই দেখা হোক, মেয়েটা সুন্দরী। কেবল সুন্দরী নয়, রূপসী। পুরুষের পোশাক পরে আছে মেয়েটা। প্রথম দর্শনে অসহনীয় মনে হয়েছিল পোশাকটা। শান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করতে মনে হচ্ছে, এই মেয়ে সব পোশাকেই অপূর্ব।

হালকা ছিপছিপে গড়ন। কিন্তু বেশ লম্বা। তেমন নিপাট নয় গায়ের শার্ট কিংবা কোট। তবে গলা পর্যন্ত বোতাম লাগান শার্টের। বুকের আব্রু সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। ভাল লাগল শডলের। কাঁধের উপর ঝুলছিল চওড়া ব্রিমের হ্যাট। ওটাকে মাথার উপর বসিয়ে দিল মেয়েটা। চোখের এককোণ ঢাকা পড়ল কার্নিসের তেরছা ছায়ায়। আধ ঢাকা মুখটা আশ্চর্য কমনীয় লাগছে। তবে সব ছাড়িয়ে শরীরের আউট লাইন কেড়ে নিচ্ছে নজর। চমৎকার আত্মবিশ্বাসী এবং সতর্ক ভঙ্গিমা দাঁড়ানর মধ্যে।

এক দৃষ্টে জরিপ করছিল শডল। বাধা পেল। অপর তরফ থেকে

প্রশ্ন এসেছে আবার।

'বেশ, এবার কি করতে চান আপনি?'

'কিছু না।' শান্ত ভাবে জবাব দিল শডল। 'সোজা বাথানে ফিরব। এবং ঘটনাটা ভুলে যাব।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল মেয়েটা। ব্যঙ্গাত্মক হাসির ছোঁয়া ঠোঁটে। 'উঁহু, ভুলবেন না। আসল ব্যাপার জানার কৌতূহল থেকেই যাবে আপনার। ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রশ্নটার জবাব পাওনা হয়েছে আপনার। জিজ্ঞেস করুন।'

'না, এখনো বলব, এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে ইচ্ছে হলে একটা কথা জানাতে পার। অনেক বছর হল এখানে আছি আমি। কিন্তু তোমাকে কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আমি প্যাম।' সপ্রতিভ কণ্ঠে জানাল মেয়েটা। 'মানে পামেলা রেজিন্যাল্ড। কি মনে হচ্ছে, চিনছেন?'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল শডল। তারপর 'না-বাচক' ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'আমার জানা মতে সবচেয়ে কাছের রেজিন্যাল্ডরা থাকে ম্যালহ্-উর কান্ট্রিতে।'

উঁহু, আমাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক নেই ওদের। আমরা নেভডোর।'

'বেড়াতে এসেছ এখানে?'

'থাকতে এসেছি। থাকছি।' শব্দ তিনটে জোরের সাথে উচ্চারণ করল মেয়েটা। যেন জোর করে নিজেকেই বিশ্বাস করাতে চাইছে কথাগুলো।

'কোথায় থাকছ?'

সাথে সাথে কোন জবাব পাওয়া গেল না প্রশ্নটার। জুতোর হিলের উপর ঘুরল মেয়েটা। চোখ নামিয়ে শডলের র‍্যাঞ্চের দিকে তাকাল। হালকা আঁধার নেমেছে পৃথিবীতে। সন্ধ্যার সতেজ হাওয়া বইছে।

ফিরল মেয়েটা। ভঙ্গি থেকে ঋজু ভাবটা বিদায় নিয়েছে। বিশাল চোখ জোড়ায় বিষাদ। অন্তত তাই মনে হল শডলের।

'আমার ঠিকানা আপনার না জানাই ভাল।'

শ্রাগ করল শডল। হালছাড়া ভঙ্গি। একটু প্রসন্ন হল প্যামের বিষণ্ণ মুখ।

'আরো একবার জোর করে কৌতূহল মেটাতে চাইলেন না।' মৃদু হাসল সে। হাসলে গালে টোল পড়ে মেয়েটার, লক্ষ করল শডল। 'সত্যি ধৈর্য আছে আপনার। ধন্যবাদ।'

'দুঃখিত', শুষ্ক কণ্ঠে জানাল শডল। 'এবারের ধন্যবাদটা গ্রহণ করতে পারছি না। এই কৌতূহলটা মেটাতে চাই আমি। সেটাকে অভদ্রতা মনে করলেও নিরুপায় আমি। যদি তুমি না জানাও, আমিই খুঁজে বের করব। পাউডারে নিজের পরিচয় লুকাতে পারবে না আমি না চাইলে।'

'সেটা না করলেই বরং ভাল করবেন। যখন কৌতূহল দেখিয়েই ফেলেছেন আর ক্ষমা করা যায় না আপনাকে। এবার আমার পালা। কে আপনি?'

'মগজ খাটালে নিজেই বুঝতে।' বলল শডল। 'যাকগে, আমি শডল ইয়াম। যে জমিটাতে গুলি বিঁধিয়েছ, ওটার মালিক।'

'কি!' আচমকা শব্দটা বেরিয়ে গেল মেয়েটার মুখ থেকে। মুখের উপর হাত উঠে গেল একটা। তবে বিস্ময়টা প্রকাশ করতে চায়নি সে, বুঝল শডল। কারণ দ্রুত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে প্যাম। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই এক পা এগিয়েছে সামনে। ভীত চোখে শডলের মুখে তাকাল। কারণটা অনুমান করে নিল শডল? তিক্ত ভাবে হাসল।

'হুঁ, আমি হচ্ছি, রূপকথার সেই দাঁতাল নেকড়ে। খুকিদের ঘুম পাড়ান হয় যার গল্প শুনিয়ে।'

'আপনার কথা শুনেছি আমি।' স্বীকার করল প্যাম।

'যারা আমাকে অপছন্দ করে তাদের মুখে নিশ্চয়ই?'

'এখানে এসে যে ক'জনের সাথে মিশেছি, তাদের সবার কাছেই শুনেছি।' বলল মেয়েটা। তারপর চুপ করে থাকল। একটু পরে আবার কথা বলল। 'যা মনে হয়, এই এলাকার আলাপের একমাত্র বিষয় আপনি।'

ভুরু তুলল শডল। কৌতুক অনুভব করছে, বোঝাতে চাইছে। নিজের কাছে বিরস লাগল চেষ্টাটা। গলার ভেতরটা শুকনো ঠেকছে ওর।

'কিছু লোকের গা জ্বলুনির কারণ আমি।' বলল সে।

'জানি।' কাটা কাটা গলায় জবাব এল, 'কারণটাও অজানা নেই।' 'বলে যাও।'

'বলতে চাই না।' শব্দ করে হাসল মেয়েটা। দুষ্টুমি ভরা হাসির শব্দে সচকিত হল শডল। হাসতে হাসতেই বলল প্যাম, 'গল্প শুনে শুনে, আপনার চেহারাটা কেমন কল্পনা করেছিলাম জানেন?'

'অবশ্যই।' রাগ চেপে হালকা গলায় বলল শডল। 'গ্র্যানাইটে খোদাই একটা শক্ত মুখ। নাকটা ভঙা। সারা মুখে আর গায়ে কাটা দাগ। টকটকে লাল চোখ। নেশায় বুঁদ সারাক্ষণ। সারা মুখে বিশ্রী দাড়ি-গোঁফ। হাসলে কালচে দাঁত বেরোয়। ন্যায়, নীতি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি শব্দগুলো সম্পূর্ণ অচেনা আমার কাছে। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধানয় ওস্তাদ। অধৈর্য। কোন কাজে বেশিক্ষণ লেগে থাকতে জানি না। পাউডারে কোন ঝামেলা হলেই সবাই আগে জানতে চায়, শডল ইয়াম কোথায়? মিলেছে?'

'অ্যাঁ', চমকে উঠল মেয়েটা। 'না—মানে হ্যাঁ। কিভাবে বুঝলেন?' বিস্মিত চোখে তাকাল প্যামেলা।

'যেভাবেই হোক বুঝেছি তো।'

'এটা কিন্তু পুরো নয়। ছবিটার অর্ধেক। পারলে বাকি অর্ধেক বলুন।'

'আরো আছে?' আঁতকে ওঠার ভান করল শডল।

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। 'আছে।' হাসি সামলাতে সামলাতে বলল। 'বোঝা গেল, সেটুকুর খবর জানা নেই আপনার। জানেন না যখন, বরং গোপনই থাক সেটা। কি বলেন?'

জবাবটা এড়িয়ে গেল শডল। 'অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ির পথ ধরা উচিত তোমার।'

ঘুরে দাঁড়াল প্যাম। কোন কথা বলল না। চোখের পলকে আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঝোপঝাড়ে ঘন হয়েছে অন্ধকার। শডল খোলা জায়গায় রয়েছে। এখানটা পরিষ্কার এখনো। অপ্রস্তুত-ভাবে দাঁড়িয়ে রইল শডল।

একটু পরেই ফিরল মেয়েটা। একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। শডলের পঞ্চাশ গজ দূর থেকে এগোল। কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফেরাল। চাপা হাসির শব্দ কানে এল শডলের।

'মতলব ভেস্তে গেল আপনার, তাই না?' সুরেলা কণ্ঠের প্রশ্ন এল। 'ভেবেছিলেন, ঘোড়ার ব্র্যাণ্ড দেখে ঠিকানা বুঝে নেবেন আমার। দেখলেন তো, এসব চালাকি ঠিকই বুঝি আমি।'

'চিন্তা করো না।' অভয় দিল শডল। 'শিগগিরই জানব আমি।'

'শডল ইয়াম—দয়া করে ও চেষ্টাটা এড়িয়ে চলবেন। খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করবেন না আমাকে। প্লিজ।'

এবার আর ভদ্র ছেলের মত সম্মতি জানাল না শডল।

'কারণটা জানতে পারি?' পাল্টা প্রশ্ন করল।

'বিপদ হবে।'

'কার?'

'আপনার।'

'শুভরাত্রি।' বিদায়সম্ভাষণ জানাল শডল। 'যদি আর কখনো মোগলে আস, সহজ পথটা ধরো। সাধারণ চলাচলের পথটা। ঘোরান রাস্তাটা না ধরাই ভাল। যে-কোন মুহূর্তে পথ হারাতে পার। তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'নেকড়ের গল্প তুমি শোনেনি, এটা বিশ্বাস করতে বলো না আমাকে।'

'ঠিক আছে।' মাথা দোলাল প্যামেলা। 'কি বলেছেন বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা ভোলা উচিত হয়নি আপনার। এরচেয়ে কঠিন

জায়গায় বড় হয়েছি আমি। নেভাদায়। যা জানার আগ্রহ ছিল, জিজ্ঞেস করেছেন। সেজন্য ধন্যবাদ। আর', একটু থামল মেয়েটা। 'শডল ইয়াম বিসংবাদের, আরেকটা দিক আছে। সেটাও জানি আমি। শুভরাত্রি।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শডল। মেয়েটাকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখছে। একসময় ঘোড়ার চলার শব্দও আর রইল না। নড়ল শডল। নিজের ঘোড়ার পিঠে চড়ল শডল। বাথানের দিকে চলল।

বিধ্বস্ত ঘরের মধ্যে ঢুকল ও। সতর্ক নজর বোলাল চারধারে। ঘোড়ার পিঠ থেকে খুলে আনা কম্বল মেঝেতে বিছাল। সকালের ব্রেকফাস্টের পরে আর কোন খাবার জোটেনি কপালে।

ব্যথায় টনটন করছে সারা শরীর। ঘুমে বুজে আসছে চোখ। চিত হয়ে শুলো ও। ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। এই ঘরে আরো অনেকদিন আলো জ্বালান হবে না। অন্তত যতদিন না ঝামেলা শেষ হচ্ছে। এবং খুঁজে পাচ্ছে আততায়ীকে।

তিন

টি-এল বাথান।

বাথানটা শডলের জমির এগার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। টেড লুইস ওটার মালিক। আশি হাজার মাইল বিস্তীর্ণ এলাকার নার্ভ সেন্টার বাথান হাউসটা। পুরো জমির দু'গুণেরও বেশি জায়গা টেডের নিজের নয়। সরকারী জমি। সরকারী জমিতে গরু চরানর অধিকার সবার সমান। কথাটা পাউডার ডেজার্টের অধিবাসীদেরও অজানা নয়।

তা সত্ত্বেও ওখানের ঘাস টি-এল ছাড়া অন্য ব্র্যাণ্ডের পশু মাড়ায় না। কারণটা অতি সহজ। টেড লুইসের কোপদৃষ্টিতে পড়ার পরিণামটাও সবার জানা। অতএব বলা চলে, সুবিস্তীর্ণ এলাকাটার এক রকম বৈধভাবেই মালিক বনে গেছে টেড লুইস।

অবশ্য এ ধরনের দখল পশ্চিমে অতি স্বাভাবিক। একান্ত গায়ে না ঠেকলে এ নিয়ে কেউ-ই মাথা ঘামাতে যায় না। যাদের গায়ে ঠেকে তারা আবার সহজে ছাড়ে না।

এ এলাকার প্রতিটা আউটফিটই কম-বেশি বিশাল। ছোট বাথান প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না। ফলে তাদের সম্পত্তি বড় বাথানগুলোর সীমানা আরো বাড়ায়। সাহস বা টাকা – কোনটার অভাবই এখানকার বাথান মালিকদের নেই। অভাব কেবল উদারতার। বিদ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতা সবচেয়ে পরিচিত শব্দ এখানে। প্রত্যেকেই পড়শীর সর্বনাশের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে। শকুনের সাথে এদের অভাব কেবল এক জায়গায়—এরা উড়তে জানে না। আর শকুনের পালে ধাড়ী শকুনটি হচ্ছে টেড লুইস।

বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন টি-এল কোয়ার্টার। বাথানটার অস্বাভাবিক থমথমে ভাব যে-কারো চোখেই অস্বস্তিকর। চারধারে গাছ-পালার কোন বালাই নেই। রঙহীন, রোদ ঝলসান অনেকগুলো ঘর উঠোন ঘিরে। ধুমসো চেহারা। সজীবতা একটি অপাঙ্ক্তেয় শব্দ এই দৃশ্যপটে। সাতসকালে বেরিয়ে যায় কাউহ্যাণ্ডরা। তারপর সারাটা দিন নির্জীব হয়ে থাকে বাথান হাউস। পাণ্ডববর্জিত বিরান প্রান্তর মনে হয় জায়গাটাকে তখন।

বিল্ডিংগুলোর সামনে লতিয়ে আছে নোংরা একটা পথ। ধুলো

ভরা। ছোট একটা বার্ন। অনেকগুলো কোরাল। জট পাকান সব। এগুলোর মাঝ থেকে পথটা রাস্তা করে নিয়েছে। মেইন বিল্ডিং-এর সামনে প্লাজা। ওখানে শেষগতি হয়েছে পথটার। প্লাজাটা ঘিরে শেড, দোকান, স্টোর, বাঙ্ক হাউসগুলো আর মেস হল। এলাকাটার প্রাণকেন্দ্র গভীর বিবেচনার সাথে নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রাণকেন্দ্র মানে প্রধান বিল্ডিংটি। এই বাথানের পরিচালনা ওই বিল্ডিং থেকেই হয়। লম্বা, নিচু একটা কাঠামো। তিন ধারে পোর্চ। প্রথম ঘরটাই টেড লুইসের অফিস ঘর।

এই মুহূর্তে অফিসেই আছে বাথান-মালিক। তার প্রিয় কাজটা করছে। অর্থাৎ তুবড়ির ঝালে একজন কর্মচারীর ছাল-চামড়া খসাচ্ছে।

কামরার ঠিক মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। হাতে ধরে আছে মাথার হ্যাটটা। নিজের অজান্তেই জোরে চেপে বসেছে তার হাত। দুমড়ে গেছে হ্যাটটা।

রোগাটে লম্বা শরীর। অ্যাগেইটের মত জ্বলছে সবুজ চোখ দুটো। তামাটে চামড়া রাগে লাল হয়ে আছে। দাঁড়ানর ভঙ্গিতে এক-গুঁয়েমি প্রকাশ পাচ্ছে।

ডেস্কের পেছনে বসে আছে টেড লুইস। পরনের স্যুটটা কোঁচকান। বহু পুরোন। কোটের ভেতরের শার্টটা সাদা। দেখলে মনে হয়, ঘুমের পোশাক হিসেবেও ব্যবহার হয় ওটা। চিমসে, বেঁটেখাট কাঠামো। সমস্ত অঙ্গের মধ্যে একমাত্র মাথাটাতেই পুষ্টি পূরণ হয়েছে। অস্বাভাবিক বড় আকার সেটার। গলাটাও অস্বাভাবিক। জিরাফের মত লম্বা। বিরাট মাথাটাতে চুলের কোন আলামত কোন-

দিন ছিল বিশ্বাস হয় না। একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ মরুভূমি। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। অবস্থান নাকের খুব কাছাকাছি।

অস্বাভাবিক চোখ দুটো মেলে সামনের যুবককে বহুক্ষণ দেখছে সে। সেখানে শঠতার কুৎসিত ছায়া। সামনে দাঁড়ান যুবকের মোটেও পছন্দ হচ্ছে না দৃষ্টিটা। অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু নড়ার উপায় নেই।

'যখন একটা লোককে বেতন দেই আমি', বলল টেড লুইস। নাকী খ্যান খ্যানে গলা। 'আশা করি, সে আমার নির্দেশেই চলবে।'

'আপনি যেখানে বলেছিলেন', উসখুস করে জবাব দিল যুবক। 'ওখানেই ছিলাম আমি।'

'সাবধান ছোকরা', ধমকে উঠল টেড। মিছে বলো না আমার সামনে। দু'রাত আগে টেসটারভিলদের ওখানে দেখা গেছে তোমাকে। ঠিক বলেছি টোলবার্ট?'

ঘুরল কাউহ্যাণ্ড। কামরার তৃতীয় ব্যক্তির দিকে তাকাল। লেইক টোলবার্ট। বাথানের ফোরম্যান। ভীষণ লম্বা। সেই তুলনায় শরীরে মাংসের পরিমাণ কম। তবে কঠিন পাকান শরীর। ভাবলেশহীন মুখ। কখনই বোঝার উপায় নেই মনে কি চলছে তার। মহা হারামী লোক হিসেবে সুপরিচিত।

মালিকের প্রশ্নের জবাবে মাথা দোলাল সে। ধীরস্থির ভঙ্গি।

'হ্যাঁ, সেখানেই দেখা গেছে ওকে।'

'সেটা কি একবারও অস্বীকার করেছি?' মরিয়া হয়ে মালিকের দিকে ফিরল যুবক। 'গরু জড় করতে গিয়েছিলাম ওখানে। সেটাও কি অপরাধ হল?'

'গরু জড় করতে গরু ছেড়ে চৌদ্দ মাইল উত্তরে।' খিঁক্‌খিঁক্‌ করে হাসতে শুরু করল টেড লুইস। চোখ মটকে ফোরম্যানের দিকে তাকাল। 'ছোকরার বচন শুনলে, টোলবার্ট। মিথ্যে বলাটাও ঠিকমত শেখেনি। অথচ আমাকে টপকানর সাধ হয়েছে। দুঃখজনক।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। তারপর বোনসের দিকে তাকাল। আমার মুণ্ডু এত সহজে ঘোরে না, বাছা।'

জ্বলে উঠল বোনস। সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেছে তার। 'তোমার মুণ্ডু নিয়ে গোল্লায় যাও তুমি।' মুখের উপর বলল সে। 'তোমার শুটকো পচা বাথানের মুখে থুথু দিই আমি। উপোস করে মরব। তবু তোমার মত কিপটে বুড়োর কাজ করব না।'

ঘাড় ফিরিয়ে ফোরম্যানের দিকে তাকাল টেড লুইস। একবিন্দু ম্লান হয়নি তার মুখ। বরং চতুরভাবে হাসল। 'শক্ত পাল্লা একেই বলে, কি বল টোলবার্ট? তবে কিনা এরচেয়ে ঢের শক্তপাল্লা দেখেছি আমি। অথচ দুঃখ কি জান বোনস', কাউহ্যাণ্ডের দিকে তাকাল সে। 'শকুনের খিদে মিটিয়েছে তারা সবাই। তোমাকে নিয়ে একটু চিন্তায় পড়েছি। অপরাধ বড় শক্ত তোমার। আমার খেয়ে টেসটার-ভিলদের উকুন বাছতে গিয়েছিলে। সাহস আছে তোমার। বেশি সাহসীর ছোটখাট শাস্তি দেয়া যায় না। তাহলে তাকে অপমান করা হয়। সে জন্যেই ভাবছি কি করি। ঠিক আছে', বোনসের চোখে চোখ রাখল সে। 'বরং তুমিই বল, কি করা যায় তোমাকে।'

'আ-আমার পাওনা বুঝিয়ে দিন।' অস্ফুট স্বরে বলল বোনস। ভয় পেয়েছে সে। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'অবশ্যই দেব।' লম্বা গলা দোলাল বাথান-মালিক। ক্রূর হাসল।

তারপর হাত বাড়িয়ে ওঅর্ক লেজারটা তুলে নিল। কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টেই বিস্মিত চেহারা বানাল।

'দেখা যাচ্ছে', চিন্তিত সুরে বলল সে। 'এখানে ছয় মাস ধরে আছ তুমি।'

'সাত মাস।' শোধরাতে চাইল বোনস।

'চোপ!' গর্জে উঠল টেড লুইস। ডেস্কের উপর চাপড় কষাল সশব্দে। 'আমি বলছি ছয় মাস। লেজারেও পরিষ্কার লেখা আছে সেটা। মিছে বলে এক মাসের বেতন খসাবার পাঁয়তাড়া! তাও আমার মাটিতে দাঁড়িয়ে। দুঃসাহস দেখে অবাক হচ্ছি।'

চমকে উঠল বোনস। দ্রুত ফোরম্যানের দিকে তাকাল। অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। ভাবশূন্য চেহারা।

'ঠিক আছে।' গুমড়ে উঠল উইলি বোনস। 'ছয় মাসের টাকাই দিন।'

'স্টোর বিল বাকি পড়েছে, উম্‌ম্‌', গুণল বাথান-মালিক। 'এক শ' আশি ডলার ছিয়ানব্বই সেন্ট।'

দ্রুত সামনে এগোল কাউপাঞ্চার। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 'অসম্ভব!' আর্তনাদ করে উঠল সে। 'কোন ভুল আছে ওখানে। আমাকে দেখতে দিন ওটা।'

ঝপ্ করে লেজারটা বন্ধ করে ফেলল টেড লুইস। হাত দুটো আড়াআড়ি রাখল ওটার ওপর।

'বোনস', খেঁকিয়ে উঠল সে। 'যথেষ্ট সহ্য করেছি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ঝামেলা চাইছ তুমি। যদি তাই হয় চিন্তার কিছু নেই তোমার। ওই জিনিস প্রচুর আছে আমার পকেটে।'

থমকে দাঁড়াল কাউহ্যাণ্ড। চোখে উপচে পড়ছে ঘৃণা। 'বাজ পড়ুক তোমার স্টোরে। ঈশ্বর জানে, শকুনের বিষ্ঠা ছাড়া কিছু নেই তোমার স্টোরে। পুঁতি গন্ধ সব ক'টা জিনিসে। বাম হাতে ছুঁতেও ঘেন্না লাগে। অথচ সেগুলোরই আসলের তিনগুণ বেশি দাম নাও তুমি। তাহলেও, অত টাকার জিনিস আমি কখনো নিইনি।'

'এবং দু'মাস আগে ত্রিশ ডলার আগাম নিয়েছিলে তুমি।' একঘেয়ে সুরে বলে চলল টেড লুইস। কাউহ্যাণ্ডের আর্তনাদ তার কানে গেছে মনে হল না, 'সব মিলিয়ে একচল্লিশ ডলার তিন সেন্ট পাওনা হয় তোমার।'

এক টুকরো কাগজে কিছু লিখল সে। তারপর সেটা বাড়িয়ে ধরল বোনসের দিকে।

'একচল্লিশ ডলারের চেক ওটা। ভাঙিয়ে নিও। বাকি তিন সেন্ট কাটা গেল। তোমার বেআদবির আংশিক জরিমানা ওটা। বাকিটা সময়মত আদায় করে নেব।'

চেকটা ছিনিয়ে নিল বোনস। এক সেকেণ্ড দেখল। তারপর পকেটে পুরল সেটা। পকেটের ভেতর মুঠো পাকিয়ে গেছে হাতটা। থিরথির করে কাঁপছে গালের এক পাশের মাংস। নিঃশব্দে তাকে দেখছে বাথান-মালিক এবং ফোরম্যান।

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল কাউপানচার। হাঁটা দিল দরজার দিকে। নবে হাত দিল। তারপর পেছন ফিরে চাইল আবার।

'টেড, একটা হাড়হাভাতে চামড়াখোলা শকুন তুমি। ভাল কাজ বলতে কিছুই করনি জীবনে। সবাই জানে সেটা। কিন্তু সবচেয়ে

মন্দ কাজটা এখন করলে। ন্যায্য পাওনা কেড়ে রাখলে আমার। অথচ হারামের পয়সার গাদায় বসে আছ তুমি। মাত্র আশিটা ডলার। তোমার কাছে কিছুই না। কিন্তু আমার জন্যে অনেক। এর খেসারত দিতে হবে তোমাকে। আর সেই সময়টা বেশি দূরে নয়। কথাটা মনে রেখো।'

বেরিয়ে গেল বোনস। দড়াম করে আছড়ে পড়ল দরজার কপাট।

সন্তুষ্ট মুখে ফোরম্যানের দিকে ফিরল টেড লুইস। নড়েচড়ে বসল চেয়ারে। মিটিমিটি হাসছে। শয়তানি হাসি।

'হেই টোলবার্ট, কেমন দেখলে, অ্যাঁ? ছোঁড়াকে আচ্ছামত ছিলেছি না? শা-আ-লা, আমার সাথে চালবাজি।'

দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়েছিল ফোরম্যান। এবার নড়ল। ধীর পায়ে এগিয়ে এল। একটা চেয়ারে বসল। মুখের ভেতরে তামাকের টুকরো। জিভ দিয়ে নাড়ছে সেটা। কিছুক্ষণ নীরবে চুষল ওটা। তারপর মুখ খুলল।

'সোজা টেসটারভিলদের কাছে যাবে ও।'

'উঁহু', বাধা দিল টেড লুইস। 'যাবে না। আমার বাথানে ছিল এমন লোককে জায়গা দেবে না ওরা।'

'আশি ডলার আদায় না করে ছাড়বে না বোনস।' শান্তভাবে জানাল টোলবার্ট।

'চেষ্টা তো অবশ্যই করবে', একমত হল বাথান-মালিক। 'সেজন্যই তো সিড মণ্ডারসকে পাঠাব ওর পেছনে।' একটু থেমে জানতে চাইল। 'এখনো ফেরেনি সিড?'

না-বাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টোলবার্ট।

অধৈর্যভাবে ডেস্কে আঙুলের গাঁট ঠুকল টেড লুইস। 'এই আরেক-জন হাড় হারামী। মেজাজটা আর ঠিক রাখা গেল না এর যন্ত্রণায়। সবসময় নিজের ঘড়ি ধরে চলবে। পায়া বেশি ভারী হয়েছে ওর। দেব একদিন লাথি মেরে খেদিয়ে।'

'দেবে না।' অনুত্তেজিত গলায় মত জানাল ফোরম্যান।

থমকাল টেড লুইস। অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল ফোরম্যানের চোখে। কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে।

'কেন দেব না?'

জবাব দিল না টোলবার্ট। সে জানে, জবাবটা তার চেয়েও ভাল জানে টেড লুইস।

আবার কথা বলল টেড। অপেক্ষাকৃত শান্ত গলা।

'সবকটাকে চিনি আমি।' বিষাক্ত কণ্ঠ। 'মণ্ডারসকে চিনি আরো ভাল করে। সুযোগটা পেলেই ওই ব্যাটা আমার গলা কাটবে জানি। একই সাথে আরেকটা কথাও জানি। পুরো বাথানে একটা লোকও নেই যে ওই সুযোগটা চায় না। সব ক'টা শকুনের চোখে তাকিয়ে আমার টাকার দিকে। মিছে বললাম, টোলবার্ট?'

'এসব থেকে বাদ দাও আমাকে।' বিড়বিড় করল ফোরম্যান।

ঝলসে উঠল টেডের চোখ। 'প্রায়ই ইচ্ছে হয়, মাথাটা ফাটাই তোমার।' বলল সে। 'তারপর ফাঁক করে দেখি ওখানে কি চলছে। কোনদিন কি তোমার মনে কি আছে, বুঝব না?'

'তোমার আদেশই কেবল পালন করি আমি।' নির্লিপ্ত মুখে জানাল ফোরম্যান। 'আঙুল নাড়লেই লেজ তুলে ছুটি। নির্দেশ পালন করি। এসে রিপোর্ট করি। ব্যাস্। তারপর ঠোঁটে তালা

মারি। এবং চাবিটা জমা দেই তোমাকে। অর্থাৎ যা জানি মরলেও বলা চলবে না কাউকে।'

ফোরম্যানের বাধ্যতার তালিকা নীরবেই শুনল মালিক। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, মোটেই প্রীত নয় সে তাতে। বরং আরো ক'টা ভাঁজ পড়ল মুখে।

'বাদ দাও।' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তোমার সাথে খ্যাকখ্যাক করতে চাই না।'

উঠোনে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। অর্থাৎ কেউ ফিরেছে বাথানে। একটু পর কারো চিৎকার শোনা গেল। হুমকি দিচ্ছে কাউকে। আরেকটা কণ্ঠের মৃদু প্রতিবাদ।

ফোরম্যানের নিরুদ্বিগ্ন চোখ ফিরল মালিকের দিকে। দৃষ্টি দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইল সে। কি সেটা—ধরতে পারল না টেড লুইস।

সশব্দে খুলে গেল দরজা। পুরোটা চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়াল এক বিশালদেহী। কোমর থকে কাঁধ পর্যন্ত আকার—অবিকল চতুষ্কোণ বাক্সের মত। লোমশ চওড়া হাত। হাতের বুড়ো আঙুল বেল্টের দু'পাশে গোঁজা। পুরোদস্তুর মাস্তানি ভঙ্গি। চওড়া কাঁধ। মাথাটা ছোট। কান দুটো চ্যাপ্টা পাতার মত। মাথার দু'পাশে সেঁটে আছে। নিচু ছাদের হ্যাট মাথায়। চৌকোণ সমতল মুখ। উদ্ধত নিল চোখ। খুনীর ভোঁতা দৃষ্টি সেখানে।

'ঠ্যাং দুটো কি মাথায় বেঁধে হাঁট?' খেঁকিয়ে উঠল টেড লুইস। 'এত দেরি হল কেন?'

'পছন্দ না হলে বল!' সমান তেজে জবাব দিল সিড মণ্ডারস। 'কাজ ছেড়ে দিচ্ছি তোমার।'

সামনে ঝুঁকে এল টেডের বেমানান মাথাটা। খিটখিটে ভাবটা অদৃশ্য হয়েছে চেহারা থেকে। কেমন যেন অশুভ লাগল দৃষ্টিটা। নিজেদের অজান্তেই সিধে হয়ে গেল কামরার বাকি দু'-জনের শিরদাঁড়া।

'মিস্টার মণ্ডারস', শান্ত স্বরে বলল টেড লুইস। 'না পোষালে কাজ তোমার ছাড়তে হবে না। আমিই ছাড়িয়ে দেব। কিন্তু যদ্দিন আমার রুটি গিলছ, আমার কথায়ই নাচবে। নাচতে হবে তোমার। এই এলাকায় তোমার খুব দাপট জানি। সেটার মূলে কে আছে, তাও জানি। আমি। আমার কর্মচারী বলেই লোকে ভয় পায় তোমাকে। টি এল আওতা থেকে বেরোলেই বুটহিলে কবর দেবে তোমাকে ওরা। কাজেই টেড লুইসের সাথে ফের চোখ রাঙানর আগে ভেবে নিও।'

ঠোঁট শুকিয়ে গেছে মণ্ডারসের। জিভ দিয়ে ভেজাল। অপ্রস্তুত হাবভাব। আড়চোখে টোলবাটকে দেখল। গোমোর ফাঁক হয়ে গেছে তার।

'মানলাম', পরাজিত কণ্ঠে বলল সে। 'দেরি করে ফেলেছি। কিন্তু এসেছি তো। আসিনি?'

গা ছেড়ে চেয়ারের পেছনে হেলান দিল টেড। টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা মারছে। ড্রাম বাজাচ্ছে যেন।

'হুঁ, এসেছ।' বলল সে। 'কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এইমাত্র খেদিয়ে দিয়েছি উইলি বোনসকে।'

সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে রইল মণ্ডারস।

'যাবার সময় খুশি ছিল না ও', বলে চলল টেড। 'আগের গর্দভ-

গুলোর মত একই চেষ্টা করতে যাচ্ছে ও, আমার বিশ্বাস। গরু চুরির চেষ্টা করবে। বাথানে উইলি বোনসের মত কাউহ্যাণ্ডের অভাব নেই। এই সুযোগে বেচাল হবার শাস্তির উদাহরণটা ওদের দেখাতে চাই।'

নীরবতা নামল কামরায়। কেবল টেডের টেবিল ঠোকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটোয় কি যেন মতলবের ঝিলিক। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মণ্ডারস। জানে, কথা শেষ হয়নি টেডের। ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে ফোরম্যান। কিছু ভাবছে।

'এই এলাকার যে জায়গাটা ভাল চেনে সেখানেই যাবে এখন বোনস।' বলল টেড, 'অ্যান্টি-লোপের পেছনে। ট্রু স্পট বটে। এক্ষুণি রওনা দাও তুমি। ওর আগেই পৌঁছে রেডি থাকতে পারবে তাহলে। যতক্ষণ কিছু না করছে, ততক্ষণ স্রেফ নজরে রাখবে।'

চোখ নামিয়ে মালিকের দিকে তাকাল ফোরম্যান। সামান্য ঝাঁকাল মাথাটা। অর্থাৎ মালিকের সাথে একমত সে। ব্যাস, নির্ধারিত হয়ে গেল উইলি বোনসের ভাগ্য।

আবার নীরবতা ভাঙল টেড লুইস। অস্থিরভাবে ডেস্ক চাপড়াল।

'কি হল, রওনা হচ্ছ না কেন, সিড?'

'একটা স্লিপ লিখে দাও। খাবার নিতে হবে স্টোর থেকে।'

মুহূর্তে বদলে গেল বাথান-মালিকের মুখভাব। ঝগড়াটে মোরগের মত মারমুখি হয়ে উঠল।

'খাবার ছাড়া এক পা চলতে পার না নাকি তুমি? দশ দিনের খাবার নিয়ে কাজে গিয়েছিলে। সাত দিন না যেতে ফিরেছ। বাকি

তিন দিনের খাবার গেল কোথায়?'

'টেসটারভিনি ভাইদের দিয়ে দিয়েছি। খিদেয় মরছিল ওরা।' মস্করা করল মণ্ডারস। 'আচ্ছা টেড, পে রোলে রেখেছ কেন আমাদের তুমি, বল তো? আমার আর টোলবার্টের কথা বলছি। বেতন দিতে গিয়ে কবে হার্টফেল কর তার ঠিক নেই। তার চেয়ে হাত-পা ধর— বিনে পয়সায় কাজ করি আমরা।'

আচমকা খিকখিক করে হেসে উঠল টেড লুইস। মস্করাটা দারুণ আকর্ষণীয় মনে হয়েছে তার।

'জান না কেন রেখেছি তোমাদের', আরেক পশলা হাসল সে। 'টোলবার্টকে রেখেছি তোমাকে সোজা রাখার জন্যে। আর তোমাকে রেখেছি, ওর সম্ভাব্য ডাবল ক্রস রোধের জন্যে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা আর কি।'

এক টুকরো কাগজ নিল। কিছু লিখতে শুরু করল। এখনো হাসি থামেনি।

দৃষ্টি বিনিময় হল টোলবার্ট আর মণ্ডারসের মধ্যে। তবে চাহনিটার ভেতর কোন বন্ধুত্ব নেই।

'দু'বাক্স শেলের কথাও লেখ।' বলল মণ্ডারস।

'গেল আরো পঞ্চাশ ডলার।' গজগজ করল টেড। মুখ তুলল, 'ওগুলো দিয়ে কোন্ খোঁয়াড়টা উদ্ধার করতে চাইছ, শুনি?'

'তোমার খোঁয়াড় উদ্ধারেই লাগবে ওগুলো।'

কাগজে ফিরে গেল টেডের চোখ। 'ভালই হল। কথাটা মনে পড়ে গেল। গতকাল ফিরে এসেছে শডল ইগ্রাম।'

দেখার মত হল মণ্ডারসের চেহারা। প্রথমে বিহ্বল দেখাল

তাকে। আত্মবিশ্বাসী মুখটা ছাই বরণ হল একটু পরে। বিস্ফারিত হল চোখের পাতা। নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল।

'এখন কোথায় সে?' অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল মণ্ডারস।

'জানি না। খুব সম্ভব নিজের বাথানে।'

'আর তুমি', ফেটে পড়ল মণ্ডারস। 'আমাকে একটা কাউহ্যাণ্ডের পেছনে পাঠাচ্ছ। সামান্য ছ্যাঁচড়ামো করাতে।' কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট অবিশ্বাস তার। নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে টেড। থেমে কি যেন ভাবল মণ্ডারস। পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা।

'কিছু একটা প্ল্যান করেছ তুমি।' বলল সে। 'কি সেটা?'

'আমার মগজ তোমার থাকলে', টেনে টেনে বলল টেড লুইস। 'তুমিও টেড লুইস হতে পারতে। দেশের সবচেয়ে ধনী র‍্যাঞ্চার হতে পারতে। একটা ভাড়াটে গানম্যান হতে না।'

'বেশ, বুঝলাম।' অসন্তুষ্ট গলায় বলল গানম্যান। 'তো এখন কি করতে চাও। এভাবেই খোলা ঘুরতে দিতে চাইছ ওকে?'

'আপাতত সেটাই উচিত মনে করছি।'

'মানতে পারলাম না।' প্রতিবাদ করল মণ্ডারস। 'আমি হলাম সেই লোক যার...'

'যার কাজ আদেশ পালন করা।' কথা কেড়ে নিল টেড লুইস। 'এই তোমার রিকুইজিশন।' স্লিপটা বাড়িয়ে ধরল সে। 'ভাবছি, গোলাগুলির অভ্যাসটা হয়ত প্র্যাকটিস করতে হবে তোমার।'

দরজার দিকে তাকাতে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'টোলবার্ট', তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?'

দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিল ফোরম্যান। দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড়

ফিরিয়ে মালিকের দিকে তাকাল।

'ভেবেছিলাম, কথা শেষ হয়েছে তোমার।'

'মোটেই না।' অসম্মতি জানাল টেড লুইস। 'একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কথা বলব। অনেক নাক ডাকান হয়েছে। এবার গা-ঝাড়া দেয়া দরকার। টেসটারভিসদের খবর পেলাম না তিন দিন হল। এভাবে চললে ডকে উঠবে আমার জাহাজ।'

'ব্যাট যদি চার্জে থাকে, ওদের নিয়ে মাথা ঘামান লাগবে না। ঘটে এক মিলিগ্রাম মগজ নেই ছোকরার। ফাইট ছাড়া কিছুই বোঝে না আহাম্মকটা। কিন্তু মরগান চার্জ নিলেই বিপদ। হাজারটা প্যাঁচ ওর পেটে। মার খেয়ে মাঠ ছাড়তে চাই না, বুঝেছ?' তীক্ষ্ণ চোখে কর্মচারীদের মুখে তাকাল। মৃদু মাথা দোলাল ওরা। সন্তুষ্ট হয়ে কথার খেই ধরল আবার টেড।

'বেশ। এবার শোন। বেশকিছু লোক উত্তরে পাঠাব আমরা। টোলবার্ট', ফোরম্যানের দিকে ফিরল সে। 'এটা তোমার দায়িত্বে রইল। ত্রিশজনের মত লোক থাকবে দলটাতে। আজ রাতেই সারবে কাজটা। অন্ধকার নামার পর। শডলের জমির পাঁচ-ছয় মাইল দূরের টেসটারভিস সীমানা ঘেঁষে থাকবে ওরা। আদেশ না পাওয়া অব্দি নড়বে না ওখান থেকে। কথার নড়চড় হয় না যেন। সময় হয়ে গেছে। এবার মরণ কামড় দেব আমরা।'

'ঠিক আছে', সংক্ষেপে বলল টোলবার্ট। তারপর দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল মণ্ডারস। আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'বুঝতে পারছি না, এত তাড়া…' মুখের কথা মুখেই থেকে গেল তার। দমকা হাওয়ার মত আবার ঘরে ঢুকেছে টোলবার্ট।

'শডলের কথা বলছিলে না?' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে পেছনে দেখাল সে। 'আসছে ও।'

বুলেটের বেগে ঘুরল মণ্ডারস। গোপন একটা শপথে শক্ত হয়ে গেছে মুখটা। এই প্রথম উদ্বেগের লক্ষণ দেখাল টেড। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'ওর সাথে কে আছে?'

'কেউ না।'

'ওখানে', উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল টেড লুইস। আঙুল তুলে ফোরম্যানকে নির্দেশ দিল সে। 'গিয়ে দাঁড়াও। উইলি ঘরে থাকার সময় যেখানে ছিলে, সেখানে। মণ্ডারস, ওই কোণে চলে যাও তুমি।'

'এখন নয়।' বাধা দিল মণ্ডারস। 'এখানে ওর সাথে দেখা হোক, চাই না। দূরত্বটা খুব কম হয়ে যাবে। আমি বরং উঠোনে অপেক্ষা করি।'

'টি-এল-এ একা একা এসে, আহাম্মকি করেছে ছোকরা।' গজরাল টেড লুইস। 'এর খেসারত দিতে হবে ওকে। টোলবার্ট, নড়তে দেখলে ওকে থামাবে তুমি। বুঝেছ?'

দেয়ালে ঠেস দিয়েছে ফোরম্যান। কোন ভাব নেই মুখে। খুব কাছাকাছি নেমে এসেছে চোখের পাতা। নজর করলে দেখা যাবে, বিদ্রূপ ওই চোখে।

আবার চেয়ারে বসে পড়ল টেড লুইস। পেনসিল তুলে নিল। আঙুলের ফাঁকে নাড়তে লাগল।

সরু চোখে সেদিকে তাকাল মণ্ডারস। তারপর দ্রুত হাঁটা দিল। বাড়ির ভেতরের দিকের দরজার কাছে দাঁড়াল। নব ঘোরাল।

সবাই শুনল, উঠোনে থেমেছে একটা ঘোড়া।

'কথা যা বলার আমি বলব।' ফিসফিস করে জানাল টেড লুইস।

'বলবে', অদ্ভুত স্বরে বলল টোলবার্ট। কণ্ঠটাতে এমন কিছু ছিল যাতে ফিরে তাকাতে হল টেডকে। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল। কিন্তু কিছু বলার সুযোগ পেল না। চোখের কোণ দিয়ে দেখল দরজা খুলেছে মণ্ডারস। নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে গেল।

অফিসে ঢুকল শডল।

চৌকাঠে থমকে দাঁড়াল সে। দ্রুত চোখ বোলাল ঘরের চারধারে। অনুভব করছে, একটা সাজান দৃশ্যে ঢুকে পড়েছে সে। বস্তুত ঘরের দ্বিতীয় দরজা বন্ধের আওয়াজ কান এড়ায়নি তার। টোলবার্ট আর টেডের টান ধরা ভাবও চোখে লাগছে।

ঠোঁটে বন্ধুত্বের হাসি ফুটিয়ে তুলল টেড লুইস। চোখ দুটোতে শ্বাপদের দৃষ্টি।

'আরে, শডল যে!' উচ্ছ্বাস মেশাল কণ্ঠে। 'ফিরেছ তাহলে। এস। বস।'

'দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে আমার।' ঠাণ্ডা স্বরে বলল শডল। হেঁটে কামরার মাঝখানে চলে এল। আড়চোখে তাকাল ফোরম্যানের দিকে। টোলবার্টের ওখানে দাঁড়ানর উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে চাইছে।

অফিস সংলগ্ন ওপাশের কামরাটার কাঠের মেঝে ককিয়ে উঠল।

ভারি কিছুর চাপ পড়েছে। অথবা চাপ সরে গেছে।

তাড়াহুড়ো করে মুখ খুলল টেড লুইস।

'আহ্-হা, আমাদের পুরোন শডল ইয়াম। গড, চেনাই যাচ্ছে না তোমাকে। অ্যাদ্দিন বসে খেয়ে খোলতাই হয়েছে তোমার চেহারা। মাইরি বলছি।'

'আমার জন্যে এত প্রেম তোমার জেনে আশ্চর্য হচ্ছি।' তোষামদে পাথর গলেনি, বুঝিয়ে দিল শডল।

'থামলে কেন, বলে যাও', কপট আহত স্বরে বলল টেড লুইস। 'কখনই কি কারো কথা সোজাভাবে নিতে পার না তুমি? এভাবে', পরামর্শ দিল সে। 'কিন্তু নিজের শত্রুই বাড়াচ্ছ কেবল, শড। বাস্তববাদী হতে কেউ বারণ করেনি তোমাকে। তাই বলে সব সময়ে সেটা ঠিক নয়।'

'অথচ তুমি নিজে ঠিক তাই করছ।'

কপট আন্তরিকতা মুহূর্তে অদৃশ্য হল টেডের মুখ থেকে। জিঘাংসা ভর করল সেখানে। মাত্র এক সেকেণ্ড। কেউ লক্ষ করার আগেই হাসি ফেরাল মুখে।

'টাকাই আমার শত্রু, বাছা। ওই জিনিসটা আমার পকেটে থাকুক, কারো পছন্দ নয়। তবে একটা কথা তো জানাই তোমার। যেই আমাকে মাড়াতে চেয়েছে, ঠ্যাং খোয়া গেছে তার।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না শডল। পকেট হাতড়ে সিগারেটের সরঞ্জাম বের করল। একটা সিগারেট বানাল। আগুন ধরিয়ে টানল। দ্রুত ধোঁয়ার মেঘ তৈরি করল মুখের ওপর।

অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ বিরাজ করছে কামরায়। অস্বস্তি ভরে ফোর-

ম্যানের দিকে তাকাল টেড। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে নেই টোলবার্ট।

'তারপর শডল', শেষমেষ নিজেই নীরবতা ভাঙল সে। 'মনে হচ্ছে, কিছু বলতে চাইছ।'

ধোঁয়ার ভেতর থেকে তাকাল শডল। 'আমার জমিতে ভাঙচুরের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য শুনতে চাই।'

'কিছুই বলার নেই আমার।' চট্ করে জানাল টি-এল মালিক। 'একদম কিচ্ছু না। ওদিকে গিয়েছিল আমার ক'জন লোক। গল্পটা ওরা বলেছে আমাকে। সমবেদনা জানান ছাড়া কোন সাহায্য করতে পারছি না। দুঃখিত।' যদিও দুঃখের কোন চিহ্ন নেই তার মুখে। 'ডুবন্ত লোকের মাথায় বাড়ি দেয়া পছন্দ নয় আমার।'

অবিশ্বাসের হাসিটা গোপন করল শডল। 'কিন্তু আমি যে দেখলাম', বলল ও। 'জলের ধার থেকে গরুর ট্র্যাকগুলো এদিকেই এসেছে। আমি কি ভুল দেখেছি, টেড?'

'ওটা আরেকটা গল্প।' তাড়াহুড়ো করে জবাব দিল টেড। 'স্বীকার করছি, আমার কিছু গরু চলে গিয়েছিল ওখানে। তোমার পানিও ব্যবহার করেছে ওগুলো। বেড়া ভাঙা ছিল। ওগুলোর দোষ কি, বল?

'খবরটা জানামাত্র গরুগুলো সরিয়ে নেয় আমার লোকেরা। জানতাম, ব্যাপারটা পছন্দ করবে না তুমি।'

'অশেষ দয়া তোমার।' মৃদু হাসল শডল। সিগারেট নিভে গিয়েছিল। আবার জ্বালল। আগুনের ওপর দিয়ে তাকাল টেডের দিকে। আবার ডেস্কের উপর ড্রাম বাজাতে শুরু করেছে লোকটা।

'ফিরে তো এসেছ', বলল সে। 'এবার কি করবে ভাবছ? ওই র‍্যাঞ্চ দিয়ে টাকা বানানর স্বপ্ন থাকলে বাদ দাও। মানছি, ঘুমোনর জন্যে জমিটা আদর্শ। শান্ত, নিরিবিলি। কিন্তু তারপর? পেটেও তো কিছু দিতে হবে। চাকরি চাও?'

'কি চাকরি?'

আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল লুইসের চোখ। 'যা খুশি তোমার। কেবল মুখ ফুটে জানাও। এক্ষুণি পে রোলে নিয়ে নিচ্ছি তোমাকে।'

শব্দ করে হেসে উঠল শডল। টোলবাটের দিকে তাকাল। 'তোমার কদর হঠাৎ কমে গেছে মনে হচ্ছে, লেইক।'

'সবকিছুতেই অভ্যস্ত হওয়া দরকার।'

'লেইককে এসবের বাইরে রাখ।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিল টেড। 'আমার ছায়া টোলবাট। তোমার কি পছন্দ, সেটা বল।'

ঘাড় বাঁকা করে তাকাল শডল। 'ভাল করেই জান, তোমার কাজ কখনো করব না আমি। এবং কারণটাও জানা আছে তোমার। হঠাৎ এমন নেতিয়ে পড়লে কেন, ভাবছি। মতলবটা কি, টেড?'

মুখভঙ্গি করল টি-এল মালিক। 'দান হিসাবে কাউকে কিছু দিচ্ছি, জীবনেও শোননি তুমি। তাই না? বিনা কাজে একটা কুটোও ভাঙি না আমি। এটা ঠিক, তোমার সাহায্য দরকার আমার। কিন্তু তোমারও খুঁটি দরকার, বাছা। শক্ত খুঁটি। একমাত্র টি-এল র‍্যাঞ্চই সেটা দিতে পারে তোমাকে।'

'কেন?'

'কি কেন?'

'খুঁটির দরকার কেন?' ধৈর্য ধরে জিজ্ঞেস করল শডল।

'খুঁচিয়ে কথা বের করতে চাইছ, না?' গর্জে উঠল টেড লুইস। 'একটা বিশাল র‍্যাঞ্চ যুদ্ধে জড়িয়ে সুবিধে করতে পারবে না তুমি। মাঝ থেকে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবে। তারচেয়ে টি-এল উঠোনে চলে এস। আশ্রয় পাবে।'

'তার মানে', জানতে চাইল শডল। 'তোমার ধারণা, টেসটার-ভিলদের পেছনে লাগছি আমি?'

'তোমার বেড়া আমি উপড়াইনি।' ইন্ধন জোগাল টেড লুইস।

'তোমার হয়ত আপত্তি তুলবে কেউ।'

হেরে গিয়ে চেয়ারে গা ঢেলে দিল টেড। ভ্রুকুটি করল হতাশ-ভাবে। বুঝে গেছে, বুদ্ধির খেলায় এই যুবককে হারান সম্ভব নয়। চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবল সে। তারপর মুখ তুলল।

'ঠিক আছে।' এবার সোজা পথ ধরল। 'আরেকটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমার জমিটা কিনতে চাই আমি।'

'কেন?'

'জাহান্নামে যাও।' রেগে-মেগে অভিশাপ দিল টেড লুইস। 'কেন, জান না তুমি?'

'তিন মাস বাইরে ছিলাম আমি।' মনে করিয়ে দিল শডল।

'তা ঠিক।' একমত হল টেড। 'অনেককিছু ঘটেছে এই তিন মাসে। কিন্তু তোমার জমি পুরোন কারণেই কিনতে চাই। ওই পানি আমার প্রয়োজন।'

'দুঃখিত।' মুখের উপর হাসল শডল। 'বিক্রয়ের জন্যে নহে।'

'একটা গর্দভ তুমি।' চেঁচিয়ে উঠল টেড লুইস। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তার।

'ভেবেছ ওটা আগলে রাখতে পারবে? কক্ষণও না। কেউ না কেউ ওই পানি ব্যবহার করবেই। সেটা তোমার পছন্দ হোক আর না হোক। আর সেই কেউ'টা কিন্তু আমিও হতে পারি।'

'ভীতিপ্রদর্শন?'

'বোকার মত কথা বলো না। ওটার জন্যে টাকা সাধিনি আমি।'

সিগারেটটা মেঝেতে ফেলল শডল। পা দিয়ে পিষল সেটা।

ঠাণ্ডা গলায় কথা বলল ও। 'বলতে চাইছ, তুমি নয় টেসটার-ভিসরা নেবে ওটা। একটা কথা পরিষ্কার জানতে চাই আমি, টেড। তোমার ক্ষমতা কদ্দূর—তুমি ভাল জান। ওটা নেবার জন্যে কদ্দূর যাবে তুমি, টেড?'

'সন্দেহ নেই, মাথাটা পুরো গেছে তোমার।' গা ঝাড়া দিল টেড লুইস। 'ওই পানিই তোমার কাল হয়েছে। দু'দুটো প্রস্তাব দিয়েছি। দুটোই সৎ প্রস্তাব। কানে তোলনি একটাও।

'এবার একটা বলছি। দ্যাখ পছন্দ হয় কিনা। দিন তিরিশের মধ্যে পাউডারে লড়াই লাগবে। তখন একটা পক্ষ নিতেই হবে তোমার। নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই। সঠিক পক্ষ না বাছতে পারলে, পানিটা হারাতে হবে তোমাকে। এটা কোন ভীতিপ্রদর্শন নয়। এটা বাস্তব।'

'ওটা কিনতে গেলে পকেট বেশ হাল্‌কা হয়ে যাবে তোমার। অথচ সবাই জানে, ওই ব্যাপারটা তোমার ভারী অপছন্দ।' খোঁচা দিল শডল।

ব্যঙ্গটা গায়ে মাখল না টেড। বলল, 'তা ঠিক। আমার নিয়মে

পেতে চাইলে অনেক সস্তায় পেতাম ওটা। দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে নিয়মটা খাটছে না। লড়াইর চেয়ে ওটা কিনতেই বরং কম খরচ পড়বে।'

ক্রোধের ছায়া পড়ল শডলের শান্ত মুখে।

'আমার কর্তা আমি নিজেই ঠিক করতে পছন্দ করি, টেড।' রাগ চেপে ঠাণ্ডা সুরে বলল ও। 'সেটা কেউ শিখিয়ে দিতে আসলে ভীষণ রেগে যাই। তিন মাস আগে আমাকে পেঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল কেউ। পারেনি। দুর্ভাগ্য তার। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ঘটনা ছিল ওটা। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, পানি-সংক্রান্ত এই গোলমালেরই একটা অংশ ছিল সেটাও। ঠিক কোন্‌টা, এখনো জানি না আমি। তবে জানব।

'আসলে সেটা জানতেই যমের ঘর থেকে ফিরেছি। যখন জানব, চুপ থাকবে না আমার পিস্তল। জানি না, বুলেটগুলো কার বুকে সেঁধোবে।'

'তোমার বেড়া আমি উপড়াইনি।' পুনরাবৃত্তি করল টেড লুইস।

'এই মুহূর্তে অবশ্য তোমার কথাই মানতে হচ্ছে।' জবাব এল।

'আগামী মুহূর্তগুলোয়ও তাই মানতে হবে তোমার।' তড়পে উঠল টেড লুইস। 'নিজেকে খুব বড় করে দেখো না। নন-লিমিট গেইমে একটা হোয়াইট চিপ ছাড়া কিছু নও তুমি।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না শডল। কামরাটা পেরিয়ে দরজার কাছে চলে গেল।

টোলবার্টের প্রতি অর্থপূর্ণ একটা ইঙ্গিত করল টেড। তারপর অনুসরণ করল শডলকে।

পোর্চ পেরিয়ে ঘোড়ার কাছে পৌঁছল শডল। দেখল, অফিস ত্যাগ করেছে ফোরম্যান। উঠোন পেরোচ্ছে আড়াআড়ি।

'প্রস্তাবটা এখনো বহাল রেখেছি আমি।' বলল টেড লুইস।

'দানটা অপাত্রে হয়ে যাচ্ছে, টেড। লোক বাছতে ভুল করেছ তুমি।'

টেডের সাথে কথা বলছে শডল। কিন্তু চোখ রয়েছে ফোরম্যানের উপর। ধৈর্যের সাথে ফোরম্যানের গতিবিধি লক্ষ করছে।

'আমি লড়তে জানি, টেড।'

ঘোড়ার পিঠে চড়ল ও। পশুটার মুখ প্লাজার বহির্মুখের দিকে ঘোরাল।

বারো গজও এগোয়নি, থমকাতে হল ওকে। নিজের অজান্তেই টেনে ধরল লাগাম। অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কায় শক্ত হয়ে গেছে শরীরের পেশীগুলো।

টুল শেডের গায়ে হেলান দিয়ে আছে সিড মণ্ডারস। নিশ্চিন্ত ভঙ্গি। সরাসরি শডলের চোখে চোখ রেখেছে।

আশেপাশে না তাকিয়েও ফাঁদটা পরিষ্কার টের পেল শডল। ওকে ঘিরে ত্রিভুজ রচনা হয়েছে। ঠিক পেছনে টেড লুইস। পাশে লেইক টোলবার্ট। সামনে সিড মণ্ডারস।

'মত পাল্টে থাকলে পেছন ফিরতে পার।'

কণ্ঠটা গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল শডলের। টিটকিরি মারছে টেড লুইস।

সূর্যের আলো ঝলকাচ্ছে মণ্ডারসের চ্যাপ্টা মুখে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সে। শডল জানে, লোকটার প্রতিটা পেশী

তৈরি এখন। এতটুকু বেচাল দেখলেই বিদ্যুৎ গতিতে মুভ করবে।

বুক ভরে শ্বাস টানল শডল। ধীরে-সুস্থে খোঁচা লাগাল পনির পেটে।

গানম্যানের পাশ কাটিয়ে এগোল। প্লাজা থেকে বেরিয়ে ধুলোট রাস্তায় পড়ল সে।

চার

পাইনের জঙ্গল পেরিয়ে এল শডল। নিজের উঠোনে ঢুকল। ভাবনায় ডুবে ছিল এতক্ষণ। সিধে হয়ে বসল। সামনে তাকাল।

বোবা হয়ে গেল শডল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। প্যামেলা রেজিন্যাল্ড। ধনুকের মত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'উহ্', বিরক্তি প্রকাশ করল মেয়েটা। 'এত টো-টো করতে পারেন আপনি।' কণ্ঠে বিরক্তি প্যামের। কিন্তু চোখ দুটো হাসছে। 'আরো দেরি করলে কিছু-একটা করে বসতাম নির্ঘাত।'

বুকের ভেতর আক্রোশের অজগর গজরাচ্ছিল শডলের। মিষ্টি কণ্ঠটা নিমিষে থামিয়ে দিল গর্জনটা।

'তাই।' মুচকি হাসল শডল। 'তা রাইফেলটা কোথায় তোমার?'

'আমার ঘোড়ার স্যাডেলে ঝুলছে।'

চারপাশে নজর বোলাল শডল। এবং বিস্মিত হল। 'ভাল।'

বলল সে। 'কিন্তু ঘোড়াটা কোথায়?'

'আপনার বার্নে। কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে না এর ফলে।'

'লক্ষ্মী মেয়ে।' প্রশংসা ঝরল যুবকের কণ্ঠে। 'অনেক কৌশলই জানা আছে দেখছি।'

'সেইজন্য ঝোপে বড় হয়েছি আমি। না জানাই অস্বাভাবিক।'

আজ আর কোট নেই মেয়েটার গায়ে। শার্টের হাতা কনুই অবধি গোটান। পেলব দুটো হাত। শিল্পীর তুলির মত লম্বা আঙুল। দিনের আলোয় মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখল শডল। এই মেয়ের তুলনা সে নিজেই। সিদ্ধান্ত টানল ও।

'ভেতরে আসুন।' ডাকল প্যাম।

অবাক হয়ে গেল শডল। তার ঘরে ওকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে মেয়েটা।

'যা অবস্থা ছিল ঘরের!' মুখ টিপে হাসল প্যাম। 'এসে দেখুন, কদ্দুর করতে পেরেছি।'

পোর্চে পা রাখল শডল। মেয়েটার পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরে পা দিতে থমকাল ও।

সকালে উঠে ঘর গোছানর চেষ্টা করেনি সে। ধৈর্য ছিল না। সোজা বেরিয়ে পড়েছিল।

এখন দেখছে, চমৎকার পরিপাটি হয়ে আছে লণ্ডভণ্ড ঘরটা। সঙ্গত কারণেই কৃতিত্বটা দাবি করতে পারে না সে।

যত্ন করে ঝাঁট দেয়া হয়েছে ঘরটা। উল্টান আসবাবগুলো সোজা হয়েছে। যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো। ছিঁড়ে নামান হয়েছিল

ওয়াল পেপার। জায়গামত সেঁটে দেয়া হয়েছে সেগুলো। বাক্সটাও তার পুরোন জায়গায় দাঁড়িয়ে।

নীরবে মেয়েটার সাথে কিচেনে ঢুকল। প্রথমেই একটা জিনিস দৃষ্টি কাড়ল ওর। জিনিসটা ওর স্টোভ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা।

ঝট্ করে মেয়েটার দিকে ঘুরল শডল। 'একা—এটা সোজা করেছ তুমি!' স্পষ্ট অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে রইল শডল।

'মাথা খারাপ!' মিটিমিটি হাসছে প্যাম। 'অবশ্যই সাহায্য নিতে হয়েছে। দুটো হাত, দুটো পা আর ফুলক্রাম হিসেবে একটা তক্তা।'

'চমৎকার একটা আভেন্ ওটা। অনেকগুলো বিস্কুট বানিয়েছি আমি।'

আরেক পশলা ধাক্কা খেল শডল। 'বিস্কুট বানিয়েছ! কি দিয়ে?' দাবি জানাল ও। 'সকালে অনেক খুঁজে কেবল দুটো জিনিস পেয়েছি। এক চাপ বেকন। তাও আবার ঝুলভরা। আর আধটিন কফি। ব্যাস।'

হলফ করে বলতে পারে শডল, এমন সুন্দর হাসি জীবনে দেখেনি সে। খিলখিল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল প্যাম। হাসি নয়, শডল শুনল, জল তরঙ্গ বাজছে। আলো লেগে ঝিকিয়ে উঠছে মেয়েটার দাঁত। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল যুবক।

'ওটার পেছনে একটা গল্প আছে।' হাসি থামাল মেয়েটা। 'এখুনি বলতে চাই না। অনেক বড়। দুপুর হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই?' ভুরু ঝাঁকাল সে।

'এক মিনিট।' দ্রুত বাধা দিল শডল।

ছোট্ট করে লাফ দিল মেয়েটা। টেবিলের কোণে উঠে বসল। তারপর তাকাল শডলের দিকে। পা দোলাচ্ছে।

'কি হচ্ছে এসব?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল শডল।

'আপনার দিকে গুলি ছুঁড়েছিলাম।' জানাল মেয়েটা। 'সেটার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করছি।'

'দরকার নেই। এত কষ্ট না করলেও চলবে।'

'আমার যদি ভাল লাগে, আপনার আপত্তি কোথায়?'

থমকে গেল শডল। কিছুক্ষণ উত্তর জোগাল না মুখে। জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি সে। চুপচাপ মেয়েটাকে দেখল।

তারপর নিচু স্বরে বলল, 'প্যাম, এমন কিছু করো না, যে জন্যে পরে অনুতাপ হতে পারে তোমার।'

চোখের পলকে রঙ পাল্টে গেল মেয়েটার। প্রথমে ছাই বর্ণ ধরল মুখটা। তারপর টকটকে লাল।

এরপরে আর চেহারাটা দেখা হল না শডলের। চট্ করে টেবিল থেকে নেমে পড়ল প্যাম। মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে এগোল।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে থামল মেয়েটা। কিন্তু পেছন ফিরল না। ও-খান থেকেই কথা বলল।

'মিস্টার ইয়াম, আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা তা নয়। আমি যা করি নিজের সাথে সমঝোতায় এসেই করি। অনুতাপের প্রশ্নই ওঠে না। আর নিজেকে রক্ষার শক্তিও আমার আছে। আশা করি, গত সন্ধ্যায়ই সে প্রমাণ পেয়েছেন।'

'আমি দুঃখিত।' মৃদু স্বরে ক্ষমা চাইল শডল।

কিন্তু ফিরল না মেয়েটা। দরজার ওপাশে পা বাড়াল।

'দুপুর হয়ে গেছে।' মেয়েটার কণ্ঠ অনুকরণ করল শডল। 'সকাল থেকে কিছু খাইনি আমি।'

এবার বরফ গলল। ঘুরে দাঁড়াল প্যাম। সরাসরি শডলের দিকে তাকাল না। পাশ কাটিয়ে এগোল। স্টোভের সামনে দাঁড়াল।

'লাঞ্চে কি খাচ্ছি আমরা?' মেয়েটাকে কথা বলানর চেষ্টা করল শডল।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল। জবাব পেল না। উত্তর দেবে না মেয়েটা। ধরে নিল শডল। কিন্তু জবাব এল।

'বেকন আর বিস্কুট।'

ঘুরে দাঁড়াল শডল। শোবার ঘরে চলে এল।

অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসেছে ঘরে। মেয়েলী আর পুরুষালি ছোঁয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য—অনুভব করল সে, গোছাল লোক সে। কিন্তু তার গোছানয় এমন সুক্ষ্ম শ্রী আসে না কখনো।

একটা ভাবনা মাথায় আসতে চমকাল ও। ঘরের মত নিজের ভেতরও একটা পরিবর্তন অনুভব করছে। কি যেন অদল-বদল ঘটেছে বুকের কলকজাগুলোয়।

তন্ময় হয়ে ভাবছিল শডল। মেয়েটার ডাক শুনে হুঁশ ফিরল। দ্রুত ফিরে গেল কিচেনে।

সামান্য সময়। অথচ এরই মধ্যে লাঞ্চ তৈরি। বেকন, বিস্কুট, ডিম আর কফি।

ডিম দেখে আরেক দফা খাবি খেল শডল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। মৃদু হাসল মেয়েটা। টোল পড়ল গালে।

'আবার রহস্য, তাই না ?' 'বলল সে। 'তবে ডিমের ব্যাপারে কৌতূহল কম দেখানই ভাল। কৌতূহল কম দেখালে খেতে স্বাদ লাগবে।'

আর কোন কথা হল না বহুক্ষণ। চুপচাপ খেয়ে চলল দু'জন। খিদে পেয়েছিল শডলের। সেটা লুকোনর চেষ্টা করল না।

খিদের প্রথম ধাক্কা কমতে কথা বলল সে।

'কথাটা অন্যভাবে নিও না।' শুরু করল সে। 'আমার সাথে মেশাটা উচিত হচ্ছে না তোমার। এই এলাকায় কোন বন্ধু নেই আমার। মানে এখন নেই। গতকাল দেখলাম, বন্ধু শত্রু হয়েছে আমার।'

'জানি।'

কৌতূহলী চোখে তাকাল শডল। 'তাই? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।'

সামান্য ঝুঁকল মেয়েটা। টেবিলের উপর রাখল কনুই দুটো। তারপর দু'হাতের চেটোয় মুখ রাখল।

'অথচ কথাটা সত্য।' বলল সে। 'এবং আপনার অজানা এমন তথ্যও জানাতে পারি। যদিও সেগুলো শুনে রেগে আগুন হবেন আপনি।'

'আমার মেজাজের ব্যাপারে কতটুকু জান তুমি?'

'অ্যান্টিলোপ হোটেলের দরজা দিয়ে বার্টকে ছুঁড়ে ফেলতে দেখেছি আপনাকে।'

'কারো খারাপ দিকটা লোকে সহজে ভোলে না।' বিড়বিড় করল শডল। নিজেকেই শোনাল যেন। 'বেশ।' মেয়েটার উদ্দেশে

গলা চড়াল। 'বুঝলাম জান তুমি। জেনেশুনে এখানে আসার ঝুঁকি নিলে যে?'

'একটা ব্যাখ্যা অনেক আগেই দিয়েছি। ক্ষতি পূরণ করছি। মেয়েদের কথা জানার জন্য কখনো চাপ দিতে নেই।' শেখাল প্যাম।

মুখভঙ্গি করল শডল। মজা লাগছে ওর মেয়েটার কথায়।

'খুকিদের নিয়ে মাথা ঘামানর অভ্যেস নেই আমার। কখনো ছিল না। আসলে স্যান্টা ক্লজে বিশ্বাস নেই আমার।'

'অনেককিছুতেই আপনার বিরাগ দেখছি।'

'দোষটা আমার নয়। অভিজ্ঞতার। বয়স বাড়ার সাথে অনেক-কিছু শেখে মানুষ। শিখতে হয়। সেটাই অভিজ্ঞতা। তবে সুকুমার অনুভূতিগুলো অনেকটাই নষ্ট হয় এর ফলে।' একটু থামল শডল। তারপর বলল।

'সবচেয়ে বেশি শেখে মানুষ বিপদ থেকে। এই যেমন, বর্তমান বিপদটা অনেককিছু শেখাচ্ছে আমাকে।'

'পানি সংক্রান্ত বিপদটা?' কালো চোখ দুটো হাসছে মেয়েটার। 'এ ধরনের ঝামেলার সাধারণত সুখ-সমাপ্তি হয়।'

কথাটার মানে বুঝল না শডল। পরে জেনে নেবে ঠিক করল। এখন অন্য একটা কথা ভাবছে ও।

খাওয়া শেষ। উঠে পড়ল প্যাম।

চেয়ারে গা এলিয়ে তাকে দেখছে শডল। দক্ষহাতে কাপ-তশতরি সামলাচ্ছে মেয়েটা। প্রতিটা ভঙ্গি চঞ্চল। কিন্তু কমনীয়। সিগারেট বানাল শডল।

'সব সময়েই কি পুরুষের পোশাক পর তুমি?' জিজ্ঞেস করল ও। বলেই মনে মনে জিভ কাটল। ভুল হয়ে গেছে। কারণে অকারণে রেগে যায় এই মেয়ে। অসম্ভব জেদী। এবং অভিমানী। ছটোর ফল হয়েছে মারাত্মক। সোজা কথার উল্টো অর্থ ধরার জুড়ি নেই এ ধরনের লোকের।

কিন্তু রাগল না মেয়েটা। একটা ডিশ ধুচ্ছিল। সেটা নামিয়ে রাখল।

'খুব বাজে লাগছে?' জিজ্ঞেস করল।

বিব্রত বোধ করল শডল। মেয়েটা ওর মনের কথা বুঝে ফেলবে, বোঝেনি।

'তেমন কিছু বলিনি।' কথা ঘোরানর চেষ্টা করল সে। 'এমনিই জানতে চাইছিলাম।'

মেয়েটার চোখে তাকাল। চেষ্টাটা ব্যর্থ হয়েছে, বুঝল সাথে সাথে।

এদিক-ওদিক তাকাল প্যাম। কিছু খুঁজছে। কি খুঁজছে বুঝতে পারল শডল। কিন্তু সাহায্য করতে পারল না। অগত্যা শার্টেই ভেজা হাত মুছল প্যাম।

পোর্চ পেরিয়ে এল প্যামেলা। শডলও পিছু নিল।

বেরিয়ে দেখল, মোগলের কারনিসের দিকে তাকিয়ে মেয়েটা। ভুরু কুঁচকে কিছু দেখার চেষ্টা করছে।

ওর উপস্থিতি টের পেল প্যাম। বলল, 'আসার সময়ই ভয়টা করেছিলাম। তবু অনেক ভেবে ঝুঁকিটা নিয়েছি।'

'কিসের ভয় করেছিলে?'

'ওটা একটা ভিন্ন ব্যাপার। আপনার সাথে সম্পর্ক নেই কোন।' শডলের দিকে ফিরল প্যাম। বলল, 'আমার ঘোড়াটা এনে দিলে খুশি হব।'

বার্নের দিকে রওনা হল শডল। ছোট আকারের একটা ঘোড়া নিয়ে ফিরল।

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সে। 'ব্র্যাণ্ড ছাড়া ঘোড়া কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে।' বলল শডল।

প্যামের ঘোড়ার গায়ে কোন ছাপ নেই।

জিনে চড়ে বসল প্যামেলা। মৃদু হাসল।

'আগেই বলেছি, আমার ঠিকানা আপনি জানুন, চাই না। লুকোচুরির কাজে আমি অভ্যস্ত, মিস্টার ইয়াম।'

'এখানে সময়টা ভাল কেটেছে আমার।' বলে চলল সে। 'তবে আর কখনো আসব না আমি। বিদায়।'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল শডল।

'কথাটা কিন্তু সমাপ্তি টানার মত শোনাল।' বলল সে। 'জীবনে বেশ ক'টা কষ্টকর অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। এটা তাদের দলেই যোগ হল। শেষ—শব্দটা পছন্দ নয় আমার। কখনো কিছু শেষ হয় না।'

'লড়ুয়ে এবং দার্শনিকের সহাবস্থান।' দুষ্টু হাসল মেয়েটা।

'হুঁ, বাক-শট দর্শন।'

একটু নিচে ঝুঁকল প্যাম। আয়ত চোখের তারায় দুশ্চিন্তা। ছিমছাম একটা হাত কাঁধ স্পর্শ করল শডলের।

'কখনো নাকি লড়াইয়ে পিছু হটেন না আপনি।' নিচু স্বরে

বলল প্যাম। 'অথচ নিজে গুলি না খাওয়ার ব্যাপারে নাকি ভীষণ ভাগ্যবান আপনি। সবার কাছে এমনটিই শুনেছি আমি। প্রার্থনা করি, আগামী কয়েকটা হপ্তা প্রথমটা মিথ্যে আর দ্বিতীয় কথাটা সত্য হোক।'

'দেখা হবে আবার।' বিদায় জানাল শডল।

'না হওয়াই উচিত', অস্ফুটে বলল মেয়েটা। হয়ত নিজেকেই শোনাল। কিন্তু শুনে ফেলল শডল।

জংলা জমিটার দিকে ছুটল মেয়েটা।

পোর্চের দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল শডল। একসময় পাইনের ভিড়ে হারাল মেয়েটা। সিগারেটটা উঠোনের ধুলোয় ফেলে দিল শডল।

নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল। জিনে চড়ল। উত্তর-পশ্চিম ঢালের দিকে মুখ ঘোরাল ঘোড়াটার। পথটা টেসটারভিস বাথানের দিকে গেছে। টেডকে যে প্রশ্নটা করেছে টেসটারভিসদেরও সেই প্রশ্নটা করবে ও। ঘোড়া ছোটাল।

মোগলের অধিত্যকা। মধ্যম চালে চলছে প্যামেলা।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। শেষবারের জন্যে শডলকে দেখতে চেয়েছিল। আশাটা অপূর্ণ থাকল। ইতিমধ্যেই শূন্য হয়ে গেছে উঠোন। নেই শডল।

পায়ের নিচে অসংখ্য নুড়ি-পাথর। পথটা ঢালু। প্রচুর খানা-খন্দ। তাছাড়া, বৃষ্টির পানির তোড়ে অনেক নালার সৃষ্টি হয়েছে। যুগযুগ ধরে এসব নালায় জল বয়ে যাচ্ছে। বর্ষা আসতেই জলে টই-টম্বুর হয়। বেশ গভীর তাই নালাগুলো। পথটা তাই বিপদ-

জনক। পা হড়কালে রক্ষা নেই। নিদেন পক্ষে, হাত-পা ভাঙবে।

সাবধানে তাল সামলাচ্ছে প্যামেলা। স্যাডল হর্নে রেখেছে রাইফেল। ঊর্ধ্বমুখি হয়ে আছে সেটা। ডান হাত অস্ত্রের কাছে রেখেছে সে।

তাল সামলাতে ব্যস্ত ছিল প্যাম। হঠাৎ মুখ তুলতে জমে গেল। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। দাঁড়িয়ে পড়ল পশুটা।

সামনে গজ তিরিশেক দূরে আরেকটা ঘোড়া। পথ জুড়ে রেখেছে। পিঠে একজন আরোহী।

এতক্ষণ পাশের ঢালে লুকিয়ে ছিল অশ্বারোহী। সময় বুঝে বেরিয়ে এসেছে। পথ আগলেছে প্যামেলার। সে জানত, এপথে আসবে মেয়েটা।

জ্বলে উঠল প্যামের চোখ।

'আমার ছায়া মাড়াতে নিষেধ করেছি তোমাকে।' ফোঁস্ করে উঠল সে।

আরোহী বেশ লম্বা। যুবক। গাম্ভীর্যহীন হ্যাণ্ডস্যাম চেহারা। চোখ দুটোতে আচ্ছন্ন দৃষ্টি। ঢুলুঢুলু। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সে।

'মরণ মাথায় নিয়ে প্রতিবার এখানে আসি আমি।' কামুক গলায় বলল সে। 'অথচ প্রতিবারই রসকষহীন কথাটা শুনতে হয়।'

'কোথায় ছুটো মনের কথা বলবে, তা নয়। দেখলেই, দূর ছাই। দ্যাখ প্রিয়ে, মনের মানুষের সাথে এমন ব্যবহার ঠিক নয়।'

ঝটকা মেরে রাইফেল টেনে বের করল মেয়েটা।

'জানি, জানি', অবজ্ঞার সাথে বলল যুবক। 'গুলি ছুঁড়তে জান তুমি। তবে চেষ্টাটা না করাই ভাল। লাভ হবে না। গতরাতেও

তো চেষ্টা করেছে। করনি ? অথচ কি মজা দ্যাখ। ওখানে ছিলাম না আমি।'

শক্ত হয়ে বসে রইল মেয়েটা। রাগে কামড়ে ধরেছে নিচের ঠোঁট।

দেখে মজা পেল যুবক। গা দুলিয়ে ঝাড়া আধমিনিট হাসল।

'পুরো ঘটনাটা দেখেছি আমি।' হাসতে হাসতেই জানাল সে। 'তুমি ভেবেছিলে আমি নিচে ছিলাম। আসলে তা নয়। নিচের উঠোনে ছিল শডল। আমি তোমার কাছেই ছিলাম। কারনিসে তোমাদের মধুর আলাপও দেখেছি।'

'তোমার মত নীচ, দুনিয়ার সব জায়গায়ই আছে। সবাই চেনে এ ধরনের লোকদের। ধারণা ছিল, আমিও চিনি। এখন দেখছি সেটা ভুল। যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও নষ্ট তুমি। লজ্জা লাগে না, মানুষের পেছনে স্পাইং করতে ?'

'শডলের সাথে খুব মজে গেছ, মনে হচ্ছে।' কালো হয়ে গেছে যুবকের মুখ। কণ্ঠে ঈর্ষা। কিন্তু প্যামেলার ভাল লাগল সেটা।

'ও শালা তো মরে হেজে গেছে।' আবার বলল যুবক। 'ক'দিন বাদেই বুটহিলে জায়গা হবে ওর।'

'একটা জিনিস লক্ষ করলাম', বলল প্যাম। 'শডলের সাথে দেখা করতে যাওনি তুমি।'

'আমি দেখা করব—ওই শালার সাথে।' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল যুবক। 'তাও সেধে গিয়ে ?'

'পথ ছাড়। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।'

'আজ আর এত সহজে পার পাচ্ছ না, প্রিয়ে।'

'তোমার প্রিয়া নই আমি।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল প্যাম। 'এখন নই। অতীতে ছিলাম না। ভবিষ্যতেও হব না। এবার ভাগ।'

'প্রেমের ব্যাপারে কপালটা আমার সবসময়ই দারুণ, প্রিয়ে। তোমার সময়ও তাই ই হবার কথা। হবেও। কিন্তু আজকে ফোঁস-ফোঁসানিটা একটু বেশি লাগছে যেন। শডল, কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি ?'

লোকটার নোংরা কথায় লাল হয়ে গেল প্যামের গাল। সেদিকে তাকিয়ে আরেক দফা হাসল লোকটা।

'না, না, মিছে লজ্জা পাওয়ার ভান করতে হবে না।' অভয় দিল সে। 'লজ্জা যে তোমার নেই, সেটা জানি আমি। লজ্জা থাকলে কি সকালে একটা পুরুষের ঘরে ঢুকে দুপুরে বেরোও ?'

রাইফেলের নল যুবকের বুক বরাবর তাক করল প্যাম। সেফটি ক্যাচ সরিয়ে দিল।

'খুব বেশি নোংরা হয়ে গেছে তোমার মুখ।' শান্ত স্বরে বলল সে। 'ঘরে ফিরে ধুয়ে ফেলো ওটা, ব্যাট টেসটারভিস। তোমার চেহারা দেখতে ঘেন্না হচ্ছে আমার।'

সময় নিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধল ব্যাট টেসটারভিস।

'শডলের বাথানে তোমার আসা-যাওয়ার খবরটা তোমার চাচাকে যদি জানাই—কেমন লাগবে ?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে।

'তার সামনে যাওয়ার সাহস তোমার হবে না।' মুখের উপর বলে দিল প্যাম।

কালির পোচ লাগল ব্যাটের মুখে। কিন্তু দমল না। বলল, 'কিন্তু

লিখতে পারব। নাকি পারব না সেটাও?'

'অসহ্য।' বিদ্বেষ ঝরল প্যামের কণ্ঠে। 'ছনিয়ার এহেন নোংরামিই কি নেই যা তুমি জান না?'

রক্তের একটা স্রোত উঠে এল ব্যাটের মুখে। চোখ গরম করে তাকাল।

'এত খারাপ আমি কখনো ছিলাম না। তুমিই এত নিচে নামিয়েছ আমাকে। ঢং ছেড়ে বন্দুকটা নামিয়ে রাখ। তোমার সাথে কিছুদূর এগোব আমি।'

'এক গজও নয়। ভাল চাইলে পিছু হট। অযথা তর্কের ইচ্ছে নেই আমার।'

বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ব্যাট টেসটারভিস। 'ঠিক আছে, তুমিই জিতলে। যাচ্ছি আমি। কিন্তু আবার আসব। এত সহজে পার পাবে না আমার হাত থেকে। যদ্দিন না রাজি হচ্ছ, তোমার ট্রেইল ছাড়ছি না।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ক্ষিপ্রগতিতে ছুটল।

ব্যাট পুরো দুই শ' গজ পেরোতে বন্দুক নামাল প্যাম। তারপর অবসন্নভাবে চোখ বুজল। চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ লড়ে ক্লান্ত সে। চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল। তারপর ঘোড়ার পেটে খোঁচা লাগাল।

নিজের অবস্থা বিচার করছে প্যাম। ভাবতে গিয়ে চারধার অন্ধকার দেখল। শান্তি কিংবা নিরাপত্তা কোনটাই নেই এই মাটিতে। চারদিকে ষড়যন্ত্র আর লোভের ছায়া।

পাউডার ডেজার্টে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না সে। এখনকার ঠিকানাও তার জন্যে আশ্রয় নয়। সেখানে নিরাপদ নয় সে। কাউকে

বিশ্বাস করতে পারছে না। কাউকে না।

অকস্মাৎ অন্ধকারে এক টুকরো আলো দেখতে পেল প্যাম।

শডল ইয়াম। হ্যাঁ। পারলে সে-ই পারবে ওকে উদ্ধার করতে। অথচ – তাকে সারাজীবনে মাত্র তিনবার দেখেছে সে।

নিজের বাথান থেকে উত্তরে রয়েছে শডল। মোগলের অধিত্যকার উপর ঘোড়া ছোটাচ্ছে।

একটা কেয়ার্নের সামনে এসে পড়েছে ও। এটা ছটো র‍্যাঞ্চের সীমানা নির্দেশ করছে। টি-এল বাথান এবং টেসটারভিস বাথান।

সাধারণ চলাচলের পথ ধরে এগোল শডল। পথটা ছোট-বড় পাথরে ঠাসা। এবড়োখেবড়ো। শিগগিরই একটা জংলা ভূমিতে পৌছল। এক ঘণ্টা পর খোলা এলাকায় বেরোল ও। আশেপাশে অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড়। মাঝখানে এঁকেবেঁকে গেছে এই পথটা।

বেশ ক'টা ব্যাপার নজর কাড়ল শডলের। কোন গরু চড়ছে না জমিটাতে। অথচ এখানে টেসটারভিস কাউহ্যাণ্ডদের এখন গরু সামলানর কথা।

এটা তো গেল একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার টের পেয়েছে ও। নজর রাখা হচ্ছে ওর উপর।

একটা লক্ষণ দেখেই সেটা টের পেয়েছে শডল। রাস্তার উপর ঘোড়ার খুরের টাটকা ট্র্যাক। আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়েছে ঘোড়াটা। কিছুদূর যেতে আবার একই ঘটনা। এবারো তার সামনের অশ্বারোহী আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়েছে। তার মানে, আশেপাশেই ঘাপটি মেরে আছে সে। সিগন্যাল পাঠালেই আরেকজন পিছু নেবে

শডলের।

চোখের কোণ দিয়ে বামদিকের একটা শৃঙ্গের দিকে তাকাল শডল। যা ভেবেছিল তাই। একটা বোল্ডারের আড়ালে একটা হ্যাটের চূড়া দেখা যাচ্ছে। এক সেকেণ্ড। তারপরই অদৃশ্য হল সেটা। যেন ছিলই না কখনো।

চমৎকার রাইফেল ডিসট্যান্স। অ্যামবুশের ঘটনাটা লাফ দিয়ে ভেসে উঠল স্মৃতিপটে। থামল না ও। চলার উপর রাইফেলটা বের করে আনল। জিনের উপর আড়াআড়ি ফেলে রাখল সেটা।

কাজটা নিঃসন্দেহে লক্ষ করা হয়েছিল। বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বেরোল লোকটা। দু'হাত উঁচু করে গুণ চিহ্ন বানাল শূন্যে। তারপর হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলল।

জবাবে নিজের হাত দোলাল শডল। 'টেসটারভিস স্কাউট।' মনে মনে বলল সে।

ছটো পাহাড়ের চূড়ো এক হয়েছে সামনে। নামেই পাহাড়। আসলে বড় আকারের টিলা। তারপর আরো বন্ধুর রাস্তাটা। আরো জঙ্গলপূর্ণ এলাকাটা।

এখনো সেই স্কাউটকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে শডল। তার মানে, ভাবছে ও, পুরোপুরি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হয়ে গেছে। পথে টহলের ব্যবস্থা, পাথরের আড়ালে সেন্ট্রি—কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধের ফল বলেই মনে হচ্ছে।

পরবর্তী পাঁচ মাইলে আর কোন বাঁধা এল না। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে গেছে পথ। তীক্ষ্ণ বাঁক ভরা। পথটা ধরে সবুজ একটা ঘেসো জমিতে পৌঁছল শডল। জমিটা ক্ষীণতোয়া একটা ক্রিকের

ধ্বনিমুখর। সামনে টেসটারভিস কোয়ার্টার।

এ পর্যন্ত পৌঁছতে আবার বাধা এল। ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল দু'জন পাঞ্চার। গল্পে মেতে ছিল তারা।

দু'পাশ থেকে এগোল দু'জন। কাঠের একটা চ্যাপ্টা সেতু ক্রিকের ওপর। ওটা পেরোল শডল। হালকা হাসি ওর ঠোঁটে।

'শডল', হাঁক ছাড়ল পাঞ্চারদের একজন। বিস্মিত সে, কণ্ঠেই প্রকাশ পেল তা। 'তুমি! সত্যিই তুমি! ঈশ্বরের দিব্যি, ভাবতেই পারিনি ফাঁড়াটা কাটাতে পারবে।'

'আমাকে মারার একমাত্র পথটা তোমাকে বাতলাচ্ছি, হ্যাপি।' হেসে বলল শডল। 'মোগলের কারনিস থেকে নিচে ফেলে দেয়া। একমাত্র ওভাবেই মরব আমি। বুলেটে নয়।'

'বোকা পেয়েছ আমাকে?' মাড়ি দেখিয়ে হাসল হ্যাপি। 'ফেলে দিলেও অলৌকিকভাবে পাখা গজিয়ে যাবে তোমার। তারপর আলগোছে নিচে নেমে পড়বে। ব্যাস, ফিরে এসে কাঁচকলা দেখাবে সবাইকে। আচ্ছা, বারবার এভাবে বেঁচে যাও কিভাবে তুমি?'

'বোকা পেয়েছ আমাকে?' হ্যাপির কণ্ঠ নকল করে ভেঙচাল শডল। 'বললে তুমি শিখে ফেলবে না? যাকগে, এবার বল, তোমার ভাইরা মানে ব্যাট আর মরগান কোথায়?'

বুড়ো আঙুল বাঁকাল হ্যাপি টেসটারভিস। ইঙ্গিতে পোর্চটা দেখাল।

সামনে এগিয়ে গেল শডল। দরজা খুলে বেরোল একটা লোক। মাঝারি গড়ন। কালো স্যুট পরনে। পরিপাটি চেহারা। মরগান টেসটারভিস।

'গতকালই তোমার ফেরার খবর পেয়েছি।' চোখ তীক্ষ্ণ হল তার। 'ওজন একটু কমেছে দেখছি। ভালই হল। দ্রুত মুভ করতে পারবে। এখন ওটার বড় বেশি দরকার। বাই জো, খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামল শডল। ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মরগান। হাতটা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করল শডল।

'তুমিই প্রথম যে এ কথা বলল', বলল শডল। 'অন্য সবার ভাবে মনে হয়, প্লেগের চলন্ত জীবাণু আমি। সইতেই পারছে না আমাকে।'

'পাউডার অনেক পাল্টেছে।' সংক্ষেপে বলল মরগান। 'বস।'

'কিছু পরিবর্তন আমার চোখেও পড়েছে।' জানাল শডল।

'এখানে এসেছ', বলল মরগান। 'তোমার জমিতে ভাঙ-চুরের জবাবদিহি করতে, তাই না?'

'সঠিক অনুমান।'

'আগে তেতো, পরে মিঠে ভাল। আগের কথা বরং আগেই সেরে নেই', বলল টেসটারভিস। 'তোমার অবসর পুরোটাই ঢেলেছ ওই বাথানে। জানি আমি। কাজেই ওটার জঘন্য অবস্থা কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে। খুবই স্বাভাবিক এটা। সুখের বিষয়, কোন স্টক হারাতে হয়নি তোমার।'

নীরবতা পালন করছে শডল। মরগান থামতেও মুখ খুলল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেসটারভিস।

'জীবনে কখনো মিছে বলিনি আমি, শড।' বলল মরগান। 'আজও বলব না। ওই নোংরা কাজটা আমি করিনি। বিশ্বাস হয়?'

'হয়।' মৃদু স্বরে বলল শডল। হাসল। ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে

তাকাল।

'উঠোনটার চেহারায় রদবদল ঘটেছে মনে হচ্ছে।' জিজ্ঞেস করল ও। প্রশ্ন নয়—মন্তব্য।

শেষবার যেমন দেখেছিল, তেমনটি নেই আর। পরিবর্তনগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য। পোর্চে এক র‍্যাক রাইফেল দাঁড় করান। ক্রিকের পর জ্বালানি কাঠের স্তূপ। দুটো লাইনে ভাগ করা। বুক সমান উঁচু।

পরিকল্পনাটাতে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে। রাস্তায় কাঠগুলোর সাহায্যে ব্যারিয়ার দেয়া হয়েছে।

ইতস্তত গাছগাছালি। তিনটে নালা কাটা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে। অবজারভেশন অ্যালি ওগুলো। পাহাড়ের দিকে নজর রাখার জন্যে ব্যবহার হবে।

'হ্যাঁ।' মৃদু কণ্ঠে বলল টেসটারভিস। শডলের দৃষ্টি দেখে পরবর্তী প্রশ্ন আঁচ করেছে। 'ঝড় ঠেকানর ব্যবস্থা নিয়েছি। শিগগিরই শুরু হবে ওটা। একরকম ঘেরাও হয়েই আছি। অথবা শিগগিরই হব। বিশজন লোক ভাড়া করেছি আমি। কোন কাজ নেই ওদের। কেবল বাড়ি ঘিরে টহল দেয়া ছাড়া। হয়ত এরই মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ করেছ তুমি। পাউডার বা অ্যান্টিলোপে খুব কম লোকই দেখা যায় ইদানিং।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল শডল। বলে চলল টেসটারভিস।

'এর কারণ মোট তিনটে। এক', আঙুলের গাঁট গুণল সে। 'দেশ ছেড়ে ভেগেছে বেশিরভাগ লোক। ঘটে মগজসম্পন্ন লোক মাত্রই তাই করেছে। বাকিদেরও সময় থাকতে তাই করা উচিত।

'দুই, টেড লুইসের দলে যোগ দিয়েছে কিছু লোক। এবং তিন,

কিছু এসেছে আমার বাথানে।'

'মরগান', উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করল শডল, 'মার্ক অগাস্টিন কোথায় ?'

মাথা নাড়ল মরগান। 'দুঃখিত। বলতে পারছি না। বহুদিন দেখি না ওকে। তুমি গুলি খাওয়ার পর থেকেই দেখি না।'

'পালানর লোক নয় ও।' গভীর বিশ্বাসের সাথে বলল শডল। 'ওই কাজটা কিভাবে করে তা-ই জানে না মার্ক। যাকগে', বাস্তবে ফিরল শডল। 'তার চেয়ে বল নরক হল কি করে পাউডার ?'

চেয়ারে গা ছেড়ে দিল মরগান।

'যা বলব সেটাকেই একমাত্র সত্য ভেবো না। এক পক্ষের কথা বিশ্বাস করতে নেই। আর আমিও কোন দেবদূত নই।'

'বলে যাও', বলল শডল। 'শান্তিপ্রিয় লোক বলেই জানি তোমাকে। এই বোমার সলতেয় তুমি আগুন ধরিয়েছ, এটা বিশ্বাস করি না আমি।'

'বেশ।' বলল মরগান। 'আসলে তোমাকে অ্যামবুশ করার পর থেকে ঘটনার শুরু। এবং ওটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না। অ্যামবুশটার জন্যে কাকে দায়ী ভাবি আমি—বলতে চাই না। শুধু বলব ওই ঘটনার দু'রাত পরে দ্বিতীয়টা ঘটে। তোমার বেড়া উপড়ান হয়। তারপর একদঙ্গল গরু ঢোকান হয় সেখানে।'

'গরুগুলো আমার ব্র্যাণ্ডের ছিল না। এর কয়েকদিন পর চার্লি স্যালিভান আমার কাছে আসে। একটা চাকরি চায় সে। আমি দেই। একটা-কিছুর পেছনে লেগেছিল সে। এক হপ্তা পর বাউণ্ডারির ওখানে যায় চার্লি। কি কাজে গিয়েছিল, কেউ জানে না। কিন্তু

ওখানেই লাশ পাওয়া যায় তার। তোমার জমি থেকে এক শ' গজের মধ্যে ছিল লাশটা।'

'আমার জমিটা', ফিসফিস করে বলল শডল। শক্ত হয়ে গেছে ওর চোয়াল। 'বাঁচাতে চেয়েছিল চার্লি। যাক, বল তারপর।'

'ওই কেয়ার্নটা দুটো বাথানের সীমানা পৃথক করেছে। টেড লুইস আর আমারটার। সীমানার দু'ধারে বিরান পড়ে আছে দশ হাজার একর জমি। ঘাসও জন্মে না। চাষ করা তো আরো অসম্ভব। কেন ? কেবল একটি জিনিসের অভাবে। পানি।

'জমিটার উপর জাঁকিয়ে বসেছি আমরা। আসলে ওটা সরকারী জমি। বিনা পয়সায় মুফতে ভোগ করছি। কিন্তু একমাত্র পানির অভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বিরাট ক্ষতি নয় ? একটা ঝরণা পর্যন্ত নেই ওখানে। ভেবে দ্যাখ, জমিটার নিকটতম জলাশয় কোন্‌টা ?'

'আমারটা।'

'ঠিক তাই।' সামনে ঝুঁকে এল মরগান। কথার গুরুত্ব বোঝানর জন্যে শডলের হাঁটুতে হাত রাখল।

'এবং ওটা যার হবে, পুরো রেইনজটা তার দখলে থাকবে। নালাটা আমি পেলে—দশ হাজার একর জমি আমার। লুইসের ক্লেইমটাও আসবে আমার ভাগে। এদিকে সে যদি জলাশয়টা পায় —জিতে যাবে। জলবৎ তরলং ব্যাপার। দু'পক্ষেরই সমান স্বার্থ। তবে তোমাকে অ্যামবুশের আদেশ আমি দেইনি। র‍্যাঞ্চ যুদ্ধ চাই না আমি।'

'এতই যদি ওটার প্রয়োজন টেডের।' বলল শডল। 'আরো

আগেই ওটা কেনার প্রস্তাব দেয়নি কেন?'

'যেটা অন্যভাবে পেতে পারে', ক্রুদ্ধভাবে বলল মরগান। 'সেটার জন্যে কখনো টাকা ঢালতে দেখেছ টেডকে? নিজের মাকে সে স্রেফ মাটি চাপা দিয়েছে। ভিখিরির কবরও তারচেয়ে ভাল হয়। কেন, জান? কফিন কেনার পঞ্চাশ ডলার বাঁচিয়েছে।'

'সবই জানি।' শান্ত কণ্ঠে বলল শডল। 'তবে এবার আমি তৈরি থাকব। আশা করছি, আরেকটা চেষ্টা চালাবে টেড।'

'জমি আর টাকা ছাড়া দুনিয়ায় কিছু চেনে না টেড।' তিক্ত সুরে বলল মরগান। 'এক গজ জমির জন্যে প্রাণ দিতে পারে সে। হয়ত দেখা যাবে, শিংঅলা একটা ব্যাঙও চড়বে না সেখানে। গরু তো অনেক পরের কথা।'

'একটা কারণে', দম নিয়ে বলল সে। 'এখনো ঝামেলা ছাড়া ঘুরতে দিয়েছে তোমাকে। দক্ষিণ অ্যান্টিলোপ কজা করার কাজে ব্যস্ত সে। দুর্ভাগ্য, কাজটা শেষ তার। মাইকা বাট থেকে আমার সীমানা পর্যন্ত পাউডার এখন তার। তোমার স্পার অবধি মরুর তিন ভাগও তারই দখলে। অতখানি এগিয়েছে সে। এবার বাকিটুকু এগোবে। ওর খাবারের একটা মাত্র আইটেম তুমি। সবটা নও। কথাটা ভুলো না।'

'আজ সকালে', হেসে জানাল শডল। 'নন-লিমিট গেইমে একটা হোয়াইট চিপ বলেছে সে আমাকে।'

'ওর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?' বিস্মিত হল মরগান। সামলে নিল বিস্ময়টা। আগের কথার খেই ধরল।

'আসলে ঠিকই বলেছে টেড। পাদানি হিসেবে তোমার জমিটা

দরকার ওর। আমার জমিতে গরু পাঠাতে চায়। তোমার জমিটা মোগল থেকে পাউডারে নামার পথ হিসেবে ব্যবহার করবে। আমার খোলা র‍্যাঞ্চে গরুর বন্যা বওয়াবে সে। স্রেফ উপোস করিয়েই মেরে ফেলবে আমাদের।'

একটা সিগারেট রোল করল মরগান। আগুন ধরিয়ে দিল শডল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল টেসটারভিস। তারপর আবার শুরু করল।

'তবে প্রথমে আরেকটা কাজ করবে সে। একটা লড়াই বাঁধাবে। প্রথম ধাক্কায়ই আমাকে শেষ করতে চাইবে। তারপর এই বাথান হয়ে যাবে টেড লুইসের।'

'এখনো এটা কিন্তু তোমারই আছে।' সান্ত্বনা দিতে চাইল শডল।

'আছে।' স্বীকার করল মরগান। 'এবং রাখতে চাই। সেজন্যেই আমাকে দুর্গের মধ্যে দেখছ তুমি। গরু পোষা বাদ দিয়ে এখন বন্দুক-বাজ পুষছি। প্রাণের দায় বড় দায়।'

সামনে তাকাল মরগান। পাইনের জঙ্গলে আটকেছে দৃষ্টি।

একজন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে সেখান থেকে। খুরের আওয়াজ শুনে সিধে হল দুই প্রহরী। কিন্তু আগন্তুককে দেখে ফিরে গেল। বিড়বিড় করে গাল বকল মরগান।

মৃদু হাসল শডল। বলল, 'ছুটন্ত বুলেটের মত ঘুরে বেড়ায় ব্যাট।'

'একটা গাধার যেটুকু মগজ আছে, তাও ওর নেই। উল্লুক বললেও ওকে সম্মান করা হয়।' অস্থিরভাবে বলল মরগান।

দুলকি চালে উঠানে ঢুকল ব্যাট টেসটারভিস। কৌতূহল লেগে আছে রমণীমোহন চেহারাটাতে। শডলকে দেখে শক্ত হল চোয়াল।

অন্যমনস্কতার ভান করল চট্ করে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। বুটের শব্দ তুলে পোর্চে উঠল।

'আরে, শডল দেখছি।' শুকনো কণ্ঠে বলল সে।

সামান্য মাথা নাড়ল শডল। ব্যাটের নিরুত্তাপ ব্যবহার বিস্মিত করেছে ওকে।

মেয়ে মহলে যথেষ্ট খ্যাতি ব্যাটের। রমণীমোহন চেহারাটা আকর্ষণ করে মেয়েদের। দুটো কথা বলেই ভজিয়ে ফ্যালে ব্যাট যে-কোন মেয়েকে।

গুণটা শডলের নেই। মেয়েদের এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে সে। তবু তাকে সহ্য করতে পারে না ব্যাট। কারণ, সর্বকর্মপটু বলে শডলের মত খ্যাতি নেই তার। আরো কারণ আছে। দুর্দান্ত লড়ুয়ে বলে অনেকেই সমঝে চলে শডলকে। বন্দুকবাজি বা খালি হাত—দুটোতেই সমান দক্ষ শডল।

কিন্তু ব্যাটের মেয়েলী কাঠামো সবার হাসির খোরাক জোগায়। প্রচণ্ড রেগে শডলকে খালি হাতে চ্যালেঞ্জ করেছিল সে একবার। তিন-তিনবার ওকে আছড়ে ফেলেছিল শডল। সেই অপমান কখনো ভোলেনি ব্যাট।

পোর্চে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করছে ব্যাট। মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। শডলের চোখে চোখ পড়ুক সেটা চায় না।

'কোন্ মুল্লুকে যাওয়া হয়েছিল শুনি?' ধমকে উঠল মরগান।

'দক্ষিণে ঘুরছিলাম।'

'এত থাকতে ওই জায়গাটাই কবর হিসেবে বাছলে?'

'তার মানে?'

'একদিন টেডের ডালকুত্তাদের হাতে পড়বে তুমি। ওদিকে ঘোরাঘুরি করলে নিশ্চয়ই পড়বে। মানেটা ওরাই বুঝিয়ে দেবে তখন।

'সবকিছুই শেষ অব্দি লেজে-গোবরে করে ছাড়। শেষ টানার ক্ষমতা নেই। কিন্তু শুরু করার সাধ প্রচুর। কত আর আহাম্মকি করবে? জীবনে একবার হলেও মাথাটা খাটাও।'

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ব্যাট। 'বাহ্, বেড়ে বলেছ তো। কি চাও, ঘরে বসে মোজা বুনি? বক্তৃতায় কিচ্ছু কাজ হবে না। উপদেশের চেয়ে সস্তা জিনিস নেই। আগেও বলেছি। এখনো বলব। উপায় একটাই। যুদ্ধ। সব লোক নিয়ে টি-এল-এ হানা দাও। ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও সব।'

'অথবা নিজেরাই গুঁড়িয়ে যাও, তাই না?' ভাইকে বিদ্রূপ করল মরগান।

'এত শক্তি নাকি তোমার', উল্টো খোঁচা দিল ব্যাট। 'তো গর্তে লুকিয়েছ কেন?'

'উন্মাদের মত লড়াইয়ে কোন ফায়দা নেই।' শান্ত স্বরে জবাব দিল মরগান।

'ঠিক আছে। বীরের মত গর্তেই ঢুকে থাক তবে।'

'যদ্দিন এই র‍্যাঞ্চ আমি চালাচ্ছি', বলল মরগান। 'আমার নিয়মেই সব চলবে। সেধে লড়তে গেলে অনেক লোক খুন হবে। নিজের স্বার্থে এতবড় ক্ষতি আমার বিবেক মানবে না।'

'হুহ্!' নাক দিয়ে শব্দ করল ব্যাট। মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর হনহন করে চলে গেল বাড়ির মধ্যে।

দূরে চোখ মেলে চুপ করে রইল মরগান। কিছু ভাবছে।

বেলা পড়ে এসেছে। শডলও চুপ করে থাকল। অস্বস্তি বোধ করছে। অন্যের পারিবারিক কলহে সাক্ষী হওয়াটা পছন্দ করছে না ও। তবে দু'ভাইয়ের এই দ্বন্দ্বটা সবার জানা। টেসটারাভিস পরিবারের সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট এটা।

কথা বলল মরগান। 'এখন কি করার কথা ভাবছ, শডল।' ম্লান লাগছে লোকটাকে।

'জমিটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে টেড।' মুচকি হেসে বলল ও। 'ওকে জাহান্নামে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি আমি।'

'জবাবে কি বলল টেড?'

'খুব সোজা ক'টা বাক্য। লড়াইয়ে একটা পক্ষ বাছতে হবে আমার। বাছাইয়ে ভুল হলে আমি শেষ।'

'সত্যি কথা।'

'জানি।' স্বীকার করল শডল।

শডলের দিকে ফিরল মরগান। চাহনিতে অস্বস্তি। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, মনে হল।

'একটা প্রস্তাব দিতে চাই তোমাকে, শড।' দ্বিধা কাটিয়ে বলল সে। 'হয়ত অসন্তুষ্ট হবে। তবু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। জোরাজুরির কথা হচ্ছে না।

'তোমার জমিটা আমার কাছে বিক্রি করলেই ভাল করবে। টেডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না তুমি। আমার ধারণা, আমি পারব। ভেবে দ্যাখ, লড়াইয়ে তুমি হারলে আমিও হারছি। তোমার জলাশয়টা টেডের হয়ে যাবে। লড়াই শব্দটা খুব ছোট। কিন্তু সে-

জন্যে যে মূল্য দিতে হবে সেটা অনেক বড়।'

'কাল সকালে অ্যান্টিলোপে যাচ্ছি আমি', বলল শডল। 'বেড়া দেয়ার তার কিনব। আবার বেড়া দেব বাথানে। এবার টেড সেটা উপড়াতে এলে, আমার সামনে দাঁড়াতে হবে। না, দুঃখিত মরগান। জমিটা বিক্রি করছি না আমি।'

'জানতাম।' হাসল মরগান। 'এটাই বলবে।'

উঠে দাঁড়াল শডল। তাকাল টেসটারভিসের দিকে।

'আমি কিন্তু তোমার সাথেই আছি, মরগান।' বলল সে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মরগান। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখটা। 'তুমি—আমার সাথে? সত্যি বলছ। ভাল। খুব ভাল। প্রশ্নটা করার ইচ্ছে ছিল। করিনি। যদি কিছু মনে করে বস—সেই ভয়।'

'ভাল কথা।' ব্যস্তভাবে বলল সে। 'যদি কিছুর প্রয়োজন থাকে বল। টাকা, লোকবল—'

'লোকবল—আছে তোমার?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল শডল। মরগানের মুখে সাহসের ঝিলিক দেখা গেল।

'শড', বলল সে। 'লড়ুয়ে লোক আমি নই। কখনো ছিলাম না। কেউ ভাবতেও পারবে না, এই বাথান গড়তে কত ঘাম আর রক্ত দিয়েছি আমি। অথচ সেটাই কেড়ে নিতে চায় টেড। টেসটারভিসদের মূল উপড়ে ফেলতে চায়। সেটা ঘটতে দিতে পারি না আমি। বাই গড, ঘটতে দেব না।'

'আধ স্যাক খাবার ধার দাও আমাকে।' বলল শডল। 'অন্ধকার নামার আগে বাথানে পৌঁছতে হবে।' একসময় তারার আলোয় পথ

চলা পছন্দ করতাম। কিন্তু সময় পাল্টে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল মরগান। বুঝেছে সে। ঘুরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

সূর্য ডুবতে বসেছে। গাছের পাতায় লালচে আলো। সন্ধ্যে নামতে জেগে উঠেছে বাথান। উঠোনে জড় হচ্ছে লোকজন। রান্না ঘরে রাঁধুনীর হাতা-বেড়ির ঠন্‌ঠন্‌।

কোত্থেকে ভূতের মত উদয় হল ব্যাট। এগিয়ে এল শডলের দিকে।

'ওখানেই থাকছ তাহলে তুমি?' তির্যক কণ্ঠে জানতে চাইল সে। সরাসরি তাকাচ্ছে না শডলের দিকে।

'কেন নয়?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল শডল। ব্যাটের উদ্ধত ভঙ্গিতে গা জ্বলে যাচ্ছে ওর।

শ্রাগ করল কনিষ্ঠ টেসটারভিস। 'বিপদের সময় দেখবে, জানের দোস্তরা সব কেটে পড়েছে। বুঝবে তখন ঠ্যালা।'

'হয়ত যাবে', ঠাণ্ডা সুরে বলল শডল। 'আবার ফিরেও আসবে। আমার বন্ধুরা পছন্দ করে আমাকে। অবশ্য নিজের লড়াই নিজে লড়তেই পছন্দ করি আমি।'

'সন্দেহ আছে আমার।' সোজা বলল ব্যাট। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে শডলের দিকে তাকাল। কিছু বলতে চায় যেন। শেষ পর্যন্ত মত পাল্টাল। পোর্চের সিঁড়ির একটা ধাপে নামল।

'তোমার নিজের লড়াই তো দরজায় নক করছে।' ঠেস দিয়ে বলল শডল। 'একটু পরে তো বিছানায় উঠে আসবে।'

'আমার লড়াই!' গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল ব্যাট। হাসি থামিয়ে

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ভুল বলেছ। আমার নয়। মরগানের লড়াই ওটা। আমার সাথে কখনো বনবে না ওর। নিজের নিয়মে খেলছে সে। বিপদ হলে দায়টাও তাই ওকেই বইতে হবে।'

বেরিয়ে এল মরগান। হাতে একটা স্যাক। সেটার আধাআধি ভরা। শডলের হাতে দিল ওটা।

'আর কিছু লাগবে?'

স্যাকটা স্যাডেল হর্নে তুলল শডল। জিনে উঠে বসল। 'এখন নয়।' বলল সে। 'শোন মরগান, আমার সীমানা অবধি রিলে পদ্ধতিতে লোক বসাও।'

'বসান হয়ে গেছে। যাবার পথেই দেখবে।'

'সো লং।' বলল শডল।

ধীরকদমে চলল ওর ঘোড়া। সেতুটা পেরিয়ে পেছনে তাকাল। উঠোনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মরগানকে। অনিশ্চয়তা আর ভীতির প্রতীক মনে হল লোকটাকে।

পাইনের পাতায় আঁধারের ছোপ লাগতে শুরু করেছে। নিচু পাহাড়ী ঢাল বাইছে শডল। উপরে তারাজ্বলা আকাশ। পশ্চিমে এখনো আঁধার গভীর নয়।

দৃষ্টিটা সেদিকেই আটকাল ওর। আধো অন্ধকারে একজন অশ্বা-রোহীকে দেখেছে ও। ঘোড়ার খুরের শব্দও শুনেছে। টেসটারভিস প্রহরীদের কেউ হবে, ভাবল সে। হয়ত কিছুটা পথ ওর সাথে এসেছে।

ঢাল বেয়ে আরেকটা বনভূমিতে ঢুকল শডল, ছায়াটাকে সেখানে হঠাৎ হারিয়ে ফেলল।

দ্বিধাহীন চিত্তে সামনে এগোচ্ছে শডল। সতর্ক। তবে কোন বিপদের আশঙ্কা করছে না। চমৎকার ছন্দ তুলেছে ঘোড়ার খুরধ্বনি। ধুলো আর পাইনের মিশেল ঘ্রাণে নেশা নেশা ভাব। বুক ভরে শ্বাস নিল শডল।

মুগ্ধ ভাবটা শিগগিরই হারাতে হল ওকে। জঙ্গল ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরোল ওর ঘোড়া। সবুজহীন পাথুরে নগ্ন ভূমি। প্রকৃতির এই বৈধব্য পছন্দ নয় শডলের।

কেন যেন সতর্ক হবার তাগাদা অনুভব করছে শডল। ভেতর থেকে কে যেন তাড়া লাগাচ্ছে। অথচ সতর্ক হবার মত কিছুই ঘটেনি? ঘোরান পথটা ধরে চলতে শুরু করল ও।

পথটা ওর বাঁধানে শেষ হয়েছে। অন্ধকারে ঠিক দৃষ্টি চলছে না। আন্দাজেই বুঝল, কেয়ার্নটা ওর ডানদিকে রয়েছে।

একখণ্ড ঘন অন্ধকার নড়তে দেখল শডল। দৃষ্টির আড়ালে সরে গেল ছায়ামূর্তিটা। নার্ভগুলো টান হয়ে গেল শডলের।

অশ্বারোহীদের একটা সারি বেরিয়ে এল। পাশের ঢাল থেকে বেরিয়েছে ওরা। শডলের চেয়ে খুব জোর দুই শ' গজ দূরে লোকগুলো।

দ্রুত গুণল শডল। জনা তিরিশেক লোক আছে ওখানে। খানাখন্দ ভরা জায়গাটার ওপাশে কোথাও অদৃশ্য হল লোকগুলো। ভালমত পর্যবেক্ষণের সুযোগ হল না শডলের।

নিজের সাথে তর্কে ব্যস্ত হল শডল। কোনদিকে যাওয়া উচিত তার? ছায়ামূর্তিগুলো নিঃসন্দেহে টেড লুইসের ঠগীবাহিনী। কারণ টি-এল সীমানা পেরিয়ে ঢুকেছে ওরা। তাছাড়া, এতদূর প্রহরীদল

পাঠানর কথা বলেনি মরগান। পাঠালে নিশ্চয়ই জানাত ওকে।

কিন্তু কি উদ্দেশে ঢুকেছে লোকগুলো? ধরা যাক, টহল দেয়াই লোকগুলোর উদ্দেশ্য। সেক্ষেত্রে চোরের মত হাবভাব কেন। লুকোতে চাইছে কেন নিজেদের?

সম্ভাব্য জবাব একটাই। গোপন কোন মতলব আছে অশ্বারোহীদের। এবং সেটা যে সুখবর কিছু নয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এক্ষুণি সতর্ক করা দরকার টেসটারভিনদের। কিন্তু তাহলে অনেক পথ পিছুতে হবে ওকে। তার উপর আছে, টেসটারভিস প্রহরীদল। এই অন্ধকারে শত্রু ভেবে ওকে গুলি করে বসলে তাদের দোষ দেয়া যায় না। তার মানে, ওদের সতর্ক করতে হলে প্রাণ হাতে নিতে হবে।

দ্রুত চিন্তা করছে শডল। বিপদে পড়তে যাচ্ছে টেসটারভিস বাথান। সাবধান করতেই হবে ওদের। এটা ওর কর্তব্য। কিন্তু জেনেশুনে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়াও বোকামি। তাহলে?

হঠাৎ মুচকি হাসল শডল। চমৎকার একটা আইডিয়া গজিয়েছে মাথায়। টেসটারভিস বাথানে না ফিরেও সতর্ক করা যায় ওদের। কোনমতে নীরবতা ভাঙতে পারলেই সাবধান হয়ে যাবে ওরা।

ভাবনাটাকে তৎক্ষণাৎ কাজে রূপ দিল শডল। দ্রুত সবচেয়ে কাছের গিরি সংকটের চুড়োয় উঠে পড়ল। রাইফেলটা আগেই বেরিয়ে এসেছে হাতে। আকাশমুখি করল নলটা। ট্রিগার টিপে দিল।

বজ্রপাতের মত শোনাল শব্দটা। নিঝুম পাহাড়ী এলাকায় প্রতিধ্বনি তুলে চলল। পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরল কিছুক্ষণ। তারপর কারনিসের তলায় হারাল।

অকস্মাৎ নীরবতা গ্রাস করল প্রকৃতি। সব থমথমে। পাতা নড়ার পর্যন্ত শব্দ নেই। তারপরই কেঁপে উঠল পুরো অধিত্যকা। একসঙ্গে অনেকগুলো ড্রাম বাজছে যেন। ছায়াগুলো আবার দেখতে পেল শডল।

ওর সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল দলটা। প্রথম মূর্তিটাকে চেনা চেনা লাগল ওর। বেঁটেখাট কাঠামোটা। অনেক উত্তরে চাপা শোরগোল শোনা গেল। অপেক্ষমাণ বড় দলটার কাছে পৌঁছেছে এই দলটা।

পুরো নীরবতা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল শডল। তারপর ঘোড়া ছোটাল। অসংখ্য খাদ আর বাঁক পেরিয়ে মোগলের স্পারে পৌঁছল।

ছায়ামূর্তিগুলো একটা নতুন চিন্তায় ফেলেছে ওকে।

প্রধান ট্রেইল ছেড়ে জংলা পথ ধরল। গাছের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগোল। নিজের জমিতে পৌঁছে গেল।

সাবধানে ঘোড়ার পিঠ ছাড়ল ও। বেড়ালের মত নিঃশব্দে এগোল। সম্ভাব্য আততায়ীকে ভড়কে দিতে চায়। সেজন্যেই ঘুর-পথে এসেছে।

আততায়ীর উপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত নয় ও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করছে তাই। বিপদ টের পেতে চাইছে। যদি থেকেই থাকে আততায়ী, তাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিতে চায়না ও।

বার্নের চারধার চট্ করে ঘুরে এল। নিশ্চিত হল, কেউ নেই সেখানে। বাড়ির পেছন দিকে ঘুরল। তারপর ঢুকল ভেতরে।

পরিচিত একটা কৌশল ব্যবহার করছে ও। কারনিসে থাকতে ইচ্ছে করে শব্দ তুলেছে তাই। সম্ভাব্য আততায়ীর কান সেক্ষেত্রে ওদিকেই থাকবে। সে যে এখানে উপস্থিত, সেটা মাথায় আসবে না তার। হঠাৎ যখন দেখবে—তালগোল পাকিয়ে ফেলবে।

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল শডল। কোন নড়াচড়া নেই কোথাও। নিজের উপরই অবশেষে বিরক্ত হল। কাঁহাতক আর পা টিপে চলা যায়।

ক্রল করে পোর্চে বেরিয়ে এল ও। শেষ প্রান্তে এসে থমকাল। তারপর দ্রুত গড়িয়ে নিচে নামল। এবং পোর্চ আর উঠোনের কিনারে গা ঘেঁষে রইল। শক্ত হয়ে গেছে শরীর। প্রতি মুহূর্তে বুলেটের আশঙ্কা করছে। একেবারে জলে গেল পরিশ্রমটুকু। ঝিম-ধরা নীরবতা অটুটই রইল।

অথচ শডল নিশ্চিত কেউ ছিল এখানে। সিগারেটের গন্ধ সেই সাক্ষীই দেয়। আরো আধঘণ্টা ব্যয় করল ও, নিজেকে সন্তুষ্ট করতে।

তারপর আস্তাবলে নিয়ে গেল ঘোড়াটাকে। জিন খুলে দলাই-মলাই করল ওটাকে। দানা খাওয়াল। তারপর বেরিয়ে এল।

ঘরে ঢুকল। একহাতে জিন, অন্যহাতে খাবারের স্যাক ওর।

কম্বল বিছাল বাঙ্কে। আরেকটা অসহনীয় রাত পার করতে আধো ঘুম, আধো জাগরণ—এই চলবে সারা রাত। অসহ্য!

পাঁচ

আগস্টের আরেকটি উত্তপ্ত দিন। সকাল হতে না হতেই আঁচ লাগছে সূর্যের।

নাশতা সারল শডল। তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হল। নেমে এল স্পারের নিচে।

অ্যান্টিলোপের রাস্তা ধরল। এই রাস্তাই টি-এল বাথানেও গেছে। অর্থাৎ কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়েই পথটা দু'দিকেই গেছে। মাঝপথে বাঁক নিয়ে শহরের পথে রওনা হয়েছে। আর একটা ভাগ সোজা টি-এল বাথানে গিয়ে থেমেছে।

ওই বাঁক পর্যন্ত পথটা খাঁখাঁ করতে দেখল শডল। কিন্তু পথে অসংখ্য ঘোড়ার ট্র্যাক দেখেছে ও। এখনো ধুলো উড়ছে। চোখের কোণ কুঁচকে উঠল ওর। সামান্য আগেই একদল অশ্বারোহী গেছে এই পথে।

বাঁক ঘুরতে দূরে চোখ আটকাল ওর। দু'মাইল সামনে ছোট ছোট দেহাকৃতি দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন ঘোড়সওয়ার শহরের পথে ছুটছে। দেখে মনে হচ্ছে, তাড়া আছে তাদের। দ্রুত ছোট হয়ে আসছে আকৃতিগুলো।

চিন্তায় পড়ে গেল শডল। লোকগুলো নিঃসন্দেহে টি-এল রাইডার। শহরে যাচ্ছে তারা। কি উদ্দেশে কে জানে। এই এলাকায় শডলের বাস বহুদিনের। সে জানে, অসতর্কতা ক্ষমা করে না এই মাটি। নিজেকে শত্রুর ইচ্ছের পুতুল বানান তারও স্বভাব নয়।

সেজন্যেই চিন্তায় পড়ে গেছে। শহরে যাওয়া আদৌ ঠিক হবে কিনা, ভাবছে।

পিন খোলা হাতবোমার মত বিস্ফোরোন্মুখ এখন পরিস্থিতি। যে-কোন সামান্য ঘটনা এখন বিস্ফোরণ ঘটাবে। অসাবধান কথা, করেও হাতের দ্রুত ভঙ্গি কিংবা অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা—গুড়ুম।

রাতে টেড লুইসকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে শডল। ও এখন জানে, ওই লোকটা কি চায়। এবং কতট বেপরোয়া সে এখন।

কোনভাবেই টেডকে ফেরান যাবে না এবার। অনেক বড় খেলায় মেতেছে সে। সেজন্যে দু'দশটা প্রাণ তার কাছে কিছু নয়। রক্ত ঝরবে জেনেই মাঠে নেমেছে শেয়ালটা।

হঠাৎ মাথার ভেতর রক্ত চিড়িক দিয়ে উঠল শডলের। টেডের ব্যঙ্গটা মনে পড়ে গেছে।

'নন-লিমিট গেইমে একটা হোয়াইট চিপ তুমি।'

কথাটা নিশ্চয়ই টি এল বন্দুকবাজদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ওদের কাছে একটা টার্গেট বোর্ড ছাড়া কিছু নয় সে এখন। সে-কেউ মস্করা করে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারে ওর মাথায়। সেজন্যে বিচারের ঝক্কি পোহাতে হবে না খুনীকে। কোর্ট টেড লুইসের খাঁচার পাখি। যে বুলি শেখায়, সেটাই আওড়ায় জাজ উইলফ্রেড।

অর্থাৎ শো-ডাউনের জন্যে প্রস্তুতি না থাকলে ঘরে ফেরা উচিত শডলের। টি-এল গানম্যান ঠাসা শহরে ঢোকা আর বুলেটের মুখে বুক পেতে দেয়া—একই কথা।

শডল ইয়ামের আপাত শান্ত স্বভাবের আড়ালে একটা একগুঁয়ে

ব্যক্তিত্বের বাস। সেটাই ওকে আত্মহত্যার প্রবণতা জোগাল।

ঘোড়ার পেটে খোঁচা লাগাল শডল। শহরে যাচ্ছে ও।

শডলের ধারণা, যখন কেউ নিজেকে নিরাপদ ভাবে তখনই বিপদে পড়ে। যে সময়ে বিপদাশঙ্কা মুক্ত ছিল সে, তখনই গুলি খেয়েছিল। এখন বিপদের ভয় করছে ও। নিশ্চয়ই বেঘোরে মরবে না। মরলেও একা মরবে না।

অ্যান্টিলোপে ঢুকতে নিজের ভাবনা সত্যি হতে দেখল সে। সোমবার আজ। লোকজনের ভিড় অন্য দিনের তুলনায় শহরে বেশি। এরকম কিছু দেখবে শডলও আশা করছিল।

সারা রাস্তায় একবার চোখ বোলাল সে। রাস্তার ভিড় একটা দিকে বেশি। কোর্ট হাউসটা ওদিকে। বেশিরভাগ ঘোড়াই সেখানে বাঁধা। লোকজন অলস ভঙ্গিতে ইতস্তত ঘুরছে।

শহরে ঢুকেই বৈরি আবহাওয়ার স্বাদ পেল শডল। প্রত্যেকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে সে। কেউ সরাসরি, কেউ আড়চোখে দেখছে ওকে। কিন্তু কারো মুখে বন্ধুত্বের হাসি দেখল না ও। হঠাৎ করেই যেন সবার মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছে শডল।

পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে গেল ও। আস্তাবলের সামনে থামল। একটা খুঁটিতে ঘোড়াটা বাঁধল। রাস্তার উল্টোপাশে সেলুন। প্রচুর লোক সমাগত সেখানেও। বেশিরভাগ লোককেই চিনল না শডল। কিন্তু তাদের ঠিকানা এবং পেশা আন্দাজ করতে পারল। ঠিকানা টি-এল বাথান। এবং পেশা ভাড়াটে গুণ্ডামি।

আস্তাবলে দাঁড়ানয় টি-এল রাইডারদের বিপরীতে অবস্থান হয়েছে ওর। নিরুত্তেজিত চোখে চারধার খুঁটিয়ে দেখছে শডল।

কিছুক্ষণ লোকগুলোর অবস্থান পর্যবেক্ষণে ব্যয় করল ও। তারপর নড়ল। হার্ডওয়্যারের দোকানের দিকে রওনা হল।

স্টোরটার মালিক শডলের পরিচিত। ম্যাক গ্রুডার লোকটার নাম।

কিন্তু লোকটার আচরণে মনে হল, শডলকে কাটাতে পারলে বাঁচে। এমন ভাব করল যেন, কেবলই মুখ চেনে সে। শডলের। কোনদিন খাতির ছিল না।

'হ্যালো শডল।' শুকনো মুখে বলল ম্যাক গ্রুডার। চেহারায় অস্বস্তি।

লক্ষ করল শডল দোকানির চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। কিছু বোঝাতে চাইছে সে। বিরক্তি বোধ করল ও। ব্যাপার কি? মুখ থাকতে চোখ দিয়ে ইশারা করছে কেন ম্যাক?

প্রশ্নটা বেশিক্ষণ ভাবাল না ওকে। ম্যাকের চোখ অনুসরণ করে ডানদিকে তাকাল। দু'জন পাঞ্চারকে আনমনে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। বুঝল শডল, চলমান আড়িপাতা যন্ত্র।

হালকা মাথা দোলাল শডল। দোকানিকে বোঝাল, ইশারার মানে বুঝেছে ও।

ম্যাক গ্রুডারের দ্বিধার কারণ বোঝা গেছে। শহরটা এখন আর অ্যান্টিলোপ নয়। এটা এখন টি-এল টাউন। শহরের সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে টেড লুইস। প্রাণের ভয়ে ম্যাক গুটিয়ে আছে। কিন্তু, ভাবছে শডল, সত্যি সত্যি ওকে পছন্দ করে ক'জন? কি করে বুঝবে, কে ওকে চায় আর কে চায় না।

'দু'বাক্স পয়েন্ট ফরটি ফাইভ শেল দাও, ম্যাক।' বলল শডল।

নীরবে এগিয়ে দিল দোকানি। দাম মিটিয়ে দিল শডল।

বাথানে বেশকিছু টাকা লুকোন ছিল ওর। সেগুলোই খরচ করছে এখন। কপালটা নেহাতই ভাল শডলের। টি-এল রাইডাররা ওর বাথান তছনছ করলেও টাকাগুলো পায়নি। যথাস্থানেই ছিল ওগুলো। ঘরে নয় বার্নের মেঝের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। হয়ত টাকার সন্ধানে আসেনি ওরা। কিন্তু পেলে রেখেও যেত না।

'আর', বলল শডল। 'কুড়ি টেকো কাঁটাতার দাও।'

ফরমায়েশ শুনে চোখ কপালে উঠল দোকানির। পরক্ষণে দ্বিধায় রূপ নিল বিস্ময়। আড়চোখে একবার পাঞ্চার দু'জনের দিকে তাকাল সে। পাঞ্চার দু'জনের মধ্যে মৃদু চাঞ্চল্য দেখা গেল।

সরাসরি শডলের চোখে চোখ রাখল ম্যাক।

'কাঁটাতার? ঠিক জানি না শড। মানে, আমার কাছে ওটা নেই বোধ হয়।'

'আছে ম্যাক।' শুধরে দিল শডল। 'ওই জিনিস প্রচুর আছে তোমার দোকানে। আমাকে লুকোন উচিত হচ্ছে না তোমার। বিশ বাণ্ডিল বের করে পোর্চে রাখ। জিনকস বেইলীর কাছে যাচ্ছি আমি। ওয়াগন আর ওগুলো সামলানর জন্যে লোক ভাড়া করব।'

স্বস্তি দেখা দিল দোকানির মুখে। গুমোট ভাবটা কেটে গেল চেহারা থেকে। শডল চাপ দেয়ায় একটা কৈফিয়ত হাতে পেয়েছে সে। এখন আর টেড স্বেচ্ছায় শডলকে সাহায্য করার দোষ দিতে পারবে না।

'ঠিক আছে, শড।' খুশির হাসি চাপতে হিমশিম খাচ্ছে ম্যাক। 'ওয়াগন আর লোক নিয়ে এস। ততক্ষণে তারগুলো বাণ্ডিল করছি

আমি।'

ঘুরে দাঁড়াল শডল। সেই সাথে চাপা গলার আওয়াজ কানে এল ওর। ফিসফিস করে কিছু বলছে কাউপাঞ্চার দু'জন। কান খাড়া করল শডল। কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না।

আস্তাবলে ঢুকল। এখানেও একই বৈরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হল।

শনিবারের সেই লোকটাই রয়েছে আস্তাবলে। তবে সেদিনের মত ঘুমিয়ে নেই।

'জিনকস কোথায়?' প্রশ্ন করল শডল।

'জানি না।'

'কয়েকজন লোক দরকার আমার। আর একটা ওয়াগন। আজ এবং আগামীকালের জন্যে ভাড়া নেব।'

'আমার কাছে প্যাঁচাল পেড়ে লাভ নেই।' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'জিনকসকে গিয়ে বল। বাকির ওখানে গেছে ও খুব সম্ভব।'

একদৃষ্টে লোকটার মুখে তাকিয়ে রইল শডল। লম্বাটে চতুর একটা মুখ। ধূর্ত দৃষ্টি চোখে।

ম্যাকের দোকান থেকে পাঞ্চার দু'জন এখানেও এসেছে। শডলকে ঘুরতে দেখে সেলুনের দিকে পা চালাল।

সেলুনের সামনের ভিড়টা হঠাৎ পাতলা হয়ে গেছে। ওখানে ঢুকবে কিনা ভাবছে শডল। কিন্তু চারপাশের লোকজন ধরে নিয়েছে, ওখানে ঢুকবে সে। তাই দ্রুত সরে পড়ছে।

মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল শডলের। প্রত্যেকটা লোক

উপেক্ষা করছে ওকে। চোখাচোখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এক ফোঁটা হাসি নেই কারো মুখে। একটা বিষাক্ত ঘা যেন সে। টেডের ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সবাই। শহরে এসে মহা ভুল করেছে শডল। প্রতিপক্ষ আর তার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়েছে।

এখন সে যদি শহর ত্যাগ করে সেটাকে কাপুরুষতা বুঝবে লোকজন। অথচ এখানে অবস্থান মানে সেধে বিপদে জড়ান। হঠকারিতার জন্যে নিজেকে ধুমসে গাল পাড়ছে শডল। জেনে-শুনে বিপদে মাথা গলিয়েছে সে। এখন পিছু হটাও অসম্ভব। কাপুরুষের স্থান নেই পশ্চিমে। সে ভয় পেয়েছে বুঝলে সোজা এসে কাঁধে চড়বে প্রতিপক্ষ। অতএব, থাকতেই হচ্ছে ওকে।

পা বাড়াল সেলুনের দিকে। দ্বিতীয় পা ফেলতে না ফেলতে থেমে গেল।

আস্তাবলের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে এক যুবক। উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে ছেলেটাকে। বোনসের এমন চেহারা কখনো ছাখেনি শডল। চমকাল তাই।

উইলি বোনসও দেখল ওকে। ভয়বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল। শডলকে দেখে ভয় পায়নি উইলি। অন্য কোন কারণে ভীত হয়ে পড়েছে সে, বুঝল শডল।

এগিয়ে এল উইলি বোনস।

'শডল—হ্যালো শডল।'

'হাউডি বোনস।'

ঠোঁট দুটো প্রসারিত হল ছেলেটার। কান্নার মত দেখাল হাসিটা। দ্রুত চারদিকে নজর বোলাল সে। তারপর আঁকড়ে ধরল

শডলের দু'কাঁধ।

'শড·········' ফিসফিস্ করল সে। 'আ-আমার ঘোড়াটা দেখেছ?'

'না। এইমাত্র এলাম।'

'এখানেই ছিল ওটা।' গোঙানি বেরিয়ে এল বোনসের মুখ থেকে। 'ঈশ্বর। ওটা সরিয়ে ফেলেছে ওরা।'

'কি বলছ?' অবাক হল শডল। 'কে সরিয়ে ফেলেছে?'

'ঘোড়াটা······' ঢোক গিলল বোনস। 'ঘোড়াটা এখানেই বেঁধে রেখেছিলাম। তারপর সেলুনে ঢুকি। একটা ড্রিঙ্কের দরকার ছিল। ······কিন্তু নিয়ে গেছে ওটা। আমাকে শহর ছাড়তে দেবে না ওরা।'

ঘামে ভিজে গেছে বোনসের মুখ। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল সে। নার্ভাসভাবে গায়ের জ্যাকেটে হাত ডলছে।

শডলের অর্ধেক মনোযোগ বোনসের প্রতি। বাকিটা সেলুনের পোর্চে। আবার ভিড় বাড়ছে সেখানে। আনমনে ঘুরছে লোকগুলো। অন্তত আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওদের প্রত্যেকের কোমরে অস্ত্র ঝুলছে। একজনের চেহারায়ও ভাল মানুষের ছাপ নেই। নিরীহ লোকজন অনেক আগেই সরে পড়েছে। তাছাড়া, মোটেও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছে না তারা। ওদের আচরণে চমৎকার শৃংখলা লক্ষ করল শডল। সেলুন আর আস্তাবলটা কাভার করে রেখেছে।

পোর্চ থেকে নামল একটা লোক। আস্তাবলের দিকে পা ফেলছে। ঢিলেঢালা ভঙ্গি। বরফ শীতল চোখ। বোনসের পিঠে নিবদ্ধ চোখ

ছুটো।

কোথাও স্থির থাকছে না শডলের চোখ। শত্রুপক্ষের অবস্থানগুলো মাথায় টুকে নিচ্ছে। হঠাৎ কোর্ট হাউসের সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ হল ওর। সাদা একটা ঘোড়া বাঁধা পোর্চের পাশে। টেড লুইসের ঘোড়া।

'তুমি তো টেডেরই লোক।' বিরক্ত চোখে বোনসের দিকে তাকাল শডল। 'এত কাঁপাকাঁপির কি আছে তাহলে?'

'আ-আমার এখানে আসাই উচিত হয়নি।' ককিয়ে উঠল ছেলেটা। 'শড, আমি চলে যাচ্ছিলা···'

পোর্চ থেকে এগিয়ে আসা লোকটা বলল।

'বোনস', ঠাণ্ডা গলায় ডাকল সে। 'চল আমার সাথে। ড্রিঙ্ক করবে ' আহ্বানটা ঠিক অনুরোধের মত শোনাল না।

কুঁকড়ে গেল উইলি বোনস। ঝাঁকি খেয়ে শডলের পাশে সরে গেল।

'ড্রিঙ্কের দরকার নেই আমার।' বিড়বিড় করে জানাল সে।

'আছে।' জোর দিয়ে বলল লোকটা, 'অবশ্যই ড্রিঙ্কের দরকার আছে তোমার।'

'দ্যাখ।' অনেক কষ্টে গলায় উষ্মা ফোটাল বোনস। 'বিরক্ত করো না আমাকে।'

আরো কাছে এগোল কাউপাঞ্চার। ঠেলা দিয়ে হ্যাটটা ফেলে দিল মাথা থেকে। গলার সাথে সুতোয় বাঁধা ওটা। পিঠে ঝুলে রইল। দু'কোমরে হাত রাখল। বোনসের চোখে চোখে তাকাল।

'ভাল করে দ্যাখ তো।' অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। 'কি মনে হচ্ছে। তোমার সাথে ড্রিঙ্ক করার উপযুক্ত নই আমি?'

'উইলি', হঠাৎ করেই ক্ষেপে উঠল যেন পাঞ্চার। 'এত গর্ব কিসের তোমার? চোখেই লাগছে না আমাকে। সোজা বল, আমার সাথে ড্রিঙ্ক করছ কিনা?'

শডলের দিকে কোণাকুণি দাঁড়িয়েছে উইলি। ওর পিঠটা শক্ত হয়ে যেতে দেখল শডল।

মাথা ঘুরিয়ে দ্রুত রাস্তার দু'পাশ দেখল উইলি বোনস। যেন দৌড়ে পালাবার পথ খুঁজছে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে শডলের দিকে তাকাল। ছেলেটার চোখে কিসের যেন আকুতি। এক মুহূর্ত পরে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। সামনের পাঞ্চারের দিকে তাকাল।

'বেশ', অবসন্ন কণ্ঠে বলল সে। 'আসছি।'

'চমৎকার! এই তো ভাল ছেলে।' প্রশংসা করল কাউপাঞ্চার। কিন্তু ভুলেও এটাকে প্রশংসা বলবে না শডল। পরিষ্কার টিটকিরি মেরেছে লোকটা।

পুরো সময়টাতে টি-এল কাউপাঞ্চার একবারও তাকায়নি-শডলের দিকে। উইলির বাহু চেপে ধরল লোকটা। টেনে নিয়ে চলল সেলুনের দিকে।

শ্বাস টানল শডল। ঘটনাটা কি বুঝতে পারছে না ও। তবে এটা পরিষ্কার, টেড লুইস তার একজন কর্মচারীকে শাস্তি দিতে যাচ্ছে। বোনসের আতঙ্কিত আচরণই প্রমাণ করে সেটা।

খরতাপে ঝলসাচ্ছে রাস্তা। ছড়ান-ছিটান লোকগুলোর দিকে তাকাল শডল। নতুন একটা সন্দেহ উপস্থিত হল ওর মনে। নাটকটা সাজান কিনা, ভাবছে। গাধার সামনে গাজরের মত বোনসকে হয়ত

টোপ ফেলা হয়েছে তার সামনে।

সেলুনের ছাদের ছায়া পড়েছে সামনে। চিন্তিতভাবে সেদিকে এগোল শডল। একদঙ্গল কাউপাঞ্চার দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। উদ্ধত চোখে তাকিয়ে আছে। নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না কেউ। ওদের উপেক্ষা করল শডল। শান্তপদে প্রবেশ করল বাকির সেলুনে।

ভেতরে অভাব নেই লোকের। এখানেও সবার দৃষ্টির ঘা সইতে হল শডলকে। ঢোকা মাত্র ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সব ক'টা লোক। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল।

বারে দাঁড়িয়ে আছে বোনস। একটু কাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শডলকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা। রক্ত ফিরে এল ফ্যাকাসে মুখটাতে। কিন্তু আনন্দটুকু স্থায়ী হল না। মুহূর্ত পরেই আঁধার নামল সেখানে। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল। যেন বুঝতে পেরেছে, শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে কিছু করার নেই শডলের। বিধ্বস্ত মুখে বারের দিকে ফিরল। থাবলে তুলে নিল হুইস্কির গ্লাস। ঢকঢক করে গলায় ঢালল।

মৃত্যুভয়ে ভীত লোকের জন্যে হুইস্কির মত মহৌষধ আর হয় না। বিষণ্ণ মনে কথাটা ভাবল শডল। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে।

স্লেটরঙ ধরেছে শডলের কালো চোখ। রাগ হচ্ছে ওর। স্তিমিত হয়ে গেছে ঘরের শোরগোল। একটা গাল বকল কেউ। প্রায় নীরব ঘরে কানে লাগল কণ্ঠটা। ঘাড় ফিরিয়ে কণ্ঠের মালিককে খুঁজল শডল। পোকার টেবিলের দিকে তাকাতে থমকে গেল। টেবিলের

ওপাশে স্থির হয়েছে ওর চোখ।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লেইক টোলবার্ট। টেবিলের ওপাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ানই ওর অভ্যেস। সেইমত আজও দাঁড়িয়ে আছে।

ওই জায়গাটা পুরো কামরায় নজর রাখার জন্যে আদর্শ স্থান। লম্বা শরীরটা সামান্য ঝুঁকে আছে টোলবার্টের। বরাবরের মত নিশ্চুপ। নির্লিপ্ত মুখভাব। প্রায় বোজা চোখের পাতা দুটো। ফলে কোনদিকে নজর রাখছে বোঝা দুষ্কর।

কিন্তু শডল জানে, সে ঢোকা মাত্র টোলবার্ট তাকিয়ে আছে তার দিকে। শডলের চোখও ফোরম্যানের উপর স্থির রইল। এক গাল থেকে অন্য গালে তামাকের টুকরো ঠেলল টোলবার্ট। পায়ের ভর বদল করল। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'হ্যালো।' বলল সে।

মাথা দোলাল শডল। 'হ্যালো লেইক।'

'ড্রিঙ্ক?'

'বসের অর্ডারের বাইরে চলে গেল না অফারটা?' ঠাট্টা করল শডল।

রসিকতাটার রস গ্রহণে সময় লাগল ফোরম্যানের। জবাব দিতে দেরি করে ফেলল। দেরি হলেও জবাবটা রসিয়েই দিল।

'আমার কাজে বাধা পড়বে না এতে। বেতনও কমবে না।' বলল সে।

ফোরম্যানের মুখটা পরখ করল শডল।

'একটা সৎ জবাব দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ', বলল ও।

'ড্রিঙ্ক।' একই ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করল টোলবার্ট।

মাথা নাড়ল শডল। ধীরে-সুস্থে ডান হাত তুলল ফোরম্যান। তুড়ি বাজাল। ক্ষীণ শ্রদ্ধার সাথে লোকটাকে জরিপ করছে শডল। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী এই লোক। শকুনের ধৈর্য টোলবার্টের। কিছুতেই চটান যায় না। কথা একরকম বলে না বললেই চলে। তবুও এই লোকের ভয়ে থরহরি কম্প অধীনস্থ কর্মচারীরা। নিঃসন্দেহে খারাপ মানুষ লেইক টোলবার্ট। নইলে টেড লুইসের মত লোকের ডান হাত হতে পারত না। তা সত্ত্বেও ওর অনেক গুণই অনেক টাফ লোকের ঈর্ষার কারণ। শহরের অনেকের কাছেই সে একটা মূর্তিমান আতঙ্ক।

লু বাকির আচরণে সেটা ভালভাবে প্রমাণ হল। ইশারা দেখামাত্র দৌড়ে এল। ছটো গ্লাস আর হুইস্কির বোতল হাতে। গ্লাস, বোতল হাত বদল হতেও নড়ল না। টি-এল ফোরম্যান আর শডল ইয়াম—বিভ্রান্ত বোধ করছে সে। অবশেষে টোলবার্টের ভ্রুকুটি দেখে প্রস্থান করল।

গ্লাস ছটো ভরল টোলবার্ট। নিজের গ্লাসটা সামান্য উঁচু করল। বলল, 'জেদী লোকদের শ্রদ্ধা করি আমি।' এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল। গ্লাসটা ছ'আঙুলে ঘোরাতে শুরু করল। তারপর চোখের পাতা পুরোপুরি তুলল।

'কাউকে খুঁজছ নাকি?'

'হুঁ, জিনকস্ বেইলী।' জানাল শডল।

সবজান্তার মত মাথা দোলাল ফোরম্যান।

'ওয়াগন আর লেবার দরকার বুঝি?' মৃদু হাসল সে। তারপর

যোগ করল। 'জিনকসকে খুঁজে লাভ নেই। পাবে না। আর পেলেও শুনবে ওয়াগন আর লোক ভাড়া দেয় না সে।'

'অন্তর্যামী বনে গেছ দেখছি।' রাগ লুকোনর চেষ্টা করল না শডল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছিল কয়েকজন লোক। আস্তে আস্তে ওদের কাছে ভিরে এল তারা। একসময় দেখল শডল, একটা বৃত্তের মধ্যে আটকা পড়েছে সে। আনমনে লোকগুলোর উপর চোখ বোলাল ফোরম্যান। ভেঙে গেল বৃত্তটা। বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-ওদিক সরে গেল তারা। টোলবার্টের চোখে বিপদ সংকেত পায়নি তারা।

শডলের দিকে তাকাল ফোরম্যান। 'আজ এখানে এসে বোকামি করেছ তুমি।' সুরহীন গলায় বলল সে।

'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল টোলবার্ট।

গ্লাসটা নামিয়ে রাখল শডল। 'ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ।' বলে দরজার দিকে ঘুরল।

ছ'ভাগ হয়ে গেছে শডলের মনোযোগ। এক ভাগ নজর রাখছে চারপাশে। অন্য ভাগটা একটা প্রশ্নের জবাব খোঁজায় ব্যস্ত। ভাবছে শডল, বিস্ফোরণটা ঘটতে আর কত দেরি?

সেলুনের পরিবেশটা অসহ্য ঠেকছে শডলের। অস্থিরতা বোধ করছে। উত্তেজনার চাপ বাড়ছে ক্রমশ।

অকস্মাৎ একটা ব্যাপার বুঝে ফেলল শডল। ওর সাথে ফোরম্যানের আলাপ একটা সুপরিকল্পিত চাল মাত্র। ড্রিঙ্কের ছলে দেরি করান হয়েছে ওকে। এই ফাঁকে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে

ফেলেছে প্রতিপক্ষ।

বারের কোণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে বোনস। ঝুলে পড়েছে ফ্যাকাসে মুখটা। কাঁধের উপর ঝুলছে মাথার হ্যাট।

সেলুনের বাইরে পা রাখল শডল। পোর্চের ভিড় কমে গেছে। মাত্র তিনজন লোক দাঁড়িয়ে এখন। রাস্তার উত্তরে—কোর্টের সামনের ভিড় তেমনি আছে। টি-এল রক্ষীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। টহল দিচ্ছে।

আস্তাবলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন পাঞ্চার। সেদিকে তাকিয়ে মুখটা কঠিন হল শডলের। ঘোড়াটা উধাও হয়েছে তার।

অদৃশ্য কোন ইঙ্গিত পেল যেন পোর্চের তিনজনের একজন। শডলকে দেখা মাত্র ঘুরে দাঁড়াল। দম দেয়া পুতুলের মত ঢুকে গেল সেলুনের ভেতরে।

এখনো স্বাভাবিক কোলাহল শুরু হয়নি সেলুনে। কাটা কাটা কণ্ঠটা সহজেই কানে এল।

'চল উইলি', বলল একটা কণ্ঠ। 'তোমার ঘোড়াটা খুঁজে দেখি।'

মিছে কথা বলল লোকটা। কারণ জানে না, কিন্তু তাই মনে হল শডলের। একটা ব্যাপার পরিষ্কার। কোন ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হতে যাচ্ছে। টি-এল রাইডাররাই করবে সেটা। উইলি বোনস সেটার শিকার হতে যাচ্ছে। কথাটা উইলি নিজেও জানে। বস্তুত পুরো শহরই জানে সেটা।

উইলির কোন জবাব শোনা গেল না। এতদূর থেকেও শডলের মনে হল, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তে শুনেছে সে।

কঠিন গলাটা আবার-শোনা গেল। 'চল, যাওয়া যাক।'

কাঠের মেঝেতে দু'জোড়া বুটের আওয়াজ উঠল।

কিছু-একটা করার প্রবল তাগিদ অনুভব করল শডল। ওই তাগিদেই রাস্তায় নামল।

আস্তাবলে ঢুকল ও। একটু খুঁজতেই নিজের ঘোড়াটাকে দেখতে পেল। আস্তাবলের একদম শেষ প্রান্তে রয়েছে সেটা। একই সাথে আরেকটা ব্যাপার মনোযোগ কাড়ল। আস্তাবলের দরজায় দাঁড়ান পাঞ্চার এগিয়ে এসেছে।

লোকটাকে দেখেই বুঝেছে শডল, টি-এল রক্ষী। আস্তাবলটা কাভার করার দায়িত্ব পড়েছে তার। এখন এগিয়ে আসছে শডলকে বাধা দেয়ার মতলবে। ঘোড়ার পিঠে চড়তে দেবে না ওকে। ওটায় চড়ার এমুহূর্তে ইচ্ছেও নেই শডলের। ঘুরে দাঁড়াল। আস্তাবলের দরজায় গিয়ে থামল।

লোকের অভাব নেই রাস্তায়। কিন্তু নড়ছে না একজনও। এমন কি কোর্ট হাউসের সামনের পাঞ্চারগুলোও টহল বন্ধ করেছে। ঘুরে সেলুনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাইরে বেরোল উইলি বোনস। টলমল করছে। সাথের পাঞ্চার-টা হাত ধরে আছে তার। পোর্চ পেরোল ওরা। সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। দুটো ধাপ নেমেই থেমে গেল। আসলে থামতে হল। রুক্ষ জড়ান একটা কণ্ঠ বাধা দিয়েছে বোনসকে।

'বোনস, তোমার সাথে কথা আছে আমার।'

এতক্ষণ যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও রইল না শডলের। পরিচিত ভোঁতা কণ্ঠটা সব আশার অবসান ঘটিয়েছে।

শডলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে দাঁড়াল সিড মণ্ডারস। কাছে

কোথাও লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। সময়মত বেরিয়ে এসেছে।

বোনসের হাত ছেড়ে দিল পাণ্ডারটা। দিশেহারার মত দাঁড়িয়ে রইল বোনস। তারপর বিক্ষিপ্ত পায়ে নিচে নেমে এল। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। এগিয়ে যাচ্ছে মণ্ডারস। ভীত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল তরুণ। পাশের লোকটার ডিউটি শেষ। পিছিয়ে গেল সে। হাসছে মিটিমিটি।

ক্রোধে গলার কাছে কিছু একটা দলা পাকিয়ে আছে শডলের। খুনেগুলো প্রচণ্ড মানসিক চাপে রেখেছে উইলি বোনসকে। তিল-তিল করে এগিয়ে নিচ্ছে মৃত্যুর দিকে।

এর চেয়ে ভয়াবহ শাস্তি আর হয় না। ছেলেটা জানে, তার প্রতিটা পদক্ষেপই এখন মৃত্যুর দিকে যাত্রা। তবু এগোতে হচ্ছে তাকে। অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। তারাও জানে, অন্যায়-ভাবে খুন করা হবে এখন ছেলেটাকে। কিন্তু একটা আঙুল নাড়ছে না কেউ।

এটাই পাউডারের রীতি। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলা-নর নিয়ম নেই এখানে। টি-এল বাথানের নিজস্ব ব্যাপার হিসাবে দেখা হচ্ছে ঘটনাটাকে।

নিয়মটা ভাঙবে সে—সিদ্ধান্ত নিল শডল। যদিও তার নিজের পায়ের নিচেই এখন চোরাবালি। সবার আগে সাহায্য তারই বেশি দরকার এখন। তবুও সিদ্ধান্তটা নিতে দ্বিধা করল না ও। এর আগেও এমন অনেকবার ঝুঁকি নিয়েছে সে। চোখের সামনে এতবড় অন্যায় কিছুতেই ঘটতে দেবে না শডল।

আস্তাবলের টি-এল রক্ষীর দিকে ফিরল ও। ওর দিকেই তাকিয়ে

ছিল লোকটা।

'মুক্ত', আদেশ করল শডল। 'রাস্তায় নাম।'

আদেশ শুনে বিহ্বল চেহারা হল লোকটার। আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়ল সে।

'তোমার পাওনা পরে মেটাব।' চাপা স্বরে হুমকি দিল শডল। 'এখন আস্তাবল ছেড়ে ভাগ।'

হুমকি শুনে কপালে ভাঁজ পড়ল লোকটার। ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট দুটো। তামাকের কষ লাগা কালো দাঁত দেখা গেল। কি বলবে ভাবছে লোকটা।

বুঝে ফেলল শডল, এই লোকের নার্ভ মোটেই শক্ত নয়। ধম-কেই বাজিমাত করা যাবে।

'ওখানে একটা খেলা শুরু হবে এক্ষুণি।' রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'আমিই শুরু করতে চাইছি ওটা। ভাবছি, তোমাকে দিয়েই শুরু করব কিনা।'

ফোঁস করে দম ছাড়ল লোকটা। বিড়বিড় করে গাল বকল একটা। তারপর বলল, 'মাত্র কয়েক পা এগোব আমি। তার এক ইঞ্চি বেশিও নয়।'

'হাঁট।'

লোকটার দিকে পা বাড়াল শডল। একটু দ্বিধা করল টি-এল রক্ষী। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওনা দিল। লোকটা যেখানে ছিল সেখানে থামল শডল।

ধুলো মাড়িয়ে এগোচ্ছে সিড মণ্ডারস। বোনসের এক হাত দূরে থামল সে। ঘামের ফোঁটা জমেছে ছেলেটার মুখে। মনে মনে ওর

সাহসের প্রশংসা করল শডল। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনেও মাথা নত করেনি ছেলেটা। প্রাণভয়ে নিস্ফল দয়া ভিক্ষা চায়নি।

মগুারসকে মনে হচ্ছে নরক থেকে উঠে আসা একটা পিশাচ। মুখে আবছা একটা অর্থহীন হাসি। একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'হাত মেলাও, উইলি।'

এর চেয়ে নোংরা কৌশল আর হয় না। ফাঁদটা স্পষ্ট দেখতে পেল শডল। উইলিও পেয়েছে। নড়ার ক্ষমতা লোপ পেল তার। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে লোমশ হাতটার দিকে।

চমৎকার একটা ফাঁদ। হাতটা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান যাই করুক উইলি—বিপদের হেরফের ঘটবে না। প্রত্যাখ্যান করলে ঝগড়া বাধানর মোক্ষম সুযোগ পাবে মগুারস। গ্রহণ করলেও মরবে বোনস। কোন কৌশলে ঝামেলায় ফেলে তাকে খুন করা হবে।

'কেন?' প্রশ্ন করল উইলি।

'আহা, বুঝছ না?' টেনে টেনে বলল মগুারস। উইলির নিস্ফল চেষ্টায় মজা পাচ্ছে। 'অনেকদিন পর দেখা হল, তাই।'

'টি এল ছাড়ার মুহূর্ত থেকে আমার পেছন ছাড়নি তুমি।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানাল বোনস। 'তোমাদের কাজ করব না। তাই চলে এসেছি।'

'তা তো অবশ্যই। সাহসী ছেলে তুমি।'

'কসম যিশুর', ককিয়ে উঠল বোনস। 'আর সহ্য হচ্ছে না আমার। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি টেডের কাজ নিয়ে। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়েছে। তার পরেও ন্যায্য পাওনা ঠকিয়েছে। তাতেও হয়নি তোমাদের। কুকুরের মত তাড়িয়ে বেড়িয়েছ পাহাড়-

জঙ্গলে। আ-আমি কেবল পাউডার ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম।'

'হাত মেলাও, উইলি', আগের আদেশেরই পুনরাবৃত্তি হল শ্লেষ্মা জড়ান কণ্ঠটাতে।

শডলের ঠিক সামনেই মগুারস। ডানদিকে তাকাতে টোলবার্টকে দেখল। রাস্তার ওপারে আছে সে। একটা বিল্ডিংয়ের কোণ থেকে বেরোচ্ছে। হাবভাবে চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণ নেই টোলবার্টের। পায়চারির ভঙ্গিতে পা ফেলছে।

'ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আমার হাত, উইলি।' জানান দিল বদখত লোকটা। 'মেলাও হাত।'

জ্বলে উঠল উইলি বোনস। ছেলেটার জন্যে গর্ব বোধ করল শডল। এখনো মেরুদণ্ড সোজা রেখেছে সে।

'ওর সাথে হাত মেলাও, উইলি।' বলল শডল।

ভাঙনের মুহূর্তে চলে গিয়েছিল উইলি। নিষ্কম্প কণ্ঠটা ঠেকিয়ে দিল ভাঙনটা। আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হল মুখটা।

দ্রুত একবার টোলবার্টের দিকে তাকাল শডল। এগোচ্ছে লোকটা।

সাহস ফিরে পেয়েছে উইলি। মগুারসের বাড়ান হাতটা গ্রহণ করল সে। ঝট্ করে নিজের হাত সরিয়ে নিল মগুারস। জঘন্য একটা গাল বকল। তারপর বোনসকে পাশ কাটিয়ে শডলের সামনে চলে এল।

পেছনে আস্তাবল, সামনে মগুারস, পাশে লেইক—ফাঁদে পড়ে গেল শডল। কিন্তু এসব কেয়ার করছে না শডল। জেনে-শুনেই আগুনে হাত দিয়েছে সে।

'শডল।' কর্কশ গলায় হাঁক ছাড়ল মণ্ডারস। 'ঝগড়াটা কি সেধে নিজের কাঁধে তুলছ?'

'এটাই তো চাইছিলে তুমি। তাই না? তোমার সাধ মেটাতে এলাম তাই। ট্রাই কর তোমার লাক।'

'চেষ্টা?' মুখ বাঁকাল মণ্ডারস। 'জানই তো আমি কখনো চেষ্টা করি না। শ্রেফ করি।'

'গতবার সেটা পারনি, সিড।' মনে করিয়ে দিল শডল। 'অ্যামবুশটা ব্যর্থ হয়েছিল তোমার।'

রাগে কদাকার হয়ে উঠল মণ্ডারসের চেহারা। 'যিশুর কিরে, যদি এভাবে মিছে……'

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার সারা রাস্তায় কাঁপন ধরাল। একটা কয়োট হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে যেন। বাড়িগুলোর সরু গলি থেকে এসেছে ডাকটা। মুখের কথা মুখেই থেকে গেল মণ্ডারসের।

রাস্তার প্রত্যেকটা লোকের চোখ উত্তর দিকে ঘুরে গেল। কয়োট নয়, মানুষের চিৎকার ছিল ওটা। কয়োটের আক্রমণ হুঙ্কারের সার্থক অনুকরণ। গলিটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক যুবক। দৌড়ে কয়েক গজ সামনে এল সে। অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার।

কেউ চিৎকার করে উঠল, 'ওদিকে নয়—এদিকে এস গাধা।' সেলুনের পোর্চ থেকে এসেছে নির্দেশটা। শডলের দিকে রওনা দিয়েছিল যুবক। থমকে গেল। আদেশকারীকে দেখল একনজর। তারপর স্যাত্ করে ঘুরে গেল। হাতে চক্চক্ করছে পিস্তল। সোজা টোলবার্টের দিকে লেভেল করা সেটার নল। দাঁড়িয়ে পড়ল টোলবার্ট। একটু চমকাল যেন।

'অগাস্টিন।' চেঁচিয়ে উঠল শডল।

ঘাড় সোজা করে তাকাল যুবক। মৃদু হাসল। এই ফাঁকে পিছিয়ে গেছে বোনস। আস্তাবলের খিলানের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

আবার চেঁচাল শডল। 'খবরদার, মার্ক, এদিকে এগিয়ো না। নড়ো না ওখান থেকে। সাবধান।'

'আহ্-হা, আস্তে কথা বল।' হাসি-খুশি কণ্ঠে জবাব এল। 'কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে আমার। তাছাড়া, ভদ্রলোকরা সব সময় আস্তে কথা বলে। আমাকে দেখে শেখো না?' শডলের চেয়ে তিনগুণ চড়া পর্দায় উপদেশ দিল সে।

এবার টোলবার্টের পেছনে লাগল মার্ক।

'আরে লেইক যে।' পিস্তল নিশানা করে রেখেই বলল সে। 'উহ্, কতদিন পরে দেখলাম তোমাকে। এত খুশি হয়েছি যে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কি করি বল তো?' করুণ মুখে জানতে চাইল সে।

'সুযোগটা হেলায় হারিয়ো না।' উপদেশ দিল ফোরম্যান। 'মরার সুযোগ মানুষ জীবনে একবারই পায়।'

পাল্টা খোঁচা খেয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলল মার্ক।

বিরক্তির ছাপ পড়েছে মণ্ডারসের চেহারায়। শিকার হাতছাড়া হতে চলেছে তার। টোলবার্ট এখন পিস্তলের নিশানা। মার্কের। দুই পক্ষ সমান সমান। শডল যদি মারা যায়, মারা যাবে টোলবার্টও। প্ল্যানের মধ্যে ছিল না এটা। ফোরম্যানের জীবন এখন তার 'মুডে'র উপর নির্ভর করছে। শডলকেও ছেড়ে দেয়া চলে না। এদিকে বসের জান হাতের মৃত্যুর কারণ হওয়াও সম্ভব নয়। অস্থির হয়ে শেষকালে

টোলবার্টের দিকে তাকাল সে।

টি-এল গানম্যানের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছে শডল। সে-ও টোলবার্টের দিকে তাকাল। তার সিদ্ধান্তই এখন চূড়ান্ত। টেড লুইসের পরে সে-ই টি-এলের হর্তাকর্তা।

ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল টোলবার্ট। ইঙ্গিতটা হতাশ করল মণ্ডারসকে। মুখটা কালো হয়ে গেল। শডলকে ছেড়ে দেবার কোন ইচ্ছে নেই। খেলা ভাঙার নির্দেশ পেয়েও নড়ল না।

গোঁয়ারটা হয়ত নির্দেশ অমান্য করে বসবে। দ্রুত ভাবছে শডল। ওকে বাগে পেয়েও গুলি করার লোভ সামলান সিডের পক্ষে কষ্টসাধ্যই বটে।

কিন্তু না। বসের ভয় উপেক্ষা করার সাহস এখনো হয়নি মণ্ডারসের। ধীরে ধীরে কোমরের কাছ থেকে হাত সরিয়ে আনল। গোপনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শডল। ওকে গুলি করলে মণ্ডারসও বাঁচত না। লেইকও নয়। হয়ত মার্কও মারা যেত। তাতে লাভ হত না কিছু। এখন ওর বেঁচে থাকা দরকার। মণ্ডারস আর লেইককে মারতে পারলেও ওরা বাঁচত না। চারদিকে টি-এল রাইডাররা দাঁড়ান। গুলির তোড়ে মোরব্বা কাচা হয়ে যেত সে আর মার্ক। দু'তরফই এবার রক্ষা পেল টোলবার্টের কল্যাণে।

'ঠিক আছে', বলল টোলবার্ট। 'খেলা শেষ।'

'কেটে পড়, সিড।' শব্দ করে হাসল শডল। 'কোন সুযোগ নেই তোমার। পথ দেখ।'

ভাবশূন্য চোখে শডলের দিকে তাকাল টোলবার্ট।

'তোমার কপালটা খুব ভাল, শডল।' বলল সে।

'তাই নাকি?' শ্লেষভরে জবাব দিল শডল। 'তথ্যটা জেনে খুশি হলাম। ধন্যবাদ।'

'আমিও পোকার খেলি, শড।' ধীর কণ্ঠে জবাব এল। 'একদিন কপালটা বিট্রে করবে তোমার। হেরে যাবে।'

বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এল একজন ঘোড়সওয়ার। পপলার গাছের ওদিকটা থেকে এসেছে সে।

'টেড লুইস···টেড লুইস কোথায়?' চেঁচিয়ে রাস্তা মাথায় তুলল লোকটা। কণ্ঠে জরুরী সুর।

কোর্ট হাউসের দিকে আঙুল তুলল ফোরম্যান। তারপর লোকটার ঘোড়ার নিতম্বে চাপড় লাগাল। ছুটল সেটা। পিস্তল নামিয়ে নিয়েছে মার্ক।

দৌড়াল ফোরম্যান। সেলুনের দিকে ছুটছে। ওখানে রয়েছে তার ঘোড়া।

'উঠে পড়—সবাইকে বলছি। সবাই ঘোড়ায় চাপ।' বিস্ফোরণের মত কথাগুলো বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

সেলুনের পোর্চে, বাড়ির কোণে যত কাউহ্যাণ্ড ছিল সবাই সচকিত হল। প্রভুভক্ত কুকুরের মত ছুটতে শুরু করল তারা। যে যার ঘোড়ার দিকে এগোচ্ছে।

কিন্তু নড়ল না মণ্ডারস। একগুঁয়ে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। একা। পেছনে তাকাল টোলবার্ট। মণ্ডারসকে এখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরক্ত হল।

'বাদ দাও, সিড।' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আরো সুযোগ পাবে তুমি।'

এদিকে সংবাদবাহক ঘোড়সওয়ার পৌঁছে গেছে কোর্টের সামনে। টেড লুইসের নাম ধরে চিৎকার শুরু করল। মুহূর্তে সেখানেও ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল।

দ্বিধায় দুলছে মণ্ডারস। বিশাল হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে।

ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে রাস্তা। ধুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে টি-এল কাউপাঞ্চারদের। ব্যস্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তনে হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

কোলাহল ছাপিয়ে টোলবার্টের গলা শোনা গেল।

'সবাই ঘোড়ায় চাপ। প্রত্যেকের কথা বলছি। মণ্ডারস, কোথায় তুমি?'

নিজের ঘোড়ায় চড়েছে ফোরম্যান। গরু-ছাগলের মত দলের লোকদের জড় করছে সে।

'যে যার ঘোড়ায় চড়।' আবার হুকুম দিল সে। 'সোজা উত্তর দিকে দৌড় লাগাও। জলদি।'

ঘুরে ফোরম্যানের কাছে চলে গেল মণ্ডারস। কানে কানে কিছু বলল।

আবার হাঁক-ডাক শুরু করল ফোরম্যান। ভাবটা, টি-এলের কেউ নড়েইনি এখন পর্যন্ত। অথচ মণ্ডারস বাদে সবাই নিজের ঘোড়ায় বসে রেডি।

ছুটে এল সাদা একটা ঘোড়া। টেড লুইস। তোবড়ান মুখটাতে উত্তেজনার ছাপ। অপূর্ব সাদা ঘোড়াটার পিঠে বড্ড বেমানান লাগছে তাকে। দলের অন্যান্যরা বসের পেছনে পড়ল। জান বাজি রেখে

ছুটছে সবাই।

আস্তাবলের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে শডল। টেডের পাশে চলে এল ফোরম্যান আর মণ্ডারস। পেছন থেকে আরেকটা ঘোড়া এগিয়ে এল। যোগ দিল ওদের সাথে। চারজন এখন এক লাইনে। চতুর্থ জনকেও চিনতে পারল শডল। প্যামেলা রেজিন্যাল্ড।

শডলের পাশ কাটানর সময় ফিরল মেয়েটা। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে মুখটা। হ্যাট ঝুলে পড়েছে। হাওয়ায় উড়ছে কালো চুল। চোখে ভয়।

ছয়

মৃত মনে হচ্ছে অ্যান্টিলোপকে। টি-এল রাইডারদের প্রস্থানে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভাটা পড়েছে। ওরা থাকতেও অবশ্য একরকম নীরবই ছিল অ্যান্টিলোপ। কিন্তু তখন পরিবেশ ছিল থমথমে। বিস্ফোরণমুখ। এখন আক্ষরিক অর্থেই শহরটা নিশ্চুপ। উত্তেজনার অবসানে ঝিমিয়ে পড়েছে।

কোর্ট হাউস থেকে পপলারের সারি পর্যন্ত এলাকা ধুলোয় ঢাকা। সূর্য আরো নিচে নেমেছে যেন। আস্তাবলে জলপাত্রে পানির ফোঁটা পতনের শব্দ। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল শডল। সামনে পা বাড়াল। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল।

'বেরিয়ে এস, মার্ক।' উচ্চ কণ্ঠে ডাকল ও।

সেলুনের পাশে সার বাঁধা অনেকগুলো ঘর। মাঝে মাঝে সরু

গলি। ওগুলোর একটা থেকে বেরোল মার্ক অগাস্টিন। অস্থির পায়ে শডলের দিকে এগোল। হ্যাটটা পিঠের উপর ঝুলছে। মাথা ভরা বাদামী চুল উড়ছে বাতাসে।

'ইউ সান অফ আ গান', কাছে এসেই শুরু করল সে। 'এটা কি হচ্ছিল? আরেকটু হলেই তো প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলছিল মণ্ডারস।'

'তাতে কি?' মুচকি হাসল শডল। 'ধুয়ে দেয়ার জন্যে তো রেডিই ছিলে তুমি।'

পাল্টা খোঁচা খেয়ে মুখ বাঁকাল মার্ক।

'হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলে, শুনি?' গম্ভীর কণ্ঠে আবার জানতে চাইল শডল। 'বিপদ না দেখলে কি একবারও হাজির হতে পার না তুমি।' চোখ দুটো খুশিতে চিক্‌চিক্ করছে ওর।

নিঃশব্দে হেসে ফেলল মার্ক। হাত মেলাল দু'জন।

'ধার তো দেখলাম আরো বেড়েছে', বলল মার্ক। 'কিন্তু এত শুকোলে কিভাবে?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে। পর মুহূর্তে দুষ্টু হাসিটা ফিরল মুখে।

'তিন মাস শুয়ে-বসে খেয়ে শুকোতে লজ্জা লাগল না তোমার? এদিকে আমি খাটতে খাটতে···'

'খাটতে খাটতে ষাঁড়ের মত মুটিয়েছ।' কথাটা সম্পূর্ণ করে দিল শডল। হাসল।

মার্কের মুখের দিকে তাকাতে বুঝল, পরিশ্রমটা মাঠে মারা গেছে ওর। উপমাটা পছন্দ হয়নি তার। মুখ চুন করে ফেলেছে।

'জান', তড়পে উঠল মার্ক। 'পাক্কা একটা ঘণ্টা লেগেছে আমার শহরে ঢুকতে!' এমনভাবে চোখ পাকাল, যেন এক যুগের কথা

বলছে। 'যাকে বলে রীতিমত হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়েছে।'

'তা গর্তটা কোন মুল্লুকে?'

'গর্ত!'

'যেটায় লুকিয়েছিলে।' বোঝাল শডল।

ঠেসটা গায়ে মাখল না অগাস্টিন। 'গর্তই বটে।' হাসল সে। 'তুমি তো গুলি খেয়ে চিত্তির হয়ে পড়ে রইলে। এদিকে আমি ভাবলাম, আততায়ী ব্যাটাকে খুঁজে বের করা দরকার। হাজার হোক এমন একটা উপকার করেছে। তাকে অন্তত একটা ধন্যবাদ দেয়া তো দরকার।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। শডলের বিস্মিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

'ধন্যবাদ দেবে?' হতবুদ্ধির মত বলল শডল। 'আমাকে যে গুলি করেছে, তাকে?'

'দেব না!' পাল্টা বিস্মিত চেহারা বানাল অগাস্টিন। 'তিনটে মাস একটা হাড়-বদমাশের যন্ত্রণা থেকে যে বাঁচিয়ে···'

কথা শেষ না করেই লাফ দিল মার্ক। সরে গেল এক হাত দূরে। ঘুষি চালিয়েছিল শডল। মিস করল।

নিরাপদ দূরত্বে সরে আবার খোঁচাতে শুরু করল মার্ক।

'আমার দুর্ভাগ্য যে, লোকটাকে খুঁজে পাইনি।' বলল সে। 'অ্যামবুশের জায়গাটা খুঁজে দেখলাম। কিন্তু ট্রেস করার মত কিছু ফেলে যায়নি ব্যাটা।' একটু হেসে যোগ করল। 'বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল। যাই হোক, এরপর আর পাউডারে টিকতে পারলাম না। খোঁচা খাওয়া ভীমরুল বনে গিয়েছিল শালারা। জামাই আদর করার

জন্যে সে কি খোঁজাখুঁজি।'

'টি এল ?'

'হুম্', গম্ভীরভাবে জানাল সে। 'ওটাই আমার না দেখা বউর একমাত্র বাপের বাথান। তারপর', আগের কথার খেই ধরল সে। 'লুকিয়ে রইলাম। গতকাল গুপ্তচর মারফত খবর পেলাম, তুমি ফিরেছ। ব্যাস, বনবাদাড় ভেঙে ছুটে এলাম। গতরাতে উঁকি দিলাম তোমার বাথানে। দেখলাম, আমার ভয়ে ঘর ফেলে পালিয়েছ তুমি।'

'গতরাতে তাহলে তোমার তামাকেরই গন্ধ পেয়েছিলাম ?'

'হুম্, পেতেই হবে।' গর্বের সাথে জবাব দিল মার্ক। 'তোমার মত কম দামী তামাক খাই নাকি আমি ?'

'আমি কিন্তু গন্ধ-বলেছি, ঘ্রাণ বলিনি।' দুষ্টু হেসে ব্যাখ্যা দিল শডল।

না শোনার ভান করল অগাস্টিন। 'কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারিনি।' বলে চলল সে। 'ফেউ লেগেছিল পেছনে। ব্যাটাকে তোমার স্বার্থেই খসাতে হল। নইলে হয়ত অন্ধকারে আমাকে ভেবে তোমাকেই শুইয়ে দিত। মোগলের চূড়ায় ছিলাম সকালে। দেখ-লাম, অ্যান্টিলোপের দিকে যাচ্ছ। পিছু নিলাম।'

চিন্তিত চোখে তাকাল শডল। 'ফেউটা কোথায় ?'

'লুকোচুরি খেলা ছোটবেলায় ভাল লাগত।' বলল মার্ক। 'কিন্তু এখন বড় হয়ে গেছি আমি। গাড়োল ব্যাটাকে সেটা বোঝানর দর-কার ছিল। কাজেই রোল পাল্টে নিজেই শিকারী হয়ে গেলাম। উল্টো-সিধে পায়ের ছাপ ফেলে ফাঁদ পাতলাম। গরুর মত ফাঁদে পা দিল ব্যাটা। ব্যাস, ধরে একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখেছি।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিজেকে গাছটার বাকল ভাবতে শুরু করেছে।'

'এবার ডেঁয়ো পিঁপড়েরা ওকে সুখাদ্য ভাবলেই খুশি হই।' মন্তব্য করল শডল।

'শড, সেধে গুলি না খেয়ে থাকতে পার না তুমি।' সিরিয়াস হল মার্ক। 'লুইসের লোক শহরে গিজ্‌গিজ্ করছে তুমি জানতে। তার পরেও এখানে সেঁধোলে কি ভেবে ?'

'কাঁটা তার কিনতে এসেছিলাম।' চিন্তিত চোখে পপলার সারির দিকে তাকিয়ে আছে শডল।

'মার্ক, ভাবছি কি এমন ঘটল যে শুয়োরগুলো ওভাবে ছুটল।'

'কাঁটাতার!' শডলের প্রথম কথাটা নিয়েই এখনো মাথা ঘামাচ্ছে মার্ক। 'তার মানে, আবার বেড়া দিচ্ছ তুমি? এবং ওখানেই থাকছ ?'

'মত পাল্টেছি। বেড়া দিচ্ছি না আর। তবে অবশ্যই থাকছি। শোন মার্ক, একটা মাত্র ঘটনাই ওদের অমন ছোটাছুটির কারণ হতে পারে।'

'বুঝেছি। টেসটারভিসরা ঝামেলায় পড়েছে।'

ঘুরে দাঁড়াল শডল। 'এক্ষুণি যেতে হবে আমাদের। তোমার ঘোড়া নিয়ে এস।'

মার্ক চলে গেল। জেনারেল স্টোরের উদ্দেশে পা বাড়াল শডল। বেশকিছু খাবার কিনল। ছটো চটের স্যাকে ভাগ করল সেগুলো। তারপর আস্তাবলে ফিরল।

ভেতরে ঢুকতে অবাক হল ও। একজন নয় ছ'জন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। মার্ক অগাস্টিন এবং উইলি বোনস।

মার্কের হাতে একটা স্ন্যাক দিল শডল। তারপর উইলির দিকে তাকাল। চোখে প্রশ্ন।

'এখানে কি করছ?'

দু'হাত দু'পাশে ছড়াল উইলি। অসহায় একটা ভঙ্গি করল।

'এখানে ছাড়া কোথায় থাকব?'

'শহর ছেড়ে কেটে পড়। প্রাণে বাঁচতে চাইলে আর দেরি করো না।'

'উহু', একগুঁয়ের মত মাথা নাড়ল বোনস। 'টেড লুইসের কাছে আশি ডলার পাওনা আছে। ওটা আদায় না করে যাচ্ছি না।'

শডলের দিকে তাকাল মার্ক। তারপর বলল, 'জানের চেয়েও কি আশি ডলারের মূল্য বেশি?'

'সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও।' বলল বোনস। 'মোদ্দা কথা হল, তোমাদের সাথে থাকছি আমি।'

'উইলি', কঠিন গলায় বলল শডল। 'বোকামি করো না। পাউডার থেকে বেরোনর চেষ্টা কর বরং। যদিও সফল হবে কিনা জানি না। হলে নিজেকে ভাগ্যবান ভেবো।'

'ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, শড।' শান্ত কণ্ঠে বলল বোনস। 'পিছু হটছি না আমি। বাকির সেলুন থেকে বেরোবার সময়ই আমি মরে গেছি। একজন মানুষ একবারই মরে।'

'তবুও .....' অস্থির দেখাল শডলকে। 'তবুও আমি বারণ করব, উইলি।'

শডলের চোখে চোখ রাখল বোনস। গভীর আবেদন ফুটেছে সবুজ চোখে।

'শড, আমাকে নাও, প্লিজ। তোমার সাথে থাকতে চাই আমি। থাকতে হবেই আমাকে।'

'মার্ক', গলা চড়াল শডল। হাসছে। 'তিনজনের একটা বাহিনী হয়ে গেছি আমরা। শিগগির ঘোড়ায় চাপ। ওদিকে টেসটার-ভিসদের কি অবস্থা, ঈশ্বর মালুম।'

'ধন্যবাদ, শড।' আন্তরিক কণ্ঠে বলল বোনস।

ছুটে চলল তিন ঘোড়সওয়ার। উত্তর দিকে চলছে ওরা।

সারা রাস্তায় অসংখ্য ঘোড়ার ট্র্যাক। টি-এল ব্র্যাণ্ডের ঘোড়ার ট্র্যাক। এটুকু অনুমান করতে কল্পনাশক্তির সাহায্য লাগে না। ছাপ-গুলো সোজা মোগলের দিকে গেছে।

'তিনজনের মধ্যে', বিড়বিড় করছে মার্ক। 'একমাত্র আমার মাথাটাই ঠিক আছে মনে হচ্ছে। সাঙ্ঘাতিক গরম কাদায় নাক ডোবাতে চলেছ তোমরা।' সাবধান করল সে।

'টেসটারভিসদের কথা দিয়েছি আমি।' সংক্ষেপে জানাল শডল।

'নিজের লেজে আগুন নিয়েও?'

'ওদের সাহায্য দরকার।'

'এবার আর সহজে পার পেতে যাচ্ছ না, শড। ওরা দলে খুব ভারী।'

'হাহ্ উপদেশ!' টিটকিরি দিল শডল। 'অবাক কাণ্ড!' বোন-সের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল শডল। 'যার মুখ থেকে ওগুলো বেরোচ্ছে, সে নিজে ওগুলোর অর্থ জানে কিনা সন্দেহ।'

হেসে ফেলল মার্ক। বোনস আর শডলও হাসল।

'বেশ', আত্মসমর্পণের সুরে ফের বলল শডল। 'লড়াইয়ে যদি এতই আপত্তি তোমার, অন্য বুদ্ধি বাতলাও।'

মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেল মার্ক। অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসল। কায়দা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার উল্টো ওর ঘাড়েই চাপাবে শডল বোঝেনি।

'তোমরা······ইয়ে', ইতস্তত করছে সে। 'জেনারেলের চাকরিটা যখন দিলে, একটা পরামর্শই দেব—দৌড়াও। ঝেড়ে দৌড় দাও। তবে কিনা', মুচকি হাসল সে। 'পালানর জন্যে অ্যাদ্দিন বহু দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়েছে। ক্লান্ত আমি। আমাকে বাদ দিয়েই কেটে পড়। আমি থাকছি।'

গাল বকে বন্ধুর কলার ধরার চেষ্টা করল শডল। তৈরি ছিল মার্ক। চোখের পলকে মাথা নিচু করে ফেলল।

চুপচাপ এগিয়ে চলেছে তিনজনের দলটা। সামনে 'টুয়েন্টি মাইল ব্রক।'

রাস্তার ধুলো জরিপ করছে শডল। একটু পরে মুখ তুলল। অসন্তুষ্ট মুখে বন্ধুদের দিকে ফিরল।

'পানির জন্যে এখানে থামেনি ওরা। এর অর্থ, আরো দ্রুত ছুটতে হবে আমাদের। নইলে যেয়ে দেখব, কাজ সেরে ফেলেছে টেড।'

মোগলের যে পয়েন্টে টি-এল রিম রোড মিশেছে, সেখানে থামল ওরা। তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিটা কোণ পরখ করছে শডল। টি-এল রাইডারদের ট্র্যাক খুঁজছে। ঘাপটি মেরে কোন পাথরের আড়ালে রাইডারদের কেউ বসে থাকলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং

সেটাই স্বাভাবিক। অ্যামবুস—টেড লুইশের একটা প্রিয় কৌশল।

এখনো সামনের দিকে ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে। টি-এল ঘোড়সওয়াররা যাওয়ার পরে ধুলো থিতিয়ে পড়েনি এখনো। স্পারের দিকে উড়ছে ধুলোর সিগন্যাল। টেড লুইসের লোকেরা সরাসরি উত্তরে যায়নি।

'প্রথমে আমার জমির দিকে গেছে ওরা।' বলল শডল। ঘোড়ার গতি আরো বাড়াল।

নৈঃশব্দ বিরাজ করছে ওদের মধ্যে। বাড়তি কথা বলছে না কেউ। ঘোড়া চালনায় মনোযোগ সবার।

তীক্ষ্ণ চোখে সামনে চেয়ে আছে বোনস। সমালোচকের দৃষ্টিতে ছেলেটাকে দেখল শডল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে সন্তুষ্ট হল। ভয়ের কোন চিহ্ন নেই তরুণের চোখে। উনিশের বেশি হবে না বয়স। অথচ এখনই কাঠিন্য এসেছে চেহারায়। পাউডারের রুক্ষ মরু ঝলসে দিয়েছে গায়ের চামড়া।

মার্কের দিকে তাকাল শডল। একজন জন্ম লড়ুয়ে মার্ক অগাস্টিন। ওর ব্যাপারে শুধু এ কথাটাই বলা চলে। মুখভর্তি কথা যুবকের আর পিস্তল ভরা বুলেটে। মুখ এবং হাত সমানে চলে মার্কের। তবে এই বাচাল তরুণও জানে কখন চুপ থাকতে হয়। শডলের মত সে-ও পাউডার ডেজার্টের সেজ ঝোপ যুদ্ধের স্টাইলটা জানে।

রাস্তাটা একটানা স্পারের চূড়ায় চলে গেছে। চারদিক বেশ শুনসান। কেবল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ নিস্তব্ধতা ভাঙছে।

আবার ভাবনায় ডুবল শডল। প্যামেলা রেজিন্যাল্ডকে ভাবতে

বসল এবার।

রহস্যময়ী মেয়েটা আরেক পশলা রহস্য ছুঁড়েছে এবার। টেড লুইসের পাশে ওকে দেখে বিস্মিত হওয়ার চেয়ে দুঃখ বেশি পেয়েছে শডল। টেডের সাথে কি সম্পর্ক ওর? মাথার মধ্যে অসংখ্য কৌতূহলের ট্রেন হুইশেল বাজাচ্ছে।

তবে একটা কথা ঠিক। মেয়েটা রহস্যময়ী ঠিকই, কিন্তু কোনক্রমেই ছলনাময়ী নয়। হলে পরিচয় গোপন রাখার জন্যে চেষ্টা করত না। টেডের সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে মেয়েটা সম্পূর্ণ সচেতন। নিজের পরিচয় ভাঁড়াতে যায়নি সে।

'শড', বলল অগাস্টিন। 'ওরা সোজা তোমার জমিতে গেছে।'

'এবং সেখান থেকে টেসটারভিসদের কাত করতে গেছে।' বন্ধুকে কথা ধরিয়ে দিল শডল। 'গত রাতে জনা তিরিশেক ঘোড়সওয়ারকে টেসটারভিস সীমানায় ঢুকতে দেখেছি। সিঁধেল চোরের মত হাবভাব ছিল ওদের।'

'ওহ্, এ জন্যেই তাহলে গুলিটা হয়েছিল।' শডলের কথার জবাবে বলল মার্ক। 'গত রাতে একটা গুলির আওয়াজ পেয়েছি আমি।'

'হুঁ, আমিই করেছিলাম ওটা। টেসটারভিস প্রহরীদের সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস...'

হঠাৎ থেমে গেল শডল। মাথা কাত করে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। বেশ দূর থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হুড়োহুড়ির শব্দের মত গোলমেলে। কখনো বেড়ে যাচ্ছে গোলমালটা। আবার ঝপ করে কমে যাচ্ছে।

শডলের চোখে তাকাল মার্ক।

'খেলা শুরু হয়ে গেছে।' শান্ত কণ্ঠে জানাল সে।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল শডল। তারপর ঘোড়া চালনায় মন দিল।

এরপর একটানা ছুটেই চলল ওরা। নিস্তরঙ্গ বাতাসে ফাটল ধরাল ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি। ক্যাঁচক্যাঁচ তাল মেলাল সেই আওয়াজে।

অবশেষে স্পারের প্রথম ধাপে পৌঁছুল ওরা। পৌঁছা মাত্র একটা শব্দ কাঁপিয়ে দিল ওদের। বিশ্রী একটানা আওয়াজ। অর্থাৎ বিরতিহীন গুলিবর্ষণ হচ্ছে।

'এখান থেকে বেশি দূরে নয়', মন্তব্য করল বোনস। তারপর সবার সাথে লাইন বনে ঢুকল।

'সতর্কতার ডোজ বাড়াতে হবে।' সাবধান করল মার্ক।

পরিচিত ট্রেইলটার শেষ বাঁক পেরোল ওরা। তারপর শডলের বাড়ির পেছনে গিয়ে থামল।

চোখের পলকে মুভ করল মার্ক। ঘুরে বাম দিকে চলে গেল। ওখানে পজিশন নিল সে। মাথা খেলল উইলি বোনসেরও। দেরি না করে জিন থেকে নিচে ঝাঁপ দিল সে। হামাগুড়ি দিয়ে বার্নের দিকে এগোল। প্রথম দু'জনের আগেই মাটিতে নেমেছে শডল। বাড়ির কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিল ও। কিন্তু ঘরের ভেতরটা শূন্যই দেখা গেল। অপেক্ষা করল না ও। ঝেড়ে দৌড় লাগাল। পোর্চের উদ্দেশে ছুটছে। কেবিনের অপর পাশ থেকে বেরোল মার্ক।

ওদিকটা জরিপ করেছে সে। কাউকে পায়নি।

'এখানে থামেনি ওরা।' বলল মার্ক।

'হ্যাঁ। তবে উঠোনের উপর দিয়েই গেছে। শক্তির দাপট।'

হাঁফাতে হাঁফাতে বার্ন থেকে বেরোল উইলি।

'কেউ নেই ওখানে', জানাল সে।

'বেড়ে দেখিয়েছ, বাছা।' ঠাট্টা করল মার্ক।

কিন্তু গর্বের হাসি হাসল উইলি। প্রশংসাটাকে সত্য বলেই ধরেছে সে।

মাথা ঘুরিয়ে নিল শডল। ঠাট্টায় মন নেই এখন তার। ওদিকে গোলাগুলির আওয়াজ চরম রূপ ধরেছে। আওয়াজগুলো কোত্থেকে আসছে অনুমান করতে পারছে শডল। ঠিক কেয়ার্নের কাছে যুদ্ধের কেন্দ্রটা হয়েছে। অসংখ্য নালা আর গলির জট সেখানে। বড়সড় বোল্ডারও দেদার। সেই সাথে পাহাড়ী গুহা। শত্রুপক্ষে, অনুমান করল শডল, কমপক্ষে পঞ্চাশজনের মত বন্দুকবাজ আছে। তাদের সবার জন্যে যথেষ্ট শেলটার রয়েছে ওই এলাকায়।

ওই লড়াইটার ফলাফল অনুমান করতে পারছে শডল। শান্তি-শৃঙ্খলার অবসান হতে যাচ্ছে। এবার লোকচক্ষুর পরোয়া না করে মানুষ শিকার চলবে। এবং সে হতে যাচ্ছে টেডের প্রথম ও প্রধান টার্গেট।

এখন যা হবে সব খোলাখুলি। হয় মার, নয় মর। আইনের পরোয়াহীন একটা সংগ্রাম। অসম সংগ্রাম।

'এত ভাবছ কি?' মার্কের হাসি হাসি কণ্ঠ চমকে দিল শডল-কে।

'ওখানে যাচ্ছি আমরা।'

'সে তো অনেক আগেই জানি। সেজন্যে এত ধ্যানের কি প্রয়োজন ছিল?'

'গোলমালটার পরিণতি ভাবছিলাম আসলে।' শান্তভাবে বলল শডল। 'মার্ক, বুঝতে পারছ কি ঘটতে চলেছে?'

'আলবত', হালকা গলায় জবাব দিল মার্ক। 'রক্তের বদলে রক্ত। হয় বাঁচবে, নয় মরবে।'

'উইলি', কঠিন স্বরে ডাকল শডল। 'তুমি সিওর, এখনো আমাদের সাথে থাকতে চাও? মোগলের কারনিস—পাউডার থেকে বেরোনর কারনিসটা এখান থেকে দূরে নয়। মাত্র নয় মাইল পশ্চিমে। ওটা পেরোলে আর চিন্তা নেই। মরুভূমি পেরিয়ে অন্য শহরে···'

'চলে যেতে পারবে।' শডলের কথা কেড়ে নিল মার্ক। 'এবং সবুজ বার্ধক্য অবধি নির্বিঘ্নে বেঁচে থাকতে পারবে। একসময় কঠিন আসলে গাঁড়োল দুই যুবককে চিনতে তুমি। এই গল্পটা নাতি-নাতনিদের শোনাতে পারবে। এ-ও বলতে পারবে, গাঁড়োল দুটো উল্লুকের মত সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণদান করেছিল।'

'দয়া করে জিভটা জায়গামত রাখ, মার্ক।' ধমক দিল শডল। অস্থির দেখাচ্ছে ওকে। 'মস্করার সময় নয় এটা। কি ঠিক করলে, উইলি?'

'একটাও ভুল করেছি এতক্ষণে? ভাগাতে চাইছ কেন তবে?' অনুযোগ করল বোনস।

'অবোধ শিশু। ছিঁচ কাঁদুনে।' ফোড়ন কেটে ঘোড়ার দিকে ছুটল মার্ক।

শ্রাগ করল শডল। 'আমি দুঃখিত, বোনস। তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি। চল, যাওয়া যাক।'

ইতিমধ্যে আরো বেড়েছে শোরগোল। সেই সাথে গুলিবর্ষণ। আওয়াজের ধাক্কায় মাটি কাঁপছে যেন।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। পাহাড় বেয়ে উঠেছে পাইনের সারি। ওরাও পাহাড়ে উঠে গেল। মাঝখানে ভাটা পড়েছিল শোরগোলে। আবার তিনগুণ উৎসাহে শুরু হয়েছে।

অধিত্যকার শীর্ষে উঠল ওরা। নিচে তাকাল শডল। অনেক নিচে এরিনার মত এক টুকরো জমি।

গুলির শব্দ থামার কোন লক্ষণ নেই। অবিরাম চলছে। শডলের মতই লড়ুয়ে স্বভাব মার্কের। কিন্তু এমন একটানা আওয়াজ তাকেও অস্বস্তিতে ফেলেছে।

ঘোড়া ঠেলে শডলের পাশে এল সে। গম্ভীরভাবে বন্ধুর মুখে তাকাল।

'একদম কাছেই কোথাও।' নিচু স্বরে বলল সে।

চুপ করে রইল শডল। ঘটনাস্থলে যাওয়ার নিরাপদ রাস্তাটা খুঁজছে মনে মনে। ঘোড়ার মুখ একটু কজওয়ের দিকে ফেরাল সে। নুড়ি পাথরে পূর্ণ রাস্তাটা। এটা ধরেই দু'রাত আগে প্যামকে খুঁজতে গিয়েছিল সে। দ্রুত বেগে ছুটল ও।

'সাবধান, শড!' চিৎকার করে উঠল মার্ক। 'পিছু হট!'

চট্ করে সামনে তাকাল শডল। সাবধান হবার মত কিছু ঠেকল না চোখে। কিন্তু মার্কের কণ্ঠের জরুরী সুর কানে লেগেছে ওর। চমকে পিছিয়ে গেল। দ্রুত কজওয়ে ছেড়ে পাইনের বনে ঢুকল।

মার্ক আর বোনস আগেই আড়াল নিয়েছে ওখানে। ভেতরে ঢুকতে মার্ককে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখল। উবু হয়ে পজিশন নিয়েছে সে। সামনের পাথুরে কারনিসের দিকে চেয়ে আছে। রাইফেলের নলটাও ওদিকে লেভেল করা।

'ট্রেইলটা ধরে আসছে কেউ।' ব্যাখ্যা দিল সে।

ব্যাখ্যাটার দরকার ছিল না। বেশি অপেক্ষা করতে হল না। শিগগিরই দেখা গেল আধ ডজন ঘোড়সওয়ারকে। কারনিস ধরে এগিয়ে আসছে দ্রুত।

কজওয়ের উঁচু মাথায় থামল লোকগুলো। একজন নিচের দিকে ইঙ্গিত করছে। কি যেন দেখাচ্ছে। বাকি পাঁচজন ভিড় জমিয়ে দেখছে।

'সন্দেহ নেই টেড লুইসের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী।' বলল শডল। 'এই পথটা আগলাতে পাঠান হয়েছে ওদের।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে রাইফেলের সেফটি ক্যাচ সরাল মার্ক। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। ছটফটে ভাবটা বিদায় নিয়েছে ভাবভঙ্গি থেকে। পা দুটো সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে।

একটা গাছে ঠেস দিয়েছে উইলি। শডলের দিকে নজর তার। প্রতিপক্ষ দলটাকে জরিপ করছে শডল। সেই সাথে দূরের গোলাগুলির আওয়াজেও কান পেতেছে। কমে এসেছে আওয়াজটা। এক টানা ঝিম ধরা ভাবটা নেই এখন। বিচ্ছিন্নভাবে একটা-দুটো গুলি হচ্ছে। দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল শডল। ফলাফল আঁচ করতে পেরেছে ও।

আচমকা সামনের দলটাতে চাঞ্চল্য দেখা দিল। গুঞ্জন উঠল মৃদু।

তারপর একযোগে ঘুরে দাঁড়াল ছ'জন। উল্কার বেগে উধাও হল।

কিন্তু ওদের ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে নেই উইলির। জঙ্গল ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটার দিকে ছুটল। ওদের পিছু নিতে যাচ্ছে। কয়েক গজ গিয়েই থমকাল। ধমক শোনা গেল মার্কের। ওকে থামতে বলছে।

'কেন?' জায়গা থেকে পিছাল না উইলি। আহত কণ্ঠে দাবি জানাল। 'ওদের ছাড়ব কেন। টেডের শক্তি বাড়িয়ে লাভটা কি?'

'তারও আগে জেনারেলের অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।' শান্তস্বরে বোঝাল মার্ক। 'তুমি বা আমি নই, বাছা। শডলই লীড দিচ্ছে এখানে। দু'একটা নিয়ম এখনো শেখা বাকি আছে তোমার।'

ছাড়া ছাড়া ভাবে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখনো।

অগাস্টিনের দিকে ফিরল শডল। 'সব শেষ, মার্ক।'

মনোযোগের সাথে শব্দগুলো শুনছিল অগাস্টিন। ফিরে তাকাল।

'বিদায় টেসটারভিস।' ওর চোখে বিষাদ দেখল শডল।

'হ্যাঁ', বলল শডল। 'ভুল ঘোড়ার উপর বাজি ধরেছিলাম। এখন বরং বাথানেই ফিরে যাই আমরা। আমাদের পালার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

ঘুরতে যাচ্ছিল শডল। হঠাৎ চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'না—দাঁড়াও! কেউ আসছে। উইলি, ঝোপের আড়ালে চলে যাও তুমি। সাবধান মার্ক।'

একজন মাত্র অশ্বারোহীর আবির্ভাব ঘটল কারনিসের উপর। কজ্ওয়েটা ধরল। হঠাৎ ছুটে খোলা জমিতে বেরোল শডল। মাথার

ওপর দু'হাত তুলে দোলাচ্ছে।

'হ্যাপি', চিৎকার করল সে। 'থাম।'

চট করে তাকাল লোকটা। তারপর শডলকে চিনতে পেরে এগিয়ে এল।

ঝড়ো কাকের মত দেখাচ্ছে হ্যাপি টেসটারভিসকে। ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত শুকিয়ে আছে গালে। বলে দিতে হয় না। ওটা গুলির আঁচড়। চোখ দুটো রক্তবর্ণ। স্রোতের মত ঘাম ঝরছে মুখ বেয়ে।

চলতে চাইছে না হ্যাপির ঘোড়াটা। কাঁপছে। ওটাকে নিজের ইচ্ছেয় এগোতে দিল সে। শডলের একদম কাছে এসে থামল।

'হ্যাপি, তোমাদের বাথানের বাকি সবাই কোথায়?'

'ভেগে গেছে।' তিক্ত কণ্ঠে জানাল হ্যাপি টেসটারভিস। 'ছড়িয়ে পড়ে ভেগেছে ওরা। আমাদের তলা ফুটো হয়ে গেছে, শড।' হাপরের মত হাঁফাচ্ছে মোটাসোটা লোকটা। গলাটা বুজে এল তার।

কাঁদছে হ্যাপি টেসটারভিস।

'শড, বুকে বুলেট নিয়ে উঠোনে পড়ে আছে মরগান।' থেমে নিজেকে সামলাল সে। তারপর ফের বলল। 'নিজেদের দিকে নজর দাও, ছেলেরা।'

মার্ক আর বোনস সামনে এগিয়ে এসেছে। তাদের দিকে ফিরল হ্যাপি।

'আমরা শেষ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে টেসটারভিস আউটফিট। তোমরা বাঁচার চেষ্টা কর।'

ঘোড়ার পেটে আস্তে করে গুঁতো লাগাল সে। ধীরকদমে

চলতে শুরু করল পশুটা। আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে গেল হ্যাপি।

পেছনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিন যুবক।

সাত

জীবনে হঠকারিতা কম করেনি জোহান রেজিন্যাল্ড। কিছু লোক আছে যারা জীবনেও ভুল থেকে শিক্ষা নেয় না। জোহানও সেই ধাঁচেরই একজন।

শেষ যে ভুলটা সে করল, তাতে তার তেমন ক্ষতি বৃদ্ধি-হয়নি। কিন্তু নিজের অজান্তে একমাত্র সন্তানকে মহা বিপদে ফেলে দিয়ে গেল। দোষ একটাই তার। কখনো ভেবে কাজ করে না। সব জিনিসের বাইরের চেহারা দেখেই সন্তুষ্ট। পেছনেও আরেকটা রূপ থাকতে পারে, ভুলেও ভাবে না।

এক্ষেত্রেও সে একই ভুল করল। তার একমাত্র জ্ঞাতি টেড লুইসের বাহ্যিক চেহারায় মজল।

ডাক্তার যেদিন রায় দিয়ে গেল, সেদিনই এই ভুলটা করে বসল। বেশকিছু সম্পত্তি ছিল তার। একমাত্র সন্তান প্যামেলাই সেগুলোর উত্তরাধিকারী। মেয়েদের উপরে কোনদিনই আস্থা ছিল না জোহান রেজিন্যাল্ডের। শেষ মুহূর্তেও হল না। তাই নেভাডায় ডেকে পাঠাল তার জ্ঞাতি ভাই টেড লুইসকে। এবং 'মহৎ ও প্রভাবশালী' আত্মীয়টার হাতে তুলে দিল মেয়ের ভার।

উইল করল, বিশ বছর বয়সে সম্পত্তির অধিকার পাবে প্যামেলা। তার আগে পর্যন্ত সব দেখাশুনা করবে টেড লুইস। আর প্যামেলার অভিভাবকত্বও তার হাতেই তুলে দেয়া হল।

টেড লুইসের সাথে সারা জীবনে হাতে গোণা কয়েকবার দেখা হয়েছে জোহান রেজিন্যাল্ডের। কাজেই টেডের আসল চেহারা জানার সুযোগ হয়নি তার। পশ্চিমে টেডই তার একমাত্র জীবিত জ্ঞাতি। এবং অরিগনের এই আত্মীয়টা জোহানের গর্বের বস্তু ছিল। সে জানত, ছোটখাট একটা সাম্রাজ্যের মালিক টেড লুইস। কেবল জানত না, ঐশ্বর্যটার গোড়াপত্তন কিভাবে? আর কোন্ পথে দিন দিন বেড়ে চলেছে সাম্রাজ্যটার সীমানা।

অতএব কাজটা শেষে অপার আনন্দ অনুভব করল জোহান। ভাবল, জীবনে অন্তত একটা সঠিক পদক্ষেপ নিতে পেরেছে সে। যদিও সিদ্ধান্তটা মোটেও সঠিক ছিল না। তবে সেটা জানার দুর্ভাগ্য তার হল না। সেই রাতে জীবনে প্রথম নিশ্চিন্তে ঘুমোল সে। এবং ঘুমের ভেতরই হার্টফেল করল। ব্যাস, টেড লুইসের কব্জায় চলে গেল প্যামেলা রেজিন্যাল্ড।

শডলকে অ্যামবুশের মাত্র দিন কয়েক আগে অরিগনে পৌঁছায় প্যাম।

উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়েই পাউডারে এসেছিল সে। কিন্তু প্রথমেই টি-এল বাথানের কাঠখোট্টা চেহারা ঘাবড়ে দিল তাকে। তারপর বাথান-মালিকের আচরণে বাকি স্বপ্নটুকুও ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। বাথানে পৌঁছতেই চেহারা পাল্টে ফেলল টেড লুইস। কপট বিনয়ী চেহারা ছেড়ে স্বভাবগত কর্কশ রূপ ধরল।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আরো রুক্ষ অভিজ্ঞতা হল প্যামেলার। জানল, একদল উচ্ছৃঙ্খল এবং কর্কশ লোকের খপ্পরে বন্দিনী সে। এতবড় বাথানে সে-ই একমাত্র স্ত্রীলোক। দিনে-রাতে যখন খুশি বুটের আওয়াজ তোলে কঠিন চেহারার লোকেরা। সর্বক্ষণ গুজুর গুজুর চলে টেডের অফিস ঘরে। সবই অনায়াসে টের পায় সে। কারণ, অফিস আর তার কামরার মধ্যে বিভেদ মাত্র একটা দেয়া-লের। এবং দেয়ালটা শব্দনিরোধী নয়।

দিনদিন আতঙ্কে সিঁটিয়ে উঠতে লাগল প্যাম। তাকে নিয়ে গোপন কোন পরিকল্পনা আছে মনে হতে লাগল তার। ক্রমশ তার উপর শাসন বাড়িয়ে চলেছে টেড লুইস।

একদিন আদেশ করল, বাথান ছেড়ে পাঁচ মাইলের বেশি দূরে যেতে পারবে না প্যাম। নরম স্বরে প্রতিবাদ করল মেয়েটা। কদর্য চেহারা বানাল টেড লুইস প্রতিবাদ শুনতে।

উপলব্ধি করল প্যাম, সত্যিই বন্দিনী সে।

তবে একবার হলেও টেড লুইস্‌কে উপেক্ষা করেছিল সে।

কাউকে বসে খাওয়ান টেডের স্বভাব নয়। অতএব, প্যামকেও কাজে লাগানর বুদ্ধি করল সে। স্টোর রুমের চাবি দিল মেয়েটাকে। একই সাথে কুক, হাউসকিপার এবং জেনারেল শ্যাটেলেনের কাজ চাপাল ওর ঘাড়ে। অন্য পরিস্থিতিতে সাগ্রহেই দায়িত্বগুলো নিত প্যাম। কিন্তু এই ব্যাপারটা অন্যরকম। বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। এ-সবের আড়ালে টেডের নোংরা কোন দুরভিসন্ধি আছে, বুঝল সে। ব্যাস, চাবিটা ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। সোজা জানিয়ে দিল, তাকে দিয়ে ওসব হবে না। তারপর ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল। পেছনে

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টেড লুইস।

এই প্রথম তার আদেশ প্রত্যাখ্যান করল কেউ। এই মেয়েকে বাগে আনতে বেগ পেতে হবে তার—কথাটা ওখানে দাঁড়িয়েই টের পেল।

ঘনিয়ে উঠছে বিপদ। ব্যাপারটা সম্বন্ধে খুব-একটা সচেতন ছিল না প্যাম। নিশ্চিন্ত মনেই টেডের সাথে সেদিন শহরে গিয়ে-ছিল সে। কোর্ট হাউসের ভেতরে ছিল। বাইরের উত্তেজনা টের পায়নি তাই। শহরে শডলের আগমনের কথাও জানা ছিল না তার। কিন্তু আউটফিটের জরুরী ডাক পড়ায় সবার সাথে বাইরে বেরোয় সে-ও। এবং শডলকে দেখা যায়। দেখেই মনে হল, কোন বিপদে আছে যুবক।

কান খাড়া রাখল সে। টেড আর তার দুই সহকারীর আলাপ থেকে অনেক খবরই জানল। হঠাৎ এই ব্যস্ততার কারণও জানতে পারল।

কিন্তু মোগল আর বাথানের পথের বাঁকে এসে বিচ্ছিন্ন হতে হল তাকে। বাথানে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিল টেড লুইস। নির্জন বাথানে একা ফিরে গেল প্যাম।

বাথানটা জনাকীর্ণ থাকলে অসহ্য লাগে তার। এদিকে জনহীন হলে ভীতিকর মনে হয়। সূর্যের তাপে তেতে আছে সবকিছু। পাউ-ডার মরুর ধুলোয় ধূসরিত পুরো বাথান। নোংরা।

পালানর কথা ভাবল প্যামেলা। পরমুহূর্তে মাথা থেকে দূর করে দিল চিন্তাটা। টেড লুইসের হাত অনেক লম্বা। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে একটা লোকও ওকে আশ্রয় দিতে পারবে না, এটা সে ভালই

জানে। তাছাড়া, এই দেশটাকে ভাল চেনে না সে। এত কম চেনায় টেডের হাত এড়িয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব।

সন্ধ্যের পর ফিরল বাথানের লোকেরা। সহজভাবে উঠোনে ঢুকল সবাই। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে প্যাম। কর্কশ স্বরে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশা করছে পাঞ্চাররা। বিনা নোটিসে উঠোন ঝাঁপিয়ে হেসে উঠছে কেউ কেউ। হাতাহাতিও হল দু'একবার।

আর একটা ব্যাপার চোখ এড়ায়নি প্যামের। সাতটা খালি ঘোড়া ফিরিয়ে এনেছে ওরা। জিন চাপান এখনো ওগুলোতে। কোন-কোনটার উপর রক্তের ছোপ। কিন্তু আরোহীরা অনুপস্থিত।

ফুর্তিতে মেতে উঠেছে টি-এল রাইডাররা। কারণটা অনুমান করতে পারল প্যাম। আবার জিতেছে টেড লুইস।

ঘরে ঢুকল বাথান-মালিক। সাথে মণ্ডারস, ফোরম্যান এবং অচেনা দু'জন লোক।

চট্ করে সরে গেল প্যাম। নিজের কামরায় ঢুকল। ওপাশে অফিস কামরায় টেডের গলা শোনা যাচ্ছে। মেঝেতে কিছু-একটা পতনের শব্দ হল। একটা ধমক। আবার কথা চলল।

চকিতে একটা সম্ভাবনা উদয় হল প্যামের মনে। টেড এইমাত্র যা করে এসেছে, সেটা সবটুকু নয়। তার মতলবের একটা অংশমাত্র ওটা। বাকিটা···শডলের কথা মনে পড়ল প্যামের। চমকে উঠল। বাকিটা নিশ্চয়ই শডলের জমি। তাই যদি হয়, আর বেশি সময় দেবে না ওরা শডলকে। শিগগিরই সরিয়ে দিতে চাইবে। এবং সে-জন্যে আগে প্ল্যান করতে হবে টেডের।

ঝাড়ি পাতার সিদ্ধান্ত নিল প্যামেলা।

নিঃশব্দে দরজার খিল খুলল সে। চাপা পায়ে বাইরে বেরোল। লিভিং রুমগুলোর সামনে হল ঘর। পোর্চ পর্যন্ত চলে গেছে সেটা। অন্য পাশ দিয়ে হল ঘরটা কিচেনের কাছে পৌঁছেছে। অবশ্য আসল কিচেন নয়। মেইন হাউসের ভেতরে বাড়তি একটা রান্নাঘর। কিচেনের কাছ থেকে একটা করিডোর পশ্চিমে বেঁকেছে। অফিস কামরার খিড়কি দোরে পৌঁছেছে সেটা।

কিচেনের ভেজান পাল্লার নিচ থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ভেতরে বাসন-কোসন নাড়ার শব্দ। করিডোরে পা দিয়ে গতি বাড়াল প্যাম। তিন লাফে ওটা পেরোল। তারপর স্রেফ বেড়াল বনে গেল। নিঃশব্দে অফিসের খিড়কি দরজার পেছনে পৌঁছল। টেড লুইসের চেয়ার ঠিক এই দরজাটার সামনে। মাঝে মাঝে দরজাটায় চেয়ারসহ হেলান দেয়ার অভ্যাস তার। লোকটাকে ভেতরে কথা বলতে শুনল প্যাম।

'ভুল করছ, সিড।' খ্যানখ্যানে গলায় বলছে টেড লুইস। 'টেসটারভিসদের লোকগুলো ছড়িয়ে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু আবার জড় হবে।'

মণ্ডারসের অধৈর্য স্বর শোনা গেল। 'তবে এখানে বসে ঘাস কাটছি কোন্ শোকে? এক্ষুণি ধাওয়া করে ওদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিয়ে এলেই তো পারি। মনে হচ্ছে, দখলহীন জিত নিয়েই তুমি খুশি। নাকি একই লড়াই কয়েকবার লড়তে চাও?'

'কথাটা যেভাবেই বলা হোক', জবাব দিল টেড। 'একটা অর্থই দাঁড়াবে। অর্থটা হচ্ছে, তুমি একটা গবেট সিড। কেউ ড্রিঙ্ক নেবে।'

জবাবটা বোধ হয় হ্যাঁ-বাচকই হল। বোতলের গায়ে গ্লাসের

ঠোকাঠুকি শুনল প্যাম।

'যথেষ্ট বলে কোন শব্দ নেই আমার অভিধানে।' নীরবতা ভাঙল টেড লুইসই। 'কখনো চাওয়ার শেষ নেই আমার। অ্যাদ্দিনে আমাকে চেনার কথা তোমার, সিড।'

'তার মানে আরেকটা লড়াই হতে যাচ্ছে?'

'আরেকটা ব্যাপার, সিড।' শান্ত গলা টেড লুইসের। 'যুদ্ধের কিছু কৌশল তোমার জানা নেই। এর একটা তোমাকে শেখাচ্ছি।'

'প্রতিপক্ষকে', এক মুহূর্তের নীরবতা। বোধ হয় গ্লাসে চুমুক দিল বাথান-মালিক। 'সবসময় আগে বাড়তে দিতে হয়। ফলে তার ভুল ধরা পড়ে অনেক সময়ই। ওই ভুলটা কাজে লাগাতে হয়। মরগানের ব্যাপারে সব সময়ই হিসেব করে চলেছি আমি। লোকটা অসম্ভব ধুরন্ধর ছিল। কিন্তু হিসেবের ফলটা দেখেছ তো। পটল তুলতে হয়েছে তাকেও। অবশ্য ওর ব্যাপারে অন্য কৌশল করেছিলাম আমি। কিন্তু এবারে আর সেটায় চলবে না। এবার নতুন ট্রিক।'

চুপ করল টেড লুইস। তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে প্যাম। নড়ল টেড। ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল চেয়ার।

'টেসটারভিস বাথানে আবার জড় হবে ছড়ান পাঞ্চাররা।' আগের কথার খেই ধরল বাথান-মালিক। 'হবে—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সব নয়। অর্ধেকই পালাবে দেশ ছেড়ে। যাতে পালায় সে ব্যবস্থা করব আমি। নরকের ভয় ঢুকিয়ে দেব ওদের কলজেয়।'

'ফলে দুর্বল একটা আউটফিট হয়ে যাবে ওটা। তার উপর মরগান অক্কা পেয়েছে। ওই লোকটা ছিল ওদের চোখ; কান। ওকে ছাড়া কানা হয়ে যাবে গোটা বাথান। কালাও।'

'আমাদের গরু', বলে চলেছে টেড লুইস। 'টেসটারভিস সীমানার পাঁচ মাইলের মধ্যে নিয়ে যাব। কিন্তু কোন উসকানি দেব না এখুনি। ওরাও কিছু করার সাহস পাবে না। মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছি ওদের। কেবল ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকব আমরা।'

'লড়াই করব না, অথচ ঘাঁটি গাড়ব।' তীব্র ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল সণ্ডারস। 'এমন উদ্ভট কথা বাপের কালে শুনিনি। খামোকা কাজ বাড়িয়ে কোন্ কচুটা হবে শুনি?'

'ঠিকই তো।' চট্ করে সমর্থন করল একটা কণ্ঠ। গলাটা অচেনা। ওই অপরিচিত পাঞ্চার দু'জনের একজন হবে, অনুমান করল প্যাম।

'এজন্যেই মাসে ত্রিশ ডলার বেতনের কাউহ্যাণ্ড তুমি।' তীব্র অবজ্ঞার সাথে জবাব দিল টেড। 'আর আমি দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যাঙ্কার। কাজ বাড়াচ্ছি না আমরা, গর্দভ। কাজটা শেষ হয়নি এখনো। শেষ করতে যাচ্ছি।'

'এবার প্রথম পা ফেলার সুযোগ ব্যাট টেসটারভিসকে দিতে চাই। আগেই তো বলেছি, প্রথম সুযোগ সবসময় প্রতিপক্ষকে দিতে হয়। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের। মগজের ঘাটতি আছে ব্যাটের খুলিতে। হয়ত সাথে সাথেই লড়াইয়ে নামবে। নয়ত লেজ গুটিয়ে ভাগবে। এ দুটোর একটা ছাড়া কিছু করবে না সে। বাজি ধরতে পারি। একটা জন্ম হাবা ব্যাট টেসটারভিস।'

এতক্ষণে ফোরম্যানের কণ্ঠ শোনা গেল। নিরুত্তাপ সুর।

'তাতেই তোমার পরিকল্পনা ফুলপ্রুফ হচ্ছে না। আরেকটা বিরাট ফুটো থেকে যাচ্ছে। শুডল ইয়াম।'

জঘন্য একটা গাল বকল মণ্ডারস। শডলের উদ্দেশে বর্ষিত হল ওটা। তারপর বলল, 'শালার কপালটা সময়মত বিট্রে করল। নইলে······ইস্, একদম কব্জা করে ফেলেছিলাম ওকে। ফস্‌কে গেল সুযোগটা। কিন্তু এর পরেরবার······'

'এর পরেরবার জাহান্নামে যাবে তুমি।' টোলবার্টের গলাটা হাসি হাসি শোনাল। 'শডলের নার্ভের কাছে দুধের শিশু তুমি, সিড।'

একটু থামল টোলবার্ট। তারপর আবার তার গলা শোনা গেল।

'একটা কথা শুনে রাখ, টেড। এ মুহূর্তে টেসটারভিলদের চেয়ে বড় সমস্যা শডল ইয়াম।'

'সেটা জানানর জন্যে এত হাঁস-ফাঁস না করলেও চলবে।' খেঁকিয়ে উঠল টেড লুইস।

লোকটার দুর্বল পয়েন্ট ফাঁস হয়ে গেছে, ভাবল প্যাম। সেজন্যেই মেজাজ গরম হয়ে গেছে।

'আরো কিছু শুনে রাখ।' একই রকম ধাঁতা পেষা গলায় বলে চলল ফোরম্যান। মালিকের ধমকে একবিন্দু বিচলিত হয়নি।

'এবারও যদি ফেল মার, বুঝবে ঠ্যালা। আর কোনদিনই তাহলে ওকে ছোঁয়ার সৌভাগ্য হবে না তোমার। পাঁজরের তলে কলজে আছে, এমন কাউকেই ভয় পায় না ওই ছেলে।'

খুক্‌খুক্ করে কাশল কেউ। বাধা পেয়ে থেমে গেল টোলবার্ট। এরপর ফের শুরু করল।

'সাবধান হও টেড। তোমার প্রথম এবং প্রধান সমস্যা শডল। থাকবেও তাই। অন্তত যতক্ষণ না ওকে পুঁতে ফেলতে পারছ। বেয়াক্কেলের মত এভাবে ছাড়া অবস্থায় থাকতে দাও ওকে। তারপর

একদিন সকালে জেগে নিজেকে আর বাথানে খুঁজে পাবে না। দেখবে, শডলের গুলিতে সোজা নরকে পৌঁছে গেছ।'

'তোমার হয়েছেটা কি, টোলবার্ট?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল টেড। 'সেদিনের পুঁচকে ছোঁড়াটার ভয়ে একেবারে মুরগি হয়ে গেছ, দেখছি।'

'বয়স দিয়ে সামর্থ্য বিচার হয় না, টেড।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে মালিককে শোনাল ফোরম্যান। 'সেদিনের পুঁচকে ছোকরা এখন শক্ত-সামর্থ যুবক। ওকে সেভাবেই দেখা তোমার জন্যে মঙ্গল। তাছাড়া, লড়াই বাঁধলে শডল আর একা থাকবে না। বন্ধুর অভাব নেই ওর। তাছাড়া, সৎলোকেরা ওকেই বিজয়ী হিসাবে দেখতে চায়। তোমাকে নয়। বাস্তব অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা।'

ধক করে উঠল প্যামের বুক। টেড লুইসের চেয়ার জোরে ধাক্কা খেয়েছে দরজার ওপর। চেয়ারটাকে আবার সোজা করতে শুনল সে। মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঠোকার শব্দ হল।

'থিলু থাকলে এতক্ষণে পাউডার ছেড়ে ভাগত ছোকরা।' বলল টেড লুইস। 'নইলে কি ঘটবে সেটা ওকে জানিয়ে দিয়েছি।'

'এবং সেটা শুনে তোমার মুখের উপর হেসেছে শডল।' টোলবার্টের হয়ে জবাব দিল মণ্ডারস। ফোরম্যানের বুদ্ধিটা মনে ধরেছে তার।

'ভুল অনেক আগেই করেছ তুমি', ফের বলল সে। 'এবং সে-জন্যে যাকে ভুগতে হচ্ছে, সে হচ্ছি আমি। বন্দুকের অন্তত একটা বুলেট আমার জন্যে তুলে রেখেছে শডল। হলফ করে বলতে পারি সেটা।'

'কিন্তু', হঠাৎ গলার স্বর থমথমে হয়ে গেল গানম্যানের। 'সকালে অ্যান্টিলোপে ওই ব্যর্থতার জন্যে তুমি দায়ী, টোলবার্ট। কাজটা ঠিকমতই শেষ করতাম আমি। কিন্তু হঠাৎ চড়ে গেল তোমার মতের দাম।'

'চড়ে যায়নি। চড়তে বাধ্য করেছে মার্কের পিস্তল। নিজের কলজের ধুকপুকানি শুনতে ভালই লাগে আমার। ওই শব্দটা থেমে যাক—চাইনি।'

'আর ওই মার্ক হারামীটা হচ্ছে', ফুঁসে উঠল মণ্ডারস। 'দু'-নম্বর রেড সিগন্যাল। উহু, মনে হচ্ছে ধরে জ্যান্ত ছাল ছাড়াই দুই হারামজাদার।'

'ছোকরা দুটোকে কোন্ চুলোর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় তোমার, টোলবার্ট?' প্রশ্ন করল টেড লুইস।

'আমার অনুমান সঠিক হলে', জানাল ফোরম্যান। 'শডলের জমিতেই পাবে। গিয়ে হয়ত দেখবে এরই মধ্যে ব্যারিকেড দিয়ে ফেলেছে সে। তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে নিশ্চিন্তে। এজন্যেই বলেছিলাম, নরকে পৌঁছতে দেরি হবে না তোমার।'

আবার বাড়ি পড়ল দরজার উপর। এবারও চেয়ারসহ হেলান দিয়েছে টেড। কিন্তু শরীরের সব ভার চাপিয়েছে এবার। ফলে বেঁকে গেল দরজার ল্যাচ। ফাঁক হয়ে গেল মাঝখানে। অফিসের আলো পড়ল প্যামের মুখে। কলজেটা খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল তার। যদিও মাথাটা ঠিকই কাজ করল।

আঁতকে উঠে গায়ের জোরে চাপ দিল কপাটে। আটকে গেল ফাঁক। মাত্র এক সেকেণ্ডে এতকিছু ঘটল। ফাঁকটা দিয়ে টেডের

মাথাও নজরে পড়েছে প্যামের।

'মণ্ডারস।' খুশিখুশি গলায় জানাল টেড। 'এই লড়াইটা তোমার। অনেক তাড়া দিয়েছ ওকে নিকেশ করার জন্যে। এবার সেরে ফেল ঝামেলাটা। ডজন খানেক লোক নাও। তারপর চলে যাও প্যারে। ইয়ামের পাওনাটা মিটিয়ে দিয়ে এস। লোকের পাওনা ঝুলিয়ে রাখা ঠিক না। আর', খিঁকখিঁক করে হাসল সে। 'ফাজুরের ঝামেলায় দরকার নেই। একেবারে জ্বালিয়ে দিয়ে এস সব।'

'আবার আমি।' অসন্তুষ্ট গলায় বিড়বিড় করল মণ্ডারস। 'এ-বারের দানটা বরং লেইকই মারুক।'

'তোমার বেতনটাও যে তাহলে লেইক পাবে।' ঠেস দিল রাথান-মালিক। 'কেমন লাগবে মজাটা?'

ঠেসের হুলটা গানম্যানের ত্বক ভেদ করে হাড়ে বিঁধল। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'বেশ, যাচ্ছি আমি। বিছানায় শুয়ে কম্বলে মুখ ঢেকে ধুঁকতে থাক সবাই। কিন্তু—কিন্তু এবার আর কোন উপদেশ সহ্য করব না। কোন প্ল্যান চাই না। নিজের প্ল্যান মত সব করব। প্রত্যেক-বার প্ল্যান মানতে গিয়ে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।'

শুকনো গলায় বলল ফোরম্যান, 'চমৎকার!'

যথেষ্ট হয়েছে। আর অপেক্ষার সাহস পেল না প্যাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডোর ধরে ছুটল।

হালকা শরীর। কাজেই তার চলার শব্দ হল না হবার মতই। এক দৌড়ে বেডরুমে ফিরল। দম নিল। তীক্ষ্ণ চোখে ছায়াঘেরা

কোণগুলো দেখল। তারপর আটকে দিল দরজা।

বেডরুমের পেছনে একটা দরজা আছে। ওটা দিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়। বাড়িটা ঘুরে সামনের পোর্চে এল। একটা আড়ালে দাঁড়াল। তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল মণ্ডারস।

কোণাকুণি উঠোন পেরোচ্ছে বিশালদেহী বদ লোকটা। কয়েকটা নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় ভারিক্কি সুর।

মণ্ডারসকে খুন হতে দেখলেও কোন প্রতিক্রিয়া হবে না প্যামের। লোকটাকে একদম সহ্য হয় না তার। কিন্তু ফোরম্যানকে সত্যিই ভয় পায় সে। মূর্তিমান একটা আতঙ্ক যেন টোলবার্ট। চোখের দিকে তাকালে রক্ত হিম হয়ে যেতে চায়। লোকের খুলি ভেদ করে মগজে পৌঁছায় যেন ফোরম্যানের দৃষ্টি।

উপরন্তু বাথানের কোন খবরই গোপন থাকে না তার কাছে। কোন অলৌকিক উপায়ে যেন সব জানা হয়ে যায় তার। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হল লোকটার ভাবশূন্য অভিব্যক্তি। তার নিজস্ব চিন্তার ছাপ ফোটে না কখনো চেহারায়। একটা অপ্রতিরোধ্য অশুভ শক্তি যেন টোলবার্ট।

নির্বিঘ্নে আস্তাবলে পৌঁছুল প্যাম। কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। টোলবার্টের কথা মনে পড়ছে। ফলে হাত-পা ভয়ে অবশ হয়ে যেতে চাইছে তার।

অন্ধকারে হাতড়ে ঘোড়ায় জিন চড়াল প্যাম। হাতে লাগাম পেঁচিয়ে নিল। টেনে বাইরে আনল পশুটাকে।

এগিয়ে গেল গোপনে। অধিত্যকা ধরে এক শ' গজ পেরোনর আগে জোরে শ্বাসও ফেলল না।

তারপর চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। এর পরেও সাবধানতায় ঢিল দিল না সে। সন্তুষ্ট না হওয়া অবধি পা টিপিয়ে হাঁটাল পশুটাকে। তারপর লু হাওয়ার মত ছুটল।

উত্তর-পশ্চিমে চলছে তার ঘোড়া। ওখানেই শডলের জমি। নিশ্চিন্ত বোধ করছে প্যাম। কারো চোখে পড়েনি সে।

আসল ঘটনা জানে না প্যাম। জানলে কখনই এত নিশ্চিত হত না। সে যখন আস্তাবলে ঢুকেছে, পোর্চের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল টোলবার্ট।

মণ্ডারসের দিক থেকে চোখ সরাল ফোরম্যান। একটা সিগারেট বানাল।

উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডারস। অগ্নিশর্মা হয়ে অধীনস্থদের হুকুম করছে। ক্ষমতা হাতে পেয়ে মৌজে আছে।

তেরছা চোখে আস্তাবলের দিকে তাকাল ফোরম্যান। মেয়েটাকে ওখানে ঢুকতে দেখেছে সে। অর্থটা বুঝতে কষ্ট হয়নি তার। সামান্য ব্যাপারও তার নজর এড়ায় না। ছোট ছোট তথ্য জুড়ে পুরো ঘটনার চিত্র তৈরি করে সে। এটা তার একটা পছন্দের খেলা। লোকের গোপন চিন্তা বুঝতে ভাল লাগে তার।

মাইণ্ড রিডিং হয়ত অনেকেরই পছন্দের অভ্যেস। কিন্তু নিজের কৃতিত্ব রটিয়ে বেড়াতে তার চেয়েও পছন্দ করে তারা। টোলবার্ট সেই দলে পড়ে না। নিজের চিন্তা গোপন রাখতে অভ্যস্ত সে। প্রয়োজন মত সেটা কাছে লাগায়। এবং ফায়দা লোটে।

অফিসে আলাপের সময় ছোট্ট একটা ঘটনা নজর কেড়েছে তার।

টেডের চেয়ারের চাপে দরজা ফাঁক হতে দেখেছে সে। এবং পরমুহূর্তে বিপরীত দিক থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে ফাঁকটা—সেটাও দেখেছে। কথায় ব্যস্ত থাকায় কেউ খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। কিন্তু সে করেছে এবং সাথে সাথে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার মগজ। কাজটা কার তাও অনুমান করতে পেরেছে সে।

এই বাথানে একমাত্র বাইরের মানুষ প্যামেলা। একমাত্র বিদ্রোহীও বটে। আড়ি যদি কেউ পাতে তো সেই পাতবে। টেড লুইস যে ঝড়ের সূচনা করেছে, মেয়েটা সামান্য হলেও দেখেছে সেটা। সে কারণেই পরবর্তী ধাপটা জানার আগ্রহ হবে তার। কিন্তু কেবল কৌতূহলে এত বড় ঝুঁকি কেউ নেয় না। ওটা আর কেবল কৌতূহল নেই। প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। কেন?

মাথায় গোবর রাখে না টোলবার্ট। জুয়ে জুয়ে চার মেলাল সে। প্রায়ই মালভূমিতে বেড়াতে যায় মেয়েটা। ফলে শডলের সাথে পরিচিত হওয়াটা অসম্ভব নয়। প্যাম আকর্ষণীয়া মেয়ে। শডল এক কথায় সুপুরুষ। তার উপর, এ তল্লাটে টেডের একমাত্র প্রকাশ্য বিদ্রোহী শডল।

একই মানসিকতার দু'জন নারী পুরুষ যখন মুখোমুখি হয়···ফলাফলটা সহজ অনুমানযোগ্য।

প্রতিটা ব্যাপারের পরবর্তী ধাপটি আগাম ভেবে রাখা টোলবার্টের অভ্যেস। খবরটা জানার জন্য এত আগ্রহ যখন প্যামের, জানানর জন্যেও নিশ্চয়ই একই আগ্রহ।

পোর্চে চলে এল টোলবার্ট। তার ধারণা সত্যি হলে, মেয়েটা আসবে এখানে। এল। আস্তাবলে ঢুকল প্যাম। বেরিয়েও গেল।

মৃদু হাসল টোলবার্ট। মেয়েটার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু অস্বাভাবিক কাজটা করল সে নিজে। মেয়েটাকে আটকাল না। বরং নীরবে বেরিয়ে যেতে দেখল। তারপর আরেকটা অদ্ভুত কাজ করল।

গানম্যানকে অফিসের দিকে যেতে দেখল সে। দ্রুত সামনে বাড়ল সে-ও। মনোযোগ আকৃষ্ট হল মণ্ডারসের। এগিয়ে এল।

'বুড়ো কই?' ভুরু নাচাল গানম্যান।

'খাচ্ছে।'

'বুড়ো', কাঁধ ঝাঁকাল মণ্ডারস। 'নিজেকেই বোকা বানাচ্ছে। ভাবছে, ওর স্টাইলে চলব আমি। সোজা স্টিম রোলারের মত হামলা চালাব। ও বোঝে না, তা করতে গেলেই বারটা বাজবে। ওই স্টাইলে টেসটারভিসদের একবারে কায়দা করতে পারল না। তবু শিক্ষা হল না তার।'

'এর আগে বহুবার আমার বুলেট ফাঁকি দিয়েছে শডল। এটাকে আমি স্রেফ ওর কপাল ছাড়া কিছু বলব না। কিন্তু যাই বল', গলার স্বর ঘন হয়ে এল মণ্ডারসের। 'ব্যাটা কিন্তু নিজেকে একরকম বুলেট-প্রুফ প্রমাণ করেছে। এদিকে ও যদি পাল্টা স্নাইপিং প্রতিযোগিতায় নামে, গর্তে ঢুকতে হবে আমার। ওর মত লাক তো আর সবার থাকে না। কি বল?' সমর্থনের আশায় ফোরম্যানের মুখে চাইল সে।

ইচ্ছে করে জবাব দিতে দেরি করল ফোরম্যান। সাসপেনস সৃষ্টি করছে। এটা তার একটা প্রিয় কৌশল। এর ফলে তার বক্তব্যে শ্রোতার মনোযোগ বেশি আকৃষ্ট হবে।

'শোন সিড, নিজের বাড়িতেই আছে শডল।'

'এত নিশ্চিন্ত হচ্ছ কি ভেবে?' পাল্টা চ্যালেঞ্জ করল মণ্ডারস।

'অনুমান করেছি। কখনো শুনেছি পিছু হটেছে শডল ইয়াম? যুদ্ধ যদি করতেই হয়—করবে সে। কিন্তু যুদ্ধের মাঠটা সে মুঠোয় রাখবে। সেটা কোথায় হতে পারে? একটাই জবাব—তার জমিতে। ওখান থেকে বেরোবে না সে। কথাটা নিশ্চয়ই তুমিও বোঝ। অতএব, ওখানেই আছে শডল।'

'মাথায় মগজ রাখ বটে তুমি।' ঘাড় দুলিয়ে সায় দিল মণ্ডারস।

'বাড়িতেই আছে শডল।' পুনরাবৃত্তি করল টোলবার্ট। 'ওকে যদি ঠুসঠাস, গুলি ছুঁড়ে ঘায়েল করতে চাও—ইচ্ছেটা বাদ দিতে পার। ওভাবে বাগে আনতে পারবে না ওকে। মাঝখান থেকে শয়তানের চ্যালাটাকে সাবধান করে দেবে শুধু শুধু।'

'তারচেয়ে এক কাজ কর। মগজ খাটাও।' স্বর নিচু করে ফেলল টোলবার্ট। 'একটা কঠিন দিন গেছে আমাদের। সুতরাং আজ রাতেই আমাদের আশা করবে না সে। অসাবধান থাকবে। এটাই একমাত্র সুযোগ। লোকজন নিয়ে সোজা ওর উঠোনে ঢুকে পড়বে। তাহলে ঘুমের মধ্যেই শালাকে স্বর্গের রথে তুলে দিতে পারবে।'

সন্দেহ বাতিক মণ্ডারসের মজ্জাগত। টোলবার্টের গায়ে পড়া পরামর্শে সেটা আরো বাড়ল।

'হঠাৎ আমার জন্যে এত ভালবাসা! কারণটা কি টোলবার্ট?'

'বাজে বকে সময় নষ্ট করো না, সিড। নিজের ভাল বোঝার চেষ্টা কর। এবারও যদি ব্যর্থ হও, নিজের হাতে তোমার কবর খুঁড়বে টেড। শডলকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় আছে সে।'

ঝিলিক দিয়ে উঠল মণ্ডারসের চোখ। অভাবিত কিছু আবিষ্কার

করেছে যেন। কয়েক পা সামনে এগোল। সন্দিগ্ধ চোখে ফোরম্যানের মুখের দিকে তাকাল। ছায়ায় আধঢাকা টোলবার্টের মুখ। সেদিকে তাকিয়ে হতাশ হল গানম্যান। পাথরের মতই নির্বিকার টোলবার্টের চেহারা।

'আমাকে বোকা বানাতে পারনি তুমি, টোলবার্ট।' ফিসফিস করে বলল সে। 'বুড়ো টেডের প্রেমে পড়ে এই বাথানে আছ এটা শুনিও না আমাকে। হাসব। ওর ভাল-মন্দে তোমার আগ্রহ আমার চেয়ে মোটেও বেশি নয়। সত্যি করে বল তো, তোমার মতলবটা কি?'

'কি হতে পারে বলে ভাবছ?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল ফোরম্যান।

'বুঝতে পারছি না।' স্বীকার করল গানম্যান। 'তোমার কার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছি না আমি, লেইক। কিন্তু ব্রাদার আমি সিওর কোন খেলায় মেতেছ তুমি। লেইক', অনুরোধ করল সে। 'আমাকেও পার্টনার কর না খেলাটায়।'

'উন্মাদ!'

'নিঃসঙ্গ পথিক, অ্যাঁ।' টিটকিরি মারল মণ্ডারস। 'তুমি যে এতটা বোকা, জানতাম না।' বলল সে। 'জান না, আমাদের দু'জনকে আলাদা রাখতে চায় টেড। আমাদের একজন আরেকজনের উপর নজর রাখি, চায় সে। কথাটা ঠাট্টার সুরে বললেও মোটেও ঠাট্টা করে না সে। মাথাটা খাটাও।'

'টেডকে মাড়ানর চেষ্টা করো না, সিড। পারবে না। তোমার চেয়ে হাজারগুণ বেশি মগজ তার মাথায়।'

'একটা বোকা তুমি।'

'তোমার চেয়ে চালাক। নিজের সীমারেখা আমি জানি। আর

টেড লুইসকেও চিনি। আমাদের দু'জনকে সর্বক্ষণ চোখের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে সে।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল মণ্ডারস। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর লাগাম গুছিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল।

আবার সাবধান করল তাকে। মোলায়েম কণ্ঠ। 'ঠুস্ঠাস করো না নিজের ভাল চাইলে। সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ো। ভড়কে দিয়ে কাজ উদ্ধার করো।'

এগিয়ে গেল মণ্ডারস। পেছনে বারজন বন্দুকবাজ।

দলটাকে প্যামের দশ মিনিট পেছনে ফেলে দিয়েছে ফোরম্যান। শডলের অসতর্কতার কথাটা মিছে। টোলবার্ট ঠিকই জানে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই থাকবে শডল। বিশেষ একটা উদ্দেশে মিছে বলেছে সে। উদ্দেশ্যটা সফল হবে বলেই তার বিশ্বাস। দশ মিনিট নির্বিঘ্ন সময় পেয়েছে মেয়েটা।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মেস হলের দিকে পা বাড়াল। সন্তুষ্ট।

এদিকের পথ-ঘাট ভালই চেনে প্যাম। স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটছে তার ঘোড়া।

আচমকা ঘোড়ার রাশ টানল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা। মরার মত সাদা হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। টেড লুইসের হিংস্র চেহারাটা মনে পড়ে গেছে। কাঠ হয়ে জিনের উপর বসে রইল কিছুক্ষণ। কান খাড়া করে রেখেছে। ভীতিকর কোন আওয়াজ হয় কিনা শুনছে। দূর থেকে একটা কয়োটের ডাক ভেসে এল। তারপর সব চুপ। কোন চলন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ঝিরঝি…

করে পশ্চিম হাওয়া বইছে।

পথের মধ্যে দাঁড়ান সবচেয়ে বিপজ্জনক। ভাবনায় ডুবে সেটা ভুলেই গিয়েছিল প্যাম। হুঁশ ফিরতে দ্রুত ঘোড়া হাঁকাল। নষ্ট সময়টুকু পুষিয়ে নিতে হবে।

শক্ত পাথুরে জমির উপর দিয়ে চলছে ঘোড়া। পাথরের উপর ধুলোর আস্তরণ। সোজা মোগলের গিরিশ্রেণীর দিকে চলছে প্যামেলা।

শডলের বাথানের দিকে অগ্রসর ট্রেইলটা খুঁজে বের করল। পাইনের বনে ঢুকে ঘোড়ার গতি কমাল।

পেছনে কোন শব্দ হচ্ছে না। সামনের বাথানটাতেও প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। আলোহীন, নিঃসাড়। হতাশায় ছেয়ে গেল মেয়েটার মন। এই নীরবতার দুটো অর্থ হতে পারে।

হয়, ইচ্ছে করেই নীরবতা পালন করা হচ্ছে। নয়ত, শডল নেই বাথানে। দ্বিতীয়টা সত্য হলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার মত কিছু থাকবে না প্যামের। বাথানে ফিরে হয়ত সোজা টেডের মুখোমুখি হতে হবে। সেক্ষেত্রে, অন্তত শডল বেঁচে গেছে এই আনন্দটা তার থাকবে না।

আশায় বুক বেঁধে এগোল সে। ঘেসো জমিটার প্রান্তে দাঁড়াল। নৈঃশব্দ ভেঙে মৃদু স্বরে ডাকল, 'শডল।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। বার্নের কোণ থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। বিস্ময় আর আনন্দে ভরপুর কণ্ঠটা।

'মার্ক. বোনস—চিন্তার কিছু নেই।' বলল শডল। 'ও প্যাম। কিন্তু প্যাম···এ সময়ে তুমি!'

উঠোন ধরে কারো ছুটে আসার শব্দ শুনল মেয়েটা। কাছে আসতে পরিচিত একটা দেহের আউট-লাইন দেখা গেল। প্যামের ঘোড়ার পাশে থামল ছায়ামূর্তিটা। ওর বাহুমূল চেপে ধরল। আলতো-ভাবে নিচে নামিয়ে আনল।

'কেন এসেছ?' প্রথমেই সোজা কথায় গেল শডল।

'বারজন লোক নিয়ে এদিকে রওনা হয়েছে মণ্ডারস।'

'তুমি কিভাবে জেনেছ?'

'ও. র আলাপ থেকে জেনেছি। আড়ি পেতেছিলাম।'

'এবং এই ঝুঁকিটা নিয়েছ।' তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার করল শডল। কিন্তু কণ্ঠটার উৎকণ্ঠা মনের একটা তন্ত্রীতে সুর তুলল মেয়েটার।

'প্যাম', বিরক্ত কণ্ঠে বলল শডল। 'এমনিতেই মহা ঝামেলায় আছি। এসময় আমার চিন্তা বাড়ানর বুদ্ধিটা কে দিল তোমাকে? জান না, টের পেলে তোমার অবস্থা কি করবে টেড?'

'কিচ্ছু করবে না।' কষ্টসাধ্য শক্ত গলায় জবাব দিল প্যাম। 'ভাববে, এমনি ঘুরতে গিয়েছিলাম। এভাবে প্রায়ই ঘুরতে বেরোই আমি।'

'কিন্তু যদি কোনভাবে আসল ব্যাপার জানতে···' অস্থিরতা প্রকাশ পেল শডলের কণ্ঠে। মুখ ঘোরাল পেছনে।

'মার্ক, শুনেছ সব?'

'হুম।' সংক্ষেপে জবাব এল।

'আমার সংস্পর্শে যে মানুষই আসে, তারই কোন না কোন বিপদ হয়।' তিক্ত কণ্ঠে বলল শডল।

'এখানে থাকা চলবে না তোমার।' প্যামের দিকে ফিরে বলল

সে। 'কিন্তু ওখানে ফেরা যে আরো ভয়ের।'

অনেক আগেই নিজের দায়িত্ব বহন করতে শিখেছে প্যাম। একা সামলেছে জীবনের অনেক কঠিন মুহূর্ত। তার উদ্বেগে অন্যের কাতর হবার দৃশ্যটা নতুন তার কাছে। নতুন কিন্তু লোভনীয়। লোভটা জয় করল সে।

'চিন্তার কিছু নেই।' শান্ত স্বরে বলল সে। 'ফিরে যাচ্ছি আমি এখুনি। কিছুই জানবে না টেড। জানলেও পারতপক্ষে ক্ষতি করবে না।'

'ওই বাথানে কি করে এলে তুমি?' জানতে চাইল শডল। 'টেডের সাথে কি সম্পর্ক তোমার?'

সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা তাকে বলল প্যাম।

'টেড লুইস······তোমার ট্রাস্টি? ওই কয়োটটা? ওহ্ গড! অসম্ভব। একটা হাঙরের কাছে কেউ নিজের মেয়ের দায়িত্ব দেয়?'

গুম হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল শডল। তারপর বলল, 'প্যাম, এছাড়া তোমার যাবার আর কোন জায়গা নেই?'

'না।'

'ওহ্', মাথাভরা কোঁকড়া চুলে আঙুল চালাল শডল। 'কি-সব আবোল-তাবোল বকছি। ওর কাছে তোমার সব সম্পত্তি। তার উপর আইনত তোমার ট্রাস্টি টেড। এখন তো কোনমতেই কোথাও যেতে পারছ না তুমি।'

আবার সেই লোভটা পেয়ে বসল প্যামকে। সাথে সাথে ইচ্ছে-টার রাশ টানল সে।

'একটা······একটা কাজও করতে পারি না আমি ঠিকভাবে।'

বিড়বিড় করছে শডল। 'কারো এতটুকু সাহায্যে আসতে পারি না। জঘন্য একটা এলাকা এটা। এখানে কোন আশ্রয় পাবে না তুমি। একটাও না। আর আমি……আমি তো নিজেই একটা বিপদের খনি।'

'নিরাপদেই থাকব আমি। ভাবনার কিছু নেই। কিচ্ছু টের পাবে না টেড আঙ্কেল।'

'ওই খচ্চরটাকে এখনো চেননি তুমি, প্যাম।' শান্তভাবে বলল শডল। 'ও পারে না এমন কাজ নেই। আর ওর অজানাও থাকে কম জিনিসই। আজ দুপুরে টেসটারভিস বাথানের নিশানা মুছে দিয়েছে ও। খুন করেছে মরগানকে। ওর মত একটা শেয়ালের চেয়ে হাজার গুণ সৎলোক ছিল মরগান। এবং টেসটারভিসরা শেষ হয়ে যাবার অর্থ হল টেডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানর মত আর কেউ রইল না।'

'কেবল আমরা বাদে।' অন্ধকার থেকে একটা কণ্ঠ সংশোধন করে দিল। স্বরটা ব্যঙ্গাত্মক।

'কেবল আমরা বাদে।' মেনে নিয়ে প্রতিধ্বনি তুলল শডল।

'কি করবেন বলে ভাবছেন এখন?' উদ্বিগ্ন সুরে জানতে চাইল প্যাম। 'নিশ্চয়ই এখানে থাকছেন না আর। ওহ্', ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'কিছুতেই না। থাকবেন না, প্লিজ।'

'সে শক্তি আপনার এখন নেই।' সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল। 'টেড আঙ্কেল আপনাকে বিপদ মনে করে। তার ওপর। আপনাকে না মেরে অন্য কাজে হাত দিতে বারণ করেছে ফোরম্যান। বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনাকে না মেরে ছাড়বে না টেড লুইস। ওই বদ লোকটার মুখোমুখি হওয়া এখন অসম্ভব আপনার পক্ষে।'

'অসম্ভব!' মেয়ে প্যামের কথা ধরে বসল মার্ক। 'শব্দটা হাস্যকর। অসম্ভব সেটাই যেটা আগে কখনো কেউ করার সাহস পায়নি। সাহসী হও। দেখবে, সবই সম্ভব।'

'খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে।' তাড়া দিল শডল। 'জঙ্গলের মাথায় পৌঁছে', মেয়েটাকে বলল সে। 'কজওয়েটা ধরে এগিয়ো।'

'শডল—', অস্ফুট স্বরে ডাকল প্যাম। ওদের প্রতিটা সাক্ষাৎই এমন আকস্মিকভাবে শুরু এবং শেষ হয়েছে। আবার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা সববারই অপ্রতুল ছিল।

এবার কিছু বলতে চেয়েছিল প্যাম। বলতে গিয়ে থমকে গেল। উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। উত্তেজিত থাকায় ব্যাপারটা লক্ষ করল না শডল।

মেয়েটার বাহু ধরে জিনে চড়িয়ে দিল। লাগাম গোছাতে গোছাতে আবছা অবয়বটা দেখল প্যাম। স্তূপের মত দেখাচ্ছে কোঁকড়া চুলগুলো।

'যদি কখনো পালাতে হয়', বলল শডল। 'এই পথটা মনে রাখবে। উত্তরের কেয়ার্ন ছাড়িয়ে টেসটারভিস ট্রেইলটা ধরবে। পাইনের বনের একদম গভীর পর্যন্ত এগোবে। তারপর বাম দিকে বাঁক নেবে। এরপর খোলা এক টুকরো জমি দেখবে। ওখানে না পৌঁছান পর্যন্ত থামবে না।

'এবার', অধৈর্য গলায় বলল শডল। 'জলদি কর, প্যাম। ছোটো। একদম সময় নেই।'

বিদায়ের মুহূর্তে আশাব্যঞ্জক কিছু বলতে চেয়েছিল প্যাম। কিন্তু মুখটা বিশ্বাসঘাতকতা করল। এমন ক'টা কথা বেরোল, যা আদৌ

বলতে চায়নি সে।

'আমাদের সামনে পরাজয় ছাড়া কিছু দেখছি না, শড। যাই হোক, সাবধানে থাকবেন।'

উঠোন থেকে বেরিয়ে এল প্যাম। বাইরে আসতে মনে হল, এতক্ষণ ভারী নিশ্চিন্তে ছিল সে। এখন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সব। কিসের যেন হতাশা চেপে ধরতে চাইছে। ইচ্ছে হল, আবার ছুটে গিয়ে শডলের উঠোনে ঢোকে।

কালি মাখান অন্ধকার গাছের গায়ে। পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। তারার ঝিকিমিকি সেখানে।

আনমনা হয়ে পড়েছিল প্যাম। হঠাৎ আঁতকে উঠল। রাশ টানল ঘোড়ার। নিচে প্রাকৃতিক এরিনাটা দেখা যাচ্ছে। সংকীর্ণ ট্রেইলটাতে পা তুলে দিয়েছে ঘোড়াটা। বশে আনতে বেগ পেতে হল। বহু কষ্টে কজওয়েতে নামাল সেটাকে।

কিন্তু ধস্তাধস্তির আওয়াজটা প্রচণ্ড শোনাল। নিস্তব্ধ রাত বলে স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে শুনিয়েছে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল প্যাম। গোটা পাউডারের সবাই শুনেছে শব্দটা, ওর মনে হল। কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়া হাঁকাল। এক মাইলের চার ভাগও যায়নি, আবার থামতে হল।

এসে পড়েছে মণ্ডারসের দল। পাথুরে জমিতে সাবধানী খুরধ্বনি। প্যামের প্রায় সামনে দিয়ে গেল তারা। স্রেফ মূর্তি বনে বসে রইল মেয়েটা। শক্তহাতে লাগাম ধরে আছে। ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল ওরা। নড়ল না প্যাম। শডলের বাথানের দিকে কান। তার আনা সংবাদে কোন লাভ হল কিনা শডলের—জানতে চায়।

কিন্তু টেডের সাথে ঠোকর লাগার মানে জানে সে। জানে বলেই বেশিক্ষণ অপেক্ষার সাহস পেল না। দুঃসংবাদ দেরিতে শোনাই ভাল।

কদম চালে ঘোড়া ছোটাল প্যাম। অনেকক্ষণ কাটল। একসময় কিছু গুলির শব্দ শুনল যেন সে। শব্দগুলো এতই অস্পষ্ট যে সত্যিই শুনেছে কিনা ভয় হল। তবে অন্তত পরপর দুটো গুলির শব্দ শুনেছে সে। তারপর একনাগাড়ে অনেকগুলো।

এরপর ফের নীরবতা। ঘোড়ার পেটে জোরে খোঁচা দিল সে। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরতি পথ ধরেছে মণ্ডারস। ওকে পথে দেখলে আর রক্ষা নেই।

মেয়েটা চলে যেতে ঘুরে দাঁড়াল শডল। ছুটে ঘরে চলে গেল। একটা বাতি জ্বালল। ঠিক সামনের জানালায় রাখল বাতিটা। তারপর ফের উঠোনে ফিরল।

পোর্চের শেষ প্রান্তে পজিশন নিয়েছে মার্ক। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শডল। বার্ন থেকে উইলির গলা শোনা গেল। কণ্ঠে ভয়। হঠাৎ নীরবতায় ভীত হয়ে পড়েছে সে।

'কিছু ঘটেছে নাকি, শড?'

'ওখানেই অপেক্ষা কর, উইলি। আর কথা বলো না কোন। যাই ঘটুক, জায়গা ছেড়ে নড়বে না।'

হাঁটু গেড়ে বসে ছিল মার্ক। উঠে দাঁড়াল। মৃদু চাপড়ে ধুলো ঝাড়ছে ট্রাউজারের।

'মেয়ে জাতটা', ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল সে। 'গ্লোবের বিরাট জায়গা

জুড়ে রেখেছে। তাতে লাভটা কি হল?' নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিল আবার। 'কিচ্ছু না। সেজ ঝোপ যেমন আছে, তেমনি ওরাও আছে। আগাছা হয়ে। তবে ঝোপঝাড়ের উপকারিতাও কম নয়। কিছু না হোক, মাঝে-মধ্যে আড়াল দেয় বটে।'

'মেয়েটার কপালে', আপনমনে বলছে শডল। 'দুঃখ আছে। ওই কয়োটটা ওর ট্রাস্টি—ভাবতে পার মার্ক?'

ভাবনা-চিন্তার ঝামেলায় জীবনে কমই গেছে মার্ক। এবারও গেল না।

'এতে ভাবাভাবির আবার কি দেখলে তুমি?' বিরস কণ্ঠে বলল। 'মেয়েটার মুখেই তো শুনলাম...'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল মার্ক। ঘুরে দৌড় লাগিয়েছে শডল। গাছের আড়ালে হালকা শব্দ শুনতে পেয়েছে সে।

পশুদের জল খাওয়ানর পাত্রটার কাছে পৌঁছল শডল। ওটার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখেছিল রাইফেল। তুলে নিল। তাকাল সামনের জঙ্গলটার দিকে।

সার বেঁধে বেরিয়ে এল তেরজন ছায়ামূর্তি। অন্ধকারে অনেক-গুলো পাহাড় চূড়া মনে হচ্ছে অশ্বারোহীদের। চুপিচুপি নয়। বরং হুঙ্কারে বাথান কাঁপিয়ে ছুটে এল ওরা। মহা তেজে সঙ্গীদের হুকুম দিচ্ছে একটা কণ্ঠ। রুক্ষ গরগর গলাটা চিনতে কষ্ট হল না শডলের। মণ্ডারস। খোলা জমিটাতে জড় হল ওরা। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল হামলাকারীরা। একদল বোলতার মত বাড়িটার দিকে ছুটে গেল। অন্যদল ঘুরে জলাশয়টার দিকে ছুটল।

ধীরে-সুস্থে গুলি করল শডল। লাগল কিনা জানে না। লোক-

টাকে পিছিয়ে যেতে দেখল কেবল। অকস্মাৎ সব গোলমাল থেমে গেল। সমস্ত উঠোন জুড়ে কেবল গুলির শব্দটা ভাসছে।

না, মিস্ করেনি শডল। ওর টার্গেটকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে দেখল। মুক্তি পেয়ে ছুটে পালাল পশুটা।

আবার শুরু হয়ে গেল কোলাহল। সেধে গায়ে বুলেট ঢোকাতে ছুটে এল একজন। উঠোনের ওধারে আরেকটা গুলির আওয়াজ হল। এদিকে শডলের সামনের লোকটাও গুলি ছুঁড়ছে। ঘোড়ার পানি খাওয়ানর পাত্রটার পানি ফুটতে লাগল গুলির তোড়ে। ঠাণ্ডা চোখে লোকটার তড়পড়ানি দেখছে শডল। বাঁধা না পেয়ে সাহস বেড়ে গেল বন্দুকধারীর। এগিয়ে এল আরো। ওকে নিজের দশ ফিটের মধ্যে আসতে দিল শডল। তারপর গুলি করল। জায়গা বেছে গুলি করেছে। কাজেই অপেক্ষা করতে হল না। সাথে সাথেই আরোহীশূন্য হল লোকটার ঘোড়াটা।

বার্নের ভেতর থেকে গুলি চালাচ্ছে বোনস। কিন্তু বেকায়দায় পড়ে গেছে তরুণ। অনভিজ্ঞ বলে নিজের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছে শত্রুদের। ফলে বেশ কয়েকজনের সাথে একা লড়তে হচ্ছে তার। সুবিধে হবে না বুঝে শডলের উপর আগ্রহ হারিয়েছে প্রতিপক্ষ।

বোনসের জন্যে চিন্তায় পড়ে গেছে শডল। সুযোগ পেয়ে সাহায্য করতে ছুটল।

প্রচণ্ড শব্দে কিছু ভাঙল দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে। মনোযোগ দিল না শডল। ওদিকে মার্ক আছে। বার্নের সামনের জটলা থেকে একজন অশ্বারোহী বিচ্ছিন্ন হল। চকিতে ঘুরল। তারপর ছুটে এল। শডলের প্রায় মুখের উপর বিস্ফোরণ ঘটাল একটা বুলেট। গাল

ঘেঁষে বেরিয়ে গেল সীসেটা।

আবার বিকট চিৎকার করল বোনস। শত্রুদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে। ঝড়ের বেগে গুলি চালাতে শুরু করল শডল। পড়িমরি ছুটল জটলার লোকগুলো। মুহূর্তে হালকা হয়ে গেল ভিড়টা। তবে ওখানে দুটো লাশ ফেলে গেছে ওরা। একটা বোনসের গুলিতে গেছে। অন্যটা শডলের গুলিতে।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল সব। পেছনে হুড়োহুড়ির শব্দ শুনতে পেল না শডল। পুরো একটা বৃত্ত রচনা করে ঘুরল ও। গুলি বেঁধান যায়, এমন একটা টার্গেটও চোখে পড়ল না। কেবল ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ উঠল। তারপর একটা গুলির আওয়াজ। বোধ হয় ভরা বন্দুক বাথানে ফেরানর ইচ্ছে ছিল না কারো। টার্গেট ছাড়াই সেটা ফাঁকা করল তাই।

ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে বন্দুকবাজরা। পরাজিত এবং হতাশ। খানিকক্ষণ আওয়াজগুলো শুনল শডল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

'মার্ক?' ডাকল সে। 'উইলি?'

খুশি খুশি গলায় সাড়া দিল উইলি। ধীর চালে বেরিয়ে এল মার্কও।

ঘরের দিকে পা বাড়াল শডল। চিন্তিত পদক্ষেপ।

'এটাই প্রথম সরাসরি লড়াই, মার্ক।' গভীর স্বরে বলল সে। 'কপাল ভাল তাই বেঁচে আছি। কিন্তু ফুটো হয়ে গেছি। এবং ডুবছি।'

'ফুটো হয়ে গেছি! ডুবছি!' তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল মার্ক। 'মাথায় গোলমাল আছে নাকি তোমার? ভেগেছে কারা? ওরা, না আমরা?'

'ভেগেছে ওরাই, সেটা ঠিক। তবুও জিতেছে ওরা। এবং এই জমিটা এখন ওদের দখলে।'

'হিসেবটা ঠিক বুঝলাম না।' গম্ভীর স্বরে বলল মার্ক। 'কোন্ ধরনের অঙ্ক এটা, মিস্টার পণ্ডিত?'

স্কুলের পড়া শডল আর মার্ক—দু'জনেই শেষ করেছে। কিন্তু পড়ার নেশা নেই মার্কের। স্কুলে পড়ার সময়ও ছিল না। বই দেখলেই কাঁপুনি উঠত তার। কিন্তু শডলের স্বভাব তার ঠিক বিপরীত। পড়তে ভালবাসে শডল। অনটনের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা স্কুল ফাইনালের ওপর এগোয়নি। কিন্তু পড়া ছাড়েনি সে। পড়াটা তার নেশা। বই পেলেই পড়ে।

ওসব নেশার বালাই নেই মার্কের। তাই সুযোগ পেলেই শডলকে টিটকিরি দেয় সেজন্যে। পণ্ডিত বলে ঠাট্টা করে।

'আবার আসবে ওরা।' ঠাণ্ডা গলায় বোঝাল শডল। 'এর পরের বার পুরো বাহিনী আসবে। সেবার আর ভাগবে না ওরা। এখানে থাকলে আমরাও ভাগতে পারব না। বুলেট সেঁধিয়ে চিত হয়ে থাকতে হবে।'

নাক ঝাড়ল একটা ঘোড়া।

'এই মুহূর্ত থেকে যুদ্ধের কৌশল পাল্টাচ্ছি আমরা।' বলে চলেছে শডল। 'আর খোলা মাঠে সরাসরি যুদ্ধ নয়। ইণ্ডিয়ান কায়দা এবার। ঝটিকা আক্রমণ এবং পলায়ন। এক্ষুণি তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। চল।' ঘোড়ার দিকে এগোল শডল।

ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না মার্কের। কিন্তু প্রতিবাদ করল না। বরাবর প্রশ্ন ছাড়াই শডলের নেতৃত্ব মেনে নেয় সে। এবারও ব্যতি-

ক্রম ঘটাল না নিয়মটার।

দুই মিনিট পর বাথান ত্যাগ করল তিন ঘোড়সওয়ার। এক সারিতে ঘোড়া হাঁকাল তারা।

আট

কফির একটাই কেটলি এনেছে ওরা। সেটা থেকে কফি ঢালল মার্ক। বিন্দুবিন্দু ঘাম জমেছে মুখে। বাম হাতের চেটোয় মুছে ফেলল। তারপর চুমুক দিল কফির মগে।

'কে যেন বলেছিল', অনুযোগ করল সে। 'পেট খালি থাকলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। মিথ্যুকটাকে পেলে ফাঁসিতে ঝোলাতাম আমি। খালি পেটে কিছুতেই মাথা থাকতে পারে না। ঠিক কিনা?' সমর্থনের আশায় সঙ্গীদের মুখে তাকাল সে।

মোগলের একটা চূড়ায় লুকিয়েছে ওরা। চূড়ার ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খোঁড়ল। সেখানে বসে আছে শডল আর মার্ক। এই চূড়াটা থেকে সামনের বেশ খানিকটা এলাকা দেখা চলে। সেটাই ওদের এখানে ঘাঁটি গাড়ার কারণ।

পুব এবং পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে মোগলের বিশাল বাহু। মাথার ওপরে উঠেছে রাগী সূর্য। খরতাপে ঝলসাচ্ছে কপিশবর্ণ জমি। একটানা দূরে তাকিয়ে থাকলে ধাঁধা লাগে চোখে। দক্ষিণ আর উত্তরে দৃষ্টিপথ আড়াল করছে পাইনের বন। ফলে স্পারের ওপাশে কি হচ্ছে দেখার উপায় নেই। একই কথা খাটে টেসটারভিস

বাথানমুখি পথের ক্ষেত্রেও। সেখানে দৃষ্টি প্রসারে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উঁচু পর্বত সারি।

চিত হয়ে শুয়ে দূরে তাকিয়ে আছে শডল। সকাল থেকে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। বেলা একটার দিকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর। চঞ্চল হবার মতই একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে। ধুলো উড়ছে টি-এল বাথানের দিক থেকে। ধুলোর বিস্তার বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। কিছুক্ষণ থমকে থাকল ধুলোর মেঘটা। দুপুর তিনটের সময় বাথানের দিক থেকে আরো ধুলো উড়ল। থমকে থাকা মেঘটার সাথে যোগ দিল সেটা। তারপর গতিময় হয়ে উঠল মেঘটা।

একটু পরেই ধুলো ওড়ার কারণটা বোধগম্য হল ওর। অসংখ্য গরু তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে টি-এল রাইডাররা। এক ঘণ্টা সরাসরি এগিয়ে এল। তারপর পুবে বাঁক নিল। এর সামান্য ক্ষণই দেখা গেল পালটাকে। দ্রুত জঙ্গলের আড়ালে হারাল সেটা। বুঝল শডল, অবশেষে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে টেড লুইসের। টেসটারভিস বাথানে গরু ঢোকাতে যাচ্ছে সে।

ভুরু কুঁচকে পর্যবেক্ষণ করছিল মার্ক। পালটা অদৃশ্য হতে পলক ফেলল। তাকাল শডলের দিকে।

'আর লাফালাফি করে লাভ নেই, শড।' বিরস মুখে বলল সে। 'সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এই গরুর পাল। ঘণ্টায় তিন মাইল বেগে ছুটতে পারে গরু। একবার টার্গেটের উপর দিয়ে তাড়িয়ে নিতে পারলে—শেষ। যা বুঝেছি। ওই স্টিম রোলারটা আমাদের ওপরই চালান হবে।'

মাথা হেলিয়ে সায় দিল শডল। পশ্চিমে তাকিয়ে আছে সে। একজন রাইডারকে দেখা যাচ্ছে ওখানে। সতর্ক হয়ে উঠেছে শডলের দৃষ্টি। কিছু-একটা ঘটেছে। এবড়োখেবড়ো পথ ধরে এগোচ্ছে অশ্বারোহী। ইতি-উতি তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না শডলের। লোকটা নিজের উপস্থিতি লুকোতে চাইছে। আরো পশ্চিমে উজ্জ্বল রোদ অস্পষ্ট হয়ে আছে। কোন জিনিস আড়াল করেছে রোদ। ছায়াটা ওভাবেই থাকল। তারপর আবার রোদের উজ্জ্বলতা ফিরল। ইতিমধ্যে উধাও সেই অশ্বারোহী।

'টেড লুইস', মত প্রকাশ করল মার্ক। 'টেসটারভিসদের উপর আরেক হাত নেয়ার পাঁয়তারা কষছে।'

'এদিকে দেখে যাও।' উইলি বোনসের চিৎকার শোনা গেল।

সারাদিনে এই প্রথম মুখ খুলল ছেলেটা। ঢালের অপর পাশে স্থান নিয়েছে সে। ওদিকটা নজরে রাখছে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল শডল আর মার্ক। কিন্তু সময় নষ্ট করল না। দ্রুত খোঁড়লটা অতিক্রম করল। বোনসের পাশে পৌছল। তারপর নিচে উঁকি দিল।

ছ'জন রাইডার আসছে টেসটারভিস রোড থেকে। ওদের ঠিক নিচ দিয়ে পার হল লোকগুলো। তারপর দক্ষিণের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

'পাহারাদার।' বন্ধুদের বোঝাল মার্ক। 'এক্ষুণি আবার ফিরল বলে। টেসটারভিসদের শেষ শক্তি। তবে গরুর পাল দেখলে দ্বিগুণ জোরে ফের পালাবে ওরা।'

ভুল করেছিল মার্ক অগাস্টিন। অনেক—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল

ওরা। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেল থেকে সাঁঝ। গোধূলীর গোলাপী মায়ার সাজল প্রকৃতি। কিন্তু ফিরল না লোক ছ'জন। খামোকাই পথে তাকিয়ে থেকে ঘাড় ব্যথা করল ওরা।

অবশেষে উঠে দাঁড়াল শডল। খোঁড়লের ধার বেয়ে নেমে এল।

'সারাদিন কোনকিছুর অপেক্ষা করেছ তুমি। তোমার হাবভাবে তাই মনে হয়েছে। অস্থির লাগছিল তোমাকে।' বলল মার্ক। 'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছিলে?'

'একটা সুযোগ। এমন একটা সুযোগ যেটা কাজে লাগাতে পারব আমরা।' জবাব দিল শডল।

'কিন্তু পাওনি।'

'পাইনি।' স্বীকার করল শডল। 'কোন ধরনের লড়াইয়ে নেমেছি আমরা, সেটা তো তুমি জানই। নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' ঠোঁট গোল করে শিস্ দিল মার্ক। 'সুযোগ পেলেই টেডের লেজে কামড় বসাব। তারপর নিজের লেজ তুলে ভাগব। চোরাগোপ্তা লড়াই।'

হেসে ফেলল শডল। তারপর বলল, 'ঠিক তাই।'

'এবং', যোগ করল মার্ক। 'কলজে হাতে নিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করতে হবে আমাদের। আমরা যে পিছু হটব না, সেটা টেড জানে। নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবে সে। পারতপক্ষে আমাদের কোন সুযোগ দেবে না সে।'

'এত ভয়ের কিছু নেই।' শান্ত গলায় বলল শডল। 'একটা ভালকুত্তা বাহিনী আছে টেডের, জানি। তাতে আতঙ্কিত হবার তেমন কিছু নেই। ভাড়াটে গুণ্ডারা কেবল পাওনা বুঝে পেলেই কাজ

করে। পাওনা না মেটার সম্ভাবনা থাকলে মাঠে নামে না ওরা। তার চেয়ে বড় কথা, দল বেঁধে সরাসরি আক্রমণে অভ্যস্ত ওরা। ভাববে, আমরাও তাই করব। চোরাগোপ্তা আক্রমণে আলাদা আলাদাভাবে খতম হয়ে যাওয়াটা পছন্দ হবে না ওদের।'

'বুঝেছি', উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মার্ক। 'আড়াল থেকে আচমকা গুলি করে ঘাবড়ে দেব ওদের। ছত্রভঙ্গ হয়ে দলছুট হয়ে পড়বে। প্ল্যান ভুলে উল্টোপাল্টা ছোটাছুটি শুরু করবে। এবং নিজেদের সহজ টার্গেট বানাবে। তারপর···উহ্!' লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। 'মাথায় মগজ রাখ বটে তুমি, শড। তাহলে দেরি কেন? চল, রওনা হই।'

'আরো আছে।' মৃদু হাসল শডল। 'মাত্র অর্ধেকটা শুনেছ তুমি। ভাড়াটে হলেও মালিকের প্রতি সাধারণত বিশ্বস্ত হয় গানম্যানরা। কিন্তু টেড সে সুবিধেটা পাচ্ছে না। ওর মত হাড়কিপটে দুর্মুখকে একটা লোকও পছন্দ করবে না। তারপর কলজেয় সেঁধোবে বেমক্কা অ্যামবুশের ভয়। ব্যস্, পালানর প্রতিযোগিতায় নেমে যাবে ওরা।'

'রাজি।' গম্ভীর মুখে বলল মার্ক। 'আমার প্ল্যানটাই চুরি করেছ কিনা, ভাবছি। আমিও এই বুদ্ধিটাই করেছিলাম।'

'জানি', খোঁচা দিল শডল। 'ওটাই তোমার স্টাইল। আমার প্ল্যান শোনার পর বরাবরই অমন মনে হয় তোমার।'

মুখ বাঁকিয়ে অন্যদিকে ফিরল মার্ক।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দু'জনেই কিছু ভাবছে। একসময় নড়ে উঠল মার্ক। অধৈর্যভাবে ঘুরে তাকাল।

'শড, এভাবে গর্তে লুকিয়ে থেকে কোন ফায়দা করতে পারবে না। সামনে বন্দুক তাক করে বসে থাকবে। তারপর দেখবে, পেছন থেকে দিব্যি কাজ গুছিয়ে নিয়েছে ওরা। তখন কপাল চাপড়াতে গিয়ে দেখবে হাত খুঁজে পাচ্ছ না। ওটাও গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে ওরা। এর চেয়ে চল অ্যাকশনে নেমে পড়ি। এক্ষুণি।'

কাঁধ ঝাঁকাল শডল। 'বুঝলাম। কিন্তু গল্পটার যে আরেকটা লেজ বেরিয়েছে! এইমাত্র মাথায় এল সেটা।

'অ্যাকশনে নামতে চাইছ—নাম। উপত্যকা জুড়ে ঘোড়া ছোটাও। বুলেট খরচ কর। দু'একজনকে হয়ত মারতেও পারবে। মনে হয় না, শক্তি খরচ ছাড়া কোন লাভ হবে তাতে। একজনের বদলে দশজন গানম্যান ভাড়া করবে টেড। টাকার কমতি নেই ওর। ক'জনকে মারবে তুমি? তোমার দোষ নেই। কথাটা আমিই ভুলে গিয়েছিলাম। সৈন্য মরলে সিংহাসন খালি হয় না। ওটা খালি করতে খুন করতে হয় রাজাকে।'

'বাথানে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে তিনজন। টেড, মণ্ডারস আর টোলবার্ট। ওরাই পালের গোদা। একজনের অনুপস্থিতিতে আরেকজন হাল ধরবে। গোড়া আস্ত রেখে ডাল ছেঁটে কি লাভ?'

'হুঁ', কপালে ভাঁজ পড়ল তার। এতসব যুক্তি শুনে মাথা ধরেছে তার। 'তাহলে বলছ এখন আমরা···'

'সুযোগের অপেক্ষায় থাকব।'

'সারাদিন ধরেই তো তাই করলে। পেয়েছ একটাও?' চটে উঠল মার্ক।

'অথবা তৈরি করব।' যোগ করল শডল।

তেরছা চোখে বন্ধুর মুখে তাকাল মার্ক। 'তার মানে, কোন প্ল্যান মাথায় এসেছে তোমার। পেট হালকা কর।' দাবি জানাল সে।

চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল শডল। 'ভুল অনুমান করেছ। এখনো কিছু ঠিক করিনি আমি। তবে এখন একটু বেরোচ্ছি। টেস-টারভিসদের অবস্থাটা দেখে আসি। তোমরা এখানেই থাকছ। সব ডিম এক ঝুড়িতে রাখা বোকামি।'

দাঁত বের করে হাসল মার্ক। 'রাখলেও তেমন কোন ক্ষতি নেই। ভাঙবে না। পাউডারের রোদে সেদ্ধ করা এই ডিম তিনটে।'

খোঁড়লটা থেকে বেরোল শডল। ঘোড়ার লাগাম খুলে নিল খুঁটি থেকে। চড়ে বসল জিনের উপর।

'ফেরার সময়', পেছন থেকে চেঁচাল মার্ক। 'বারবিকিউ করা আধখানা গরু নিয়ে এস। আমার জন্যে চাইছি না। আমার পাক-স্থলীটার জন্যে চাইছি। বড্ড হাউমাউ জুড়েছে ওটা।'

শেষ গোধূলি একটানা ঘোড়া হাঁকাল শডল। তারপর সমতল রাস্তায় নামল ও। রাত নেমে এসেছে। আকাশে তারা। সরু গিরি-খাদগুলোয় ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা গিরিপথ ধরে এগোল ও একটু পর।

চারদিকে কেবল পাইন আর পাইন। জোর কদমে ছোটাল ঘোড়াটা। টেসটারভিস বাথান এখান থেকে আধঘণ্টার পথ।

ভ্রমণটা উপভোগ করছে শডল। সারাদিন উত্তেজনা চেপে বসে থাকায় অসুস্থ বোধ করছিল। টনিকের কাজ করছে এই ভ্রমণ।

মার্কের স্বভাব সংক্রমিত হয়েছে ওর মধ্যে। ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক সে। হুট করে পা ফেলা তার স্বভাবে নেই। কিন্তু আজ কেন যেন ধৈর্যের অভাব বোধ করছে। অথচ লক্ষণটা খুব খারাপ, সে জানে। বিপদে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ধৈর্যহীনতা।

সামনের পথটা পাইন বন থেকে তেরছাভাবে বেরিয়েছে। বহুদূর গিয়ে আবার একদঙ্গল পাইনের আড়ালে হারিয়েছে। ওই জঙ্গলটার পরই টেসটারভিস বাথানের সীমানা।

বাথানটাতে নিশ্চয়ই কড়া পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। টি-এল রাইডারদের পরবর্তী হামলা ঠেকানর ব্যবস্থা না নিয়েই পারে না ব্যাট।

সোজা পথ ত্যাগ করল শডল। বাঁক নিয়ে ঘুরপথে এগোল।

টিমটিমে আলো দেখা গেল। টেসটারভিস বাথানের আলো। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে শডল। আলো আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে না কেউ। ঢাল বেয়ে উঠোনের প্রান্তে দাঁড়াচ্ছে। অবস্থা তথৈবচ। কেউ নেই উঠোনে। কোথাও কিছু এমনকি নড়ছেও না।

দিন-রাতের সব সময়ে তৈরি থাকার নির্দেশ ছিল টেসটারভিস রাইডারদের। যে-কোন মুহূর্তে জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেজন্যেই ওই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ফলে উঠোনে জিন চড়ান ঘোড়া সবসময়ই বাঁধা থাকত। কিন্তু ঘোড়ার কোন চিহ্নও দেখা গেল না।

বহুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করল শডল। একটু বিভ্রান্ত বোধ করছে। হঠাৎ ওকে চমকে দিয়ে নীরবতাটা ভাঙবে, আশা করছে। দশ মিনিট কেটে গেল এরপরেও। নীরবতার কোন নড়চড় নেই। শেষে

বিরক্ত হয়ে উঠল সে। একটা ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

'হ্যালো হাউস।' চিৎকার করল সে।

শব্দ ছুটো প্রতিধ্বনি হয়ে ওর কাছেই ফিরে এল আবার। কোন জবাব এল না। ভাবনা গম্ভীর হল শডলের। তাহলে কথাটা ঠিকই। মারা গেছে মরগান। লোকটার মৃত্যুর অর্থ একটাই। মৃত্যু ঘটেছে টেসটারভিস বাথানেরও। মরগান ছাড়া আর কারো পক্ষে টেডের বিরুদ্ধে নেতৃত্বদান সম্ভব নয়।

আর দাঁড়ানর মানে হয় না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল শডল। চলল মাপা চালে।

কে জানে টেসটারভিস রাইডারদের ভাগ্যে কি ঘটেছে? ভাবছে শডল। ব্যাট টেসটারভিসের মতলবটা আঁচ করতে পারছে না ও। অবশ্য সেটা জানার খুব-একটা আগ্রহও নেই ওর। যা জেনেছে সেটুকুই যথেষ্ট।

বড় ভাইয়ের ইচ্ছের কানা কড়ির মর্যাদাও দেয়নি ব্যাট। উঠোনের বাইরে ঘাঁটি নেয়ায় আপত্তি ছিল মরগানের। কিন্তু ব্যাট ঠিক তাই করেছে। অশুভ লক্ষণ। মালিকানার প্রতীক ওই বাড়ি। ওটাকে যুদ্ধের দুর্গের যদি অনুপযুক্ত ভাবে ব্যাট—বুঝতেই হবে কপাল মন্দ তার। জমির মালিকানা হারিয়ে ফেলা সবচেয়ে নির্বুদ্ধিতা। তাছাড়া আরো একটা খারাপ দিক আছে। ছত্রভঙ্গ টেসটারভিস গানম্যানরা ফিরলে ওখানেই ঢুঁ মারবে। এবং শূন্য পাবে সেটা। ফলাফল আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আবার লুকোন আশ্রয়টাতে ফিরে চলল শডল।

যাবার সময় আলো ছিল দিনের। এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিঘ্ন-

সংকুল পথ। তার উপর কালি ঘোলা আঁধার। ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে পথচলা। কখন কোন আলগা পাথরে পা রাখবে ঘোড়া জানার উপায় নেই। তারায় আলোর সামান্যই হালকা হয়েছে অন্ধকার।

সাবধানে পাহাড়টার চূড়ায় উঠে এল শডল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে সামনে এগোল। চূড়ার মাথায় এসে থামল। এখান থেকে খোঁড়লটার দূরত্ব পঞ্চাশ গজ। মৃদু স্বরে মার্কের নাম ধরে ডাকল ও। কোন জবাব এল না। অবাক হল শডল। দ্রুত ঘোড়া ছোটাল। খোঁড়লটাতে প্রবেশ করল।

'মার্ক।' আবার ডাকল। ভারী সীসার মত নীরবতায় ডুব দিল ডাকটা। আশ্চর্য হল শডল। দ্রুত খোঁড়লের ও-মাথায় চলে গেল। সব ফাঁকা।

হতভম্ব হয়ে গেল শডল। ঘটনার এই নতুন মোড়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

হয়ত, ভাবল ও, পানির দরকার হয়েছিল ওদের। পাহাড়ের গোড়ার ঝরণায় গিয়েছিল তাই। টেসটারভিস রক্ষীরাও হয়ত তখন ফিরতি পথে ছিল। ভুল বোঝাবুঝির ফলে দু'দলের মধ্যে হয়ত সংঘর্ষ হয়েছে। রক্ষীরা দলে ভারী। আক্রমণে দিশেহারা হয়ে হয়ত লুকিয়েছে বোনস আর মার্ক। আরো একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। হয়ত খোদ টি-এল বাহিনীর সামনেই পড়েছিল ওরা।

নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছে শডল। এত 'হয়ত' আর 'যদি' ব্যবহারেও ফুলপ্রুফ করা যাচ্ছে না সম্ভাবনাগুলো। নিজেই উপলব্ধি করছে, উদ্ভট যুক্তি সাজাচ্ছে সে। পানির অভাব ঘটলে একজন

যাবে। বাকিজনের এখানেই থাকার কথা। দু'জন একসাথে সেক্ষেত্রে উধাও হতে পারে না। তাহলে কেবল একটা সম্ভাবনাই বাকি থাকে। টি-এল বাহিনী এখানেই আক্রমণ চালিয়েছিল।

সম্ভাবনাটা ভাবতে উজ্জ্বল হল শডলের মুখ। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। উপুড় হয়ে মাটিতে কান ঠেকাল সে। নীরব চারদিক। মাটিতে কান পেতে অনেক দূরের শব্দও শোনা সম্ভব। মোগলের কারনিসের ওখানে আস্তানা গেড়েছে টি-এল রাইডাররা। ওখানে কোন গোলমাল চললে সেটার আভাস পেতে চায় ও। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

এবার সত্যিই ভাবনায় পড়ল শডল। গেল কোথায় ওরা?

পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ বের করল। তারপর একটা পেনসিল। অন্ধকারেই কাগজটাতে লিখল শডল :

'আগামীকাল সকালে।'

এটা একটা মেসেজ। সঙ্গীদের জন্যে রেখে যাচ্ছে ও। শত্রুপক্ষের হাতেও পড়তে পারে কাগজটা। পরিষ্কার করে কিছু লেখেনি তাই। শব্দ দুটো থেকে কিছুই বুঝবে না টেডের লোকেরা। কিন্তু ওর বিশ্বাস, মার্ক বুঝবে।

হাতড়ে ছোট আকারের একটা পাথর বের করল। ওটার নিচে আধচাপা করে রাখল চিরকুটটা। ফলে চোখে পড়তে সময় নেবে না ওটা।

ঘোড়ার কাছে ফিরে এল শডল। চড়ল সেটার পিঠে। তারপর চূড়াটা থেকে নামতে শুরু করল।

খামোকা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করল ও। আসলে ট্র্যাক

গোপন করছে। বারবার একই ট্র্যাকের উপর ছাপ পড়ায় জটিল হয়ে গেছে ওর আসল ট্র্যাক। সহজে এখন আর কেউ বুঝবে না, কোথায় গেছে সে।

প্যামকে যে জমিটার কথা বলেছিল, সেখানেই যাচ্ছে ও। মোগলের কারনিসে উঠে এল। নিচের দিকে চোখ পড়ল। দেখল, আলো জ্বলছে ওর বাড়িতে। উঠোনের উপরও দপদপ করছে একটা লণ্ঠন।

থমথমে রাত। এটা মার্ক আর বোনসের অদৃশ্য হওয়ার আগের রাত। এই রাতেই শডলকে সাবধান করে দিতে গিয়েছিল প্যাম।

ফিরতি পথে রয়েছে প্যাম। প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়ার ভয় পাচ্ছে। কিন্তু কপাল ভাল কারো চোখে পড়ল না।

বাথানেও সবার অজান্তেই ঢুকতে পারল। দ্রুত ঘোড়া আস্তাবলে রেখে এল। সাপার খাওয়ার ঝামেলায় গেল না। সোজা বিছানায় উঠল। আতঙ্ক এখনো কাটেনি। যে-কোন মুহূর্তে টেড লুইসের ডাক পড়বে, আশঙ্কা করছে। সামান্য শব্দ শুনলেই রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে। বাড়ি কাঁপিয়ে সওয়ারদের দল ফিরল। ঘুমে তলিয়ে গেছে সে তখন। কিছুই টের পেল না। এমনকি টেডের অফিসে তুমুল বাকবিতণ্ডাও কানে ঢুকল না তার।

পরদিন সকালে সবার পরে ঘুম ভাঙল তার। ব্রেকফাস্টও সারতে হল সবার শেষে। ততক্ষণে সদলবলে বাথান ত্যাগ করেছে টেড লুইস। কেবল একজন পাঞ্চারকে উঠোনে দেখল প্যাম। আন-

মনে সময় কাটাচ্ছে সে। খড়ের স্তূপে কাঠের ছুটো দণ্ডে ল্যাসো পরানর প্র্যাকটিস করছে।

লোকটার আসল কাজ বুঝতে অসুবিধে হল না প্যামের। পাহারাদার। নজরবন্দি রাখা হয়েছে ওকে।

সাপার খেতে রাত একটু বেশিই হল। কারণ সূর্য ডোবার বেশ পরে ফিরেছে টেড। ওদের সাথে খাওয়ার উদ্দেশে দেরি করেছে প্যাম। কিন্তু হতাশ হতে হল তার। লোকগুলোর সাথে খেয়েও লাভ হয়নি।

সাধারণত খাবার টেবিলে আলাপ-আলোচনা করে টেড। সে-গুলো থেকে খবর জোগাড়ের উদ্দেশে ছিল প্যামের। কিন্তু আজ রহস্যময় আচরণ করল টেড আর তার সঙ্গীরা। অস্বাভাবিক নীরবতা পালন করল সবাই। বিশেষ করে টেড লুইস টু শব্দটিও করল না। সাপারের সময়ও স্থায়ী হল সামান্যক্ষণ। অন্য দিনের চেয়ে জলদি উঠে গেল সবাই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্যাম। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার এতক্ষণ।

দ্রুত নিজের কামরায় ফিরল সে। ভীতির হাত থেকে মুক্তি পেল না সেখানেও। একা হতে আতঙ্কটা জেঁকে বসল আরো।

অফিসে ঢুকেছে টেড লুইস। পার্টিশানের ওপাশ থেকে কথা-বার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। নিচু স্বরে আলাপ—তর্কাতর্কি—উচ্চস্বরে প্রতিবাদ—ধমক—সব তালগোল পাকিয়ে এখানে পৌঁছছে। হঠাৎ ভুল করে বসল একটা কণ্ঠ। ফিসফিস ছেড়ে জোরে কথা বলে উঠল। ক্রমেই বাড়তে লাগল স্বরের উচ্চতা। কোন কারণে রেগে

গেছে ঘরের মালিক। প্রতিবাদ করছে তুবড়ি ছুটিয়ে। কিন্তু ভুলটার ফল পেতেও দেরি হল না তার।

'গলা নামাও, উল্লুক কাঁহিকা।'

এ ঘরে বসেও টেডের গলা চিনতে পারল প্যাম।

সাথে সাথে সব চুপ। অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই। তার-পর মেঝেতে কারো পায়ের শব্দ উঠল। দরজা খুলল। বাইরে বেরোল। হল ঘরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

হৃদপিণ্ডের গতি থেমে যেতে চাইল প্যামের। জোর করে চিৎকার থামিয়ে রাখল। মুখে হাত চাপা দিল দ্রুত। ওর কামরার সামনেই থেমেছে পদশব্দ। সামান্য নীরবতা। তারপর দরজায় নক হল। খিল সরাল প্যাম। দরজায় দাঁড়িয়ে লেইক টোলবার্ট।

'তোমার চাচা, ম্যাম।' জানাল সে, 'কথা বলতে চাইছে তোমার সাথে।'

ফোরম্যান লোকটাকে ছ'চোখে দেখতে পারে না প্যাম। যদিও তাকে অপছন্দের যৌক্তিক কোন কারণ নেই। ভদ্রতা প্রকাশে কখনো ভুল হয় না টোলবার্টের। মণ্ডারসের মত দুর্বিনীত নয় সে। প্যামের সামনে পড়লেই হ্যাট খুলে সম্মান দেখায়। পাশে সরে আগে যাবার জায়গা দেয়। তবুও লোকটাকে অপছন্দ প্যামের। ভদ্রতাগুলোকে অতি বিনয় মনে হয় তার। মনে হয়, সারাক্ষণ কোন বদ মতলব আঁটছে লোকটা।

হল ওয়েতে পা রাখল প্যাম। ভয় তাড়ানর চেষ্টা করছে মনে মনে। সৌজন্য প্রকাশে ত্রুটি করছে না ফোরম্যান। মেয়েটার চেয়ে এক পা পিছিয়ে আছে।

'ওখানে কয়েকজন লোক আছে।' নিচু স্বরে বলল ফোরম্যান। 'ওদের উপস্থিতিতে নিশ্চয়ই অস্বস্তি বোধ করবে না তুমি।'

চট্ করে লোকটার মুখে তাকাল প্যাম। নির্লিপ্ত মুখ। কথা-গুলো সাধারণ সৌজন্য ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু প্যামের মনে, সুরটা ঠিক সৌজন্যের মত শোনায়নি। অন্যকিছু বোঝাতে চেয়েছে ফোরম্যান। তাছাড়া, খামোকা কথা খরচ টোলবার্ট করে না। আতঙ্কটা আরো ভারী হল প্যামের।

টেডের অফিসে ঢুকল সে। টেড আর সিড ছাড়া আরো তিনজন আছে কামরায়। প্রত্যেকের কোমরে পিস্তল ঝুলছে। বদখত নোংরা চেহারা।

দেয়ালের চারধারেই আলোর ব্যবস্থা কামরায়। শেড দেয়া ল্যাম্পগুলোয়। আলোর কমতি নেই ভেতরে। তবুও লোকগুলোর চেহারা আলোকিত মনে হল না প্যামের। থমথম করছে। সে ঢোকামাত্র আরো কয়েক পোঁচ কালি পড়ল সেগুলোয়। রূঢ় চোখে তার দিকে ফেরান প্রতিটা চোখ।

প্যামের পেছনে ঢুকল টোলবার্ট। মোলায়েমভাবে আটকে দিল কপাট। তারপর নিজের পছন্দের কোণে চলে গেল।

টেডের চাহনি ভাল লাগল না প্যামের। কেমন যেন অশুভ দৃষ্টি তাতে। অবশ্য টোলবার্ট ছাড়া সবার চোখেই ওই একই দৃষ্টি। নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল প্যাম। সন্দেহ নেই। যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটতে চলেছে।

'প্যামেলা রেজিন্যাল্ড', টেডের মুখে তার পুরো নাম শুনে টলে উঠল মেয়েটা। অনেক কষ্টে চেহারা স্বাভাবিক রাখল। শুধুমাত্র ক্ষিপ্ত

হলেই ওর পুরো নাম সম্বোধন করে টেড। 'গতরাতে তুমি কোথায় ছিলে?'

প্রশ্নটা আসবে জানত প্যাম। সারাদিন ধরে সেজন্যে প্রস্তুতও করেছে নিজেকে। তবু চমকাল। তবে সতর্ক ছিল বলে চমকটা গোপন রাখতে পারল।

এখন সবক'টা প্রশ্নের জবাবেই মিছে বলতে হবে ওর। কিন্তু সাবধানে। যদ্দুর সম্ভব সত্য বলাই মঙ্গল। টেড লুইসের সামনে মিছে বলে পার পায় কমজনেই।

'এখানে।' জবাব দিল প্যাম।

'সারা সন্ধ্যা?'

'প্রায়।'

'ওহ্, তার মানে বাইরে বেরিয়েছিলে তুমি। কোথায়?'

কামরার প্রত্যেকের মুখে ঘুরে এল প্যামের চোখ। ওর মুখে সেঁটে আছে ওই লোকগুলোরও চোখ। সেখানে সহানুভূতির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। এমনকি মেয়ে হিসেবে সাধারণ সৌজন্যটুকুও তার প্রতি অনুপস্থিত।

'দক্ষিণে গিয়েছিলাম। ঘুরতে।' টেডের ধূর্ত চোখে চোখ রাখল প্যাম।

'কতটা দক্ষিণে?'

'ঠিক জানি না। দু'তিন মাইলের মত হবে।'

'বাথানের বাইরে গিয়েছিলে তুমি! একা! তাও অত রাতে। উঠোন ছাড়তে পইপই করে নিষেধ করিনি তোমাকে? বলিনি, এই এলাকা অসম্ভব বিপজ্জনক?'

'হতে পারে এটা বিপজ্জনক এলাকা।' অসন্তুষ্ট স্বরে জবাব দিল প্যাম। 'কিন্তু তাতে আমার কি? আমি কারো কোন ক্ষতি করিনি। আমার উপর বিপদ আসবে কেন?'

'কারণ তুমি টি-এল বাথানের একজন।'

'না।' ঝট করে মাথা উঁচু করল মেয়েটা। 'আমি টি-এলের একজন নই। এখানে কিছু সময়ের জন্যে থাকছি, ব্যাস।'

চোখের কোণ কুঁচকে গেল বাথান-মালিকের। 'তেজ আছে।' মন্তব্য করল সে। কপালে আরো ভাঁজ যোগ হল তার।

'কিন্তু এত তেজ কোত্থেকে আমদানি হয় সেটা আ...' থেমে গেল সে। দু'আঙুলের ফাঁকে একটা পেনসিল নাড়ছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল প্যাম। এভাবে তড়পে উঠে ভুল করল কিনা সে, ভাবছে।

'বলতে চাইছ উত্তর দিকে যাওনি তুমি? শডল ইয়াঙ্গের বাথানের দিকে?' আচমকা প্রশ্ন করল টেড। মুখ তোলেনি। পেনসিলটা আগের মতই নাড়ছে।

উদ্দেশ্য পূরণ হল না বাথান-মালিকের। মেয়েটাকে হকচকিয়ে দিতে চেয়েছিল। ফলে, নিজের অজান্তেই সত্য কথা বলে ফেলত প্যাম। কিন্তু তৈরি ছিল মেয়েটা। নিপুণভাবে এড়িয়ে গেল ফাঁদটা।

'না।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সে।

সরু গলাটা কচ্ছপের মত সামনে বাড়াল টেড। কুতকুতে চোখ আরো সরু করে ফেলেছে। কদর্য সন্দেহ ফুটেছে সেখানে। সেদিকে চোখ পড়তে জোর করা সাহসটুকু উবে যেতে চাইল প্যামের।

'দুটো প্রশ্নের ব্যাখ্যা দরকার আমার।' বলল টেড। 'এক,

আমার অনুমতি ছাড়া অতরাতে বেরোলে কেন তুমি? এবং দুই, এত নিঃশব্দে গেলে কেন যে কেউ টের পেল না?'

'কি করছি সেটা লুকোনর কোন চেষ্টা করিনি আমি।' অবাক হয়ে নিজের অকম্পিত কণ্ঠ শুনছে প্যাম। 'কেউ যদি না লক্ষ করে সে দোষটা আমার নয়।'

'রাস্তায়ই থেকেছিলে? নাকি আশেপাশে কোথাও গিয়েছিলে?'

'কোথাও যাইনি।' শান্ত স্বরে বলল প্যাম। 'রাস্তায়ই ছিলাম।'

সারা পথে অসংখ্য ঘোড়ার ট্র্যাক। ওর মধ্যে বিশেষ কোন একটা চিহ্নিত করা অসম্ভব। তাই জোর গলায় জবাব দিতে দ্বিধা করল না।

'ক'টার সময় বেরিয়েছিলে?'

'ঘড়ি দেখিনি।'

যেন কথার কথা বলছে, এমনভাবে জানতে চাইল টেড, 'আমার অফিসে কথাবার্তার পরে না আগে? কি মনে হয় তোমার?'

বুদ্ধির খেলায় চাচাকে এক ধাপ টপকে গেল ভাতিজী।

'ঠিক মনে করতে পারছি না।' ভুরু কুঁচকে চিন্তিত সুরে বলল সে। 'কতক্ষণ কথা বলছিলে তোমরা?'

চেয়ারের পেছনে হেলান দিল টেড লুইস। চেহারায় হালছাড়া ভাব ফুটে উঠেছে। শয়তানি ভরা চোখ দুটো সিড়ের দিকে ফেরাল।

বন্দুকবাজের গলা কামান দাগার আওয়াজ তুলল। তবে বোঝা গেল, পাগল হলেও সেয়ানা পাগল সে। সরাসরি কাউকে আক্রমণ করল না। কিছু আইনের জ্ঞানও আছে হয়ত। অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ এখনো প্রমাণ হয়নি, খেয়াল রেখেছে।

'কেউ-একজন মিছে বলছে।' ক্ষ্যাপা গলায় চেঁচাল সে। 'শডলের কানে আমাদের প্ল্যান পৌঁছে দিয়েছে কেউ। জান বাজি রেখে বলতে পারি। সোজা পাতা ফাঁদে গিয়ে ঠ্যাং ঠুকিয়েছি আমরা। বেঘোরে খুন হয়ে গেছে পাঁচটা লোক। টেড, বেঈমান আছে তোমার বাথানে।'

'হুম।' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল টেড লুইস। তবে ওর স্বরটা একটু অনিশ্চিত শোনাল।

'যুক্তি আছে তোমার কথায়। তবে এমনও তো হতে পারে, আক্রমণের সম্ভাবনা আগেই আঁচ করেছিল শডল। তাছাড়া, সকালে অ্যান্টিলোপে ওকে শেষ করতে চেয়েছিলে তুমি। সন্ধ্যেয়ই সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি শডল। ফের চেষ্টা করবে তুমি, সেটা আশা করাই যৌক্তিক ওর পক্ষে।'

এত সহজে সন্তুষ্ট হবার বান্দা সিড মণ্ডারস নয়।

'এসব খোঁড়া যুক্তিতে কাজ হবে না, বস।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। তারপর গোপন বেলুনটা ফাটাল।

'ওখান থেকে ফেরার সময় রাস্তায় ধুলোর গন্ধ পেয়েছি আমরা। পুরোটা পথ আমাদের সামনে ধুলো উড়ছে। অর্থাৎ আমাদের মাত্র কয়েক মিনিট আগে বাথানে ঢুকেছে কেউ। জান বাজি চীফ, একটা সাপ আছে এই গর্তে।'

মণ্ডারসের কথা শুনছিল সবাই। এবার সবক'টা মাথা ঘুরে গেল। প্যামের মুখে স্থির হল চোখ। বিষাক্ত দৃষ্টি। মেয়েটার মনে হল, ঢলে পড়ে যাবে সে।

হাঁসের মত লম্বা গলাটা আরো লম্বা করল টেড। কুৎসিত

দৃষ্টিতে তাকাল।

'সুযোগ পেলে', হিসহিসিয়ে বলল সে। 'এমন একটা ট্রিক খাটাতে ছাড়বে না তুমি, জানি। টি-এলের প্রতি কোন মমতা নেই তোমার। কাজেই যদি ভাবি, শডলের কানে মধুর বাণী পৌঁছতে সে রাতে···'

গলা খাকারি দিল লেইক টোলবার্ট। এতক্ষণে মুখ খুলল সে।

'মেয়েটা ঠিকই বলেছে, চীফ।' মসৃণ স্বরে বলল সে। 'ওকে বার্ন থেকে বেরোতে দেখেছি আমি। দক্ষিণ দিকে রওনা দিয়েছিল ও। ভঙ্গিটা উদ্দেশ্যহীনই মনে হয়েছে আমার। তাছাড়া, ওকে ফিরতেও দেখেছি আমি। আধঘন্টা পরেই ফিরেছিল।'

এবার সবার মনোযোগের কেন্দ্র হল ফোরম্যান। অবশ্য প্যাম বাদে। আগের চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছে এখন সে। টোলবার্টের উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারছে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ফোরম্যানের চোখে স্থির হয়ে আছে টেডের দৃষ্টি। বিজাতীয় ঘৃণায় কুঁচকে গেল মণ্ডারসের মুখ।

'তুমিই সেই লোক, লেইক', আক্রোশে ফেটে পড়ল বন্দুকবাজ। 'যে আমাকে ওভাবে আক্রমণ করার বুদ্ধি দিয়েছিল। বলেছিলে, সরাসরি উঠোনে ঢুকে পড়তে। তারপর শডলকে চমক দিয়ে কব্জা করতে। বলনি?' চ্যালেঞ্জ করল সে।

'বলেছি।' মাথা দোলাল ফোরম্যান। 'কারণ তোমার জায়গায় থাকলে ···।'

বিরক্তি প্রকাশ পেল টেডের গলায়। 'টোলবার্ট, ঠোঁটে কি কুষ্ঠ হয়েছিল তোমার? আগেই মুখ খুললে না কেন?'

'নিজেকে খালাস করছিল মেয়েটা।' নির্লিপ্ত স্বরে জানাল ফোরম্যান। 'খামোকা কাউকে সাহায্য করা আমার পছন্দ নয়।'

'ভাল কথা। তাহলে আবার যেচে মুখ খুলতে গেলে কেন?'

'মাঝে-মধ্যে দু'একটা পরোপকার স্বাস্থ্যকর অভ্যেস।'

টেড লুইসের দিকে তাকিয়ে আছে প্যাম। ফোরম্যানের দিকে তাকানর সাহস পাচ্ছে না। সামান্য ক'টা কথায় লোকটা বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। কিন্তু এখনো ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে সে। আচমকা টোলবার্টের সাক্ষ্যে তার চমকানর কথা ছিল। সেজন্যে কথা শুরুর আগে কেশেছিল ফোরম্যান। ফলে প্যামের উপর থেকে মনোযোগ সরে গিয়েছিল সবার। এবং প্যামের কেঁপে ওঠা চোখ এড়িয়েছে তাদের।

একটা অযাচিত দান। স্বস্তি পাচ্ছে না প্যামেলা। উল্টো টোলবার্ট একটা ভ্রান্ত বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে তার কাছে। এমন ভাল মানুষের ভূমিকায় ফোরম্যানকে মানায় না। মতলবটা কি লোকটার?

'ক'টার সময়ের ঘটনা এগুলো?' প্রশ্ন করল টেড লুইস।

'মগুারসের রওনা হবার পরের।' জানাল টোলবার্ট।

চোখ দুটো ছোট ছোট হল টেডের। চেহারার ভাব আরেকটু গম্ভীর হল।

'তুমি বলছ আধঘন্টা পরেই ফিরেছিল প্যাম। আর সেটা তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। ঠিক?'

'ঠিক।'

ফাঁদটা কোথায় বোঝার চেষ্টা করল প্যাম।

আরেকটু সামনে ঝুঁকল বাথান-মালিক। 'সেটা কিভাবে সম্ভব লেইক? সে সময় সাপার সারছিলে তুমি। এবং আমি নিজে ছিলাম তোমার সাথে।'

'মিনিট বিশের বেশি টেবিলে ছিলাম না আমি। বাইরে আসতে দেখলাম মেয়েটা ফিরেছে।'

'কোথাও একটা ভজঘট হচ্ছে, চীফ।' কঁকিয়ে উঠল মগুারস। 'ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি আমি। সাপ ঢুকেছে তোমার সাধের বাথানে।'

'কথাগুলো', বরফ শীতল গলায় জানতে চাইল টোলবার্ট। 'নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশে বলছ না?'

ফোরম্যানের স্বরহীন কণ্ঠ ভীত কাঁপিয়ে দিল মগুারসের। মুঠো পাকিয়ে মতামত জাহির করছিল। আপনা থেকেই নেমে এল উদ্ধত হাত দুটো।

'জিভটা একটু সাবধানে নাড়াও, সিড।' একই কণ্ঠে পরামর্শ দিল টোলবার্ট। 'কবরখানা বেশি দূরে নয়।'

ফোরম্যানের পাথুরে মুখ ছুঁড়ছে টেডের চোখ। হতাশ হতে হল তাকে। কোন ভাব নেই মুখটাতে। কখনো থাকে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'প্যাম', বলল টেড লুইস। 'নিজের কামরায় যাও। আর আমার অনুমতি ছাড়া উঠোন পেরোবে না।'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। দরজার দিকে এগোল। ভুলেও ফোরম্যানের দিকে তাকাল না। দরজা খুলে বাইরে পা রাখল। ভেজিয়ে দিল কপাট।

অমনি নাটকের ড্রপসীন পড়ল যেন কামরার ভেতর। তুমুল

বেগে কথা শুরু হয়ে গেল। ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে গেল এতক্ষণের নীরবতা। কে কি বলছে কিছু বোঝার উপায় নেই।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে কামরায় ফিরল প্যাম। টোলবার্টের কথা মনে হলেই কাঁপুনি বেড়ে যাচ্ছে আরো।

মেয়েটা বেরোতে মণ্ডারসই প্রথম ফেটে পড়ল।

'বস', তেড়ে উঠে বলল সে। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে সব কাজ শেষ তোমার। তেমন যদি ভেবে থাক, ভুল করছ। এখনো গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছে শডল।'

'তোমার হাওয়ায় কমতি পড়ছে বুঝি তাতে।' ঠেস দিল টোলবার্ট।

'ঘাড়ে মাথা আছে এমন কারো সাধ্য নেই আমার পথ মাড়ায়। সাহস থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারে কেউ। স্রেফ দু'হাতে কল্লা টেনে ছিঁড়ে ফেলব তার।' কাজটা কিভাবে সারা হবে অভিনয় করে দেখাল বন্দুকবাজ।

ভাবলেশহীন চেহারায় ক্রোধ দেখা দিল টোলবার্টের। রুক্ষভাবে ধমক মারল, 'তাহলে বাকোয়াজ বন্ধ কর। এটা কুস্তির আখড়া নয়। পেশী অন্য জায়গায় গিয়ে ফুলিয়ো।'

পিনপতন নিস্তব্ধতা নামল কামরায়। রক্ত উঠে এসেছে মণ্ডারসের সমতল মুখে। ফুলে উঠল নাকের ফুটো। মুগুরের মত দেখাচ্ছে পাকান মুঠো দুটো।

চেহারায় আবার সেই নির্লিপ্ত ভাব ফিরে এসেছে টোলবার্টের। দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে। পরিচিত শিথিল ভঙ্গি।

ক্রোধে উন্মাদ মণ্ডারসের চোখ সেই শীতল মূর্তিতে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ছোবল খেল যেন। পাকান মুঠো খুলে গেল আপনা-আপনি। গর্জনই সার হল তার। বর্ষণ আর হল না। চুপসে গেছে মনে মনে। ফলে অটুট রইল অফিস কামরার নীরবতা।

'হচ্ছেটা কি, শুনি?' ধমকে উঠল টেড লুইস। 'এত ঠেলাঠেলি কিসের। মনে হচ্ছে, টি-এল বাথানের এত জায়গায়ও কুলোচ্ছে না তোমাদের। দু'জনেই গলাবাজি বন্ধ কর। আমার সামনে ওসব বরদাস্ত করব না।'

'প্রতিবার শডলের হাতে আহাম্মক বনতে রাজি নই আমি।' উষ্মাভরে জানাল বন্দুকবাজ।

'তেমন অনুরোধ তোমাকে করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' টিপ্পনী কাটল টেড লুইস। 'মাথা পাগলা ষাঁড়ের মত ঘোতঘোত করছ কেন? আমার তো ধারণা, চমৎকার এগোচ্ছি আমরা।'

'চমৎকার এগোচ্ছি!' অবাক দেখাল বন্দুকবাজকে। 'শডলের আঙুল এখনো ট্রিগারেই রয়ে গেছে।' স্মরণ করাল সে। 'ওটা ছেটে ফেলা হয়নি, ভুলে গেছ? তারপর ব্যাট টেসটারভিস। কোথায় সে?'

'ব্যাটের চিন্তায় ঘুম হারামের দরকার নেই।' উপদেশ দিল বাথান-মালিক। 'কোন সমস্যাই নয় সে। যা চেয়েছি ঠিক তাই করতে যাচ্ছে ও। মাথায় ঘিলু থাকলে কিছুতেই বাথান ছেড়ে নড়ত না। সেটা না করে উল্লুকটা জঙ্গলে সেঁধিয়েছে। লড়ুয়ে দল বানাচ্ছে। প্যারেড করছে কয়েকটা কাউহ্যাণ্ড নিয়ে। ক্যাভালরি।'

'এমন ঘোর উন্মাদের কাছে মানুষ তো ভাল একটা গরুও থাকবে না। আগামীকাল সকালে টেসটারভিস সীমানায় খুঁটি

পুঁতব আমরা। তাহলে', সরু চোখে গানম্যানের দিকে তাকাল সে। 'তোমার সমস্যাটা কোথায়, সিড? সব হাতে পেয়েও হায় হায় করছ কেন?'

'না মারলে ওই শালা আমাকে যমের ঘরে পাঠাবেই।'

'ওই শালা! ওহ্ শডল! অবশ্যই পাঠাবে।' মুখের উপর জবাব দিল বাথান-মালিক। তিক্ত কণ্ঠ। 'পাঠানই উচিত। ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তুমি একটা প্রতিভা, সিড। পুরস্কার দেয়া উচিত তোমাকে। কোন লোক যে এতবার ব্যর্থ হতে পারে, জানা ছিল না। একটা মাত্র মানুষ। তাকে খুন বা দেশ ছাড়া করতে কত লক্ষ সুযোগ লাগবে তোমার?'

'তাছাড়া', সুর নরম করল টেড লুইস। 'টেসটারভিসদের ঝামেলা শেষ। এখন কেবল শডলকে সরান বাকি। বেতন বেশি হয়ে গেছে তোমার। মনে হচ্ছে আমার, বসে খেয়ে গায়ে চর্বি জমেছে তোমার। ধার কমে গেছে।'

কথায় আছে, শরীর ভারি হলে মাথাটা খালি হয়। অর্থাৎ বিশালদেহী লোক প্রায়শ বুদ্ধিহীন হয়। কথাটা মিথ্যে প্রমাণ করল মণ্ডারস। অসাধারণ একটা অনুভূতি শক্তির পরিচয় দিল।

'এমনকি', ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করল সে। 'পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও আমার নেই। পিছু ধাওয়া করবে শডল। ইন্ডিয়ানদের মতই ধূর্ত ব্যাটা। অ্যাপাচিদের চেয়ে দক্ষ ট্র্যাকার। আর শকুনের ধৈর্য। ওকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়।'

'তাছাড়া, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। সবকিছু খোলাখুলি হয়ে গেছে। ওকে অ্যামবুশ যে আমিই করেছিলাম সেটা বুঝে

নিয়েছে। এখন জান থাকতে আমার শিকড় না উপড়ে ছাড়বে না ও। এখন হয় ও আমাকে উপড়াবে। নয়ত আমি উপড়াব ওকে। এর মাঝামাঝি আর কোন পথ নেই।'

একটু থামল সিড। জোরে জোরে শ্বাস টানল। প্রতিহিংসায় ভয়ানক হয়ে উঠেছে মুখটা।

'বিশ্বাস কর টেড, ওই মেয়েটা তোমার ধ্বংস আনবে। যদি তোমার ভরাডুবি হয়, ওর কারণেই হবে। একটা-কিছু কর ওকে।'

ধীরে-সুস্থে মাথা দোলাল টেড লুইস। মোটা ঠোঁট দুটো এক-দিকে বেঁকে গেছে। হাসছে।

'করব।' বলল সে।

'কি করবে?' অনেকক্ষণ পরে কথা বলল টোলবার্ট।

'বিয়ে।' জানাল বাথান-মালিক। পরমুহূর্তে শরীর দুলিয়ে খিঁক্ খিঁক্ করে হেসে উঠল।

সেধে তিন বছরের বেতন অগ্রিম দিচ্ছে টেড লুইস, সেটা দেখলেও এত অবাক হত না ওরা। অবিশ্বাস ভরে তোবড়ান মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল পাঁচজন। বিমূঢ়।

ওদের বাক্যহারা দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেল টেড লুইসের। চট্ করে হাসি থামিয়ে ফেলল।

'ভেবেছ', টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠল সে। 'রাজি হবে না মেয়েটা? জোসেফের কিড়ে, রাজি হবে ও। রাজি করাবার কায়দা জানা আছে আমার।'

দীরপায়ে পোর্চে চলে এল ফোরম্যান। একটা প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে উঠেছে তার চোয়াল।

নয়

ঘোড়ার রাশে সামান্য টান দিল শডল। গতি ধীর হোক। তবু নৈঃশব্দই ওর কাম্য। টি-এল বাথান এখন মাইলখানেক দূরে। তবু সাবধানতায় ঘাটতি পড়তে দিতে রাজি নয় সে। অতীতে সতর্কতাই বহুবার প্রাণ বাঁচিয়েছে ওর। অহেতুক ঝুঁকি নেয় বোকারা। কথাটা সেই ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে শডল। বিশ্বাসও করেছে।

কান খাড়া করে আছে শডল। সামান্যতম শব্দও কান এড়াক সেটা চায় না ও। দূরে দেখা যাচ্ছে বাথানের আলো। অন্ধকারের পর্দায় লুপহোল বানিয়েছে আলোর বৃত্তগুলো। বাতাসে জোর নেই। তবু পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসছে।

আলোর বৃত্তে নজর বোলাল শডল। নাহ্, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাটা আড়াআড়ি পেরোল ও। টেড লুইসের বাথানের পুব দিকে রয়েছে সে। রাস্তা ছেড়ে নিচে নামল। একটা বড় খোঁড়ল মত আছে এখানে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ওখানেই বেঁধে রাখল পশুটা। তারপর রাস্তা পেরোল আবার।

টেড লুইসের বার্নের চৌকোণ কাঠামো দেখা যাচ্ছে। প্রধান বিল্ডিংটা ওটার প্রায় সাথেই। ক্রল করে এগোল শডল। বার্নের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

এই বাথানের নকশা শডলের ভালই জানা। বাড়িগুলোর কোনটা কি কাজে ব্যবহার হয়, তাও জানে। ধৈর্যের সাথে সবগুলো

বাড়ির ওপর নজর বোলাচ্ছে ও।

লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছে বাথান। কিন্তু ফাঁকিটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি শডলের। বাথানের চেহারা জমজমাট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও বাঙ্ক হাউসগুলো থেকে আওয়াজ কমই হচ্ছে। কাউপাঞ্চারদের স্বাভাবিক হৈ-হল্লার নিদারুণ অভাব। অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছে টি-এল কোয়ার্টারগুলোয়। পুরো এলাকায় খালিখালি ভাব। কারণটা শডলের অজানা নয়। টি-এল রাইডাররা প্রায় সবাই এখন মোগলে। খানা-খন্দে পজিশন নিয়ে আছে তারা। টেড লুইসের দখল পোক্ত করছে।

প্লাজার পরে প্রধান বাড়িটা। হাতের বাম দিকে। হাট হয়ে আছে অফিসের দরজা। বিশাল ডেস্কটা দেখা যাচ্ছে খোলা দরজা পথে। ডেস্কের মালিকও সেটার পেছনেই রয়েছে। দূর থেকেও টেড লুইসকে চিনতে ভুল হল না শডলের। ঘরে আরো লোক আছে, বুঝল শডল। যদিও টেড ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে সেটা। হাত নেড়ে কাউকে কিছু বোঝাচ্ছে। কান পাতলে অপর লোকটার গলাও শোনা যাবে হয়ত। হঠাৎ অফিস থেকে বেরোল একজন। মাথা নিচু করে বসে পড়ল শডল। পরবর্তী পদক্ষেপের হিসেব কষায় মন দিল।

আসলে টি এলে আসার কোন ইচ্ছে ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সেটা থাকার কথাও নয়। কিন্তু সারাটা দিন অস্থিরতায় ভুগেছে ও। একটা সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছে। পাহাড়ের সেই খোঁড়লে মার্ক বা কোলম ফেরেনি আর।

সারাটা দিন একটা বিশেষ চিন্তা কুড়ে খেয়েছে ওকে। চিন্তাটা

প্যামেলাকে নিয়ে।

টেড লুইসকে এই ক'দিনেই চিনে ফেলা মেয়েটার কম্ম নয়। অথচ তাই ভাবছে প্যাম। টেডের ভংকরত্ব এখনো ঠিকমত আঁচ করতে পারেনি। নিশ্চিন্তে আছে তাই। টেডের চেয়ে একটা কয়োটের সাথে এক ছাদের নিচে থাকা নিরাপদতর। যা চায় তা পেয়ে অভ্যস্ত টেড লুইস। সারা জীবন তাই পেয়ে এসেছে। পেয়ে পেয়ে জিভ বেড়ে গেছে তার। এখন আর ভাবনা-চিন্তার ধার ধারে না। পছন্দ হলেই চেয়ে বসে যে-কোন জিনিস। সুতরাং বিপদে আছে মেয়েটা।

ওর জন্যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছে মেয়েটা। জানাজানি হলে টেড মেয়ে বলে খাতির করবে না তাকে। বরং পুরুষের সমান শাস্তিই জুটবে প্যামের কপালেও। ভাগ্য মেয়েটাকে শডলের পথে ঠেলে দিয়েছে। এক হয়ে গেছে ওদের পথ। তাছাড়া, একটা প্রশ্নের জবাবও জানা দরকার শডলের।

প্রায় অপরিচিত সে প্যামের কাছে। মুখ চেনা এক যুবকের জন্যে এতবড় ঝুঁকি নিতে গেল মেয়েটা? প্রশ্নটার একটা জবাব অনুমান করতে পেরেছে শডল। বিশ্বাস করতে ভরসা পায়নি। দিবাস্বপ্ন মনে হয়েছে।

যাই হোক, সব চিন্তার শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ও। টেডের কব্জা থেকে সরিয়ে আনা দরকার প্যামকে। ভয়ানক বিপদে আছে মেয়েটা।

যথেষ্ট এগোন হয়েছে, ভাবল শডল। তারপর জল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চমকে উঠল সাথে সাথে। চট্ করে সেঁটে গেল বার্নের

পাশে। মেইন হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা লোক।

উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটা দিল লোকটা। বার্নের পেছনে চলে গেল একটু পরে। চাপা স্বরে কথার আওয়াজ ভেসে এল সেখান থেকে। খানিক বাদে বেরিয়ে এল দু'জন পাঞ্চার। ওর সামনে দিয়ে গেল তারা। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল শডল। বাঙ্ক হাউসগুলোর দিকে যাচ্ছে লোক দু'জন।

সুযোগ চিনতে ভুল হল না শডলের। দ্রুত বার্নের দেয়ালের পাশে সমান্তরালভাবে চলতে শুরু করল। উঠোনটা বাইরে যাওয়ার রাস্তার সাথে মিশেছে প্লাজার কাছে। প্লাজা আর শডলের দূরত্ব এখন এক শ' ফিট। বাঙ্ক হাউসগুলোর দিকে তাকাল। কাউহ্যাণ্ড দু'জনকে দেখতে পেল না কোথাও।

অর্ধেক পথ এগোতে একটা ঘোড়া দেখল। পোর্চের শেষ প্রান্তে দাঁড়ান। এবং সেটার পেছনে আরো ছ'টা ঘোড়া। জিন চাপান প্রত্যেকটার পিঠে।

পোর্চে উঠল শডল। লম্বা লম্বা পা ফেলল। তিনবার পা ফেলেই লিভিং রুমগুলোর কাছে পৌঁছল। ভেজান ছিল দরজা। চাপ দিতে খুলে গেল। ভেতরে পা রাখল শডল।

টি-এল মাখানের বাড়িগুলোর ভেতর আর বাইরের কোন অংশই ওর অপরিচিত নয়। অন্ধকারেও তাই বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না। হাত বাড়াল। হাতটা জায়গামতই পড়ল। একটা কাউচ। জিনিস-টার স্থান বদল হয়নি বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সাময়িক শেল-টারের কাজ দেবে এটা।

হাঁটু মুড়ে কাউচের ওপাশে বসে পড়ল শডল। ওপাশের কাম-

রাটা অফিস, জানে ও। কথা হচ্ছে সেখানে। উচ্চকিত স্বরে ধমকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শডলের জন্যে মস্ত সুখবর। বাড়তি কষ্ট ছাড়াই কথা শুনতে পারবে।

কথা বলছে মওারস। শ্লেষ্মা জড়ান গালটা একবার শুনলে ভোলা অসম্ভব। গানম্যান থামতে টেডের গলা ভেসে এল। তারপর মৃদু রিনরিনে একটা মেয়েলী কণ্ঠ। বুকের রক্ত ছলকে উঠল শডলের। মৃদু আপত্তির সুরে কিছু বলছে মেয়েটা।

উবু হয়ে বসেছে শডল। হলওয়েটা লিভিং রুমগুলোর সামনে থেমেছে। বাম পাশে গেস্টরুম। কামরাগুলোর সবগুলোই অন্ধকার। কেবল একটা লিভিং রুমে আলো জ্বলছে। শডলের অবস্থান থেকে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। করিডোরের শেষ প্রান্তে এক ঘর। ওটা কিচেন, জানে শডল। ওই দরজাটার নিচ থেকেও আলো বেরোচ্ছে।

আবার কথা বলল টেড লুইস। ক্ষীণ স্বরে জবাব দিল কেউ। স্বরটা এত ক্ষীণ যে, মালিককে চিনতে পারল না শডল। অফিসের ভেতর নড়াচড়ার শব্দ হল। চকিতে পাউচের নিচে মাথা গুঁজল শডল। এক সেকেণ্ড বিরতি। তারপর হাট হয়ে খুলে গেল অফিসের লিভিং রুমের দিকের দরজা। একটা আবছা মূর্তি বেরিয়ে এল। ফুঁপিয়ে শ্বাস টানল মূর্তিটা। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

শডলের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল ছিপছিপে দেহটা। আলো জ্বলা রুমটার সামনে থামল। আলোর সামনে যাওয়ায় দেহটা চিনতে পারল শডল। প্যাম। শডল নড়ার আগেই ভেতরে ঢুকে গেল মেয়েটা। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

যা করার জলদি করতে হবে। উঠে দাঁড়াল শডল। পা টিপে টিপে রওনা হল।

মেয়েটার কামরার সামনে এসে একটু ভাবল। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে টোকা দিল দরজায়। ওপাশ থেকে খিল সরানর শব্দ হয়।

পরিচয় দান ইত্যাদির ঝামেলায় গেল না শডল। সময় কম। খিল সরতেই কপাট ঠেলে সোজা ঢুকে পড়ল ভেতরে। মেয়েটাকে ভাল করে দেখার আগেই তার আঁতকে ওঠার শব্দ শুনল শডল।

ম্লান আলো জ্বলছে ভেতরে। সেই আলোয় আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েটাকে দেখল শডল। দরজার কাছ থেকে ছিটকে তিন হাত দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে বাড়ান। রক্তশূন্য মুখ। বিনা নোটিসে দরজা ঠেলে শডল ঢুকে পড়ায় ভয় পেয়েছে।

ঢোক গিলল মেয়েটা। দরজার কাছ থেকেই শব্দটা শুনল শডল। এক নজরে এতকিছু চোখে পড়েছে ওর। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল। দরজায় খিল লাগাল। তারপর হাত ধরে টেনে আনল মেয়েটাকে। দরজার গাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করাল।

'শডল', বিস্ফারিত চোখে ফিসফিস করল মেয়েটা। 'কি করছ জান তুমি?' আবার ঢোক গিলল সে। 'ওরা……ওরা দেখলে স্রেফ খুন করে ফেলবে তোমাকে।'

আরো কাছে এগোল শডল। ঝুঁকে পড়ল মেয়েটার উপর। কানের পাশের চুলের খোকায় মুখ গুঁজল. মৃদু স্বরে বলল, 'তোমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। আজ রাতেই।'

'কি বলছ!' চমকে উঠল প্যাম। শডলের চোখে তাকাল। ভীত দৃষ্টি। 'আমি···আমি পারব না।' তোতলাচ্ছে সে। 'কি···

কিছুতেই না। অত সাহস হবে না আমার। আর যাবই-বা কোথায়?'

'সেটা পরে ভাবব।' অনুত্তেজিত কণ্ঠ শওলের। আসলে ভেতরে খুবই উত্তেজিত সে। মেয়েটার সম্বোধন পরিবর্তন কানে লেগেছে তার।

'তর্কের সময় নেই এখন।' শান্ত স্বরে বলে বলল সে। 'এখুনি এখান থেকে বেরোতে না পারলে, আর জীবনেও পারবে না। যা বলছি ভেবে দ্যাখ। হয় এখন—নয় কোনদিন না। নিজের অবস্থা নিজে বোঝ না?'

থপ্ করে শওলের ডান হাত চেপে ধরল মেয়েটা। না ধরলে ঢলে পড়ে যেত। থরথর করে কাঁপছে। টস্‌টসে ঠোঁট দুটো নড়ল দু'বার। কিছু বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্বর বেরোল না।

অভয়দানের ভঙ্গিতে হাসল শওল। আবার ঢোক গিলল প্যাম। অস্ফুট শব্দ করল। ফিসফিস করে কিছু বলছে। এতই আস্তে বলছে শোনা গেল না। আরো এগোতে হল শওলকে। মেয়েটার ঠোঁটে কান লাগে লাগে অবস্থা।

'...জানি।' বলছে প্যাম। 'আমি জানি। কিন্তু এখান থেকে কিছুতেই বেরোতে পারব না আমরা। শওল, কসম লাগে তোমার। চলে যাও তুমি। প্লিজ।'

অনুনয় ভরা কালো চোখ দুটোর দিকে তাকাল শওল। সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'বেশ, যাচ্ছি। তবে একা নয়। তুমিও যাচ্ছ আমার সাথে।'

হাঁ করল প্যাম। কিছু বলতে যাচ্ছিল প্রতিবাদের ভঙ্গিতে। সুযোগ দিল না শওল।

'খামোকা সময় নষ্ট করো না। আগে তুমি হলওয়েতে বেরিয়ে যাও। ওখানে অপেক্ষা করতে থাক যতক্ষণ না·'

আচমকা শওলের হাত ছেড়ে দিল মেয়েটা। পাক খেয়ে ঘুরল। তারপর দু'হাতে গায়ের জোরে দরজা চেপে ধরল।

একটুও চমকাল না শওল। কেবল ডান হাতটা কোমরের কাছে চলে গেছে। ওখানে ওর পিস্তলটা ঝুলছে।

পায়ের শব্দ উঠেছে বাইরে। মন্থর পায়ে হাঁটছে কেউ। শব্দটা প্যামের কামরার সামনে থামল। অফিস থেকে ক্রুদ্ধ কলহের শব্দ ভেসে এল। দরজার বাইরে আবার শব্দ হল। খসখস শব্দ। চমকে মেঝেতে তাকাল শওল। দেখল, এক টুকরো কাগজ ঢুকছে দরজার তলা থেকে।

নিঃশব্দে কিন্তু ঝটকা মেরে কপাট খুলে ফেলল শওল। ততক্ষণে বাইরের লোকটা অদৃশ্য হয়েছে।

ভেতরে ঢুকল শওল। কাগজটা তুলে নিয়েছে প্যাম। পড়ছে। অসম্ভব দ্রুত নড়ছে প্যামের চোখের মণি দুটো। শওলের চোখের সামনেই লাল থেকে ফ্যাকাসে হল মেয়েটার মুখ। কাঁপা হাতে কাগজটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল প্যাম।

পড়ল শওল:

'গতরাতে জিন চাপান ছিল তোমার ঘোড়ায়। সাবধান! এমন ভুল আর করো না যেন। ধরা পড়ে যাবে।'

মুখ তুলল শওল। বিস্মিত। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল মেয়েটা।

শোনা যায় কি যায় না এমন স্বরে বলল, 'টোলবার্ট।'

অফিসে ঝগড়ার সুর পাল্টেছে। এখন কেবল একটা কণ্ঠ বকবক করছে।

ঘটনার আকস্মিক মোড় পাল্টানয় আশ্চর্য হয়েছে শডল। কিছু-টা অস্বস্তিও বোধ করছে সেই সাথে। কিন্তু মাথাটা ঠিক কাজ করল। বিপদ আরো বেড়েছে মনে হচ্ছে ওর। এখানে ওর ঢোক টাই ছিল যথেষ্ট বিপজ্জনক। এখন মনে হচ্ছে, এক লাফে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে ঝুঁকিটা। ঘটনাটার তাৎপর্য বুঝতে পারছে না ও। তবে এটুকু বুঝেছে, এই মুহূর্তে টি-এল ত্যাগ করা দরকার।

ঘুরে দরজার কাছে গেল। মেয়েটার দিকে তাকাল।

'বাইরে বেরোও।' চাপা স্বরে আদেশ করল। 'টোলবার্ট হল-ওয়েতে থাকলে কথা বল ওর সাথে। আমিও শুনতে পাব তাহলে। তারপর ওকে নিয়ে পেছনের দরজায় দাঁড়াবে। আর ওকে না পেলেও ওখানে অপেক্ষা করবে।'

শক্ত মুখে তাকাল প্যাম। আপত্তি জানানর মতলব। এবার আর সুযোগ দিল না শডল। ক্রুদ্ধভাবে মাথা ঝাঁকাল। দরজার দিকে ইশারা করল মেয়েটাকে।

কামরার মাঝে চলে এল শডল। ল্যাম্পের আলো একদম কমিয়ে দিল। ধোঁয়াটে রক্তিম একটা শিখা অবশিষ্ট রইল কেবল।

দরজা খুলে বাইরে বেরোল প্যাম। পিছুপিছু বেরোল শডল।

লম্বা করিডোর ধরে এগিয়ে চলল প্যাম। অন্ধকারে প্রায় মিশে গেছে ছিমছাম দেহটা। পায়ের আওয়াজও অস্পষ্ট। পিস্তলটা হাতে নিয়ে এল শডল। মেয়েটার পদশব্দ অনুসরণ করছে। হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। থেমেই রইল।

টানটান হয়ে উঠল শডলের প্রতিটা স্নায়ু। মনে হল, অফিস কামরায়ও শোনা যাবে ওর বুকের ঢিবঢিব। বুনো স্ট্যালিয়নের মত লাফাচ্ছে হৃদপিণ্ডটা। তবুও অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। কান খাড়া। কিছুক্ষণ সময় কাটল। তারপর ফুঁপিয়ে শ্বাস টানার শব্দ শুনল ও। আবার হালকা পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।

বাঁক ঘুরতে প্যামের পাতলা কাঠামোটা দেখতে পেল। লিভিং কোয়ার্টারের পেছনের দরজার দিকে এগোচ্ছে। মাপা পায়ে পিছু চলল শডল।

'এবার কোনদিকে যাবে?' শডলের পাশে এসে প্রশ্ন করল প্যাম। 'নিশ্চয়ই কাছে-পিঠেই আছে টোলবার্ট।'

মেয়েটার বাহু ধরল শডল। টেনে বাড়ির কোণায় নিয়ে এল। এই কোণটাতে অন্ধকার সবচেয়ে ঘন। প্লাজার কিছু অংশ চোখে পড়ছে সেখান থেকে। একদম নির্জন লাগছে সেটা। শূন্য। শূন্যই হোক আর জনাকীর্ণই হোক ওদের জন্যে সবই সমান। পেরোনর ঝুঁকি নিতেই হবে, এবং এখুনি। অপেক্ষায় বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।

প্যামের-বাহুতে চাপ বাড়াল সে। সতর্ক থাকার নির্দেশ। তার-পর পা টিপে বার্নের পেছনটা পেরোল। খোলা রাস্তায় পড়ল। রাস্তাটা পার হয়ে নিচু জায়গাটাতে নামল। ওর ঘোড়াটা এখানেই বাঁধা রয়েছে।

ঘোড়াটার বাঁধন খুলল শডল।

'উঠে বস।' হুকুম করল মেয়েটাকে।

বিনা বাক্য ব্যয়ে আদেশ পালন করল প্যাম। তারপর কি মনে

হতে ঝট্ করে ঘুরল। কাঁধ চেপে ধরল শডলের।

'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে আগে পার···'

'সোজা এগিয়ে যাবে।' মেয়েটার উদ্বেগে কান না দিয়ে বলল শডল। 'কারনিসে না পৌঁছান পর্যন্ত থামবে না। আমি আসছি।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না···'

এবারও কথা শেষ করতে পারল না মেয়েটা।

'প্যাম', রূঢ় শোনাল শডলের কণ্ঠ। 'নাকি কান্না কাঁদার সময় এটা নয়। প্রাণটা যখন আমার, ঝুঁকিটাও আমার। দয়া করে সময় নষ্ট করো না। সোজা এগিয়ে যাও। আর রাস্তায় থাকার চেষ্টা করো যতদূর সম্ভব। তাহলে খামোকা খোঁজাখুঁজি করতে হবে না আমার।'

পিছিয়ে গেল শডল। নিচু জমিটা ধরে এগিয়ে গেল মেয়েটা। দক্ষিণে চলেছে ঘোড়াটা। ওটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শডল।

ফোঁস্ করে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল শডল। এই বাথানে ঢুকতে ভয় পেয়েছিল সে। তার চেয়েও ভয় পেয়েছিল, মেয়েটার আগে পার হওয়ায় রাজি না হবার। যাক্, ঝামেলাটা অল্পেই চুকেছে। ওকে ফেলে কিছুতেই একা পালাতে চাইবে না মেয়েটা, জানত সে।

ঘুরে দাঁড়াল শডল। উঠে পড়ল নিচু জমিটা থেকে। তারপর আবার সেই আঁধার কোণে ফিরল। এবার আর লিভিং কোয়ার্টার ওর লক্ষ্য নয়। দেয়াল ঘেঁষে চোরের মত এগোল। উপমাটা মনে হতে হাসি পেয়ে গেল ওর। তবে আপাতত সেটা চেপে রাখারই

সিদ্ধান্ত নিল।

পোর্চে পৌঁছে গেল ও। আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পরিশ্রমটা সম্ভবত বৃথা যাবে না। যেটার জন্যে এই ঝুঁকি সেটা সামনেই রয়েছে। সেই জিন চাপান ঘোড়াটা। আগের জায়গায়ই রয়েছে এখনো।

ওপারের বাঙ্ক হাউস থেকে একটা লোক বেরোল। খামোকা হাঁটাহাঁটি শুরু করল। কেটে পড়ার নাম নেই। মেজাজ খিঁচড়ে যেতে বসল শডলের। ওদিকে টেডের অফিসে বিতর্কের শেষ নেই যেন।

সামনের লোকটার চেয়েও আরেকজনকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে শডল। লেইক টোলবার্ট। আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না বটে। কিন্তু নিশ্চয়ই কোন আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে। সাপের মত খল এই লোকটাকে টেডের চেয়েও গোণায় ধরে শডল।

এই লোকের প্যামকে সাহায্য করাটা···ব্যাখ্যার অতীত বলে মনে হচ্ছে ওর। লেইকের মতলব কিছুতেই আঁচ করতে পারছে না। বিভ্রান্ত বোধ করছে। তবে প্যামের প্রতি নজর যখন তার, কাছে-পিঠেই থাকবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু কোথায়? সম্ভাব্য আড়ালগুলো খুঁজতে লাগল শডলের চোখ।

বাথানের বাইরে বেরোনর সোজা পথটার দিকে চোখ পড়ল শডলের। অদৃশ্য বাথান-মালিকের উদ্দেশে একটা গাল বকল সাথে সাথে। রাজ্যের শয়তানি বুদ্ধি লোকটার মাথায়। বাইরে বেরোনর পথটা বোতল গলার মত। বার্নের ওখানের বাঁকটা সবচেয়ে বিপদজনক। ওখানে কেউ ঘাপটি মেরে থাকলেও বোঝার উপায় নেই।

সময় নষ্ট হচ্ছে। দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। ঘোড়াটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটা খুঁটিতে বাঁধা সেটার লাগাম। গিঁট খুলছে শডল। স্বস্থির ভঙ্গি।

অবশ্য তাড়াহুড়ো করাই স্বাভাবিক ছিল ওর পক্ষে। কিন্তু তাতে কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি আকর্ষণের ভয় ছিল। বাঁধন খুলে জিনে চাপল ও। সামনে তাকাতেই জমে গেল।

এগিয়ে এসেছে বাঙ্ক হাউসের সামনের লোকটা। শডলের নড়াচড়া আকৃষ্ট করেছে তাকে। বার্নের সামনে আরেকটা মূর্তির উদয় হল এই সময়। কোণাকুণিভাবে প্লাজার দিকে আসছে।

দশ গজ দূরে থাকতেই হাঁকল প্রথম লোকটা। 'কিছু ঘটেছে নাকি?'

শডলকে র‍্যাঞ্চেরই কর্মচারী মনে করেছে সে। ভাবছে, বাথানের কোন কাজে বাইরে পাঠান হচ্ছে ওকে।

'অফিসে যাও।' শান্ত স্বরে পরামর্শ দিল শডল। ঘোড়ার পেটে খোঁচা লাগাল। প্লাজার কাছে পৌঁছল।

অফিসে যাওয়ার আগ্রহ দেখাল না লোকটা। পারতপক্ষে, টেডের সামনে যেতে চায় না কেউ। শডলের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল সে। বিপদে পড়ে গেল শডল। জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছে না। লোকটার সন্দেহ হতে পারে।

'কিন্তু তুমি···' সন্দেহের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল লোকটা। থেমে গেল।

অফিস থেকে টেড লুইসের গর্জন ভেসে এসেছে।

'টোলবার্ট, এখানে এস।'

'ওখানে যাও।' হাত নেড়ে লোকটাকে অফিসের দিকে ইশারা করল শডল। প্লাজা পেরিয়ে এসেছে ও।

কিন্তু গেল না লোকটা। তবে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইতস্তত করছে। হঠাৎ ঘাড় কাত করে তাকাল।

'তুমি কে?' সাবধানী কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'কাউপাঞ্চারদের উঠোনে পায়চারি করার জন্যে বেতন দেয়া হয় না।' কড়া গলায় বলল শডল। 'বার্নে থাকা উচিত ছিল তোমার। ওখানে থাকলে টের পেতে, সবার ডাক পড়েছে অফিসে।'

'টোলবার্ট!' রীতিমত চিৎকার জুড়েছে টেড লুইস। তারপর স্বর পাল্টে গানম্যানকে ডাকল। 'মণ্ডারস, এদিকে এস। দ্যাখ তো ওই কোণটাতে কি হচ্ছে।···টোলবার্ট!'

ফোরম্যানের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বার্নের সামনের লোকটা দৌড়ে এল। প্রথম লোকটা এখনো রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। মাথা চুলকাচ্ছে। তার সাথে দ্বিতীয়জন এসে যোগ দিল। আধ ক্রুদ্ধ স্বরে কথার তুবড়ি ছুটল। মণ্ডারসের গলার আওয়াজ শোনা গেল। আগু-পিছু না ভেবেই দৌড়ে আসছে সে।

শক্ত করে লাগাম চেপে ধরল শডল। ছুটল। বাথানের গেট পেরিয়ে এল। এই সময় কেঁপে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।

'শডল শডল···বাঁচাও', নারী কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। প্যামের গলা।

দশ

স্পারের তীক্ষ্ণ খোঁচায় ক্ষেপে গেল শডলের ঘোড়া। বড় বড় লাফে ছুটল সামনে। পেছনে আলোকিত উঠোন। কিন্তু সামনে ঝাপসা অন্ধকার।

হঠাৎ সেখানে একটা ছায়ামূর্তি উদয় হল। ছায়ামূর্তিটার ঘোড়া অনিশ্চিতভাবে ছুটছে। মনে হল, কোন কারণে বিভ্রান্ত বোধ করছে ওটা। অথবা ভয়ে তালজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। একবার ডানে, আবার বাঁয়ে বাঁক নিচ্ছে। তীব্র ঝাঁকি খাচ্ছে পিঠের মূর্তিটা। ঘোড়াটাকে সামলাতে পারছে না সে।

ছুটল শডল। সামনের ঘোড়াটা ওর লক্ষ্য। অকস্মাৎ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াটা। তারপর আবার উদয় হল। কিন্তু আরোহী নেই তার পিঠে।

শডলের ঘোড়ার কাছে এসে পড়েছে সেটা। অনিবার্য সংঘর্ষটা এড়াতে চাইল শডল। ঘাড় কুঁজো করে ফেলল। পাগলের মত টানছে ওর ঘোড়ার লাগাম। লাভ হল না। ওর পায়ে ঘষা লাগল অপর ঘোড়াটার পেট। নিজের ঘোড়াটা সরিয়ে নিতে চাইল ও। কিন্তু সরছে না সেটা। দুটোই এক সাথে লাফাতে শুরু করেছে। টানাটানি শুরুর আগেই ব্যাপারটা বুঝল শডল। দুটোর রেকাব প্যাঁচ খেয়ে গেছে একসাথে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে মাটিতে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল শডল।

কোনমতে সামলে নিল। স্বস্থির হয়ে বসতে গিয়ে দেখল প্যাঁচটা খুলে গেছে। অপর ঘোড়াটা বাথানের উঠোনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শডল। আলোয় চিনতে পারল ওটাকে। ওরই ঘোড়া ওটা। খানিক আগে প্যামকে সেটায় চড়িয়ে দিয়েছিল।

উঠোনের দিক থেকে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসতে দেখল একই সময়ে। খুরের আওয়াজে কেঁপে উঠেছে চারদিক। ছুটে আসছে টি এল রাইডাররা। সব ছাপিয়ে মণ্ডারসের গলা শোনা যাচ্ছে। অধীনস্থদের উপর হুকুম জারি করছে।

ঘাড় ফিরিয়ে সামনে তাকাল শডল। একমুহূর্ত দেরি না করে ছুটল। টেডের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই।

গুলির আওয়াজ হল। সেই সাথে টেড লুইসের চিৎকার ভেসে এল। পাল্লা দিয়ে চেঁচাতে শুরু করল কাউহ্যাণ্ডরা। নরক গুলজার হয়ে উঠেছে শডলের পেছনটা।

হঠাৎ সব ছাপিয়ে একটা গলা শোনা গেল। 'সাবধান মণ্ডারস, পালায় ওরা।'

কণ্ঠটা চিনতে পারল না শডল।

আবার গুলির আওয়াজ। পরপর বেশ কয়েকটা। ভয় পেয়ে আরো জোরে ছুটল শডলের ঘোড়া। একসময় মনে হল, শোরগোলটা একটু কমেছে। তার মানে, ওদের বেশ খানিকটা পেছনে ফেলে দিতে পেরেছে সে। মাঝে-মধ্যে কেউ জোরে চেঁচিয়ে উঠছে। সেই শব্দগুলো যা একটু স্পষ্ট লাগছে। বাকি সব ঝাপসা।

নিরাপদ দূরত্বে এসে থামল শডল। হাঁফ ছেড়ে একমুহূর্ত বিশ্রাম নেবে

নিল। তারপর আবার ছুটল। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওর সামনে কেউ আছে। অনুমানটা মিথ্যে হল না। অস্পষ্ট ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। শুনে বুঝল, একটাই ঘোড়া ওখানে। তবে খুব দ্রুত ছুটছে সেটা। তবে ঘোড়াটার পা ফেলার ধরনে আরো একটা কথা বোঝা যাচ্ছে। বেশ ভারী সেটার খুর পতনের শব্দ। এর সম্ভাব্য দুটো অর্থ হতে পারে। হয় আরোহী অসম্ভব ভারী। অথবা দু'জন আরোহী রয়েছে সেটার পিঠে। শেষ সম্ভাবনাটাই মনে ধরল শডলের। এবং আরোহী দু'জনের অন্তত একজনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত ও। প্যামেলা রেজিন্যাল্ড। মেয়েটাকে তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

দুর্দান্ত একটা ঘোড়ার পিঠে রয়েছে ওরা। ক্রমেই ব্যবধান বাড়ছে শডল আর ওদের মধ্যে। মাত্র পাঁচ মিনিট ঠিকমত অপহরণকারীর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে শডল। তারপর একদম মিলিয়ে গেছে। এখন কেবল ওর নিজের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ছন্দবদ্ধ পা ফেলছে চুরি করা ঘোড়াটা।

সামনের ঘোড়াটার আওয়াজ হারিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়ল শডল। ওদের ট্রেইল ধরা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আর অস্পষ্ট কোন আওয়াজ থাকলেও ধরার উপায় নেই। ওর নিজের ঘোড়ার খুরের আওয়াজে নিশ্চয়ই ঢাকা পড়ছে সেটা। একবার ভাবল, ঘোড়া থামিয়ে ফেলে। তারপর সামনের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করে। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। নির্বুদ্ধিতা হবে সেটা।

এই টাচ অ্যানড গো খেলায় বিরতির কোন অবকাশ নেই। যদি কোন আওয়াজ না থাকে সময় নষ্ট করাই সার হবে। তার উপর,

লোভ

ওদের ধরার শেষ সুযোগটাও হারাতে হবে।

আকাশে তারার মেলা। তাতে কিছুটা হলেও হালকা হয়েছে অন্ধকার।

কানের দৌড় শেষ শডলের। এবার চোখের উপর ভরসা। সমস্ত মনোযোগ চোখের উপর আনল শডল। তীক্ষ্ণ চোখে ধোঁয়াটে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। দিনের বেলা পাটকেলে হলদে রঙ দেখায় এই মাটি।

পরিশ্রমটা মাঠে মারা গেল না। অস্পষ্ট খুর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে নরম ধুলোয়। একটানা চলে গেছে সামনের ঘোড়ার খুরের ছাপ। রাস্তা থেকে আশেপাশে নামেনি ঘোড়াটা। কারণটা বোঝা শক্ত নয়। লেজ দাবিয়ে ভাগছে অশ্বারোহী। এখন তার দরকার সর্বোচ্চ গতি। ফলে টিলা-টক্কর এড়াতে চাইছে সে।

প্যাম চিৎকার করে উঠতেই ঘটনা আন্দাজ করেছে শডল। সেই সাথে কর্মটি কার সেটাও বুঝে নিয়েছে। সমস্ত লক্ষণই একটা মাত্র লোককে ইঙ্গিত করে। লেইক টোলবাট।

প্রথমত, প্যামের কাছে লোকটার গোপন চিরকুট। তারপর, হোটেলে তার অনুপস্থিতি। চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়েও তার সাড়া পায়নি টেড লুইস। তবে একটা ব্যাপারই টোলবাটকে সন্দেহের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। টোলবাটের ঠাণ্ডা মগজ।

স্থির স্বভাবের লোক লেইক টোলবার্ট। অমন ঠাণ্ডা মগজ একমাত্র পেশাদার খুনীদেরই থাকে। কিন্তু এ ধরনের লোকেরা বেহুদা ঝুঁকি নেয়ার পক্ষপাতি নয়। এরা জানে, কোন পথটা কম ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া, ঝোঁকের বসেও কাজ করে এরা খুব কম ক্ষেত্রেই।

এ ধরনের বেহিসাবী পদক্ষেপ চাড়াল মেজাজের মণ্ডারসের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু টোলবার্টের পক্ষে নয়।

পশ্চিমে নারী অপহরণ একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ। কতটুকু ভয়ঙ্কর তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমৃত্যু পালিয়ে বেড়াতে হবে অপহরণকারীকে। ধরা পড়লে একটাই শাস্তি। ফাঁসি।

মেয়েদের অসম্মান করে পশ্চিমে টেকা অসম্ভব। নিজের উদ্যোগে পিছু নেবে এলাকার প্রতিটা লোক। কারো কাছে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আশা করতে পারবে না সেই লোক। তার উপর, এই মেয়ে টেড লুইসের মুখের গ্রাস। সব কাজ ফেলে তার পেছনে ধাওয়া করবে টি-এল বাহিনী।

রাগে জ্বলছে শডলের চোখ।

মাঝরাত অবধি ওদের পিছু ধাওয়া করল শডল। অবশেষে মোগলের দুর্গমতম এলাকায় পৌঁছুল। তিনটে লগ কেবিন আছে এদিকে। দুটোতে উঁকি মেরেছে ও। পায়নি ওদের। ওদুটোয় আশ্রয় নেয়নি টোলবার্ট। বাকি মাত্র একটা। কিন্তু এই রাতে ওটার কাছে যাওয়া অসম্ভব। মোগলের সর্বোচ্চ শিরের খাড়া ঢালের নিচে ওটা। অন্ধকারে ওখানে নামার ঝুঁকি নেয়া আর আত্মহত্যা করা সমান কথা। টোলবার্টের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা খাটে। ওখানে যদি যেতেও পারে সে—নড়তে পারবে না। তাছাড়া, দু'জনের ওজন বয়ে নিশ্চয়ই ক্লান্ত ওর ঘোড়া। মোটকথা, সকালের আগে ছুটতে পারছে না সে।

তবে এর পুরোটাই শডলের অনুমান। টোলবার্ট যে কেবিনটাতে থাকবেই, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু করারও কিছু নেই এই

ঘুমুচ্ছে।

মোগলের শিরে উঠে এসেছে ও। রাতটা এখানেই কাটাবে ঠিক করল। এখান থেকে পাউডারের বিরাট এলাকা চোখে পড়ে। তিন নম্বর কেবিনটাও এই শির থেকে দৃষ্টি সীমার মধ্যেই হবে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল শডল। এখানেই রাত কাটাবে।

অন্ধকারের দেয়ালে ফাটল ধরিয়ে সূর্য উঠল। জেগে গেল শডল।

তাড়াহুড়ো শুরু করল সে। চট্ করে জিন চাপাল ঘোড়াটার পিঠে। কিন্তু তক্ষুণি চড়ে বসল না। সর্বোচ্চ পাথুরে প্যারাপেটটাতে উঠল। তীক্ষ্ণ চোখে সামনের এলাকাটার দিকে তাকাল।

দক্ষিণে মাইল খানেক দূরে দৃষ্টি স্থির হল ওর। একটা লগ কেবিন আছে ওখানে, কুয়াশা সরে যাওয়ায় সেটা দেখা গেল। চোখ সরাল না শডল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখ ব্যথা করছে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকায়। তবু কাজটাতে বিরতি দিচ্ছে না ও।

অনেকক্ষণ পরে মনে হল, কিছু-একটা নড়তে দেখেছে সে। একটা মানুষের আকৃতির মত। কেবিনের দরজা দিয়ে বেরোল যেন।

সম্ভাবনাটা খুবই সূক্ষ্ম। তবু পাওয়া যে গেছে সেটাই ঢের। কাল-বিলম্ব করল না শডল। ঘোড়াটার কাছে ফিরে গেল। সেটার পিঠে চড়ল না। লাগাম ধরে হাঁটাতে শুরু করল।

খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নামতে হবে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেটা অসম্ভব। পশুটাকে হাঁটিয়ে নামাতে শুরু করল। খাড়া তিন শ' গজ নামল ওভাবে। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ল।

পুরো এক পাক ঘুরল। একটা গালচ সামনে। ওটায় নামল।

দক্ষিণে গিয়েছে সেটা। দু'পাশের পাথুরে দেয়াল উঁচু হয়েছে ক্রমে। শডলের জন্যে সুখবর। আড়াল পাচ্ছে সে।

অবশেষে একটা পাইন বনে ঢুকল শডল। গালচটার শেষ এখানেই।

চাপা পায়ে এগোচ্ছে শডল। ঘোড়া বেঁধে রেখেছে একটা গাছের সাথে। নিঃসাড়ে ঝোপঝাড় টপকাচ্ছে ও। গাছের আড়ালে একটা শব্দ হল। স্রেফ পাথর বনে গেল শডল। মাত্র এক সেকেণ্ড। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিচে। গড়ান দিয়ে দূরে সরে গেল। স্বস্থির হতে দেখল, বহু দূরে সরে এসেছে। একেবারে গন্তব্যের কাছাকাছি। কেবিনটার ঠিক পেছনে। ঝোপঝাড় ঘন বেষ্টিত এখানে। সরু সরু ফাঁক। ওগুলোরই একটা দিয়ে কেবিনটা দেখল ও।

ওর অবস্থান থেকে কেবিনটা দুই শ' ফিট দূরে। একটু কোণাকুণি তাকাল। জিন চাপান একটা ঘোড়া দেখা গেল। মাটির সাথে নিজেকে মিশিয়ে ফেলল শডল। চকিতে আবার সামনের শ্যাটার দিকে চাইল। কিন্তু নিজের জন্যে কোন বিপদ দেখল না সেখানে। কিন্তু ও জানে, টোলবার্টের ঘটে গোবর নেই। বেমক্কা ধরা পড়ার জন্যে নিশ্চয়ই বসে নেই সে। আপাত কল্পনায় সরল দৃশ্যটার আড়ালের বিপদের ছবিটা কল্পনায় আনতে চাইছে শডল। যদি টোলবার্টের পলায়ন ভঙ্গি তার ধুরন্ধর মগজের সার্থক স্বাক্ষর রাখেনি। কৌশলহীন সহজসরল পলায়ন। টোলবার্টের কাছ থেকে আরো কূট-কৌশল আশঙ্কা করেছিল সে। লোকটার মাথার প্যাঁচগুলো হঠাৎ সরল হয়ে গেল কিভাবে? নাকি সম্ভাব্য অনুসরণকারীর জন্যে

কোন ফাঁদ এটা?

পাইনের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল শডল। এক্কেক বারে গজখানেক করে পেরোচ্ছে। সরাসরি কেবিনটার সামনে আসতে চায় না।

কেবিনটার পোর্চে একটা গাছের গুড়ি। টুলের মত বসান সেটা। গুঁড়িটার ওপর বসে আছে প্যামেলা রেজিন্যাল্ড। নিঃসঙ্গ পাহাড় চূড়োটার দিকে তাকিয়ে আছে। অসুখী আর শান্ত লাগছে মেয়েটাকে। কিন্তু চমৎকার আত্মবিশ্বাসের ছাপ চেহারাটাতে। ভাল লাগল শডলের। সাহস এই মেয়ের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। অনেকক্ষণ পরে চোখ নামাল মেয়েটা। এক রাতেই কালি পড়েছে কালো চোখ দুটোর নিচে।

শক্ত হয়ে নিজের জায়গায়ই বসে রইল শডল। ছোট ছোট শ্বাস পড়ছে ধীরলয়ে। কেবিনের ভেতর কোন নড়াচড়া নেই। তেমন শব্দ অনুপস্থিত। আশেপাশে টোলবার্টকে দেখা যাচ্ছে না। তার মানে, বাইরে কোথাও আছে। মেয়েটাকে বাইরে রেখে নিশ্চয়ই কেবিনে বসে নেই সে। চট্ করে কেবিনের পাশের বনটাতে চোখ বোলাল। আকস্মিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় স্নায়ুতে চাপ বাড়ছে।

চোখ ফিরিয়ে পোর্চে তাকাল। দেখল উঠে পড়েছে প্যাম। একই সময়ে দূরের একটা ঝোপ নড়ল। পাতা নড়ার শব্দে সেদিকে তাকাল শডল। পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে হাতে।

একটা পুরুষ কণ্ঠের অস্পষ্ট কথা শোনা গেল। তারপর ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে। ধীরকদমে পোর্চের দিকে এগোচ্ছে। ঠোঁটে হাসি।

একটা চমকের জন্যে তৈরি ছিল শডল। কিন্তু এতখানি চমক আশা করেনি। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে তার। সহজে বিস্মিত হয় না বলে একটা সুনাম ছিল তা নিজেই বুঝল, প্রশংসাটা তার প্রাপ্য ছিল না। চমকের জন্যে তৈরি থেকেও চমকেছে। পরাজয়টা দুঃখজনক বৈকি। তবে ক্ষতিকর নয়।

প্যামকে ঘুরতে দেখে গতি দ্রুত হল লোকটার। হাসিটা ক্ষুধার্ত কয়োটের মুখ ব্যাদান মনে হচ্ছে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগোচ্ছে—না, টোলবার্ট নয়—ব্যাট টেসটারভিস।

ব্যাটই—তবে ফিটফাট বাবুয়ানা চেহারাটা অদৃশ্য হয়েছে। নোংরা দেখাচ্ছে তাকে।

প্যামের উদ্দেশে কথা বলল ব্যাট। 'পালানর একটা সুযোগ পেয়েছিলে। চেষ্টা করলে না যে ?' অশিষ্ট কণ্ঠ।

জবাব দিল না প্যাম। ধৈর্যগুণ ব্যাটের চরিত্রে অনুপস্থিত। মেয়ে-টার নীরবতা ক্ষিপ্ত করে তুলল তাকে।

দ্যাখ, এতক্ষণ যথেষ্ট সহ্য করেছি। তোমার ঠাণ্ডা মারা ঢং দেখে বমি আসছে আমার। ভাল চাও তো ঢং ছাড়। হেসে কথা-টথা বল। নইলে ঘাড় ধরে হাসাব।'

'মিস্টার টেসটারভিস', অবিচল কণ্ঠে জবাব দিল প্যাম। 'তোমার কেনা বাঁদী নই আমি। যেমন ইচ্ছে তেমন চলব। পছন্দ করতে কেউ সাধেনি তোমাকে। আর আমার গায়ে হাত তোলার কথা বলছ ? চেষ্টা কর। তৈরি আছি আমি। আগে ভাবতাম', একটু থেমে বলল মেয়েটা। 'মেরুদণ্ডটা তোমার ভাঙা। এখন দেখছি ধারণাটা ভুল ছিল আমার। ওটা আসলে কোনদিন ছিলই না তোমার।'

'ভদ্র হওয়ার চেষ্টা কর।' খেঁকিয়ে উঠল ব্যাট। ভুলেই গেছে, [illegible] আগে সে-ই হয়েছে।

কিন্তু মনে করিয়ে দিল অনমনীয় মেয়েটা। 'তুমি নিজে কি তাই ?'

চোখ পাকিয়ে তাকাল ব্যাট, তারপর কি ভেবে কাঁধ ঝাঁকাল।

'আমাকে কাপুরুষ ভাবা তোমার অভ্যেস।' অপেক্ষাকৃত সংযত কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু নিজেই টের পেয়েছ মেরুদণ্ড আছে কি নেই। টেড লুইসের গোঁফের উপর থেকে ছিনিয়ে এনেছি তোমাকে। জানিনি ?'

'কেন এনেছ ?' চ্যালেঞ্জ করল প্যাম। 'ভেবেছ, এভাবেই প্রমাণ করে ফেলবে তুমি একটা পুরুষ। তাহলে শোন, কেবল বোকা নও। উন্মাদ তুমি। তোমাকে তাই মনে হচ্ছে আমার।'

'সে তোমার খুশি।' একটুও না চটে জবাব দিল ব্যাট। বোঝা গেল, গতরাতের কর্মটাকে নিজের কৃতিত্ব বলেই ভাবছে সে।

'কাপুরুষ যে নই আমি, তোমাকে সেটা বোঝানর দরকার ছিল।' বলে চলল ব্যাট। 'আমার বিশ্বাস, বুঝেছ তুমি। কেবল মুখে ঝাল দেখাচ্ছ। অমন ঝাল অবশ্য প্রথম দিকে সব মেয়েই দেখায়। জানি, রাগ নয় অনুরাগ ওটা। তবে মেয়েলী ঢং বেশি পছন্দ নয় আমার। বেশিক্ষণ ত্যাড়ামি করলে পিটিয়েই ট্রিট করব।'

'এবং ভেবেছ, তাহলেই তোমার পা ধরে মনের কথা বলব ?' তীব্র শ্লেষ প্যামের গলায়। 'পাগলা গারদে না পাঠালে চলছে না তোমাকে।'

নিজেকে নিয়ে গর্বের সীমা নেই ব্যাটের। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের

স্টক অতি স্বল্প। খোঁচার জবাবে খোঁচা দেয়া ওই আত্মবিশ্বাসে সব সময় কুলোয় না। চোখমুখ লাল হয়ে উঠল তার। মনে হল, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে মেয়েটার উপর।

কিন্তু অতটা নিচে নামল না ব্যাট। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ খুলল।

'তোমাকে চুরি করা আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল না।' শুষ্ক কণ্ঠে বলল সে। 'আসল উদ্দেশ্যটা ছিল, টেডকে জব্দ করা। ব্যাস, ধরে আনলাম তোমাকে। এবার সাধ মিটবে আমার।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল ব্যাট। ঝাড়া এক মিনিট পর হাসির তোড় কমল। কিন্তু সম্পূর্ণ থামল না।

খাবি খেতে খেতে বলল, 'দু'দিকেই জিতেছি আমি। টেস্টার-ভিস বাথানের নিশানা মুছে দিয়েছে হারামজাদা।' আক্রোশ ভরে বলল সে। 'ভেবেছিলাম লড়াই করে ওর দাঁত ভাঙব। হল না। সব শালা ভয়ে পালাল। চিত্তির হয়ে গেলাম আমি। এদেশে থাকা মানেই বেমক্কা মরণ। পেছনে ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে টেড। পালান ছাড়া গতি নেই। এদিকে তোমাকে ছাড়া যেতেও পারছিলাম না।'

'কেন?' বিরস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল প্যাম।

'কেন নয়?' পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল ব্যাট। 'আগেই তো বলেছি, আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলে তুমি। ওটা শুধরে দেয়ার দরকার ছিল। এবার সুর পাল্টে দেব তোমার। টেড বা অন্য কেউ আমার সম্পর্কে কি বলেছে, ভুলে যাও। নেকড়ে নই আমি। মানুষ। ওদের যে-কারো চেয়ে সুপুরুষ। অনেক বেশি শক্তিশালী।'

'তাই!' বিস্ময় প্রকাশ করল প্যাম। মিটিমিটি হাসছে। টিট্‌-কিরির হাসি।

ব্যঙ্গটা যথাস্থানে হুল ফোটাল। জ্বলে উঠল ব্যাটের চোখ।

'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?' অভদ্রভাবে বলল সে। 'অন্য কারো বাহুর জোর বেশি মনে হয়েছে, তাই না? প্রেমে পড়ে গেছ? তাও আবার প্রথম দর্শনে! দ্বিতীয় সাক্ষাতে বুঝি বাকিটুকু দেয়াও সারা, তাই না?' কুৎসিত একটা ইঙ্গিত করল সে। 'আমি বেচারা তাহলে আর কি দো···'

'তুমি—তুমি একটা ইতর।' রাগে-অপমানে চোখে পানি এসে গেছে প্যামের।

'সুন্দর পোশাক মানুষকে অভিজাত করে না। ভদ্রও না।' তীব্র কণ্ঠে বলে চলল মেয়েটা। 'সবসময় বাজে মেয়ে মানুষের মত রূপ দখল করে প্রেমিকা জুটিয়েছ। ভেবেছিলে, আমার ক্ষেত্রেও একই কৌশল খাটবে। তোমার কোদাল মুখটা দেখলেই বর্তে যাব আমি। ওতিবার সরল মেয়েগুলোকে পটাতে পেরে অহংকার হয়ে গিয়েছিল তোমার। আমার প্রত্যাখ্যানে সেটায় ঘা পড়েছে। তাই আমাকে জব্দ করার রোখ চেপে গেছে তোমার।'

এক পা পিছোল মেয়েটা। গলায় ঘৃণার রেশ বাড়ল আরো।

'প্রথম দর্শনে যা ভেবেছি তোমাকে, আসলেই তুমি তাই। একটা মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ। ধারণাটা পাল্টান তোমার কম্ম নয়। চেষ্টা তো করেছ একবার। ইচ্ছে হলে আবার করতে পার। গলা-বাজিতে শক্তি ক্ষয় ছাড়া বিশেষ লাভ হবে না। নিশ্চিত থাক। প্যাসেলা রেজিন্যাল্ড ভাঙে কিন্তু মচকায় না। পেশীর জোর দেখিয়ে

মেয়েদের মন জয় করতে চায় মূর্খরা। নিজেই নিজেকে মগজহীন ঘোষণা করেছ তুমি। যদি…'

'এক মিনিট', দ্রুত বাধা দিল ব্যাট। চতুর একটা ভাব ফুটেছে চেহারায়। চেষ্টাকৃত ভদ্র স্বরে বলল, 'আবার ভুল বুঝেছ আমাকে। তোমাকে চুরির একদম ইচ্ছে ছিল না আমার, কসম। টেড লুইসকে কেয়ার করি না আমি। সেটা বোঝানই উদ্দেশ্য ছিল আসলে। আর আমাকে তোমার কাছে পরিষ্কার করার জন্যে কিছু সময়ের দরকার ছিল। কয়েকটা নিবিঘ্ন ঘন্টা। যখন আমাদের কেউ বিরক্ত করবে না।'

'সত্যি!' বিস্ময় প্রকাশ করল প্যাম। তবে ওর স্বর অন্য অর্থ বোঝাল। 'তবে তো আমারই ভুল হয়েছে। কি যেন বলতে হবে তোমাকে?' নিরীহ গলায় জানতে চাইল সে। 'ও হ্যাঁ—বীরপুরুষ।'

ঝড়ের সংকেত ব্যাটের চেহারায়। ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে মুখের রঙ। কুঁচকে গেছে চোখের কোণ। দূর থেকেও সেটা দেখতে পেল শুভল। অবশ্য গাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কাছে চলে এসেছে ও।

'আশা করি আমার ভূমিকা স্পষ্ট করতে পেরেছি।' খসখসে গলায় জানাল ব্যাট। 'ব্যাস, আমার কাজ শেষ। তোমাকে আর সাথে রাখার ইচ্ছে নেই আমার। এখানে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব তোমাকে।' হুমকি দিল সে। কিন্তু জবাব পেল না।

'বোকা নই আমি।' আবার ভয় দেখাতে শুরু করল ব্যাট। 'নারী অপহরণের শাস্তি আমি জানি। তার উপর, ক্ষ্যাপা কয়োট হয়ে আছে টেড। তোমার সাথে আমাকে পেলে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। কাজেই, তোমাকে ছাড়াই চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

নিশ্চুপ প্যাম। স্থির পাল্টাল ব্যাট।

'যত যাই হোক', ফের বলল সে। 'পশু তো আর নই। এই দুর্গম এলাকায় একা বেশিক্ষণ বাঁচবে না জানি। তাই, একান্ত হাতে-পায়ে ধরলে সাথে দেশের বাইরেও নিতে পারি।'

'অত কষ্ট তোমাকে কখনো দেব না আমি।' অভয় দিল প্যাম। 'দয়া করে এখানে রেখে গেলেই ধন্য হব।'

'কিছুতেই না।' তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ব্যাট। ভেবেছিল মেয়েটাকে ভয় দেখিয়ে রাজি করাবে। প্ল্যানটা কেঁচে গেল বলে রেগে গেছে। 'মত পাল্টেছি আমি। ভদ্রতা শিখিয়ে ছাড়ব তোমাকে। যদিন না শিখছ, আমার সাথেই থাকতে হবে।'

'বরং আমাকে ছেড়েই দাও।' পরামর্শ দিল প্যাম। 'নইলে ধরা পড়লে কপালে কি ঘটবে তোমার, জানই তো।'

'ধরা পড়ব না আমি। তেমন কোন ইচ্ছেই নেই। জানি, তেড়ে আসছে টেডের ডালকুত্তারা। আসুক, তাই চাই। আমাকে ঘিরে ফেলার আগেই ওদের দেখতে পাব আমি। মজাসে টার্গেট প্র্যাকটিস করব। আমাকে ফতুর করার মজাটা টের পাওয়াব। আর তার আগে', লালসা ফুটে উঠল ব্যাটের কণ্ঠে। 'তোমার কান্না শুনব আমি। যত ঘৃণা, যত ব্যঙ্গ করেছ আমাকে—সবকিছুর শোধ তুলব। এখুনি তুলব।'

'আগেই বলেছি, কেবল কাপুরুষ নও। একটা উন্মাদ তুমি।' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা। একটুও চমকায়নি।

'আর তুমি', জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ব্যাট। 'তুমি সুন্দর। চুমু খাওয়ার মত সুন্দর।'

চড় মারল প্যাম। ব্যাটের ফোলা গালে পিস্তলের গুলির আওয়াজ তুলল সেটা। হাতটা ধরে ফেলল ব্যাট। মুচড়ে কাছে টেনে আনল মেয়েটাকে। ঠোঁট নামিয়ে আনল মেয়েটার মুখের ওপর।

হঠাৎ মেয়েটাকে ছেড়ে দিল সে। এক পা পিছিয়ে গেল। চোখে ভীতি।

দৃষ্টিসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে শডল। ব্যাটের বুকের দিকে লেভেল করা ওর হাতের পিস্তল।

'সরে যাও প্যাম।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে আদেশ দিল সে। গলাটা চমকে দিল মেয়েটাকে। চরকির মত ঘুরল। দেখল শডলকে। সেই সাথে হাতের অস্ত্রটার টার্গেটটাও দেখল। কি ঘটতে চলেছে বুঝে নিল।

'না– শডল না।' চিৎকার করে উঠল সে।

'প্যাম', বিষাক্ত কণ্ঠে বলল শডল। 'বড় নোংরা কাজ করেছে ও। বেঁচে থাকলে আবার চেষ্টা করবে। সেজন্যেই ওকে মরতে হবে।'

'প্লিজ, শডল। এমন কাজ কর না। দোহাই তোমার। ওকে মেরে হাত নোংরা করার কি দরকার?' আবার মিনতি করল মেয়েটা।

'অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গেছে ও।' ধীর গলায় বলল শডল। 'ব্যাট নয়। ওর নামটা রাখা উচিত ছিল ব্যাড। দুর্বলের সামনে একটা সিংহ ও। কিন্তু দাবড়ানি খেলেই নেংটো ইঁদুর। ঠ্যাঙের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে লুকোনর গর্ত খোঁজে।'

'বাদ দাও শড।' ফের অনুনয় করল প্যাম। 'ও কি তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? হাজার মার মারলেও শোধরাবে না ও।

একটা কুকুর মেরে নিজেকে নির্দয় বানিয়ো না তুমি।'

'একবারই বলেছি।' রূঢ় কণ্ঠে জবাব দিল শডল। 'স্যান্টা ক্লজের বাণীতে বিশ্বাস নেই আমার।'

বোবা বনে গিয়েছিল ব্যাট। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে। ওর দৃষ্টিই সেটার প্রমাণ দেয়। নগ্ন কামনার স্থান নিয়েছে নিখাদ প্রতিহিংসা। হাত দুটো ঢিলে ভাবে দু'পাশে ঝুলছে তার। পিস্তল চেপে ধরার ইচ্ছে। কিন্তু এক বিন্দু নড়ছে না শডলের পিস্তল। লোভটা বাধ্য হয়ে সামলে রেখেছে তাই।

'হেরে গেছে ও।' প্রতিবাদ করল প্যাম। 'সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'আমার জন্যে নয়। সারাজীবন অপরাধ করে নির্বিঘ্নে পার পেয়েছে ও। এবার কিছুটা ঋণ শুধতেই হবে। ঘুরে দাঁড়াও, ব্যাট।'

মুহূর্তে হিংসা-প্রতিহিংসা সব বিদেয় হল ফাঁপা মুখটা থেকে। আতঙ্ক ভর করল সেখানে।

'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে···'

'পেছন থেকে গুলি করতে যাচ্ছি না।' কথাটা সম্পূর্ণ করে দিল শডল। 'অবশ্য সেটা করলেও তেমন পাপ হত না। তোমার মত লোকের কুকুরের মতই মরা উচিত। মাথার উপর হাত তুলে খোল।'

দ্বিধা ফুটল ব্যাটের চাহনিতে। তবে আর আপত্তি জানানর সাহস পেল না। ঘুরে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তার পেছনে চলে গেল শডল। কোমরের খাপ থেকে পিস্তল তুলে নিল। ছুঁড়ে দিল দূরের ঝোপের মধ্যে। তারপর পিছিয়ে গেল। নিজের অস্ত্রও দূরে ছুঁড়ে

ফেলল।

'এবার।' বলল সে। 'আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা কর।'

লাটিমের মত ঘুরল ব্যাট। মুখে রক্ত উঠে এসেছে। দাঁতে দাঁত চাপল।

'বাহ্, না চাইতেই তৃষ্ণার জল!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'এটাই তো চাইছিলাম। গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে কলজে ছিঁড়ে আনব তোমার।'

নিষ্ঠুর একটা ভঙ্গি করল সে। অস্ফুট শব্দে আঁতকে উঠল প্যাম। পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

বিশাল কাঁধ ব্যাটের। লম্বায়, চওড়ায় শডলের দেড়গুণ। প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। হালকা কাঠামো শডলের। তবে কাঁধ চওড়া। চিকন কোমর। তবুও শডলের সাথে টেকার মত কিছু নয়। যে-কেউ ভাববে, প্রথম চোটেই ধরাশায়ী হবে সে।

লোমশ হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাট। ঘাড় গুঁজে ব্যাটারিং র‍্যামের মত ছুটে এল।

লক্ষ্যস্থির করেই কাজে নামে শডল। ধীর ভঙ্গিতে এক পা পিছাল। কাছে এসে পড়েছে ব্যাট। বাতাসের গতি এসে গেল শডলের পায়ে। ব্যাটের বাড়ান বাহুর মধ্যে ঢুকে গেল। সময় না নিয়ে ঘুষি মারল। তলপেটে মেরেছে। স্লেজ হ্যামারের মত আঘাত করল ঘুষিটা। দুলে উঠল ব্যাট। ভুস্ করে মুখ দিয়ে দম বেরিয়ে গেল। পিছিয়ে আসতে শুরু করল ব্যাট।

পুরোপুরি সরার আগেই ঝাঁপ দিল ব্যাট। শডলের বুকে আঘাত করল তার কাঁধ। ঘুষি খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল ব্যাট। আঘাতটা

তাই জোরাল হল না। তবে যেটুকু হল তাতেই হাড় কেঁপে গেল শডলের। লাফিয়ে পিছু হটল সে। মুখ হাঁ করে শ্বাস টানছে।

দৃশ্যটা জান্তব হাসি ফোটাল ব্যাটের মুখে। উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এল। আপার কাট মারল শডলের থুতনিতে। একপাশে বেঁকে গেল শডলের মুখ। পরমুহূর্তে মুখের উপর বিশাল হাতের একটা থাবড়া খেল। অন্ধকার হয়ে এল ওর দুনিয়া। আন্দাজে হাত বাড়াল। ব্যাটের জ্যাকেট ঠেকল হাতে। চেপে ধরল। হঠাৎ অনুভব করল শূন্যে উঠে গেছে সে। বন্‌বন্ করে পাক খাচ্ছে। সব ঝাপসা ঠেকল ওর কাছে। শূন্যে উঠল কিভাবে, মাথায় ঢুকছে না।

জোর করে চোখ খুলল শডল। দেখল, কাঁকড়ার দাঁড়ার মত দুটো হাতে বন্দী সে। মাথার ওপর তুলে ঘোরাচ্ছে ব্যাট। ছুঁড়ে মারবে এখুনি। এই পাথুরে মাটিতে পড়লে আস্ত থাকবে না একটা হাড়ও। ব্যাপারটা পছন্দ করতে পারল না শডল।

চট্ করে একটা পা নিচের দিকে বাঁকাল। জিঘাংসায় বিকৃত হয়ে গেছে ব্যাটের মুখ। ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসছে। শডলের বুট ওই হাসিটার ওপরই পড়ল।

পরমুহূর্তে নিজের পতন প্রত্যক্ষ করল শডল। হাত ছেড়ে দিয়েছে ব্যাট। আচমকা লাথি খেয়ে বেদিশা হয়ে পড়েছে। ওর দিশে আরো পাকাপোক্তভাবে হারাতে সাহায্য করল শডল। ঢাউস মুখটার ওপর দড়াম করে একটা ঘুষি মারল। মাথা ঘুরে গেল ব্যাটের। উল্টে পড়ল মাটিতে। রেহাই দিল না শডল। পিস্টনের মত চলল ওর হাত দুটো। দুর্বল জায়গা বেছে বেছে মারছে।

আধ মিনিটের মাথায় পিছিয়ে এল। সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল। তারপর ব্যাটের ডান চোয়ালে একটা ঘুষি মারল। ক্যাক করে উঠল ব্যাট। মুণ্ডটা ঘুরে গেছে। এবার বাম চোয়ালে আরেকটা মারল শডল। তারপর উঠে দাঁড়াল। গায়ের জোরে লাথি মারল ব্যাটের নিতম্বে। পোর্চের কোণ থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ল ব্যাট।

ঘেমে গেছে শডল। বুনো মোষের মত শক্তি শডলের গায়ে। কিছুতেই কাবু হতে চায় না। ওকে কাহিল করতে গিয়ে নিজেই অসুস্থ বোধ করছে। ওদিকে লোনা ঘাম লেগে জ্বলছে বাম গাল। ওখানটা ছড়ে গেছে। কখন—মনে নেই শডলের। টলছে ও। সেই সাথে ভূপাতিত ব্যাটকে দেখছে।

এক মিনিট পর নড়ল ব্যাট। একটা বাহুতে ভর করে মুখ তুলল। কাত হয়ে শডলের দিকে তাকাল। বেগুনি দেখাচ্ছে তার মুখের রঙ।

'এত সহজে পার পাচ্ছ না তুমি।' হিসহিস করে হুমকি দিল ব্যাট। 'ভেবো না জিতে গেছ। পাঁজরের হাড় ভেঙে কলজেয় হাত ঢুকিয়ে ছাড়ব। ভর্তা বানিয়ে ফেলব।'

'বেশ তো' সহজ সুরে বলল শডল। দম ফিরে পেয়েছে সে। 'উঠে এস। শুয়ে শুয়ে তড়পাচ্ছ কেন?'

গড়ান দিয়ে সোজা হল ব্যাট। ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল। শডলের দিকে পিঠ দিয়ে আছে।

কাঁধ ফিরিয়ে চোরা চোখে তাকাল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ করল শডলকে। কোথাও কোন ঘাপলা আছে। হঠাৎ খেয়াল করল, ডানহাতটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে ব্যাটের। যেন কিছু লুকিয়ে রাখতে

চাইছে সেখানে। সাবধান হওয়ার সুযোগ পেল না শডল। রক্তের স্বাদ পেল মুখের ভেতর। মুঠো সমান একটা পাথর হাতে লুকিয়ে রেখেছিল ব্যাট। ছুঁড়ে মেরেছে। ঠোঁট থেঁতলে গেছে শডলের। দাঁতে লেগে জিভও কেটেছে। সোজা ওর মুখে আঘাত করেছে পাথরটা।

শত্রুকে দুলে উঠতে দেখে যারপর নাই আনন্দিত হল ব্যাট। ছুটে এল। এসেই দমাদম কয়েকটা ঘুষি মেরে বসল। সামলানর জন্যে কয়েক পা পিছু হটল শডল। রক্তের স্বাদ পেয়ে ক্ষেপে গেছে। খুনের নেশায় পেয়ে বসল ওকে।

বুটের হিলের ওপর আধপাক ঘুরল ও। মুখোমুখি হল ব্যাটের। হাতুড়ির মত পাকান মুঠো ছুঁড়ল ব্যাট। মাথা সরিয়ে নিল শডল। জায়গামত বাধা না পেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল ব্যাট। তাল হারিয়ে ফেলেছে। কাত হয়ে হিপ থ্রো করল শডল। উড়ে প্যামের পায়ের কাছে পড়ল দেহটা। সভয়ে পিছিয়ে গেল প্যাম। কলার ধরে ওকে টেনে তুলল শডল।

তার পরের কয়েকটা মুহূর্ত অবর্ণনীয়। বিদ্যুচ্চমকের মত শডলের হাত দুটো ঝলকাল শুধু। টলতে টলতে পেছনে সরছে ব্যাট। শডলও এগোচ্ছে। কপাল খারাপ ব্যাটের। কেবিনের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। মাঝে-মাঝে মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ছে কেবল। দুর্বলভাবে ঘুষির তোড় কাটানর চেষ্টা করছে।

প্যামের চিৎকারে হুঁশ ফিরল শডলের। কি করছে খেয়াল হল এতক্ষণে। হাত গুটিয়ে নিল। মুহূর্তের বিরাম না নিয়ে মেরে চলেছিল ও। ফলে দেয়ালে মাথা ঠেকেছিল ব্যাটের। কিন্তু জ্ঞান

হারিয়েছে বহু আগেই। শডল হাত সরাতে হাঁটু ভাঁজ করে পড়ে গেল। পড়েই রইল মাটিতে। নিঃসাড়।

ধরাশায়ী লোকটাকে দেখছে শডল। মিনিট তিনেক কেটে গেছে। নড়তে শুরু করেছে ব্যাট। মৃদু কাঁপছে কাঁধ দুটো। গুমড়ে কাঁদছে যেন।

'উঠে পড়।' ওর উদ্দেশে হাঁকল শডল।

সামান্য নড়ল ব্যাট। উঠল না।

'উঠে এস।' আবার আহ্বান জানাল শডল। 'এত জলদি সাধ মিটে গেল?'

এপাশ-ওপাশ গড়াতে শুরু করল ব্যাট। দু'হাতে চেপে ধরেছে মাথাটা। যেন, ফেটে যেতে চাইছে সেটা। আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে।

দৃশ্যটা এক বালতি বরফ জল ঢালল শডলের মেজাজে। রাগ কমে গেল ওর। অনুভব করল কাঁপছে ও। ক্লান্তিতে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

প্যামের দিকে ফিরল ও। রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

'তোমার সামনে এমনটা করতে হল বলে আমি দুঃখিত।' ধীর কণ্ঠে বলল ও। 'পাউডারের অধিকাংশ লোক আমাকে যে চেহারায় চেনে সেটা দেখে ফেলেছ তুমি। ওদের ধারণা, রাগলে আমি একটা বুনো পশু।'

বিস্ফারিত চোখে ওকে দেখছে প্যাম। বলল, 'কোন···কোন শক্তি মানে কেউ তোমার পথে বাধা হতে পারবে না, শড। তুমি

জেগে উঠলে কক্ষণও না।'

পেছনে ঘুরল শডল। 'ব্যাট', কর্কশ স্বরে ডাকল ও। 'আজ পর্যন্ত একটার পর একটা ভুল করেই এসেছ। একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। দ্যাখ, নিজেকে শোধরাতে পার কিনা। সোজা হাঁটা দাও। আগামীকালের সূর্য অন্য শহরে দেখাই তোমার জন্যে মঙ্গল। তোমার ঘোড়াটা প্যামের জন্যে রেখে দিচ্ছি। পিস্তলটাও থাকছে। নইলে ওটা পেলেই আমার পিঠে গোটা কতক বুলেট ঢোকাতে চাইবে তুমি। নোংরা কৌশল তোমার মজ্জাগত। তোমার নিজের স্বার্থেই আর নীচ কৌশল গ্রহণের চেষ্টা কোরো না, ব্যাট। প্রতিবার তোমার প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ার জন্যে উপস্থিত থাকবে না প্যাম।'

চিৎ হয়েছিল ব্যাট। উল্টো হয়ে শুলো। তারপর কনুইয়ে ভর করে মাথা তুলল। নাক ভেঙে গেছে তার। রক্তে মাখামাখি মুখ। অসম্ভব প্রাণশক্তির জোরে এখনো শক্ত আছে। ঠোঁটটাও থেঁতলে গেছে। হতবুদ্ধির মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে বসল।

তারপর টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল। চোখে ঝাপসা দেখছিল বোধ হয়। চোখ কচলাল। তারপর শডলের দিকে তাকাল। শূন্য দৃষ্টি।

'অস্ত্রহীনভাবে হাঁটাবে তুমি আমাকে? এই···এই পাউডারে?' ভীতি ফুটল তার চোখে। 'টেডের বাহিনী আমাকে খুঁজছে তা জেনেও?' আবেদন ব্যাটের কণ্ঠে।

ভণিতাতে মোটেও ভুলল না। মৃদু হাসল শডল।

'সেক্ষেত্রে গা ঢাকা দাও। অন্ধকার নামলে শহর ছেড়ো।' বুদ্ধি দিল শডল।

'হয়ত তাই করব।' আশ্চর্য ঠাণ্ডা লাগল ব্যাটের কণ্ঠটা। বেঁচেও যাব হয়ত। কিন্তু তুমি মরবে। পাগলা কুকুরের মত ওকে', ইশারায় প্যামকে দেখাল সে। 'খুঁজছে টি-এল বাহিনী। ভালই হবে। আমার নয় তোমার সাথে পাবে ওরা মেয়েটাকে।'

জোর করে হাসল ব্যাট। 'দৃশ্যটা দেখার জন্যে হয়ত আমিও উপস্থিত থাকব। ওদের নাকে তোমাদের গন্ধ শোঁকাতে যাচ্ছি আমি। শডল ইয়াম কিংবদন্তি শুনে শুনে ক্লান্ত আমি। যেখানে যাই ওই এক গান। এবার কিংবদন্তির পরিসমাপ্তি দেখে সাধ মেটাব।'

'দৌড়াও।' হুকুম দিল শডল। 'বাঁচতে চাইলে দম থাকা অবধি থেমো না। এখনো দাঁড়িয়ে আছ? নাকে খত দিয়েও কি লজ্জা হয় না তোমার?'

তুমি শেষ।' ক্রুদ্ধভাবে মাটিতে পা ঠুকল ব্যাট। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

চুপচাপ তাকে দেখছে শডল। সমতল জমিটা পেরোল ব্যাট। রাগের চোটে মাটি কাঁপিয়ে হাঁটছে। চূড়ার দিকে ঘুরল সে। তারপর জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ল। এরপর পাহাড়ের একদম মাথায় দেখা গেল তাকে। অবশেষে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। একবারও পেছনে ফিরে তাকায়নি।

'ওর জন্যে করুণা হচ্ছে আমার।' আন্তরিকভাবে বলল শডল।

বিষণ্ণতার ছায়াটা কেটে গেল প্যামের মুখ থেকে। ফিক করে হেসে উঠল। চুল দুলিয়ে বলল, 'জানতাম, কথাটা বলবে তুমি।'

'দক্ষিণের শহরে পৌঁছতে অনেক হাঁটতে হবে ওকে।' আনমনে

বলল শডল। 'তবে নিজের চামড়াটা খুব প্রিয় ওর। ওটা বাঁচাতে দরকারে এরচেয়ে দূরেও হেঁটে যাবে ব্যাট।'

কিন্তু ভুল করেছিল শডল। বেশিদূর গেল না ব্যাট। দক্ষিণে তো নয়ই। শডলের চোখের আড়াল হতে যা দেরি—উত্তরের পথ ধরল।

উঁচু-নিচু লম্বা পথ হাঁটল। তারপর উঁচু একটা শৈলান্তরীপে পা রাখল। এখান থেকে উঁচু ভূমি ঢালুভাবে নিচে নেমে গেছে। সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোন পাহাড়। ফলে টি-এল বাথানের রাস্তাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল ব্যাট। সামান্য সময় পরে একজন ঘোড়-সওয়ারকে দেখা গেল। এক মাইল দূরে রয়েছে সে। ধূলি ধূসর সর্পিল ট্রেইল ধরে আসছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ব্যাট। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করছে। মাথা ঠাণ্ডা হলেও ভাবনাটা কৌণিক। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল সে। অবশ্য সিদ্ধান্ত নেয়াই ছিল। ওটা ফুলপ্রুফ করল মাত্র। ঠোঁট বাঁকিয়ে আপন মনে হাসল।

নিচে রওনা হল সে। সোজা এগোচ্ছে। মাঝে-মধ্যে দু'একটা বাঁক ঘুরছে। মোটেও অনির্দিষ্ট নয় তার গন্তব্য। ভেবে-চিন্তেই গন্তব্যের গতিপথও ঠিক করেছে। একটু পরেই ওই ঘোড়সওয়ারের সামনে পড়বে সে।

দূর থেকেই ঘোড়সওয়ারকে চিনেছে ব্যাট। লোকটার বসার ভঙ্গিটাই তার পরিচয় জানিয়েছে। স্বচ্ছন্দ কিন্তু ঋজু ভঙ্গি। লেইক টোলবার্ট।

চোখ সরু করে ফোরম্যানের পেছনে দেখছে ব্যাট। টোলবার্টের সাথে সঙ্গী সাথী আছে কিনা, বুঝতে চায়। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। নিশ্চিত হল ব্যাট। খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকেই ব্যাটকে দেখেছে টোলবার্ট। চিনেছেও নিশ্চয়ই। শকুনের চোখ বলে খ্যাতি আছে ফোরম্যানের। আশান্বিত চোখে তাকিয়ে রইল ব্যাট।

কিন্তু নিরাশ করল তাকে ফোরম্যান। চেনা তো দূরেথাক—দেখেছে এমন ভাবও দেখাল না। যেমন এগোচ্ছিল তেমনি এগোচ্ছে। ব্যাটের দশ গজ দূরে আসতে লাগাম টানল। ভাবশূন্য চোখে ক্ষতবিক্ষত মূর্তিটা দেখছে।

'অবাক হয়েছ?' প্রশ্ন করল ব্যাট।

'কিছুই আমাকে অবাক করে না।' জবাব এল। 'মেয়েটা কোথায়?'

'কি···কিভাবে জানলে তুমি যে আ···'

'আমি জানি।' মাঝ পথে তাকে থামিয়ে দিল টোলবার্ট।

'ঠিক আছে।' সুবোধ বালক বনে গেল ব্যাট। 'মানলাম হেরে গেছি আমি। কিন্তু এখনো একটা বড় তাস আছে আমার হাতে। টেডের সাথে শেষ দানটা খেলতে চাই।'

'বড় তাস?' ব্যাটের শেষ বাক্যটা না শোনার ভান করল টোলবার্ট।

'মেয়েটাকে টেড চায়, তাই না? সেই সাথে শডল ইয়ামকেও।'

চোখ দুটো সরু হল টোলবার্টের। 'ব্যাপার যেন একটু কেমন না?' মন্তব্যের সুরে বলল সে। 'একজন টেসটারভিস ভ্যাগাবণ্ডের

মত পথে ঘুরছে।'

'ওটা নিয়ে তোমার দামী মাথাটা না ঘামালেও চলবে।' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল ব্যাট। 'ভরাডুবি যদি আমার হয়েই থাকে—হয়েছে। সেটা স্বীকারে লজ্জা পাচ্ছি, ভেব না।'

'টেসটারভিস বাথান টেডের দখলে ঠিকই। কিন্তু আইনতঃ ওটা এখন আমার। নিশ্চয়ই যে-কোন মূল্যে দলিলটা পেতে চাইছে সে। আমিও সেটা দিয়ে-দিতে চাই তাকে। তবে টাকার বিনিময়ে। যে-কোন অঙ্কের হলেই চলবে। এছাড়া বিনা পয়সায় আরেকটা উপকার করব টেডের। শডল আর প্যামের ট্রেইল ধরিয়ে দেব।'

'সুরটা কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকছে।' মন্তব্যের সুরে বলল টোলবার্ট।

'অতি চালাকি করতে চেয়ো না।' খেঁকিয়ে উঠল ব্যাট। টোলবার্টের কথায় ভঙ্গিতে পিত্তি জ্বলে গেছে তার। 'যে কারণেই হোক কাজটা করব আমি। চালাকি করলেই সেটা জানতে পারছ না তুমি।'

'চালাকি করতে যাব কোন দুঃখে?' শান্ত স্বরে জবাব দিল ফোরম্যান। 'জানা জিনিস জানার জন্যে?'

'কিন্তু', মুচকি হাসল ব্যাট। 'একটা জিনিস এখনো অজানা তোমার।'

'কোথায় ওরা?'

'আমার ট্রেইলেই—পেছনে। টেড কি কাছে-পিঠে আছে?'

জবাব না দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ফোরম্যান। ঘটনা চক্রে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াল। সে না বললেও জবাবটা পেয়ে গেল

ব্যাট।

নিচের পথের দিকে তাকিয়েছিল ব্যাট। মোগলের সমতলে হলদে ধুলোর লাইন দেখা গেল। দীর্ঘ একটা লাইন। মুখভাবে পরিবর্তন দেখা দিল ব্যাটের। উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ল সেখানে। টোলবার্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারল না সেটা। জিনের উপর নড়ে-চড়ে বসল সে।

'ব্যাট', বলল টোলবার্ট।' টেড আর র‍্যাটল স্নেকের সাথে বন্ধুত্ব একই কথা। ওর কাছ থেকে দূরে থাক। ভাল চাইলে এখনি দেশ ছেড়ে ভাগ। ওর কাছ থেকে কেমন অভ্যর্থনা পাবে তুমি জান না?'

'জানি।' বলল ব্যাট। সন্দিহান চোখে তাকাল। 'কিন্তু ভয় পাচ্ছি না। তুমি পাচ্ছ কেন?'

'তোমার ভাল চাই বলে।'

'ভাল চাও···আমার! হাহ্!'

'তোমার গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে শডল।' ব্যাটের নাক সিটকান উপেক্ষা করল টোলবার্ট। 'তাছাড়া দেখতে পাচ্ছি, খানিকটা উত্তম-মধ্যমও হজম করিয়ে ছেড়েছে। তোমার শয়তানির পাওনার উপর বোনাস এই মারধরটা। কিন্তু বোনাসটা আরো উস্কেছে তোমার মেজাজ। এমনিতেই মগজ ঘোলাটে তোমার। বেধড়ক পিট্টি খেয়ে আরো গুলিয়েছে। লড়তে অক্ষম হয়ে পিঠটান দিয়েছ। ভেবে দেখেছ, সামনা-সামনি শোধ তোলা তোমার কম্ম নয়। তাই সেটা টেডের মাধ্যমে তুলতে চাইছ।

স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ব্যাট। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারাটা। সেদিকে নজর দিল না টোলবার্ট। তার কথা বলেই

চলল।

'তারপর, দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য কাজটা করতে চলেছ এখন। ভাইয়ের খুনীর কাছে জমি বিক্রি করতে চাইছ। অথচ ওই জমির জন্যেই খুন হয়েছে তোমার ভাই।'

দাঁতে দাঁত ঘষল ব্যাট। 'তাতে তোমার এত লাগছে কেন? মরগানের কাছে বোন বিয়ে দিয়েছিলে নাকি?'

অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিল ফোরম্যান। নোংরা কথাটা উপেক্ষা করল।

'ধর, টি-এল-এ ফিরতে চায়না মেয়েটা। তার পরেও ওকে তুমি ধরিয়ে দেবে?'

বিদ্বেষে কাল হয়ে গেল ব্যাটের মুখ। 'ছুঁড়িটাকে একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। ডাঁট দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে আমাকে। বলল, নিজেকে নিজেই রক্ষা করতে পারবে। কেমন পারে এবার দেখব আমি।'

চুপ করে রইল টোলবার্ট। ঘাড় ফিরিয়ে নিচের পথে তাকাল। অশ্বারোহী দলটা বেশ কাছে চলে এসেছে। আবার সামনে ফিরল সে।

'চেষ্টাটা বাদ দেয়াই ভাল ব্যাট। তোমার জন্যে ভাল। যুদ্ধে জিতে গেছে টেড। এখন তোমার কেন, কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই তার। জেনে-শুনে বিপদে পড় না।'

'সেটা টেডের সাথে বুঝব আমি।' জবাব দিল ব্যাট।

'কিছুতেই মত পাল্টাবে না তুমি।'

'টেডের সাথে কথা বলতে চাই আমি।' নিজের বক্তব্যে অনড়

রইল ব্যাট। 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।' চরম বিতৃষ্ণার সাথে বলল সে। 'মতলবটা কি তোমার? টেডের পক্ষেই তো কাজ করছ তুমি, নাকি?'

'বুঝলাম', নিচু গলায় বলল ফোরম্যান। 'মত পাল্টাছ না তুমি।' ফোরম্যানের শক্ত ভঙ্গি আরেকটু টান টান হল। মুখটা ফ্যাকাসে লাগছে।

'এমন অনেক লোক তুমি দেখেছ হয়ত ব্যাট', বলল সে। 'যারা আচমকা এমন কোন কাজ করে বসে, যা তার চরিত্রের সাথে মোটেই খাপ খায়না। এতক্ষণ তেমন একজন লোকের সাথেই কথা বলেছ তুমি। দুর্ভাগ্য তোমার, বুঝতে পারনি। তুমি একটা বোকা ব্যাট।'

কোমরের হোলস্টারে চলে গেল টোলবার্টের হাত। এতই দ্রুত—মনে হল একটা গোক্ষুরের ছোবল। একই গতিতে উঠে এল সেটা। একটা পিস্তল চক্‌চক্ করছে হাতটাতে। মৃত্যুভয় দেখা দিল ব্যাটের মুখে। বিস্ফারিত দেখাচ্ছে নীল চোখদুটো।

'না—টোলবার্ট···'

একটা মাত্র শব্দ হল। শব্দটা তীক্ষ্ণ এবং অশুভ। বুক কাঁপিয়ে দেয়ার মত তীক্ষ্ণ। তবে ব্যাটের কেবল বুক কাঁপিয়ে ক্ষান্ত হল না বুলেটটা। ফুটো করে বেরিয়ে গেল।

আধ সেকেণ্ড ঘোড়ার পিঠেই থাকল ব্যাট। তারপর ঢলে পড়ল। শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে যাওয়ার শব্দ হল।

'চিরদিন', মৃত দেহটার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল টোলবার্ট। 'বোকামিই করে গেল।'

নির্লিপ্ত ভাবে পিস্তলটা খাপে পুরল। তারপর ঘোড়ার পিঠে চাপড় লাগাল। ঘুরে ছুটল প্রাণীটা।

পাহাড়ের চূড়োর কাছাকাছি চলে গেল টেল টোলবার্ট। কিনারে এসে দাঁড়াল। উঁকি দিল নিচে। এসে পড়েছে ঘোড় সওয়ার দলটা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবার চেহারা। দলটার নেতৃত্বে রয়েছে টি-এল মালিক।

টোলবার্টের কাছে উঠে এল টেড লুইস।

'একটা গুলির শব্দ শুনলাম?' প্রশ্ন করল সে। 'কোত্থেকে এল?'

ঠোঁট ফাঁক করল না ফোরম্যান। তবে হাত তুলল। দক্ষিণ-পুব দিকে ইশারা করল। যেদিকে দেখাল সে, সেদিকটা মোগলের মূল চূড়ো থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বিপরীতে। ওই চূড়োটাতেই লুকিয়ে আছে প্যাম আর শডল।

'পশ্চিমে খুঁজেছি।' মুখ খুলল ফোরম্যান। 'কিছু পাইনি। কাজেই শব্দটা যেদিক থেকে এল ওদিকে রওনা হওয়াই ভাল।' সুস্থির কণ্ঠে মালিককে পরামর্শ দিল সে।

'কিন্তু আমার যে মনে হল', দ্বিধা করল বাথান মালিক। 'ওটা দক্ষিণ দিক থেকে এল।'

'তোমার চেয়ে এগিয়েছিলাম আমি।' মনে করিয়ে দিল ফোরম্যান। বিরস কণ্ঠ।

'বেশ তাহলে চল।' হালছাড়া গলায় বলল টেড লুইস। 'ওদিকেই যাওয়া যাক।'

এবার লীড করার ভার টোলবার্টই নিল। কষ্টকর কাজটা থেকে রেহাই পেয়ে মহাখুশি টেড।

মোগলের দুর্গমতম এলাকার দিকে এগিয়ে চলল দলটা, ক্রমেই মোগলের মূল চূড়ো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তারা।

এগার

ব্যাট টেসটারভিস অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল শডল। তার পর পিছনে ফিরল। সরাসরি প্যামের চোখে চোখ রাখল।

'প্যাম, ও তোমাকে···'

বাধা দিল মেয়েটা। 'না কিছু করেনি······কোন ক্ষতি করেনি।' আরক্ত হয়ে উঠল তার মুখ। চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকাল। 'তুমি খুব সোজা-সাপ্টা কথা বল, শড।'

'ব্যাটের চরিত্র জানি আমি।' সাদামাটা গলায় জবাব দিল শডল। 'সীমা লংঘন ওর স্বভাব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মেয়েটা। 'সেটা টের পেয়েছি।'

'কোত্থেকে', উদ্বাভরে জানতে চাইল শডল। 'অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেও এমন ঠাণ্ডা থাকতে শিখেছ তুমি?'

'শড, অনেক ধরনের মানুষের মধ্যে বড় হয়েছি আমি। একটা ফেরি, একটা হোটেল এবং একটা সেলুন ছিল আমার বাবার। পড়তে শেখার আগে লোক চরিত্র বুঝতে শিখেছি আমি।'

'তোমার সাথে পরিচয় হয়েছিল বলে আমি খুশি।' একটু শ্রদ্ধার আভাস শডলের গলায়।

'তুমি জান না বন্ধু', মনে মনে বলল প্যাম। 'কথাটা আমার দিক থেকেও কতখানি সত্যি।'

শডলের কণ্ঠে সম্বিত ফিরল প্যামের। 'আবার ছুটতে হচ্ছে আমাদের।'

'আমাদের' শব্দটা কানে বাজল প্যামের। একটু চুপ করে রইল সে। তারপর বলল, 'আমার তা মনে হয় না শড।'

কথাটা শডলের কানে গেছে কিনা বোঝা গেল না। চিন্তিত কণ্ঠে কথা বলে চলল সে।

'সাঙ্গ-পাঙ্গ সহ এই চূড়োর ওপারে কোথাও রয়েছে টেড। খাড়াই-উৎরাইয়ে ভরা এই এলাকাটা। লুকোনর জায়গার অভাব হবে না আমাদের। তবু এখানে থাকাটা নিরাপদ হবে না। একটু মাথা খাটালেই আমাদের বের করে ফেলতে পারবে সে। অতএব এখান থেকে যত জলদি কেটে পড়া যায়, ততই মঙ্গল।'

পূর্বাকাশে পূর্ণ তেজ প্রকাশের আয়োজনে ব্যস্ত সূর্য। সেদিকে তাকিয়ে রইল প্যাম। দুই ভুরুর মাঝে চিন্তার রেখা। কামড়ে ধরেছে নিচের ঠোঁট। প্রাণবন্ত মুখটাতে চিন্তার রেখা মানাচ্ছে না একদম। শডলের দিকে ফিরল সে।

'এক মিনিট, শড। ব্যাটের কথা বিশ্বাস করি আমি। টেডকে আমাদের ট্রেইল চেনানর ব্যবস্থা সে করবেই। এর ফলে একমাত্র তুমিই ভুগবে। নারী অপহরণের শাস্তির ভয়াবহতা ব্যাট নিজেই বলেছে একটু আগে। নিশ্চয়ই তুমিও শুনেছ সেটা। কাজেই নতুন করে কিছু বোঝানর দরকার নেই।'

'এক্ষুণি পালাও শড।' অনুনয় ঝরল মেয়েটার কণ্ঠে। 'আমি ফিরে যাচ্ছি টি-এল বাথানে। আমাকে পেলে তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামানয় দেরি হবে ওদের। এই সুযোগে নিরাপদ জায়গায় চলে

যেতে পারবে তুমি।'

'বাহ্ বেড়ে বলেছ তো।' টিটকারির স্বরে ভৎর্সনা করল শডল। 'তাহলে গতরাতে টি-এলে সেধোঁলাম আর কোন দুঃখে? টেড লুইসের চেহারা দেখতে?'

'সবই বুঝি।' নিচু স্বরে বলল মেয়েটা। 'কিন্তু সেই প্রবাদটা ভুলছ কেন? এনাদার ডে এনাদার চানস্। সুযোগ তো আর এক বারে শেষ হচ্ছে না। টেডের হাতে তোমাকে ধরা পড়তে দিতে পারি না আমি। কোনমতেই না। হাতে পেলে সে তোমাকে…' শিউরে উঠল মেয়েটা। 'কি করবে ভাবতেও ভয় লাগছে।'

'ভাল করেই জান।' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল শডল। 'খামোকা মুখ ব্যথা করছ। ধানাই-পানাই বাদ দিয়ে জলদি চল।'

মিষ্টি হাসির শব্দে ফাটল ধরল পাহাড়ি নিস্তব্ধতায়। অন্তত যা বলার ছিল সেটুকু জানাতে পেরেছি। আর বকবক করে বিরক্ত করব না তোমাকে। অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হওয়ার কি যে মজা বুঝবে না।' আরেক পশলা হাসল মেয়েটা।

তার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'সত্যি করে বল তো অসহ্য লাগছে না তোমার?'

'কেন!' বিস্মিত হল শডল।

'এই যে উটকো ঝামেলা হয়ে তোমার ঘাড়ে চাপছি।'

'কিছু বোঝা আছে', জবাব দিল শডল 'যা টানতে ভাল লাগে।'

ঝট্ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল প্যাম। এটা করতে তার নিজের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

'এটাই তোমার দোষ।' চেষ্টাকৃত কঠোর গলায় বলল সে।

সব সময় অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে চাও। এপর্যন্ত তোমার বহু দুর্নাম কানে এসেছে আমার। সব বিচার করে একটা জিনিসই বুঝেছি। নিন্দাগুলো সেধে জুটিয়েছ তুমি।'

'অন্যের বিপদ দেখলেই এগিয়ে যাও তুমি। এমন সুযোগ কেই বা ছাড়ে। বিপদ গ্রস্থ লোকটা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে তোমাকে। কাজ শেষে ভুলে যায় সে তোমাকে। এদিকে সেধে নতুন এক বস্তা দুর্নাম কুড়াও তুমি।'

'এবারো নিজে মরতে বসেছ। অথচ একই কাজ করতে চাইছ। আর কবে শিক্ষা হবে তোমার? ভাল করে ভাব। ভাবলেই বুঝবে। আমার বুদ্ধিটাই ঠিক।'

'টেডের কাছে ফিরে যাওয়ার?' গুমড়ে উঠল শডল। মনে করিয়ে দিও। সময় করে একদিন তোমার আক্কেলের সম্বন্ধে আমার মতামতটা জানাব। আর, একটা কথা বার বার বলতে ভাল লাগে না আমার। কোথাও ফিরছ না তুমি। আমার সাথেই থাকছ।'

'আসলে', বলল প্যাম। 'টেডের সাথে সরাসরি আত্মীয়তা নেই আমাদের। ওদের সাথে আমাদের পরিবারের সম্পর্কটা খুবই ক্ষীণ। আমার আপন চাচা নয় সে।'

কেবিনের পিছনে রওনা হল শডল। নিজের ঘোড়াটা নিয়ে ফিরল খানিক বাদে। তারপর ব্যাটের ঘোড়াটার কাছে গেল।

পশুটাকে দেখে মায়া লাগল ওর। পশুটাকে খাটিয়ে শেষ করে ফেলেছে ব্যাট। অস্থি চর্মসার চেহারা।

ঘোড়াদুটো নিয়ে উঠোনে ফিরল ও। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা। হাতে নিজের কোট।

'কোন দিকে যাচ্ছি ?'

'পশ্চিমে।'

নিজের ঘোড়ায় চাপল শডল। ব্যাটের ঘোড়ায় সওয়ার হল মেয়েটা।

'ওদিক দিয়ে কোথায় যেতে চাইছ ?'

'পাউডারের বাইরে।' চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দুলছে শডল। 'এই দেশের বাইরে। যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর।'

'কোথাও না কোথাও থামতে তো হবেই। কোথায় থামবে ?'

'বিপদ কেটে গেলে ওসব ভাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।' জবাব এল। 'আগের কাজ আগে।'

'হুঁ', বিড়বিড় করল প্যাম। 'আগের কাজ আগে। কিন্তু কথাটা তোমার স্বভাবের সাথে মিলছে না। শুনেছি, প্ল্যান ছাড়া এক পা হাঁট না তুমি। অবশ্য আরেকটা কথাও শুনেছি। পরিকল্পনা আগাম ফাঁস করতে পছন্দ কর না তুমি।'

'আমাকে নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামিয়েছ দেখছি।'

কথাটা পছন্দ হল না প্যামের। ঝট করে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল। মৃদু হাসল শডল। মেয়েটার আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে।

বহুদূর থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। চমকে পেছনে তাকাল দু'জনেই। আতঙ্ক দেখা দিল প্যামের চোখে। শডলকে সতর্ক দেখাল।

'কাছাকাছি এসে গেছে ওরা, প্যাম।' মৃদু স্বরে বলল শডল। 'ঠিক আমাদের পেছনে। জান বাজি রেখে ছুটতে হবে এবার।'

এক সময় রাত নামল। এর মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও থামেনি ওরা। পশ্চিম পথের দিকে রওনা হয়েছিল। কিন্তু কাছাকাছি গিয়েও সরে আসতে হয়েছে। পথটা ঘিরে ফেলেছে টেডের লোকেরা। কোন মতে তাদের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়েছে। এরপর বাধ্য হয়ে দক্ষিণে দুর্গম পথের উদ্দেশে চলেছে। সমস্ত পাউডারে ছড়িয়ে পড়েছে টেডের লোকেরা। দক্ষিণে পৌঁছুতে প্রচণ্ড খাটুনি গেছে প্যাম আর শডলের। টেডের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীকে এড়াতে হয়েছে।

ওদের সামনে এখন কেবল একটা ক্যানিয়ন। তারপরই দক্ষিণের মরুভূমি। গভীর আঁধারে ঢাকা পড়েছে প্রকৃতি।

ক্যানিয়নের ভেতরে ঢুকে ঘোড়া থেকে নামল দু'জন।

'এখানে অপেক্ষা কর।' বলল শডল। তারপর ডান দিকে রওনা হল হেঁটে। লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলেছে দুটো ঘোড়াকেই।

একটু পরেই ফিরে এল সে। মেয়েটার হাত ধরে টানল। কিছু দূর এগোল দু'জনে। সামনে ঘন অন্ধকার একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

'মাথা নিচু কর প্যাম।' হঠাৎ বলল শডল। চট করে মাথা নিচু করে ফেলল মেয়েটা। ফলে একটুর জন্যে পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেল না মাথাটা।

একটা গুহা সামনে। ঘাড় কুঁজো করে ভেতরে ঢুকল দু'জন। ভেতরে ঢোকার পর অবশ্য সোজা হওয়া গেল। ভেতরের ছাদ অনেক উঁচু। কেবল প্রবেশ পথটাই ছোট।

হাত ছাড়েনি শডল। ওকে ধরে বেশ খানিকটা এগোল। একটা লম্বা টানেলের মত গুহাটা।

একটা দেয়াল ঘেঁষে মেয়েটাকে বসাল শডল। বলল, 'এবার একটু আগুন দরকার আমাদের। অপেক্ষা কর। মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরছি।'

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো সুখকর ঠেকল না প্যামের কাছে। বস্তুত অপেক্ষা ব্যাপারটা কার কাছেই সহনীয় নয়। তার উপর, অন্ধকার অচেনা জায়গা। গা ছম ছম করতে লাগল প্যামের।

একটু পরেই শডলের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। স্বাভাবিকের চেয়ে ভারী পায়ে হাটছে সে। প্যামের সামনে এসে থামল। দড়াম করে ভারী কিছু পড়ল মেঝেতে।

'কোন ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে অপছন্দ জান?' জানতে চাইল শডল। তারপর জবাবটা নিজেই দিয়ে দিল। 'পেট খালি রাখতে। অভুক্ত থাকাটা সবচেয়ে কঠিন সাজা মনে হয় আমার।'

মৃদু শব্দে হাসল প্যাম। হেসে উঠল শডলও।

বলল, 'সব দূরদর্শী লোকেরও স্যাডল ব্যাগে খাবার রাখা উচিত। দুঃখের বিষয়, দূরদৃষ্টিটা থাকা সত্ত্বেও কাজে লাগাতে পারিনি। মস্তারসের আক্রমণের পর জলদি বাথান ছাড়ি আমরা। খাবার প্রায় সব ওখানেই রয়ে গেছে। সামান্য কিছু ছিল মার্কের ঘোড়ায়। রাতেই শেষ তা।'

'আসলে', আবার হাসল সে। 'ভুল আরো একটা করেছি আমি। টি-এল থেকে কেবল তোমাকে চুরি করাই ঠিক হয়নি। টেডের কিচেনেও হামলা চালান উচিত ছিল।'

বুদ্ধি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল প্যাম। 'গ্যারান্টি দিচ্ছি না', বলে চলল শডল। 'তবে সম্ভবত আগামী কাল দুপুরের দিকে খাব

আমরা। যদি বেঁচে থাকি তাহলে আরকি?'

কথা বলতে বলতে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে শডল। এক বোঝা পাইনের শুকনো ডাল আর সেজ ঝোপ নিয়ে এসেছে সে। সেজ কাঠিগুলো আধ-শুকনো। ধরাতে কষ্ট হল তাই।

'বিধাতার আশীর্বাদ যে এখানে গুহাটা আছে।' বলল শডল। 'দক্ষিণের পথিকদের জন্যে এটা একটা স্বর্গ হতে পারত। কিন্তু মনে হয় না, আমি ছাড়া এটার খোঁজ জানে কেউ। এক শীতে বিপাকে পড়ে এটা খুঁজে বের করেছিলাম। গা ঢাকা দেয়ার দরকার ছিল। নইলে মরতে হত।'

'আগুনটা বাইরে থেকে দেখা যাবেনা?'

নাহ্, প্যাসেজ ওয়েটা খুব জটিল। আলো বাইরে যেতে পারবে না।'

উঠে দাঁড়াল শডল। বাইরে চলে গেল। জিন আর জিনের কম্বল-দুটো নিয়ে ফিরল। কম্বল দুটো মেঝেতে পেতে দিল সে।

'তোমার বিছানা।' প্যামকে বলল সে। তারপর হেসে ফেলে বলল, 'স্প্রিং আর ম্যাট্রেস আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। আশা করি, ওগুলো ছাড়াই ঘুমোতে পারবে।'

'পারব।' বলল প্যাম। হাসল না। 'একটা কম্বল তোমার জন্যে বরাদ্দ হল।'

'বাইরে যাচ্ছি আমি। চোখ খোলা রাখতে হবে।' জবাব দিতে একটু দেরি করে ফেলল শডল।

আচমকা উঠে দাঁড়াল প্যাম। সোজা বিছানাটার কাছে গেল। একটা কম্বল তুলে নিল। পাতল একটু দূরে। ব্যাস, দুটো বিছানা

হয়ে গেল। মাঝখানে অগ্নিকুণ্ডটা। দু'পাশে দুটো কম্বল।

'যতটা আশা করেছিলাম তারচেয়ে কম স্মার্ট তুমি।' মৃদু তিরস্কার মেয়েটার কণ্ঠে। 'আজ রাতে পাহারার কোন দরকার নেই। আবার ভাল করে জান তুমি সেটা। ছল করার কি দরকার?'

মুখ তুলে প্যামের দিকে তাকাল শডল। 'বিছানা দুটোর মাঝে কেবল আগুনটার ব্যবধান, প্যাম।'

'এমনকি সেটারও দরকার ছিল না!' সোজা-সাপ্টা গলায় জানাল প্যাম।

'হয়ত।' আগুনের দিকে ফিরল শডল। মৃদু শব্দে কাঠ পুড়ছে। লকলক করছে অগ্নিশিখা। 'রাত অনেক হয়েছে। প্রায় মাঝরাতের কাছাকাছি। চারটের দিকে বেরিয়ে পড়ব আমরা। এটুকু সময় না ঘুমোলেও ক্ষতি হবে না আমার। কথা না বাড়িয়ে বিশ্রাম নাও তুমি।'

মৃদু শব্দ হল। হাসছে প্যাম। একটা কম্বলে গিয়ে বসল। ধীরে সুস্থে বুট খুলতে শুরু করল।

'এখানেই ঘুমোচ্ছ তুমি শডল। মিছে কথা খরচ করিও না আমার। বেশি বকবক করলে মাথা ধরে আমার।'

বুটজোড়া খুলে ফেলেছে প্যাম। একপাশে রাখল সেটা।

'কি করে ভাবলে, এই ঠাণ্ডায় তোমাকে বাইরে রেখে নাক ডাকাব আমি। আমার প্রতি তোমার ধারণার উচ্চতা অবাক করেছে আমাকে।'

উবু হয়ে আগুনের পাশে বসল শডল। সিগারেট পাকাচ্ছে। একটা জ্বলন্ত কাঠি তুলল। আগুন ধরাল সেটায়।

কোট খোলার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করেছে প্যাম। সক্ষম হতে হাঁফ ছাড়ল সশব্দে। গোল পাকাল সেটা। কম্বলের এক মাথায় রাখল। তার মানে ওটা তার বালিশ।

পরনের রাইডিং ব্রিচেস খুলল। গোল পাকান কোটটা সরিয়ে মেঝেতে রাখল। তারপর ইণ্ডিয়ান কায়দায় সারা গায়ে কম্বলটা পেঁচিয়ে নিল। দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসল। স্বস্তির ভঙ্গি।

ঘরের মাঝে উদ্দাম নৃত্য করছে ক্যাম্প ফায়ার। গুহার মানুষ দুটোর মধ্যে এক দুর্ভেদ্য দেয়াল যেন। অদ্ভুভাবে দেখলে, ওটা কোন দেয়ালই নয়।

'মিছে ভাবনার কিছু নেই।' মৃদু স্বরে বলল প্যাম। 'বিপদের সময় সঙ্কোচ কেবল বিপদই বাড়ায়। না ঘুমিয়ে থাকলে কেবল শক্তি খরচ হবে। তার খেসারতটা মারাত্মক হতে পারে। আগামীকাল মরুভূমি পেরোতে হবে আমাদের।'

'সামনে', ভাবনায় তলিয়ে গেছে যেন শডল। 'কঠিন পথ। মরুভূমির একদম কাছে এসে গেছি আমরা। সূর্য ওঠার আগেই পেরোতে হবে।'

'মরুটা বড় নয়। মাত্র মাইল খানেক। ওপাশে শেলটারের অনেক জায়গা আছে। কিন্তু টেডের লোকজন সেখানে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই। একারণেই রাতে মরু পেরোলাম না। অন্ধকারে হয়ত সোজা ওদের খপ্পড়ে গিয়ে পড়তাম।'

'যা ভাল বোঝ করো। কিন্তু দিনের আলোয় সুবিধেটা কি আমাদের?'

'ঠিক দিনের আলোয় রওনা হব না। কথা বুঝতে ভুল হয়েছে

তোমার। সকালের আলো ফোটার আগে আগে মরু পেরোব। একটা পুরোন অ্যাপাচি কৌশল এটা। ওরা সাধারণত ওই সময়-টাতেই আক্রমণ করে। সারারাত পাহারায় থেকে তখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে প্রতিপক্ষ। অসাবধান হয়ে পড়ে শ্রান্তিতে। এই সুযোগে কাজ উদ্ধার করে অ্যাপাচিরা।'

'আমরাও তাই করতে যাচ্ছি। টি-এল রক্ষীরা নিশ্চয়ই ঢুলতে থাকবে তখন। নিরাপদে ওদের নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা।'

'নইলে শিকারের পশুর মত দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করব। এবং শিকার হব।'

'দৌড়ুর তো অবশ্যই। শিকার হওয়া না হওয়া ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।'

সিগারেটের গোড়াটা আগুনে ফেলে দিল শডল। একটা কাঠি দিয়ে আগুনটা খোঁচাচ্ছে।

'প্যাম, টেড ছাড়া তোমার আর কোন আত্মীয় নেই তাই না?' জানতে চাইল শডল। মুখ তুলল না।

'হ্যাঁ।'

'তোমার সব টাকা ওর কাছে?'

'আমার বয়স বিশ না হওয়া পর্যন্ত। কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল শডল। উত্তর দিল না। আগুনের আরেকটু কাছে সরে বসল।

'এ নিয়ে খামোকা দুশ্চিন্তা করো না তুমি।' বলল প্যাম। 'এই ভাবনাটা আমাকে ভাবতে দাও। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে

আমার। টেড আমাকে ঠকাতে পারবে না।'

একটু থামল সে। ফের বলল, 'এই পৃথিবীতে কিভাবে চলতে হয়। অনেক আগেই সেটা শিখেছি। বাবার হোটেল আর অন্য সব ব্যবসা কে চালাত, ভেবেছ? বাবা? উঁহু। ওই লোকটা চব্বিশ ঘণ্টা মদে ডুবে থাকত। এবং ক'দিন পরপর মাতলামোর দায়ে জেলে ঢুকত।'

'উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করেছি আমি ছোটবেলা থেকে। আবার না হয় করব। অযথা দুর্ভাবনা করো না। ঠিকই সব সামলে নেব। টেড যদি ঠকায়ও আমাকে, মরব না।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছিল শডল। আচমকা গলা ছেড়ে হেসে উঠল। অবাক হয়ে তাকাল প্যাম।

'আমার কথাটা কিন্তু উল্টো ভাবেও সত্যি।' হাসতে হাসতে বলল শডল।

প্রশ্ন বোধক চোখে তাকিয়ে আছে প্যাম। ব্যাখ্যা দিল শডল।

'টেড ছাড়া তোমার কোন আত্মীয় নেই। যদ্দুর জানি, টেডেরও তুমি ছাড়া কোন আত্মীয় নেই। ঠিক বলেছি?

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। আবার বলতে শুরু করল শডল।

'তাহলে ওর র‍্যাঞ্চের ভবিষ্যত মালিক কে হতে যাচ্ছে?' সকৌতুকে হাসল শডল।

একটু চমকাল প্যাম।

'কিন্তু', বলছে শডল। 'সে নিশ্চয়ই চাইবে না, তার সম্পত্তি বাইরের কোন লোক ভোগ করুক। অথচ তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করলে ঠিক তাই ঘটবে। এই চিন্তাটা ওই ব্যাটার মাথায় আসেনি,

একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল না। এসেছে। এবং বিকল্প উপায়ও ভেবে রেখেছে। এবার তোমাকে হাতে পাওয়ার অপেক্ষা কেবল। পেলেই একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। বাজি ধরতে পার, অনুষ্ঠানটা হবে চার্চে। এর ফলে, তার সম্পত্তি আর বাইরের কারো ভোগে লাগার সম্ভাবনা থাকবে না।'

কথাটা হজম করতে সময় লাগল প্যামের। তারপর বেসুরো গলায় বলল, 'কি ভাবছ, লজ্জা পাও ? উচিত আমার? বিয়ের কথায় মেয়েদের লজ্জা পাওয়াই তো নিয়ম, তাই না ?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। মৃদু হাসল। বলল, 'পেনসিল আর একটু কাগজ হবে তোমার কাছে ?'

পেনসিলটা সহজেই খুঁজে পেল শডল। কিন্তু সমস্যায় পড়ল কাগজ নিয়ে। আতি-পাতি খুঁজেও পেল না। হতাশ হয়ে বসে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল। এক টুকরো ভাঁজ খাওয়া কাগজ বের করল।

কাগজ আর পেনসিলটা মেয়েটার হাতে দিল। তার পর একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করল।

'কাগজটা আসলে একটা চেক। ব্ল্যাঙ্ক চেক। মাস তিনেক আগে শহরে যাচ্ছিলাম। কিছু গরু কেনার উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্যেই ওই চেকটা সাথে নিয়েছিলাম। কিন্তু শহর অব্দি পৌঁছান হয়নি আমার। মাঝ পথে অ্যামবুশ করা হয় আমাকে। পেটে গুলি লাগে। ঘোগলের কারনিশ থেকে নিচে পড়ে যাই। ছয় ঘণ্টা পর আমার বন্ধু —মার্ক অগাস্টিন খুঁজে পায় আমাকে।'

'মার্ক আর কিছুক্ষণ পরে এলে আমাকে বুট হিলে শোয়াতে হত। যাই হোক, বুঝতেই পারছ গরু কেনা আর হয়নি। ফলে চেকটা ব্ল্যাঙ্কই রয়ে গেছে। হয়ত আগামীতে অমনই থাকবে।'

চেকটার সাদা পিঠে আনমনে আঁচড় কাটছে প্যাম। আচমকা পেনসিল থামাল। মুখ তুলল। শডলকে ফিরিয়ে দিল না জিনিস দুটো। অন্যমনস্কভাবে রেখে দিল একপাশে।

স্থির চোখে শডলের মুখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গুড নাইট।

কথাটা বলে আর অপেক্ষা করল না। গোল পাকান কোটটা তুলে নিল। শুয়ে পড়ে মাথায় গুঁজল।

তখুনি কোন জবাব দিতে পারল না শডল। আগুনের আভা পড়েছে মেয়েটার গালে, গলায়, কপালে। রক্তিম লাগছে মুখটা। লম্বা পাপড়ি গুলো পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। মৃদু তালে ওঠা-নামা করছে বুক। শরীরের আউট-লাইনগুলো আবছা আঁধারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ তাকিয়েছিল জানে না শডল। ঘুমন্ত মুখটা একটু নড়ল। খুলে গেল চোখদুটো। শডলের চোখে স্থির হল প্যামের দৃষ্টি।

এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে শডল। আয়ত চোখ দুটোয় একটা কবিতার ক'টা লাইন ভেসে উঠতে দেখছে সে।

'দ্য ফাউনটিনস মিঙ্গলস উইথ দ্য রিভার
অ্যাণ্ড রিভার উইথ দ্য ওশান ;
দ্য উইণ্ডস অভ হেভেন মিক্স ফর এভার
উইথ সুইট ইমোশন',

উপসংহারে পৌঁছুতে পারল না শডল। চোখের পলক পড়ল মেয়েটার। ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল সে।

'গুড নাইট।' মৃদুকণ্ঠে বলল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। একবারও পিছন ফিরল না। গুহার বাইরে এসে থামল।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর আবার পা চালাল। গোটা চারেক বড় পাথর টপকাল। বামদিকে হাঁটল আরো কিছুক্ষণ। তারপর সামনে একটা ছোট গর্ত দেখে থামল।

গর্তটা পানি ভরা। উপরে খাড়া পাহাড়। সেটার না বেয়ে সরু জলধারা নামছে। ঝরনা। সাদা বুদ বুদ গর্তটায় জমা পানিতে।

একটা পাথরে বসল শডল। ঝরনার দিকে তাকিয়ে আছে চুপ করে। বুকের ভেতর এক ধরনের কষ্ট হচ্ছে ওর। কষ্টটা এর আগে কখনো অনুভব করেনি।

সেই কবিতাটা আবার মনে পড়ে গেল। পি, বি শেলির 'লাভ'স ফিল-সফি।' স্কুলে পড়ার সময় থেকে ওটা ওর প্রিয় কবিতা। এখনো তাই। যেদিন কবিতাটা প্রথম পড়েছে, সেদিনই শেলিকে গুরু মেনেছে।

বিড়বিড় করে দ্বিতীয় স্তবকটা আবৃত্তি করল শডল।

'নাথিং ইন দ্য ওঅর্ল্ড ইজ সিঙ্গল
　　অল থিংস বাই আ ল ডিভাইন ;
ইন ওয়ান এনাদার বিইঙ মিঙ্গল
　　হোয়াই নট আই উইথ দাইন ?'

ফিসফিসিয়ে প্রশ্নটা আবার উচ্চারণ করল যুবক, 'হোয়াই নট আই উইথ দাইন ? হোয়াই নট আই···'

দমকা হাওয়ায় প্রশ্নটা আবার ওর কাছেই ফিরে এল।

বার

রাত প্রায় শেষ। অথচ এখনো এক ঠাঁয় বসে আছে শডল।

ঝরণার কাছ থেকে চলে এসেছে। গুহা মুখে একটা পাথরের আড়ালে বসেছে। সারারাত ঘুমোয়নি। পাহারা দিয়েছে। অবশ্য গত তিন দিন ধরেই ঘুমোন হয়নি ওর। মাঝে-মধ্যে একটু ঢুলতে পেরেছে অবশ্য। কিন্তু সেটাকে মার্জার ঘুম ছাড়া কিছু বলা চলে না। আধ ঘুমে শরীর আরো ক্লান্ত লাগছে।

বিপদ যাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী, তাদের জন্যে এসব স্রেফ রুটিন। কথাটা শডলের ক্ষেত্রে খেটে যায়। সেজন্যে এখনো শক্ত আছে সে। অনভ্যস্ত কেউ হলে অনেক আগেই হার স্বীকার করত। কিন্তু শডল ইয়াম হার মানে নি। এমনকি অমন কথা ভেবে দেখতেও সে নারাজ। আসলে ধৈর্য আর কষ্ট সহিষ্ণুতাই পশ্চিমে টিকে থাকার মোক্ষম অস্ত্র। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেও অস্ত্র দু'টোর তুলনা মেলা ভার।

মুখ তুলল শডল। পাথুরে দেয়ালের উপরে তাকাল। একদম উঁচুতে অন্ধকার একটু হালকা মনে হল। উঠে পড়ল সে। দ্রুত ক্যানিয়নের ডান দিকে ঘুরল।

ঘোড়া দুটোকে জুবুথুবু অবস্থায় পেল ও। সারারাত শিশির পতনে গা ভিজে গেছে ওগুলোর। পশু দুটো নিয়ে গুহার সামনে ফিরল। দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকল। ঘুমোচ্ছে প্যাম। কাছে এগিয়ে

গেল।

'আরেকটা সকাল আসছে, প্যাম। উঠে পড়। শিগগিরই তারা বিদায় হবে আকাশ থেকে।'

মেয়েটার দ্রুততা একটু অবাক করল ওকে। কথা শেষ করার আগেই উঠে পড়েছে সে। মুখে গত রাতের ক্লান্তি লেশমাত্র নেই। মাত্র কয়েক ঘন্টার ঘুমে তরতাজা হয়ে উঠেছে।

কম্বল ভাঁজ করতে লেগে গেছে প্যাম। মৃদু হাসি ঠোঁটে। শডলের বিস্মিত ভাব চোখ এড়ায়নি তার। কারণটাও বুঝেছে। আসলে ঘুম খুব পাতলা তার। আগেও অনেককে অবাক করেছে তার এই গুণ।

মেয়েটার হাত থেকে কম্বল দুটো নিল শডল। তারপর গুহার কোণে গেল। ঘোড়ার সাজ দুটো তুলে নিল। তারপর বাইরে বেরিয়ে গেল।

ঘোড়া দুটোর পিঠে জিন চাপাল শডল। দেখল, বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে প্যাম। রাতের কুয়াশা বিদায় হচ্ছে তড়িঘড়ি। লক্ষণ সুবিধের নয়। সূর্য ওঠার আগাম সংকেত।

ঘোড়ায় পিঠে চড়ল প্যাম। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে শডলের দিকে তাকাল।

'রাতে ঘুমাওনি তুমি, শডল।' অনুযোগ নয়, সাদামাটা গলায় বলল প্যাম।

'সাহস পাইনি। ঘুমালে তোমার মত না হলেও দ্রুতই জাগতে পারি মোটামুটি। কিন্তু সেজন্যে আগের রাতগুলোয় ঘুম যথেষ্ট হওয়া দরকার। জানই তো সেটা হয়নি। এই ক্লান্ত শরীরে একবার

ঘুমালে কানের পাশে কামান দাগালেও সজাগ করতে পারতে না।'

ফের দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছোটাল ওরা। উঁচু একটা ধাপের শুরু সেখানে। বেশ দীর্ঘ ধাপটা। দু'পাশে ক্যানিয়নের দেয়াল। ক্রমশ নিচে নামছে দেয়াল। উপরে উঠে যাচ্ছে ওরা।

পাথরের ফাঁকে একটা ঝরণা দেখা গেল। নেমে পানি খেল প্যাম। ঘোড়া দুটোও খেল। তবে ওগুলোকে পেট পুরে খেতে দিল না শডল। গতি কমে যাবে।

আবার চলল ওরা। শডলের পাশাপাশি চলছে প্যাম। বাম দিকের পথটা জরিপে ব্যস্ত শডল। হঠাৎ মেয়েটার আঁতকে ওঠার শব্দ শুনল। চমকে সামনে তাকাল। দেখল, প্যামের ঘোড়ার সামনে একটা র‍্যাটলার। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে পথের ওপর। কমপক্ষে চার ফিট লম্বা।

'কুসংস্কার আছে তোমার?' শুকনো হেসে প্রশ্ন করল শডল।

'কেন?' আতঙ্কে এমনিতেই চোখ বড় বড় হয়েছিল প্যামের। অসংলগ্ন প্রশ্ন শুনে আরো বিস্ফোরিত হল।

'ওটা একটা অশুভ সংকেত।' সাপটার দিকে ইশারা করল শডল।

ধাপের উপরে উঠে এল ওরা। অবশেষে শেষ হয়েছে দীর্ঘ ক্যানিয়নটা। সামনে অখণ্ড সবুজ দেখা গেল। লম্বা পাইন বন। ওদের ট্রেইলটা সোজা ওখানেই মিশেছে। গাছগুলোর ওপাশে বৃক্ষহীন বিস্তৃতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। জঙ্গলটা চাতালের মত একটা পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে।

পাইনের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল প্যাম। দেখাদেখি

শডলও তাকাল। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে দ্রুত। অন্ধকার ফিকে হচ্ছে।

চাতালের উঠতি ভাঁজে পৌঁছেছে ওরা। এখানে পৌঁছতে যথেষ্টরও বেশি সময় লেগেছে ওদের। দোষটা অবশ্য ওদের নয়। ঘোড়া দুটোরও নয়। দোষ অগুণিত ঝোপ-ঝাড়ের। কাঁটা ঝোপের নরক বিশেষ পথটা। সাবধানে চলতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। আরেকটা ক্ষতি হয়েছে। কুয়াশায় ভিজে গেছে দু'জনেই। মাথায়, মুখে শিশির হয়ে জাকিয়ে বসেছে। মাঝে-মধ্যে ঘামের মত গড়িয়ে পড়ছে।

চাতালের একদম চূড়োয় উঠে এল দু'জন। ওপাশের এলাকাটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

প্রথমবারের মত দক্ষিণের মরুভূমি দেখতে পেল প্যাম। চাতালের ঠিক গোড়া থেকেই সেটার শুরু। মাইল খানেক দূরে আবার পর্বত-শ্রেণী। গাছের ছায়ায় আধঢাকা। ভোঁতামুখো। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বিস্তৃতি রুদ্ধ করে। পুবে ফিরল প্যাম। ঝাপসা সাদাটে দেখাচ্ছে পাউডারের মালভূমি।

আচমকা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল শডল। পিছন দিকে চলে গেল। উত্তর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদিকে দিয়েই এসেছে ওরা।

'প্যাম।' ডাকল সে। সুরটা অচেনা মনে হল প্যামের।

চট্ করে ঘুরল সে। ঘোড়া ছুটিয়ে শডলের পাশে চলে গেল। হাত উঁচিয়ে দূরে দেখাল শডল। ব্যাখ্যা দিল না কোন। দরকার ছিল না। লক্ষ্যবস্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে প্যাম। হালকা হয়ে গেছে সেখানের আকাশ। কালচে লম্বা একটা লাইন দেখা যাচ্ছে। ছুটে আসছে।

'টেড লুইস।' নীরবতা ভাঙল শডল। 'আমাদের চেয়ে বিশ মিনিট পিছিয়ে আছে এবং', যোগ করল সে। তাড়াহুড়ো করছেনা টেড।'

'ভাল কথা।'

'আমি বলেছি তাড়াহুড়ো করছে না সে।' ধমকে উঠল শডল। 'মানেটা বুঝলে না? সুর নরম করল সে।

'দ্যাখ, আলো যেখানে বেশি সেখান ধরে ছুটছে দলটা। টেড চায় ওকে আমরা দেখি। তাছাড়া, ওর রুট একটু কোণাকুণি। ঠিক মরু ভূমির দিকে নয়। অথচ সে জানে আমরা মরু ভূমির দিকেই ছুটব। এসবের অর্থ একটাই। মরুভূমিতে তার সাঙ্গাতরা আগেই পৌঁছেছে। পথ আটকে অপেক্ষা করছে।'

'সত্যিই তাই মনে হয় তোমার?' প্রশ্ন করল প্যাম। 'আগেই ওর লোকেরা পথ ঘিরে রেখেছে আমাদের?'

'কেবল মনে হয় না। অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। হয় মরুভূমির প্রান্তে। নয় ওই পাহাড়ের পাইনের আড়ালে।'

'অন্য কোন পথ ধরতে পারি না আমরা?'

'অন্তত এখন নয়।'

রোদে পোড়া বাদামি মুখটার দিকে তাকাল প্যাম। দীর্ঘক্ষন তাকিয়েই রইল। অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটেছে চোখে।

'ওরা যাকে মারতে চাইছে, সে হচ্ছ তুমি, শডল। আমি নই। আমাকে মারবে না টেড।'

'দৌড় পাল্লাটা শেষ হবে ওখানে।' আঙুল তুলে পর্বতশ্রেণীটা দেখাল শডল। 'খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে এই পাল্লাটা। শেষ পাল্লা

তো। ওপাশে যেতে পারলেই আমরা নিরাপদ। নিজের লোকদের এরচেয়ে বেশি দূরে পাঠাবে না টেড। তার হেডকোয়ার্টার অরক্ষিত হয়ে পড়বে তাহলে।'

'আসলে', একটু থেমে বলল শডল। 'এটা একটা অনুমান নির্ভর খেলা। সঠিক ভাবে কিছু বলা অসম্ভব। তবে আমার অনুমাণ টেডের সাথে মিলেছে কয়েকবার। আশা করছি। এবারো মিলবে।'

'তবে একটা জিনিস টেডের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। সেটা হল, ঠিক কোন পয়েন্টে এই চাতালটা ত্যাগ করব আমরা। সম্ভবত তাই এখানে লোক রাখেনি সে। রাখলে এতক্ষণে সাক্ষাত মিলত তাদের।'

দূরে তাকিয়ে কথা বলছিল শডল। প্যামের দিকে ফিরল এবার।

'শোন, আমি ঢাল বেয়ে নিচে যাচ্ছি। রওন হবার আগে ওদের পজিশনটা দেখে আসি।' তারপর হেসে বলল, 'যদি দেখা সম্ভব হয় আর কি।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল প্যাম। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। কপালে চিন্তার রেখা।

'ভয় লাগছে?' জানতে চাইল শডল।

'লাগছে।' স্বীকার করল মেয়েটা। 'তোমার জন্যে ভয় হচ্ছে।'

'বাদ দাও।' হাতের ঝাপটা মারল শডল বাতাসে। 'এর আগেও টেড চেষ্টা করেছে। ওর নাক কেটে গেছে। আমার গায়ে আর সেঁধোবে না ওর বুলেট। বুমেরাং হয়ে ওর কাছেই ফিরে যাবে। লক্ষী মেয়ের মত এখানে অপেক্ষা কর। দেরি করব না আমি।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল শডল। লম্বা পা ফেলে রওনা হল।

একটু পরেই দীর্ঘ কাঠামোটা প্যামের চোখের আড়ালে চলে গেল।

ট্রেইলটা ঢাল বেয়ে নেমেছে। মাঝ পথে একটা কোটরে ঢুকেছে। আবার বেরিয়েছে। চার শ' গজ পেরোনর পর মরুর বালিতে পা পড়ল শডলের। গাছের আড়ালে অবস্থান নিল। খুঁটিয়ে দেখছে যতদূর চোখ চলে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না। তবু কেমন যেন খুঁতখুঁত করছে ওর মন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদের সংকেত দিচ্ছে।

তবে এটা নিশ্চিত যে, এখানে কোন পাহারাদার রাখেনি টেড। মরুভূমির ভেতরেও কোন নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না।

'যা ভেবেছিলাম।' শ্রাগ করল শডল। নিজের পর্যবেক্ষণের উপসংহার টানছে। আপন মনে কথা বলছে।

'কেউ নেই এখানে। এই চাতালে গার্ড রাখা মানে খামোখা লোক খরচ। সেটা ঠিকই বুঝেছে টেড। ওই সামনের পাহাড়গুলোর গোড়ায় রাখবে। মরু পেরিয়ে পরিষ্কার আমাদের আসতে দেখবে ওরা চোখ এড়ানর উপায় নেই। কিন্তু করার আর কি আছে? ঝুঁকিটা নিতেই হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

আবার শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। দৌড়ের ভঙ্গিতে হাঁটছে। প্রায় আধ ঘন্টা দেরি করে ফেলেছে। পুষিয়ে নেয়া যাবে কিনা ছুটতে ছুটতে ভাবছে। চাতালের উপরে উঠে এল। উঠেই থমকে দাঁড়াল!

কেবল ওর ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে সেখানে। প্যাম বা তার ঘোড়ার

চিহ্ন নেই।

'প্যাম।'

স্থির বাতাসে কাঁপন তুলল ওর ডাক। সাড়া এল না। একটু অপেক্ষা করল শডল। ভাবল। তারপর কান খাড়া করল। কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা, চেষ্টা করছে। বৃথা মুহূর্ত কাটল।

হতাশ হয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে তাকাল। দেখল, মেয়েটার ফেল্ট হ্যাটটা ওটার স্যাডেল হর্নে ঝুলছে। তড়িৎ প্রতিক্রিয়া হল শডলের মধ্যে। ছুটে গেল। হ্যাটটা তুলে নিল। নাড়া লাগতে এক টুকরো কাগজ মাটিতে পড়ল।

ঘটনা বুঝতে আর বাকি নেই শডলের। কাণ্ডটা করার বুদ্ধি গতরাতে গুহায় বসেই করেছে মেয়েটা। সেটাও বুঝল।

কাগজের টুকরোটা ওর সেই ব্ল্যাঙ্ক চেকটা। প্যাম গতরাতে যেটা চেয়ে নিয়েছিল ওর কাছ থেকে। চেকটার খালি পিঠে কিছু লেখা রয়েছে। পড়ল শডল।

'প্রিয়,

আশা করি, গত রাতেই যা বোঝার বুঝেছ। প্রথম দিনটি থেকে এটাই তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি। আমার সমস্ত ভালবাসা এবং আমার যা কিছু আছে—যতদিন চাইবে তোমার। কি ঘটল বা কি ঘটবে—কিছুই এর প্রতিবন্ধক হবে না। কথাগুলো তোমার জানার দরকার ছিল। জানালাম।

যা করলাম, বাধ্য হয়েই করলাম। এছাড়া কোন উপায় ছিল না আমার। তোমার যদি কোন ক্ষতি হয়, জীবনে আর হাসতে পারব না আমি। কোন দিন না।   প্যাম।'

লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল শডল। প্রাণপণে চাতালের উত্তর দিকে ছুটল। কিন্তু চাতাল থেকে নামল না। প্রয়োজন বোধ করছে না।

উত্তরের সব ক'টা ট্রেইল এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। সবগুলো শূন্য। প্যাম পেরিয়ে গেছে খোলা ট্রেইল। গভীর বনে ঢুকে গেছে। এবং এতক্ষণে টেডের ক্যাম্পের অর্ধেক পথ চলে গেছে।

সবকিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার এখন শডলের কাছে। টেডের কাছে ফিরে গেছে মেয়েটা। ওর পিছু ছাড়াতে চেষ্টা করবে। বাথানে ফিরিয়ে নিতে চাইবে টেডকে।

কিন্তু টেডকে চেনা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি মেয়েটার। সেজন্যেই ভুলটা করেছে। কোন মতেই ফিরে যাবে না এখন সে। লোকটা জানে, তার জয় এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।

আলোড়নহীন বাতাসে ঢেউ তুলল একটা গুলির শব্দ। চমকে উঠল শডল। ঘোড়ার মুখ ঘোরাল। চাতালের অন্য কিনারে চলে গেল। সে আর প্যাম আশ্রয় নিয়েছিল যে ক্যানিয়নটায়, সেটা এই দিকটাতে।

গুলিটার মানে বুঝেছে শডল। ওটা ছিল একটা সিগন্যাল। নিজের লোকদের চাতালটা ঘিরে ফেলার হুকুম দিয়েছে টেড। এর-পর উপরে উঠে আসবে লোকগুলো। বুনো শুকরের মত তাড়া করবে ওকে। শিকার করবে।

কিনার থেকে বিশ গজ দূরে আছে ও। এগোতে যাবে, আবার গুলির শব্দ হল। এবার দুটো গুলি হয়েছে। একটা হয়েছে নিচের ক্যানিয়ন থেকে। অন্যটা চাতালের অপর পাশ থেকে। অর্থাৎ পাহা-

ড়টা ঘিরে ফেলেছে ওরা। তবে পালানর পথ এখনো একটা আছে। মরুভূমির দিকটা। ওপাশের পাহাড়ে গার্ড রেখেছে বলে সেদিকটা আগলায়নি।

তীব্র গতিতে ঘোড়া হাঁকাল সে। নেমে এল মরুভূমিতে। অন্ধকারের দেয়ালে ভাঙন ধরা প্রায় শেষ। গুটিগুটি এগিয়ে আসছে মরু সকাল। দিগন্তের গায়ে পাহাড়গুলো অনেক স্পষ্ট লাগছে।

ডানে-বামে ভাল করে নজর বোলাল শডল। তারপর গাছপালার আড়াল ছাড়ল। খোলা মরুতে পা রাখল। এবং ছুটল। গন্তব্য—এক মাইল দূরের পাহাড়ের গায়ে একটা ট্রেইল।

আড়াল থেকে বেরিয়ে অস্বস্তি বোধ করছে শডল। আশ্রয় ত্যাগ একান্ত অনুচিত হয়েছে। অবশ্য ওখানেও যে নিরাপদ ছিল এমন নয়। শূকর তাড়া হয়ে মরতে হত।

কিন্তু এখন দু'তরফা বিপদ দেখা দিয়েছে। একে তো সামনের পাহাড়ে নিশ্চিত বিপদ। এখন আবার পেছনেও ভয়। পেছন থেকে গুলি আসার সম্ভাবনা প্রচুর। চাতালের গায়ে দাঁড়িয়ে কেউ গুলি করতে পারে। কর্‌ল অনায়াসে মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে পারবে তার।

কথাটা ভাবতে চট করে মাথা নুইয়ে ফেলল সে। ঘাড়, পিঠ ঘোড়ার পিঠের সাথে যদ্দুর সম্ভব মিশিয়ে ফেলতে চাইছে।

গায়ের জোরে স্পারের খোঁচা লাগাল ঘোড়ার পেটে। নিঙরে সেটার সব শক্তি বের করে নিতে চাইছে। পেছনের অ্যামবুশের আওতার বাইরে চলে যেতে হবে দ্রুত।

কিন্তু খোঁচা খেয়েও ঝড় উঠল না ঘোড়টার পায়ে। মহা ফ্যাসাদে পড়ল শডল। আবার স্পার চালাল। অবস্থা তথৈবচ। ফের লাথি

লাগাতে গিয়েও ক্ষান্ত হল। একটা কথা মনে পড়ে গেছে।

টি এল ব্রাণ্ডের ঘোড়া এটা। গত রাতের আগের রাতে টেডের পোর্চ থেকে চুরি করে এনেছিল। টি এলের ঘোড়া বলেই এমন হাড়বের করা অবস্থা পশুটার। টেড লুইসের যা স্বভাব—' নিশ্চয়ই আধপেটা খাইয়ে রেখেছে ঘোড়াটাকে। যথেষ্ট ব্যবহার করেছে। যত্ন-আত্তির ধারও ধারেনি।

তার উপর গত ত্রিশ ঘন্টায় মহা দুর্ভোগ গেছে পশুটার ওপর দিয়ে। তেমন যত্ন বা খাবার ছাড়াই ত্রিশ ঘণ্টা একটান ছুটেছে। এরপরে, ঘোড়াটার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে থাকলে সেটাকে দোষ দেয়া চলে না।

ন্যাগ ব্যাগ করতে করতে চলছে ঘোড়াটা। শব্দ করে শ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। হাঁপিয়ে গেছে এরই মধ্যে। মাথায় বিপদ সংকেত বেজে উঠল আরোহীর। এখন এটা লুটিয়ে পড়লে সর্বনাশ।

বেশ খানিকক্ষণ কাটল। প্রত্যাশিত গুলির আওয়াজটা কানে এল না। সাবধানে মাথা তুলল শডল। পেছনে তাকাল। খুশি হল। দেখল, রাইফেলের রেঞ্জ পেরিয়েছে সে। এতক্ষণ কুঁজো হয়ে থেকে পিঠ ব্যথা করছিল। এবার নিশ্চিন্তে সোজা হয়ে বসল।

ধীরে-সুস্থে ঘোড়া চালাল এবার। যেটুকু শক্তি আছে পশুটার জমিয়ে রাখতে হবে। যে-কোন মুহূর্তে জরুরী অবস্থা দেখা দিতে পারে। ঘোড়াটাও বোধহয় স্বস্তি পেল তাতে। খানিকপরে শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা কমে এল সেটার।

ধীর চালে একটা লম্বা খাদের সামনে এল ও। আড়াআড়ি গেছে সেটা। বেশ চওড়া। তবে অগভীর। একটা ঢালু সুবিশাল

গর্ত বিশেষ। ধারগুলো খাড়া নয়। খোড়লটাতে নামল ও। ওপাশে উঠেও গেল।

বেরিয়েই মুখ কালো হল ওর। আসছে ওরা। আধা-আধি মরু পেরিয়েছে এরই মধ্যে। যা ভয় পেয়েছিল তাই ঘটতে যাচ্ছে। ছ'তরফা আক্রমণ চালিয়েছে ওরা।

ডানদিক ঘেঁষে আসছে দু'জন। এবং হাজার খানেক গজ ব্যবধানে আরেকটা দল। এই দলটাতে ছয়জন গানম্যান আছে। গুনল শডল। সামনের বন থেকে বেরিয়েছে ওরা। একটু ছড়িয়ে ওরা। একটু ছড়িয়ে এগোচ্ছে। চমৎকার বুদ্ধি। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরবে। জোট বেঁধে এসে এক সাথে গুলি খাবে না।

গুলির শব্দ হল। পেছন দিকে তাকাল ও। ওর অনেকটা পেছনে ধুলো উড়তে দেখল। পেছনের ডান ঘেঁষা দলটা গুলি করেছে। এই দলের দু'জন ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়েছে।

ফাঁদে পড়েছে শডল। খোলা মরু। অথচ ছুটে পালানর পথ নেই। ঘিরে ফেলেছে টেডের লোকেরা। পথ থাকলেও পালাতে পারত না। এমন ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে ওদের তাজা ঘোড়ার সাথে পাল্লা দেয়া যেত না। একমাত্র আশ্রয় এই খোড়লটা। যদি ও ওটাও ওদের নজরের আওতামুক্ত নয়।

আবার গুলির শব্দ হল। এবারও পেছন থেকে এসেছে। পেছনের লোক দুটোর ঘটে মগজের ঘাটতি আছে, ভাবল শডল। ওদের আর তার মধ্যে দূরত্ব নয় শ' গজের। এতদূর থেকে চল্ত বুল'স আই ভেদের প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। গর্দভ ছাড়া আর কিবা চলে লোক দুটোকে ?

অবশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্যও থাকতে পারে ওদের। ভয় দেখিয়ে দিশেহারা করতে চাইছে ওদের। যতদূর থেকে হোক, ক্রমাগত গুলি চলতে থাকলে ভয় পেতে বাধ্য সে। ফলে উল্টোপাল্টা ছুটে সহজ শিকারে পরিণত হবে।

মুচকি হেসে স্যাডল বুটের দিকে হাত বাড়াল ও। রাইফেলটা টেনে বের করল। শডলের সবচেয়ে বড় গুণ, বিপদে কখনো মাথা গরম করে না। এই লড়াইটা ভাল লাগছে ওর। কারণ, প্রতিপক্ষ শত্রু হলেও শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান।

এবার ঘোড়াটাকে পূর্ণ কদমে ছোটাল শডল। নতুন পথ ধরেছে। পুব ঘেঁষে চলেছে। সামনের ছয়জনের দলটার চোখে পড়ল পরিবর্তনটা। ততক্ষণাৎ নিজেদের কোর্স পাল্টে ফেলল তারা।

কিছুক্ষণ সমান্তরালভাবে চলল দু'পক্ষের ঘোড়া। শডল যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকেই কোর্স বদল করছে ওরা। ক্রমে মরুভূমির মাঝে এসে পড়েছে শডল। কাছে এসে পড়ছে সামনের পাহাড়।

আচমকা দেখা গেল, ছয় জনের মাঝের দু'জন একটু বেশি এগিয়েছে। চট করে পেছনটা দেখল শডল। পেছনের দু'জন বুলেটের একটা দোকান নিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। অনবরত গুলি করেই যাচ্ছে। গা ছাড়া ভঙ্গি। এত গুলিতেও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারেনি। তবু বিকারহীন। যত যাই হোক, এই দু'জনকে মোটেও চালাক মনে হচ্ছে না তার। ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করলে একটা পথ হতেও পারে। যদি ওদের ঘায়েল করা যায়, তবে ক্যানিয়নমুখি পথটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ভাবা পর্যন্তই। বুদ্ধিটা আর কাজে লাগান হল না। আচমকা

আরেকটা সম্ভাবনা মনে উদয় হয়েছে।

অগ্রগামী এই ছ'জনের পেছনে নিশ্চয়ই গোটা একটা দল আছে। এই ছ'জনকে পেরোতে পারলেও লাভ হবে না। উল্টো মহাক্ষতি হয়ে যাবে। আরেকটা সুগঠিত দলের আওতায় পড়তে হবে।

স মনে ফিরল শডল। স্যাডেল হর্নে লাগাম ঝুলিয়ে রাখল। রাইফেলটা তুলে নিল। অগ্রসর মান ছ'জনের দিকে 'এইম' করল। ট্রিগার টিপল।

প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। কেউ টলে উঠল না। দূরত্বের কারণে বোঝাও গেল না সেটা কোথায় ঢুকেছে। দ্বিতীয়টা কাছাকাছি গেল। একজনের ঘোড়ার পায়ের সামনের ধুলো ওড়াল। আরেকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট শট।

তবে লাভের মধ্যে এটুকু হল, ঘাবড়ে গেল ঘোড়াটা। সামনের ছ'পা শূন্যে উঠিয়ে ফেলল। সেই সাথে আর্ত হ্রেষারবে মরুভূমি মাথায় তুলল। পিঠের আরোহীর অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠল। বহু কষ্টে ঘোড়াটার পা মাটি স্পর্শ করাতে পারল সে। কিন্তু তাতে লাভ হল না মোটেও। এবার চারপায়ে প্রবল বেগে লাফাতে শুরু করল পশুটা। ওটার দু'পাশের অশ্বারোহীরা সভয়ে দূরে সরে গেল চটপট।

রাইফেলের চেমবারে তৃতীয় শেল পুরল শডল। ট্রিগার টিপল। সেই সাথে ভাবল, পেছনের ছ'জনকে বোকা বলে সে নিজেও একই কাজ করছে। ছুটন্ত টার্গেটে গুলি ঢোকান সহজ নয়। সামনের লোকগুলো ওকে বোকা বানানর চেষ্টা করছে। একজন নিজেকে

টার্গেট বানিয়ে সামনে এগোচ্ছে। রাইফেল হাতে নিলেই এঁকেবেঁকে ছুটছে। আপাচি স্টাইল। প্রতি পক্ষের শক্তি খরচ। আর সেই সাথে ক্রমেই কাছিয়ে আসা।

কায়দাটা বুঝতে পেরে হাসল শডল। দুঃখের হাসি। বড় বেকায়দায় পড়েছে এবার সে।

ছ'য়জনের সমান্তরাল থেকে বেরিয়ে আসার বুদ্ধি করল ও। ঘোড়ার মুখ ঠিক ওদের বৃহ্য-র দিকে স্থির করল। তারপর ছুটল। ছয় শ' গজ দূরে রয়েছে টি-এল রাইডাররা। উন্মাদ গতিতে ওকে ছুটে আসতে দেখে থমকাল।

আপাত উদ্ভট এই সিদ্ধান্তের পেছনে তটো যুক্তি রয়েছে শডলের। প্রথমত সে-না করলেও প্রতিপক্ষ শিগগিরই আক্রমণ করবে। পেছনে হটার উপায় নেই। ওই ছ'জন তো আছেই। তাছাড়া, আরো একটা গোটা দল রয়েছে তাদের পেছনে। সেজন্যেই সামনে ওকে এগোতে হবেই। সামনেই এই ছ'জনের দল সে তুলনায় কম শক্তিশালী। তাই এদের বাধা কাটানর চেষ্টা করাই ভাল। তাছাড়া, এখনো বন্দুক হাতে নেয়নি ওরা। সেটা করার আগেই ভাগ্য পরীক্ষা করা উচিত। নইলে ছয়জন এক সাথে গুলি ছুঁড়লে, ভাগ্য বলে কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি-না সন্দেহ।

টান হয়ে বসেছে শডল। ঘোড়াটার জমান শক্তি পুরোটা কাজে লাগাচ্ছে। বুনো মোষের মত ছুটে গেল ও।

চতুর্থ বুলেটটা কাজে লাগাতে পারল। একজনকে ছুঁতে পেরেছে সেটা। তবে কোথায় ঢুকেছে সেটা বুঝতে পারল না। গুলির শব্দে লোকটার ঘোড়াটাও ভড়কাল। পিঠ থেকে ফেলে দিল সওয়ারকে।

তারপর আধপাক ঘুরল। ছুটে গেল লোকটার অন্য সঙ্গীদের দিকে। আতঙ্কিত ঘোড়াটাকে ছুটে আসতে দেখে শডলের কথা ভুলে গেল ওরা। বৃত্ত ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

মুহূর্তের সুযোগ। সুবিধেজনক অবস্থানে চলে গেল শডল সুযোগটা কাজে লাগিয়ে। ঈষৎ বাঁয়ে ঘেঁষে এগিয়ে গেল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, দু'জন ঘোড়া থেকে নেমে গেছে। ভূ-শায়িত সঙ্গীর কাছে ছুটে গেছে তারা। মাটিতে বসল হাঁটু গেড়ে। অন্য তিনজন আক্রমণের দায়িত্ব নিল। হুড়দাড় বেগে ছুটে এল শডলের দিকে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামল শডল। ঘোড়াটার পেছনে অবস্থান নিল। চেমবারে নতুন বুলেট ভরল।

মাথার ভেতরটা দপ্ দপ্ করছে ওর। কণ্ঠনালি শুকিয়ে চ্যালা কাঠ। চোখের সামনেটা ঈষৎ ঘোলা লাগছে। তবু শক্ত রইল ও। একটা ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা পেয়ে বসেছে ওকে। হয়ত মরবে সে। কিন্তু একা নয়।

কাজেই ওদের আসতে দেখে তেমন প্রতিক্রিয়া হলনা ওর। রাইফেলের নলটা লেভেল করল। অগ্রগামী লোকটাই ওর টার্গেট। গুলি করল শডল। মারা গেল লোকটা। তারপর আরেকজন।

ভূপাতিত বন্ধুর শুশ্রূষায় ব্যস্ত দু'জন মুখ তুলল। কিন্তু বোকা হয়ে গেল তারা। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ভেগেছে ওদের ঘোড়া। খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানটা আবার শডলের রাইফেলের আওতার মধ্যে।

রেগে গেল তারা। প্রবল বেগে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। এগিয়ে আসছে পায়ে হেঁটে। শডলের সামনে একটা ধুলোর পর্দা

তৈরি হল।

হঠাৎ কঁকিয়ে উঠল শডলের ঘোড়াটা। গুঙিয়ে কয়েক পা সামনে এগোল। তারপর ছলে উঠে মাটিতে পড়ে গেল। কানের প্রায় কাছেই গুলি লেগেছে ওটার।

শডলের সামনেটা খোলা হয়ে গেল। শুয়ে পড়ল ও। মৃত ঘোড়াটার ওপাশে মাটিতে মিশিয়ে ফেলল শরীর। ঘোড়াটাকে গুলি করেছে অবশিষ্ট অশ্বারোহী। ঘুরে আবার গুলি করতে এল। খোলা টার্গেট। গুলি করল শডল। কিন্তু মিস হল। দ্রুত নাগালের বাইরে চলে গেল লোকটা।

আচমকা ক্যানিয়ন থেকে পিছু নেয়া দু'জনের কথা মনে পড়ল শডলের। সাবধানে পেছনে ঘাড় ফেরাল। ঘাড়টা সামান্য তেরছা করে রেখেছে। ফলে সামনের শত্রুদের উপরও নজর রাখতে পারছে।

লোক দু'টোকে ঠিক দেখতে পেল না ও। তবে তাদের ঘোড়া দুটোর পেছনটা দেখতে পেল। তাও মুহূর্তের জন্যে। সেই খোড়লটাতে ঢুকছে ওরা।

সামনে ফিরল শডল। মাটিতে দাঁড়ান দু'জন সমানে গুলি ছুঁড়ছে। শডলের দশ গজ দূরে সেগুলোর পাল্লা শেষ হচ্ছে। মরু বালি ছিটান ছাড়া কোন লাভ হচ্ছে না। তবুও চেষ্টা চালাতে কার্পণ্য করছে না।

তবে লোকগুলো তাদের এই অবস্থায় খুশি নয়, বোঝা যায়। জীবনের অধিকাংশ সময়ই ঘোড়ার পিঠে কেটেছে তাদের। লড়াই হোক আর গরু খেদান হোক—সব ঘোড়ার পিঠে বসে করেছে। এখন মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলে অসহায় বোধ করছে।

অসুবিধেটা শডলেরও। লোক দুটোর ঘোড়া একটু দূরেই দাঁড়ান। আহত লোকটার ঘোড়াও মনিবের কাছেই রয়েছে। বাকিগুলো ছুটে পালিয়েছে। ওগুলোর একটায় চড়তে ইচ্ছে করছে তার। লোক-গুলোরও করছে নিশ্চয়ই। কিন্তু গুলি খাওয়ার ভয়ে কেউই সেটা পারছে না।

দক্ষিণের পাহাড় থেকে বেশি দূরে নয় এই লড়াই ক্ষেত্রটা। কাজেই ওখানে গুলির আওয়াজ হতে সহজেই শুনল ওরা। একটা দুটো নয়। একনাগাড়ে গুলি চলছে সেখানে।

অবাকের চেয়ে চিন্তিত বেশি হল শডল। ওখানে আবার গোলা গুলির মত কি ঘটল? নিশ্চয়ই আকাশ পানে গুলি ছুঁড়ছে না টি-এল রাইডাররা। তবে কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে ওদের?

সম্ভাবনাটা জোরাল বটে। কিন্তু কেমন যেন অবিশ্বাস্য। টেডের মত কঠোর মালিকের লোকেরা এত দুঃসাহসী হবে না। আদেশের বাইরে এক চুল নড়বে না তারা। টেডের কাছে বিশৃঙ্খলার শাস্তি ভয়াবহ।

সামনের শত্রুদের দিকে তাকিয়ে আছে শডল। তাদের প্রতি-ক্রিয়া দেখছে। মনে হল, দু'জনেই বেশ অবাক হয়েছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

অশ্বারোহী বন্দুকবাজ শডলের গুলির ধাক্কা সামলাতে বহু দূর চলে গিয়েছিল। এবার ফিরে আসতে লাগল। কিছুদূর এসে থম-কাল। পাহাড়ের গুলির শব্দ তার কানেও গেছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিকে গেল সে। প্রায় কাছাকাছি হল পাহাড়-গুলোর। কি দেখল কে জানে? দ্রুত পিছিয়ে এল সে। সঙ্গীদের

পাশ থেকে ছুটে গেল। যাবার সময় চেঁচিয়ে কিছু বলল। কিন্তু কথাগুলো বুঝতে পারল না শডল।

অবস্থা আরো সঙিন হয়ে দাঁড়াল দুই পিস্তলবাজের। অশ্বারোহী সঙ্গীকে ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল। ভেবেছিল, তাদের সাহায্য করতে এসেছে। কিন্তু তাকে পালাতে দেখে ভেঙে পড়ল পুরোপুরি।

বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটল। লোক দু'জন গোলাগুলিতে ক্ষান্ত দিয়েছে। শডলও নীরব। পাহাড়ে গুলির শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে।

টেডের লোক দু'জনের গুলি বন্ধ করার কারণ বুঝতে পেরেছে শডল। বুলেট ফুরিয়ে গেছে ওদের। মাথা গরম করে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ে স্টক শেষ করে ফেলেছে। বিপদের মুহূর্তের জন্যে রিজার্ভ রাখেনি।

সামনে এগোল শডল। নিজের পিস্তল তাক করল। দু'জনের সামনের জনের দিকে লেভেল করল। কসাইখানার ছাগলের মত কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল লোকটার।

'পালাও।' হুকুম করল শডল। দু'জনের উদ্দেশেই বলেছে। হতভম্বভাবে তাকিয়ে রইল ওরা। যেন, অর্থটা মাথায় ঢুকছে না।

'কি হল?' ধমকে উঠল শডল। 'ভাগতে বললাম কানে যায়নি?'

এবার বুঝল। একবার ভয়ে ভয়ে তাকাল শডলের দিকে। রুক্ষ লাগছে শডলের মুখটা। তবে সেখানে কোন হীন কৌশলের ছায়া দেখল না তারা। নিশ্চিত হয়ে হুড়মুড় করে ছুটল। দ্রুত ঘোড়ার পিঠে চাপল। কে কার ঘোড়ায় চড়ল সে খেয়াল নেই। যার যেটা সামনে পড়ল সেটায়ই চড়ল।

শডলের পাশ ঘুরল তারা। মস্ত একটা বৃত্ত রচনা করে ছুটল।

প্রথম বন্দুকবাজের মত ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছে।

চোখ সরাল শডল। আহত লোকটার দিকে তাকাল। মালি-কের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। লাগামের রশি ঝুলছে। ভাল ট্রেনিং পেয়েছে পশুটা। শিখেছে, এধরনের পরিস্থিতিতে প্রভুকে ছেড়ে যেতে নেই।

ঘোড়াটার দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল শডল। সামলাল নিজেকে। পেছনে ফিরল। দেখল, ক্যানিয়ন থেকে পিছু নেয়া দু'জন ফিরে যাচ্ছে। মাত্র বিদায় নেয়া দু'জন খোঁড়লটাতে ঢুকছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে আবার দৌড়ুল ও। কিছুদূর গিয়েই জমে গেল। ওর কপাল বরাবর তাক করা একটা পিস্তল। ব্যথার ছাপ পিস্তল-ধারীর মুখে। লোকটার ক্ষতটা এবার দেখতে পেল শডল। কপাল ছেঁচড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ওই আঘাতেই জ্ঞান হারিয়েছিল সে। মারাত্মক নয় আঘাতটা। সামান্য রক্তপাত হচ্ছে।

লোকটার পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে আছে শডল। মৃদু হাসল সে।

'লাভ হবে না দোস্ত।' বলল সে। 'এতদূর আসবে না তোমার গুলি। বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দ্যাখ।'

চোখের কোণ কুঁচকে উঠল লোকটার। বাম হাতে ঝাপটা মারল অদৃশ্য মাছি তাড়াল যেন। ডান হাতটা স্থির।

'লোকটা ভাবছে', মনে মনে ভাবল শডল। 'পালানর সময় ওকে খুন করব আমি। আমার জায়গায় থাকলে ঠিক তাই করত ও।'

পরমুহূর্তে মুখ বাঁকা করল শডল। চিন্তার ধারা পাল্টেছে। উহু, অন্য বুদ্ধি করছে ব্যাটা। যে-কোন মুহূর্তে টি-এল রাইডারদের উপ-

স্থিতি আশা করছে লোকটা। সে পর্যন্ত ওকে আটকে রাখতে চাইছে।

মাথা ঘোরাল শডল। চাতালের দিকে তাকাল। দ্বিতীয় ভাব-নাটাকেই সত্যি হতে দেখল ও। চাতালের দিক থেকে ধুলো উড়ছে। অশ্বারোহীদের লাইনটা যে দীর্ঘ সেটা ধুলো ওড়ার বহর দেখেই বোঝা যায়।

আর দেখার অপেক্ষা করল না ও। একটু বেঁকে আরোহীশূন্য ঘোড়াটার দিকে ছুটল। আহত লোকটাও ঘুরে গেল ঘোড়াটার দিকে। শডলকে নাগালে পাওয়ার অপেক্ষার দরকার নেই। ঘোড়াটা মেরে ফেলেই সমস্যা মেটাতে যাচ্ছে।

'থাম।' মরিয়া হয়ে চিৎকার করল শডল।

ঝট্ করে ঘুরে গেল লোকটার পিস্তল। এবার শডলের দিকে 'এইম' করেছে। কিন্তু দেরী করে ফেলেছে সে। হাতের রাইফেলটা আগেই ছুঁড়ে মেরেছে শডল। ট্রিগার টিপতে পারল না লোকটা। তার আগেই রাইফেলের বাটটা তার মাথায় বাড়ি খেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। পিস্তলটা ছাড়েনি এখনো।

দৌড়ের গতি কমায়নি শডল। রাইফেল তুলে নিয়ে আবার ছুটল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দেখল, অর্ধেকটা মরু পেরিয়ে এসেছে টি এল বাহিনী।

ঘোড়াটার পঞ্চাশ হাত দূরে থাকতে গতি কমাল শডল। হাঁটতে শুরু করল। শঙ্কিত ও। ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করলে সব ভেস্তে যাবে। অচেনা আরোহীকে পিঠে নেয়ার আগ্রহ বেশির ভাগ ঘোড়া-রই থাকে না।

কপাল ভাল শডলের। তেমন কিছু ঘটল না। লাগামে ঢিল পড়লে এই ঘোড়া থামতে শিখেছে। ওটাতে টান পড়ার আগে ছুটতে নারাজ।

শডল উঠে বসল সেটার পিঠে। লাগাম চেপে ধরল। বুলেটের বেগে ছুটল ঘোড়াটা।

সামনের পাহাড়ে আবার গুলির আওয়াজ শোনা গেল। উপায় নেই। ওদিকেই যেতে হবে। পেছনে ধাওয়া দলটার ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একই সাথে ওদের চিৎকারও কানে আসছে।

মাথা নিচু করে ফেলল শডল। অতি উৎসাহে কেউ ওর পিছু ধাওয়া করতে পারে। পিঠে গুলি খেতে চায় না ও।

ঘোড়াটাকে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চালাচ্ছে শডল। পাহাড়ের গায়ে সরু একটা ট্রেইল আছে। ওটাই ওর গন্তব্য। ঘোড়ার খুরে নুড়ি ছিটতে লাগল। জ্যাক পাইনের ভীড় হাতছানি দিচ্ছে।

পাহাড় সারির গোড়ায় পৌঁছল শডল। কোমল মমতায় ঢাল জড়িয়ে আছে সবুজ ঝোপ ঝাড়। ওগুলোর ফাঁকে পরিষ্কার একটা ট্রেইল। মানুষ চলাচলে স্পষ্ট ওটা। সোজা পাহাড় সারির চূড়োয় চলে গেছে।

ট্রেইলটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন। মার্ক অগাস্টিন!

'দেখা যাচ্ছে', মুখের ভাবে বলল মার্ক। 'প্রতিবার বিপদের কুয়ো থেকে আমারই টেনে তুলতে হয় তোমাকে। অথচ সেধে সেধে বিপদে পড়া চাই। আর কবে তোমার শিক্ষা হবে, মিস্টার শডল?'

'ও আচ্ছা, তুমি তাহলে এখানে?'

ভুরু কুঁচকাল মার্ক। 'আর কোথায় থাকব ভেবেছিলে, শুনি?'

'ইঁদুরের গর্তে।' মুচকি হেসে জবাব দিল শডল। 'গোলাগুলি হলেই তো ওখানে সেঁধোনর স্বভাব তোমার।'

'জাহান্নামে গিয়ে শয়তানের পা টেপ তুমি।' দাঁত বের করে হাসল মার্ক। তারপর মরুভূমির দিকে তাকাল। চিন্তিত দেখাল তাকে। বলল, 'হারামীগুলো এদিকে আসার বুদ্ধি করছে কিনা কে জানে। তাহলে তো আবার তৈরি হতে হয়।'

শডলের দিকে ফিরল সে, 'চল, শড। উপরে বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।'

'একটু দাঁড়াও।' বাধা দিল শডল। মরুভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ তার। খোড়লটা থেকে বেরিয়ে আসছে টি এল বন্দুকবাজরা। উঠে দাঁড়িয়েছে আহত বন্দুকবাজ। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে। বন্ধুদের দিকে দৌড়ুচ্ছে। সেই সাথে দু'হাত মাথার উপর তুলে নাড়ছে।

লোকটা সঙ্গীদের সাথে মিলল। একজন অশ্বারোহীকে কিছু বলছে। কথা বলার সময় প্রচুর পরিমানে হাত-পা ছুঁড়ছে। একটু পরে অশ্বারোহীকে সামনে ছুটে আসতে দেখা গেল। একটু এগিয়ে থামল। ফের ঘুরল পেছনে। মাথার ওপর হাত তুলল। মুঠো পাকিয়ে রেখেছে। কি যেন ইঙ্গিত করছে সঙ্গীদের।

'কোন বুদ্ধি এঁটেছে ব্যাটারা।' মন্তব্য করল মার্ক।

অনেক সময় কেটে গেল। খোড়ল থেকে পিলপিল করে বন্দুকবাজরা বেরোচ্ছে। ছলকি চালে অপেক্ষমান অশ্বারোহীর সাথে মিলল তারা। তারপর একজোট হয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

দেখতে দেখতে রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে এসে গেল দলটা।

শডলের মাথার ওপরের চূড়ো থেকে গর্জে উঠল রাইফেল। একটা নয়, বেশ কয়েকটা। পাহাড়ের চূড়ো থেকে বাধা দেয়া হচ্ছে টি-এল বন্দুকবাজদের।

লোকগুলোর মধ্যে ততক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া হল। নেতৃত্ব দিচ্ছিল যে লোকটা, বিনা নোটিসে ঘুরে গেল সে। বাম হাত মাথার ওপর তুলল। মুঠো পাকান আগের বারের মত। চিৎকার করে কিছু বলল। তারপর যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে ছুটল। বাকিরাও অপেক্ষা করল না। নেতাকে অনুসরণ করল।

ক্যানিয়নের দিকে ছুটছে গোটা দল। আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে ছিল আহত লোকটা। ঘোড়ার অভাবে সঙ্গীদের সাথে আসতে পারেনি। ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সবাই। কেউ ফিরেও তাকাল না। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা। তারপর পায়ে হেঁটে খোঁড়লের দিকে রওনা হল।

'টেড লুইসের প্রতি বিশ্বস্ততার পুরস্কার।' ঠাণ্ডা গলায় মন্তব্য করল শডল।

'উফ্', ক্ষোভ প্রকাশ পেল মার্কের কণ্ঠে। 'দারুণ একটা সুযোগ নষ্ট হল। শালাদের উপর চমৎকার শুটিং প্র্যাকটিস করা যেত। কেন যে ভেগে গেল!'

'এবার আসল কথায় এস।' বলল শডল। 'কিভাবে জেনেছ যে এত দক্ষিণে আছি আমি?'

'ডেড অ্যাকসল গ্রেইডের পাশে উঁচু পয়েন্টটাতে ছিলাম আমরা। প্রায় ভোরের দিকে ওই চাতালে গুলি হতে শুনি। গত-কাল থেকে টেডের ট্রেইল অনুসরণ করছি আমরা। তুমি ওর বাথান

ত্যাগের পর থেকেই তোমাকে খুঁজছি।'

চিবুকে হাত বোলাল মার্ক। তারপর আবার শুরু করল, 'গুলির আওয়াজ শুনে অনুমান করলাম, তোমাকেই পাঁড়তে চাইছে ওরা। তারপর কি হল তো বোঝই। ডেড অ্যাকসল থেকে নেমে পড়লাম। চল্লিশ মিনিটে পৌঁছলাম এখানে। জানতাম, এখানেই শেলটার নিতে চাইবে তুমি। বন্দোবস্তটা পাকা করে রাখলাম আর কি।' মৃদু শব্দে হাসল সে।

'দেখলাম মরুভূমিতে ফাঁদে পড়েছ। সাহায্য করার উপায় ছিল না। ক'টা হাতুড়ে মাথা টি-এল গুণ্ডা ঘাঁটি গেড়েছিল এখানে। তুমি এখানে পৌঁছতে পারলে গুলি করত। সাবধানতায় গলদ রাখেনি টেড। এদেরকে রেখেছিল অতিরিক্ত শক্তি হিসেবে।'

'এদিকে আমাদের দেখেই ওরা মহা খাপ্পা হয়ে উঠল। কাজেই, আমাদেরও খাপ্পা হতে হল। ওদের যমের ঘরে পাঠাতে পাঠাতেই দান জিতে নিলে তুমি।'

'কিভাবে জানলে যে টেড আমাকে ধাওয়া করেছে? আর আমি যে ওর বাথানে গিয়েছিলাম সেটাই বা জেনেছ কেমন করে?'

'টেডের এক কর্মচারীর কাছ থেকে জেনেছি। লোকটা টেডের কাজ ছেড়ে ভেগেছে। তারপর অ্যান্টিলোপে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে তোমার কাজ-কর্মের গালগপ্প ঝেড়েছে। শহরে আমাদের লোক ছিল, সোজা এসে রিপোর্ট করেছে।'

'সেই থেকে আমাদের, আমাদের করছ।' বিরক্ত চোখে তাকাল শডল। 'মানেটা কি?'

'আমার পিছু এস।' সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মার্কের।

চটপট, ট্রেইল ধরে উঠতে শুরু করল।

ধীর গতিতে এগোল শডল। ঘোড়াটা টেনে নিতে হচ্ছে ওকে। চূড়োয় উঠে এল।

সামনে ঘন হয়ে জন্মেছে পাইন। গাছের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকল মার্ক। শডলও ঢুকল দেখাদেখি।

এক টুকরো সবুজ জমি। বড় গাছ নেই ভেতরে। অনেকটা বৃত্তাকার জমিটা। বেশি বড় নয়। জমিটার কিনারে উপুড় হয়ে আছে দশজন যুবক। মাটিতে শরীর মিশিয়ে পলায়মান টি এল বন্দুকবাজদের ওপর নজর রাখছে।

'এই সেই তীর্থস্থান, বাছা', সগর্বে জানাল মার্ক।

ফিরে তাকাল যুবক দশজন। ঝটপট উঠে দাঁড়াল তারা। দৌড়ে এল।

শডলের মনে হল, গলার কাছে কি একটা আটকে আছে ওর। এদের ভালভাবেই চেনে সে। ওর বন্ধু। এদের সাথেই কিশোর বয়স থেকে ও গরু ধরেছে, মাতাল হয়েছে।

আলিঙ্গন শেষ হতে ভুরু কোঁচকাল শডল।

'ভাল বিপদে পড়েছি। যেখানে যাব সেখানেই হাজির তোমরা। তা গত তিনমাস কোন গর্তে লুকিয়েছিলে?'

'আচ্ছামত ওদের ধুঁয়ে দাও, শড।' তড়িঘড়ি শডলের পক্ষ নিল মার্ক। 'দেখছ না কেমন নোংরা দেখাচ্ছে। তিনমাস গর্তে লুকিয়ে থাকলে এছাড়া আর কি হবে। তুমি টেসটারভিস বাথানে যাবার পর কেটে পড়লাম আমি আর বোনস। ঠিকই জানতাম কোথায় পাওয়া যাবে ওদের।'

'পাউডারের প্রতিটা হাইড-আউট খুঁজেছি। আর একেকটাকে টেনে বের করেছি। মানে কলার ধরে টেনে বের করতে হয়েছে। বেরোতে কি চায়? তবে কলার টানতে গিয়ে একটা ভুল করে ফেলেছি।' দুঃখিত কণ্ঠে জানাল মার্ক। 'কলার ভেবে ভুলে সেইবের কান ধরে টান দিয়েছিলাম। বেচারার কানটাই ছিঁড়ে গেছে।'

হাসির রোল উঠল।

লাফ দিয়ে সামনে এল দশাসই এক যুবক। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা পড়েছে মুখ। সেইব ভেনার। দেখা গেল, তার দুটো কানই আস্ত রয়েছে।

তড়বড়িয়ে মার্কের জঘন্য মিছেটার প্রতিবাদ করল সে।

'শড, ওই ছাগল মুখো ব্যাটাকে থামতে বল। মিথ্যের একটা ট্রেন ব্যাটা। যেদিন পরিচয় হয়েছে সেদিনই চিনেছি ওকে। শালা অকর্মার ধাড়ী। আসল কাজে নেই, খালি গলাবাজি। ওর তুবড়ি শুনে শুনে কান পঁচে গেছে আমাদের।'

'সেজন্যেই বুঝি না টানতেই ছিঁড়ে গেল কানটা?' সহানুভূতি দেখিয়ে জানতে চাইল আর্থার।

আবার হাসির হুল্লোড় উঠল। এবার সেইব নিজেও না হেসে পারল না।

'বেশ', হাসি থামাতে বলল মার্ক। 'এবার তোমাদের অ্যাকটিঙ জেনারেলের', নিজের বুকে আঙুল ঠুকল সে। 'দায়িত্ব শেষ। আসল জেনারেল এসে পড়েছে।' শডলের দিকে তাকাল সে।

'টেড', দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে শডল। 'বাথানে ফিরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ধাওয়া কাজটাতে আপাতত বিরতি দানের

মজি হয়েছে। দুপুরের পরে বাথানে পৌঁছে যাবে সে। আরেক পশলা মতলব আঁটবে সেখানে বসে।'

'কৃষ্ণ নয়না কোথায়?' জানতে চাইল মার্ক।

'কৃষ্ণ নয়না?' বিস্মিত শডল।

'আহা, যাকে অপহরণের অপরাধে তোমার দুর্নামে কান পাতা যাচ্ছে না পাউডারে।'

'তোমরা কি ভাবে জানলে?'

'গোটা পাউডারের বেড়াল-কুকুরেরও শুনতে বাকি নেই।'

'টেডের কাছে ফিরে গেছে ও।' নিচু স্বরে বলল শডল। 'ওর ধারণা, এর ফলে টেড আমার ওপর থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলে নেবে।'

'কাজের মধ্যে না থাকলেই মেয়েদের মাথায় উদ্ভট খেয়াল চাপে।' মুখ বাঁকিয়ে মন্তব্য করল সে। 'ঘোড়ায় না চড়তে দিয়ে হাঁটাতে ওকে, দেখতে সোজা থাকত।'

হেসে ফেলেও নিজেকে সামলে নিল শডল।

'চাপাবাজি বন্ধ কর মার্ক।' চেষ্টাকৃত গম্ভীর গলায় বলল ও। 'কথাগুলো মেয়েরা শুনলে আর কোনদিন চার্চে ঢুকতে হবে না তোমার। তারচেয়ে একটা খবর দাও। প্যামের অপহরণটা যে আসলে ব্যাটের কাজ, জানে কেউ?'

চোখ গোল হয়ে উঠল মার্কের। 'কই না তো। ব্যাটের কম্ম ছিল না কি ওটা? সবাই তো তোমাকেই চোর ঠাউরে বসে আছে।'

'দুঃসংবাদ।' তেতো গলায় বলল শডল। 'যাকগে, তোমাদের এই রেষ্টুরেন্টে খাওয়ার কিছু পাওয়া যাবে?'

'এক শ' ধন্যবাদ দোস্ত্। এতক্ষণে একটা কথার মত কথা

বলেছ।' শডলের উদ্দেশে বলল স্ট্যানলি। তারপর অন্যদের দি ফিরে হাঁক ছাড়ল। 'কই বেকন চড়ালে না এখনো, নাড়ি ভুঁড়ি হজম হয়ে গেল যে। ব্রেকফাষ্ট কি ডিনারে খাব?'

'ওরে বাপ, বেকন!' চোখ কপালে তুলল শডল। 'রাজ ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

চোখ রগড়াল সে। 'ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। একটু গড়িয়ে নেই। বেকন রেডি হলে জাগিয়ে দিও।'

'বেকন রেডি হলে তোমাকে জাগাতে হবে না, বাছা।' বিরস কণ্ঠে বলল জাস্টিন। 'সুঘ্রাণ ছুটলে তোমাকে অষুধ খাইয়েও ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে না।'

'ওহ্ হো, দারুণ একটা খবর আছে, শড।' উজ্জ্বল মুখে বলল মার্ক। 'টেডের লোকজন নাকি ভাগতে শুরু করেছে। চল্লিশ জনের বেশি নেই নাকি এখন আর। টি-এল ছেড়ে যে কাউহ্যাণ্ডটা চলে এসেছে সেই বলেছে খবরটা।'

শডলের মুখের ওপর উঁকি দিল ওয়েন। 'ও ঘুমিয়ে পড়েছে মার্ক।'

'এত জলদি!' অবিশ্বাস পিটের কণ্ঠে।

এগার জোড়া চোখ ঘুরল ঘুমন্ত মুখটার দিকে।

'এতদিন ধরে দেখছি ওকে', দুঃখের সুরে বলল নাথান। 'এমন বিধ্বস্ত দেখিনি কখনো। না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না, শডল ইয়ামও ক্লান্ত হতে জানে।'

সার বাঁধা ঘোড়াগুলোর কাছে গেল মার্ক। দুটোর জিন থেকে কম্বল খুলে আনল। একটা ভাঁজ করে শডলের মাথার তলায় গুঁজে

ল। অন্যটা দিয়ে ওর গা ঢাকল।

'চুপ কর বাচালের দল।' চাপা কণ্ঠে বলল সে। 'দেখছ না ও ঘুমোচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত এখানে থাকছি আমরা। ততক্ষণ শডল ঘুমাবে।'

'তা না হয় বুঝলাম', বলল লিও। কিন্তু এরপরে কি করতে যাচ্ছি আমরা?'

'আগে শডলকে জেগে উঠতে দাও।' ভবিষ্যৎ বাণী করল মার্ক। 'আমাদের আর মাথা চুলকান লাগবে না। সজাগ হলেই দেখবে, তাক লাগান একটা বুদ্ধি বের করে ফেলেছে ও। সব সময়ই তাই দেখে আসছি।'

'যাই হোক', মুচকি হাসল সে। 'যতক্ষণ ও ঘুমোচ্ছে আমিই আবার জেনারেল। ডেড অ্যাকসল গ্রেইডের ওপর একজনের থাকা দরকার। আর মোগলের চূড়ো দিয়ে অ্যান্টিলোপে উঁকি মারার জন্যেও একজনকে দরকার।'

'এই কাজটা', সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। 'আমি উইলি বোনস-কে দিতে চাই। টেডের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর ওই ভাল জানে। আর ডেড অ্যাকসলে যাচ্ছে সেইব।'

তের

পড়ন্ত দুপুর। বাথানে পৌঁছল টেড লুইস। সাথে সাঙ্গ-পাঙ্গ এবং প্যাম।

দ্রুত ঘোড়ার পিঠ ত্যাগ করল মেয়েটা। একই গতিতে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকজন সব প্লাজায়ই দাঁড়িয়ে রইল। রোদে ভাজা ভাজা হচ্ছে। একজনের চেহারায়ও কোন শ্রীছাঁদ নেই এখন। পায়ের নখ থেকে চুল পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে ধুলোয়। ধূসর ভালুকের মত লাগছে প্রত্যেককে। বাথান মালিকের হুকুমের অপেক্ষা করছে ওরা।

শোরগোল শুনে বাইরে এল বাবর্চি। লোকগুলোকে এক নজর দেখে ফিরে গেল আবার। পাহারাদার হিসেবে তিনজন লোক রেখে যাওয়া হয়েছিল। তাদের একজন বাঙ্ক হাউস থেকে বেরোল। হাই তুলছে অনবরত। যেন ভয়ানক ঘুম পেয়েছে ত'র।

টেড লুইসের মুখে যেন কেউ কাঁদা লেপে দিয়েছে। ধুলো আর ঘামে হতকুৎসিত দেখাচ্ছে তাকে। ক্লান্তিতে জুলজুলে চোখ দুটো আধবোঁজা। তবে তাতে সেখানের কদর্য চতুরতা ঢাকা পড়েনি।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামল সে। কাউহ্যাণ্ডদের সবাই কম-বেশি দীর্ঘদেহী এবং বলিষ্ঠ। তাদের সামনে টেডের শারিরীক খুঁত-গুলো প্রকট দেখাল। অস্বাভাবিক সরু গলাটা সবচেয়ে বিচ্ছিরি লাগছে।

'নগদ পয়সা দিয়ে একগাদা অপদার্থ পুষছি আমি।' খেঁকি কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠল সে। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোন কচুটা দেখছ শুনি? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে। বেশি কাজ দেখাতে গিয়ে ঘোড়াগুলোর আবার আস্তাবলে ঢুকিও না। ওগুলো জিন চাপান অবস্থায় তৈরি থাকে যেন।'

নীরবে হিচ রেইলের দিকে চলে গেল সবাই। নেমে পড়ে যার যার ঘোড়া বাঁধল সেখানে। তারপর বাঙ্ক হাউসে ঢুকল।

মগুারস আর টোলবার্ট টেডের সাথেই রয়ে গেছে।

কাউহ্যাণ্ডদের দিকে এখনো তাকিয়ে আছে টেড লুইস। আগুন ঝরছে চোখে।

'একদল লোম ওঠা ঘেঁয়ো কুকুর।' একগাদা থুথু ফেলল সে মাটিতে। 'কামড় দেয়া তো দূরের কথা, ঘেউ ঘেউ করারও ক্ষমতা নেই ওগুলোর। দুনিয়ায় কেবল দুটো কাজই ঠিকমত জানে। খাওয়া আর ঘুমোন। ত্রিশটা বছর বয়স কেউ কমিয়ে দিতে পারলে অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতাম তাকে। তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে বের করে ফেলতাম শডলকে। তারপর ওর কাটা মুণ্ডটা ঝুলিয়ে দিতাম মোগ-লের চূড়োয়।'

'লোকজনের সাথে বেশি খারাপ ব্যবহার করছ তুমি, বস।' মুখ কাল করে বলল মগুারস। 'সাধ্যমত করেছে ওরা।'

'সাধ্যমত করেছে ওরা।' ভেঙচে দিল বাথান মালিক। 'সেটা কে শুনতে চেয়েছে? সাধ্যের অতিরিক্ত করেনি কেন?'

'সাধ্যের অতিরিক্ত।' অবাক দেখাল বন্দুকবাজকে। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হল সে। 'শুনি কি চাইছিলে তুমি? শডলের সামনে হেঁটে যাক ওরা। তারপর বুকে সীসে নিয়ে ওখানেই শুয়ে থাকুক?

'বেশ', বিষ ঝরছে মগুারসের কণ্ঠ থেকে। 'তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, সাধ্যে অতিরিক্ত করার সাধ্য ওদের নেই। মাসে ত্রিশ ডলার যাদের বেতন, তাদের থাকেও না। ওদের অনেকেই এখন কেটে পড়তে চাইছে। বেতনের বিনিময়ে কাজ করতে এসেছে ওরা। বিনা দোষে গালমন্দ শুনতে নয়। ওরা চলে গেলে একা একা গরু খেদিও। আবার শডলের বুলেট ও সামলিও।'

'চুপ কর।' ধমকে উঠল টেড লুইস। 'তুমি হচ্ছ সবচেয়ে বড় অকর্মা। এতবড় একটা বাথানে একটা বিশ্বস্ত লোক নেই। এমন কেউ নেই যার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিত থাকা চলে। সবক'টা নজর কেবল আমার টাকার দিকে।'

ঘুরে দাঁড়াল টেড লুইস। বাড়ি কাঁপিয়ে রওনা দিল অফিসের দিকে।

আড়চোখে টোলবার্টের দিকে তাকাল মগুারস। সার্বক্ষণিক নির্লিপ্ততা ফোরম্যানের মুখে। কাঁধ ঝাঁকাল মগুারস। রওনা হল অফিসের দিকে। তাকে অনুসরণ করল ফোরম্যান।

নিজের জন্যে ড্রিংক ঢালছে টেড লুইস। বকা-বাজি থামায়নি এখনো। হাতের সাথে সমানে চলছে মুখ।

'এটা—এটা ঠিক নয়। একটা জঘন্য অন্যায় ছাড়া কিছুই নয়।' ওদের দেখে নতুন করে ফেটে পড়ল সে।

'দেশে সবচেয়ে শক্তিশালী লোক আমি। একটা আঙুল নেড়ে যেকোন বাথান গুড়িয়ে দিতে পারি। যা খুশি তাই করতে পারি। সবচেয়ে বেশি ধনী আমি। সবচেয়ে বেশি লোক আমার বাথানে। তারপরেও ওই পকেট ফুটো হারামীটার কাছে হারতে হবে আমাকে। যার চামড়া ছিললেও আধ ডলার বেরোবে না তার কাছে? হঠাৎ এত দুর্বল হয়ে পড়লাম কোন শোকে?'

কামরার ভেতরে পা রাখল মগুারস। ধীর ভঙ্গি। হাতুড়ের মত ভোঁতা মুখটা থমথম করছে।

'একটা কারণ বলতে পারি তোমাকে।' শান্ত কণ্ঠে জানাল সে।

'তো বল। শুনে ধন্য হই।' গানম্যানকে প্রায় ভেঙচে দিল

বাথান-মালিক। 'খাওয়ার সময় তো মুখটা রেলের বেগে চলে। কাজের কথায় হুয়িল ব্যারো হয়ে যায় কেন?'

'মাত্র একটা কারণে', স্থির গলায় বলল মণ্ডারস। তোমার নাক শডলের পায়ের তলায় ঘষটাবে চিরকাল।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থটা খুব সোজা। তোমার কম্ম নয় শডলের লেজে আগুন ধরান। চেষ্টা তো করেছ অনেকবার। কি দেখেছ? দেখেছ উল্টো তোমার লেজেই লেগেছে আগুনটা।

'মানি, শক্তি আর ইচ্ছে দুটোই আছে তোমার। তবুও শডলকে মারতে পারবে না। কারণ তোমার কপালে সেই সৌভাগ্য নেই। দোষ যদি দিতে হয় নিজের কপালকে দাও। নিজের অক্ষমতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপান মূর্খতা।

'বলে যাও।' পাথর ঘষা গলায় বলল টেড।

'আর, বলবটা কি?' ঝামটে উঠল মণ্ডারস। 'নিজের কবর নিজে খুঁড়লে কার কি বলার থাকে? আমাদের সাথে ভাগাড়ের কুকুরের মত ব্যবহার কর তুমি। হরদম অকথ্য ভাষায় গালাগাল দাও। এর ফল যে কত ভয়ানক হতে পারে, চিন্তায়ও আসে না তোমার। চার-পাশে শত্রু গড়ে বাঁচতে পারবে ভেবেছ?

'হ্যাঁ, টাকা তোমার আছে। দেশের যে কারো চেয়েই বেশি আছে। তাতে আমাদের কি লাভটা হচ্ছে? গোটা পশ্চিমে এমন একটা বাথান নেই, যেটাতে এটার মত জঘন্য খাবার রাঁধে। রাত-দিন গাধার মত খাটিয়ে এত কম বেতনও দেয় না কোথাও। মাসে মাত্র ত্রিশটা ডলার। এজন্যে একবার আগুনে, একবার পানিতে

ফেলছ আমাদের। তারপরেও সন্তুষ্ট হচ্ছ না। গাল বকছ, কেন সার বেঁধে শডলের গুলিতে মরিনি। ত্রিশ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তুমি বুলেটের সামনে দাঁড়াতে পারবে?'

'এক সপ্তাহ আগেই বুঝেছি, তুমি শেষ।' শান্ত গলায় বলল টেড লুইস। 'শডলের ভয়ে তোমার নার্ভের দফা রফা হয়ে গেছে। অকর্মা লোকের জায়গা হবে না আমার বাথানে। চাকরিটা চলে গেলে কেমন হয়, সিড মণ্ডারস?'

'চাকরির ভয় দেখিও না আমাকে।' চোখ রাঙাল বন্দুকবাজ। 'তোমার চাকরির মুখে আমি 'ইয়ে' করি। বেশ কয়েকজন মারা পড়েছে আজ শডলের হাতে। কেটে পড়েছে তারচেয়েও বেশি লোক। আরো যাবে। এখনো সিধে হও টেড। নইলে ভরাডুবি ঠেকাতে পারবে না। শডলের হাতে ধ্বংস হবে তুমি, দেখে নিও।'

'ওই হারামজাদাকে দেশ ছাড়া করে এসেছি আজ।' খসখসে শোনাল টেডের গলা। অস্থিরভাবে শূন্য গ্লাসটা ভরল আবার। 'ও আর ফিরতে পারছে না।'

অভ্যাস মত ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে টোলবার্ট। দেয়ালের গায়ে হেলে আছে লম্বা কাঠামোটা। এতক্ষণে কথা বলল সে।

'ভুল টেড। আবার ফিরে আসবে শডল।'

ঝট্‌ করে ফোরম্যানের দিকে তাকাল বাথান-মালিক।

'দু'জনেই দিব্য দৃষ্টি পেয়েছে, মনে হচ্ছে। অ্যাদ্দিন ধারণা ছিল, দেশের সবচেয়ে দক্ষ ট্র্যাকার তুমি। তোমার দক্ষতার আজকে কি হল টোলবার্ট? নিদেন পক্ষে দশবার তুমি আজ শডলের ট্রেইল হারিয়েছ। তোমার নার্ভেও কি গোলমাল হয়েছে নাকি?'

'তোমার কি মনে হয়?' প্রশ্নটা টেডকেই ফিরিয়ে দিল টোলবার্ট।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভর করল কামরায়। যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে যেন।

একটু কোণাকুণি পিছিয়ে গেল মণ্ডারস। ফলে ফোরম্যানের মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আগ্রহ ভরে সেদিকে তাকিয়ে আছে। কয়েকটা কথা বলার জন্যে মুখিয়ে আছে সে। কিন্তু আপাতত সামলে রাখল নিজেকে।

বাথান-মালিক আর টোলবার্টের ঝগড়া একটা অভিনব ঘটনা। এই প্রথম ব্যাপারটা ঘটতে দেখেছে সে। তাড়িয়ে তাড়িয়ে রস নিচ্ছে মজাটার। পালাক্রমে দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে। মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে।

টেডের ঢুলুঢুলু চোখে বিপদ সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছে সে। সান দেয়া ছুরির মত সেখানে ঝিকিয়ে উঠছে ক্রূরতা। চোখে চোখ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ফোরম্যান। ভাবলেশহীন মুখ।

টেড লুইসই হারল। চোখ সরিয়ে গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। খালি হয়ে গেছে সেটা। আবার ভরল। এক ঢোকে গিলে ফেলল গ্লাসভর্তি লিকার।

'আর কোনদিন পাউডারে পা দিতে সাহস পাবে না ও।' ফের সদর্পে ঘোষণা করল সে।

'শিগগিরই তোমার দরজায় নক করবে সে।' জবাব দিল ফোরম্যান।

'একই মত আমারও।' সমর্থন জোগাল মণ্ডারস।

'কিভাবে?' হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল টেড লুইস। 'কোন সাহসে? কি নিয়ে? কেন? বল—জবাব দাও।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল মণ্ডারস। টোলবার্টের দিকে ফিরল সে।

'ওকে বল লেইক।' বিদ্রূপ তার গলায়।

'কারণ', ধীরকণ্ঠে জানাল টোলবার্ট। 'শডল একজন সত্যিকার লড়ুয়ে। এবং প্রতিজ্ঞা করলে রক্ষা করাই তার স্বভাব।'

গলার স্বর আরেকটু নিচু হল তার। 'ষাঁড়ের লড়াই দেখেছ তুমি, টেড। ও হচ্ছে বুলরিঙের সেই ষাঁড়। হার-জিত ওর কাছে বড় ব্যাপার নয়। লড়াইয়ে নামলে শেষ অবধি লড়েই যায়। সে থামতে জানে না, তাকে থামান খুব মুশকিল, টেড।'

'ফিরলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না।' বলল টেড লুইস। 'ও একা।'

'সাহায্যের অভাব হবে না ওর।'

কটমট করে বর্মধারীর দিকে তাকাল টেড। 'তোমার হয়েছেটা কি লেইক? জান না, এই দেশ আমার নির্দেশে চলে? আমাকে বুড়ো আঙুল দেখানর সাহস হবে না কারো।'

দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল টোলবার্ট। 'ঠিক এই কারণেই শডল সাহায্য পাবে, টেড। বহু বছর যথেচ্ছাচার চালিয়েছ তুমি। তোমার গর্জন শুনে শুনে সবাই বিতৃষ্ণ। ঘেন্না করে তোমাকে। কেঁচোর মত ঘেন্না করে। তোমার কবল থেকে মুক্তি চায় ওরা।'

অ্যাদ্দিন তোমাকে কাত করার চেষ্টা করেনি কেন, জান? ভয়ে। শডলের মত সাহসী যুবককে পেলে ভয় কেটে যাবে ওদের। কোমর সোজা করে দাঁড়াবে। তারপর দল বেঁধে আসবে তোমার দরজায় নক করতে। সেদিনটা বেশি দূরে নয়। তৈরি হয়ে যাও, টেড।'

'বিপ্লব ওঁ্যা!' ব্যঙ্গ করল টেড লুইস। 'প্রতিবাদ! লড়াই! বাহ্ বেশ। এই তো চাই। একটা একটা করে হাড় ভাঙব আমি শডল ইয়ামের। প্রাণে মারব না। নুলো করে ছেড়ে দেব। আর ওর সঙ্গীদের এমন শিক্ষা দেব যে, আর কখনো কোমর সোজা করতে পারবে না। মেরুদণ্ড ভেঙে দেব। আসুক ওরা। তৈরিই আছি আমি।'

নীরব রইল ঘরের বাকি দু'জন। জ্বলন্ত কয়লার মত ধ্বক ধ্বক করছে টেডের চোখ। নিজের চেয়ারে বসল।

আচমকা গলা চড়িয়ে ডাকল, 'প্যাম।' একটু অপেক্ষা করল। সাড়া এল না দেখে ফের হাঁকল, 'প্যাম। এখানে এস।'

'শডলের ফিরে আসার এটাও একটা কারণ।' বলল টোলবার্ট।

'কি বলতে চাইছ?'

'দিবালোকের মত স্পষ্ট জিনিসটা'ও বুঝিয়ে দিতে হবে?' বিরক্ত ফোরম্যান। 'বুঝতে পারছ না ওরা দু'জন দু'জন পছন্দ···

'আচ্ছা!' বলেই চুপ মেরে গেল টেড।

খানিক পরে নীরবতা ভাঙল। 'এই তাহলে ব্যাপার? এজন্যেই ফিরে এসেছে মেয়েটা। শডলের ওপর থেকে আমার মনোযোগ সরানর মতলব। দুঃখ হচ্ছে কেন তখন টের পেলাম না। তাহলে শডলের লাশ না দেখে ফিরতাম না।'

'প্রেমে পড়েছে তাই না?' মুখের তিক্ত ভাবটা কেটে যাচ্ছে টেডের। তার বদলে হীন একটা চতুরভাব ফুটে উঠছে সেখানে। ঠোঁট মুড়ে হাসল। 'দাঁড়াও, বের করছি ওর প্রেম।'

লিভিং রুমের দিকের দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে পা রাখল

প্যাম। বিপর্যস্ত।

'তোমরা এবার যাও বাছারা।' খোশ-মেজাজে বলল টেড। 'এই জন্য মহিলার সাথে কথা বলব আমি। যারটা খায়, তার সর্বনাশ করার একটা মহৎ নেশা আছে এই মহিলার। যাও। ভাগ তোমরা।'

ক্ষুব্ধভাবে বেরিয়ে গেল মণ্ডারস। অপমান বোধ করছে।

জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ল না টোলবার্ট। মালিকের আদেশের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেলনা তার মধ্যে। ভাবশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার লেইক?' ত্যক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল টেড। 'কানে কম শুনছ নাকি আজকাল?'

এবার নড়ল ফোরম্যান। অনিচ্ছুক পায়ে দরজার দিকে এগোল। কিন্তু চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে ফের ঘুরল। প্যামের দিকে তাকাল। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। রক্ত সরে মুখ থেকে।

'চলে এস লেইক।' ঝাঁঝাল গলায় ডাকল মণ্ডারস।

ব্যাঙ্ক হাউসের সামনে ভীড় জমেছে। বাথানের সব কর্মচারী এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। দু'জনকে বেরোতে দেখে কথার ঝড় উঠল তাদের মধ্যে। প্রত্যেকটা লোককে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে।

কিন্তু টেড লুইসের মুখে অসন্তোষের কোন ছাপ নেই। ডেস্কের ওপর গাটের টোকা মারছে সে। স্মিত চেহারা। নীরবতাটা ইচ্ছে করেই জমে উঠতে দিচ্ছে সে।

আচমকা নীরবতা ভাঙল। প্রশ্ন ছুঁড়ল মেয়েটার দিকে।

'হঠাৎ শডলের কাছ থেকে কি মনে করে আমার কাছে ফিরলে?'

'সেটা শুনে কোন লাভ হবে না তোমার।'

'হতে পারে। কিন্তু একটা কারণ আমি অনুমান করেছি। দ্যাখো তো তোমারটার সাথে মেলে কিনা? শডলের পালানর সুযোগ দেয়ার জন্যে ফিরে এসেছ তুমি।'

'যা ইচ্ছে ভাব।'

'তার মানে আমার আন্দাজই ঠিক। ওকে সাহায্য করার জন্যে ফিরেছ তুমি। অর্থাৎ ওর প্রেমে পড়েছ। ভালবাসা।' কণ্ঠ বিকৃত করল টেড। মগজ কি পু'রা ঘোলা হয়ে গেছে তোমার?'

'হ্যাঁ।' সাফ জবাব দিল প্যাম।

'অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি হবে না।' পাত্তা না দিয়ে বলে চলল টেড। 'কেটে পড়েছে ছোকরা। আর কোনদিন ফিরবে না।'

ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল প্যাম। হিংস্রকের মত তাকিয়ে আছে টেড লুইস। মেয়েটার মুখভাব জরিপ করছে।

'ওর পালানটাও কি তোমাদের পরিকল্পনার একটা অংশ?' জানতে চাইল সে। ঈর্ষান্বিত কণ্ঠ। 'বাথান ছেড়ে ওর সাথে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে তুমি, তাই না?'

ভুরু-কুটি করল প্যাম। 'আসল ব্যাপার যাই হোক, সেসব শুনে তোমার কোন ফায়দা হবে না।'

'তর্ক কোর না।' ধমকে উঠল টেড লুইস। 'কথার জবাব দাও কেবল। বেশি তড়পড়ানি সহ্য করব না আমি। শডলের সাথে তোমার আগেই পরিচয় হয়েছিল?'

'হাঁ।'

'তারমানে', হঠাৎ কিছু আবিষ্কারের আনন্দে জ্বলে উঠল টেডের

চোখ। 'সেদিন রাতে তুমি সত্যিই গিয়েছিলে ওর কাছে। সব খবর বলে এসেছিলে, ঠিক কিনা?'

'হাঁ।'

'দারুণ! চমৎকার।' উল্লসিত হয়ে উঠল টেড লুইস। আনন্দে জোরে চাপড়াল দু'বার।

লোকটার হাব-ভাব দেখে গায়ে আগুন ধরে গেল প্যামের।

'তুমি কেবল নষ্ট হয়ে যাওনি। পঁচে গেছ।' নিচু স্বরে বলল সে। 'বহু আগেই পঁচে গেছ। দুর্গন্ধ ছড়িয়ে সবার ক্ষতি করছ এখন। তোমাকে মাটি চাপা দেয়া দরকার।'

'আমি যা বুঝেছি, তুমি তা বুঝছ না।' আমুদে গলায় বলল টেড লুইস। প্যামের কথা কানেই নিচ্ছে না সে। 'দারুণ মজা লাগছে সেজন্যে। যা ভাবতাম তা আসলে নও তুমি। বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু আছে মনে করেছিলাম। এখন দেখছি তুমিও আর সব নির্বোধ মেয়েদেরই একজন। মানে, শডলের জীবনে আরো যে সব মেয়ে এসেছে তাদের কথা বলছি।

'যাক্', স্বস্তি পাওয়ার ভান করল সে। কপালটা ভাল তোমার। বেশি ক্ষতি হবার আগেই ফিরতে পেরেছ। তাছাড়া, সেও আর ফিরছে না।'

'অতটা নিশ্চিত হয়ো না।' উপদেশ দিল প্যাম। টেডের কান-ভাঙানিতে এতটুকু টলেনি সে। স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে লোকটা কত নিচে নামতে পারে, ভাবছে। অনায়াসে জঘন্য একটা মিথ্যে অপ-বাদ দিয়ে দিল শডলকে।

টেড ভেবেছিল, শডলের ওপর থেকে মেয়েটার মন উঠে যাবে

এর ফলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। কৌশলটা খাটল না। লোক চরিত্র ভালই বোঝে প্যাম। শডলের মত দৃঢ় চরিত্রের লোকের পক্ষে এমন কুকাজ অসম্ভব। তাছাড়া, লোক মুখে রগচটা হিসেবে শডলের অনেক নিন্দে শুনেছে সে। কিন্তু ভুলেও এমন অপবাদ কেউ দেয়নি।

সামনে ঝুঁকে এল টেড লুইস। সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। 'এত নিশ্চিত হলে কি ভেবে?'

'শডলকে চিনি আমি।'

'তাই।' সিধে হল বাথান-মালিক। 'ফিরলেও চিন্তার কিছু নেই। জান তো ফিরলে কি ঘটবে? হয়ত বেমক্কা খুন হয়ে যাবে সাথে সাথেই। নয়ত ফাঁসি কাঠে ঝুলবে। খুন এবং নারী অপহরণের দায়ে ফাঁসি হবে ওর।'

'অভিযোগ গুলো প্রমাণ করতে পারবে না তুমি।' ফুঁসে উঠল প্যাম।

'এটা আমার দেশ, বোকা মেয়ে।' ধূর্ত হেসে বোঝাল লোকটা। 'অ্যান্টিলোপ আমার শহর। কোর্ট, শেরিফ, জাজ, জুরি সব – সব আমার মুঠোয়।'

থমকে গেল প্যাম।

অস্থির লাগছে টেড লুইসকে। পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছে না যেন। চেয়ারে দুলল খানিক। ফের মেয়েটার দিকে ফিরল। কুটিল দৃষ্টি।

'একটা ব্যাপার একটু অদ্ভুত লাগছে। শডলের সাথে সেই রাতে যদি স্বইচ্ছায় পালাচ্ছিলে, তবে এত গোলমাল হল কেন? তোমাকে

চিৎকার করতে শুনেছি আমি।'

এবার প্যামের চমকানর পালা। অবাক হয়ে দ্রুত কিছু বলতে গেল। চেপে গেল কি ভেবে। কিন্তু কৌতূহল চুপ থাকতে দিল না তাকে।

জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'কেন এখনো জাননি তুমি? সেই রাতে উঠোনের বাইরে লুকিয়েছিল ব্যাট টেসটারভিস। আমি বা শডল কেউই জানতাম না সেটা। সুযোগ পেয়ে ব্যাট আমাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। পরদিন সকালে আমাদের খুঁজে বের করে শডল।'

'তারপর?' ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল টেডের।

'ব্যাট আর শডলের মধ্যে হাতাহাতি হয়। শডল জিতে ওকে তাড়িয়ে দেয়।'

'গতকাল খুব সকালে?'

'হুঁ।'

'একটা গুলি হয়েছিল তখন, তাই না?'

'না তো। বললাম না, হাতাহাতি হয়েছিল।'

ডেস্কের ওপর কিছুক্ষণ ড্রাম পিটল টেড লুইস। 'কোথায়?'

'মোগলের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার গোড়ার কেবিনের ওখানে।

'উঁহু, মিলছে না। বিড়বিড় করল বাথান-মালিক। 'কোথাও একটা ফাঁক আছে। ওই সময়ে একটা গুলি হয়েছে। নিজের কান-কে অবিশ্বাস করি কিভাবে?'

চোখ তুলে প্যামের দিকে তাকাল। 'কোন গুলির আওয়াজই শোননি ওই সময়ে?'

'শডল বা ব্যাট কোন গুলি ছোঁড়েনি।' ইতস্তত করে জানাল প্যাম। 'তবে গুলির একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা ব্যাট চলে যাবার পরে।'

'আচ্ছা।' চেয়ারের পেছনে হেলান দিল টেড। কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর আবার মুখ তুলল।

বলল, 'অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। এ নিয়ে চিন্তা পরে করব। এবার তোমার প্রসঙ্গে আসি।'

মেয়েটার সর্বাঙ্গে নজর বোলাল। 'শডলের চিন্তেটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পার তুমি। পাউডারে আর ফেরা হবে না ওর। তার চেয়ে যা বলি মন দিয়ে শোন। দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা বলতে কি বুঝায়, জান তো। তুমি সেই কালসাপ। আমার রুটি খেয়ে আমার শত্রুকেই সাহায্য করেছ। তুমি পুরুষ হলে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কত ভয়ঙ্কর টের পাওয়াতাম। দুঃখের বিষয় তুমি তা নও।

মেয়েদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই'—প্রবাদটা ফ্যালনা নয়। ওটাতে অবিশ্বাস করে অনেক বার ধোকা খেয়েছি আগে।'

'অবাক হওয়ার মত কিছু নয়।' মতামত জানাল প্যাম।

'কথাটার অর্থ?'

'খুব সোজা।' ব্যাখ্যা করল মেয়েটা। 'কুটিলতার জবাব কুটিলতায়ই হয়। জীবনে একটা কাজও সোজা পথে করনি তুমি। বেঁকে চললে মাঝে-মধ্যে অমন হোঁচট খেতেই হয়। দ্যাখ না, বদ স্বভাবের জন্যে কোন শুভাকাঙ্খী নেই তোমার।'

'স্পষ্টভাষী অগ্নিকন্যা।' ব্যঙ্গ করল টেড। 'যতই তড়পাও আর

কোনদিন ডাবল ক্রস করতে পারছ না তুমি। আচ্ছা, হঠাৎ সুর বদলাল সে। 'এখান থেকে চলে যাবার তোমার খুব ইচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল কথা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'সেই সুযোগও আর কখনো পাবে না তুমি।'

'টেড, সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'মাথা খারাপ এখনো ওটার কাছেই পৌঁছুইনি।' খিক খিক করে হাসল সে। পরমুহূর্তে গম্ভীর হল।

'শোন, তুমি আমার রক্ষণাধীন। তোমাকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। কর্তব্যে ত্রুটি রাখা আমার স্বভাব নয়। সেজন্যেই তোমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কর্তব্য পালনে সুবিধে হবে এর ফলে।'

বজ্রাহতের মত তাকিয়ে রইল মেয়েটা।

'ঠা ঠাট্টা করছ তুমি আঙ্কেল।'

'উঁহু', কুটিল হাসল টেড লুইস। 'বিয়ে অত্যন্ত পবিত্র ব্যাপার। এটা নিয়ে কক্ষণো ঠাট্টা-তামাশা করি না আমি।'

'তুমি···তুমি একটা···' রাগে কথা হারিয়ে ফেলল প্যাম। রক্ত উঠে এসেছে ওর মুখে। 'জঘন্য লোক।' কথা খুঁজে পেয়ে বলল সে। 'নর্দমার কীটের চেয়েও জঘন্য। একটা পাজি বুড়ো। নাতির বয়সি একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছ। লজ্জা শরম কি সব খেয়ে বসেছ? গোটা দেশে একটা লোকও তোমাকে দেখতে পারে না। তবু একটার পর একটা অন্যায় করেই চলেছ। অথচ নিজের লড়াই নিজে লড়ার সাধ্য নেই তোমার। শডলকে মারতে লোক লাগিয়েছ।

ক্ষমতা থাকলে ডুয়েল লড় ওর সাথে। জানি সেটা পারবে না। বাহ্ ভাল স্বামীই জুটবে আমার কপালে। একটা বুড়ো, পাজি, কাপুরুষ, নিচ খুনী।'

নিঃশব্দে বকাগুলো হজম করল টেড। পাথরের মত হয়ে গেছে মুখটা। মনে হচ্ছে, মুখে সীসের একটা মুখোশ পড়েছে। প্রাণহীন। কেবল চোখ দুটোয় জীবনের আভাস রয়েছে। উগলান প্রতিহিংসা সেখানে।

মেয়েটার চোখে তাকাল সে। হিমশীতল দৃষ্টি। প্যামও তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিবাণে মেয়েটাকে হারাতে পারল না টেড। রণে ভঙ্গ দিল। আচমকা উঠে দাঁড়াল সে। ডেস্কের দু'কোণ খামচে ধরেছে। রাগে কাঁপছে।

'বিশ্বাস কর', খুব শান্ত শোনাল তার কণ্ঠ। 'আমার ক্ষমতা কতখানি, তোমাকে বোঝাব আমি। বিষ দাঁত ভেঙে দেব তোমার। আর কখনো ছোবল দিতে পারবে না।'

'ভেবেছিলাম স্ত্রী হিসেবে ভাল ব্যবহার করব তোমার সাথে। যদ্দুর সম্ভব উদার হব। আমি মারা যাওয়ার পরও বহু বছর বাঁচবে তুমি। আমার সব সম্পত্তি তখন তোমারই হত। আবার মনের মত বিয়ে করতে পারতে। আমার টাকায় হেসে-খেলে থাকতে পারতে। এইমাত্র নিজেই সেই সুযোগটা নষ্ট করলে। এবার তোমাকে টের পাওয়াব আমার মোচড়ে কত ব্যথা।'

আমাকে বিয়ে করতে হবে তোমার। কিন্তু এই বাথান কখনো ত্যাগ করতে পারবে না। বিধবা হলেও না। অন্য কাউকে দান করতে পারবে না। বিক্রিও না। আবার বিয়ে করলে সম্পত্তির সব

অধিকার হারাবে। বাথান ত্যাগ করতে চাইলে খালি হাতেই যেতে হবে। বিয়ের দলিলে তেমনই লেখা হবে।'

'গায়ের জোরে?' ফুঁসে উঠল মেয়েটা।

তোবড়ান থুতনি চুলকাল টেড লুইস। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। কিন্তু চোখে বিদ্বেষ।

'আমার মতের বিরোধিতা করার শক্তি নেই কারো। বাধা দেয়ারও না। আজ বিকেলেই শহরে লোক পাঠাচ্ছি আমি। জাজ উইনফ্রেডকে নিয়ে আসবে। সাথে বিয়ের একটা লাইসেন্সও আনবে জাজ। সাপারের সময়ের মধ্যে এসে পড়বে সে। ততক্ষণ পর্যন্ত মনস্থির করার সময় পাচ্ছ তুমি। স্বেচ্ছায় রাজি হলে ভাল। নইলে যে-কোন কিছুর জন্যে তৈরি থেক।'

জমে গেছে যেন প্যাম। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাঁজ পড়া মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'তু—তুমি কিছুতেই তা করতে পার না।' ফিসফিস করে বলল সে।

'হাঁ, ঠিকই বলেছ।' স্বীকার করল টেড লুইস। 'লোকজনের সামনে তোমার ওপর জোর খাটাতে পারব না আমি। কিন্তু মনে রেখ, আমি তোমার ট্রাস্টি। আইনত অভিভাবক। সে হিসেবে বিশ বছর না হওয়া পর্যন্ত আমার কাছেই থাকতে হবে তোমার। তাতে বিয়ে হোক আর না হোক। কম দিন তো আর নয়। তখন?' ভুরু নাচাল টেড।

অবিবাহিত একটা মেয়ে তুমি। অতগুলো দিনে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। খারাপ কিছু ঘটে গেলে লোকের কাছে মুখ

দেখাবে কিভাবে? সবাই থুথু ছিটাবে তোমার মু...'

ছুটে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল প্যাম। কেউ যেন পেছন থেকে তাড়া করছে তাকে। উন্মাদিনীর মত পোর্চ ধরে ছুটতে শুরু করল।

কাউহ্যাণ্ডদের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল মণ্ডারস আর টোলবার্ট। জটলা পাকিয়ে ফিসফিস করছিল লোকগুলো। ওদের দেখে ফাঁক হয়ে গেল দু'পাশে। ভেতরে ঢুকল দু'জন।

ভিড়ের মাঝে একটা লোক দাঁড়ান। উঁচু গলায় কিছু বলছিল এতক্ষণ। ওদের দেখে থতমত খেয়ে চুপ মেরে গেল। বাথানের পাহারাদার তিনজনের একজন সে। মাথা নিচু করে আছে লোকটা। বুটের ডগা দিয়ে ভুরু খোঁচাচ্ছে।

'লেইকের কাছে কথাটা বল, ডোবি।' একজন চেঁচিয়ে বলল তার উদ্দেশে।

ফোরম্যানের দিকে ফিরল ডোবি। 'বসের সামনে যেতে চাই না আমি, লেইক। আমার হয়ে খবরটা ওকে জানালে খুশি হব। শডলের বাথানে গরু নিয়ে পাঠান হয়েছে যাদের, তারা সব পিঠটান দিয়েছে।

'কি হয়েছে?' নাক গলাল মণ্ডারস।

ভুলেও গানম্যানের দিকে তাকাল না ডোবি। টোলবার্টের প্রতি দৃষ্টি তার।

'শডল আর মেয়েটার পিছু নিয়ে তোমরা চলে যাওয়ার পর লুক কলিনস এসেছিল। সেই জানিয়েছে খবরটা। আমাদের লোকেরা গরু নিয়ে শডলের জমিতে ঢুকতেই গুলি শুরু হয়। কারনিসের ওপর

দিয়ে গুলি হচ্ছিল। ওদের ওপর জাহান্নাম নামায় আক্রমণটা। কেউ মরেনি। কিন্তু আহত হয়েছে। বেশিরভাগ আঘাত পেয়েছে গরুর খুর আর শিঙের গুঁতোয়।

এদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সব গরু। বেশিরভাগ মরুভূমিতে নেমে গেছে। রাউণ্ড-আপের যথেষ্ট চেষ্টা করেছে ছেলেরা। অল্প কিছু জড়ো করা গেছে। কিন্তু শডলের বাথানে ঢুকতে আর সাহস পাচ্ছে না কেউ। বদ্ধ জায়গায় গুলি খেয়ে মরার সাধ নেই ওদের।

একটু দূরে ছোট একটা ঘাস জমি পাওয়া গেছে। গরুগুলো আপাতত ওখানেই রেখেছে। লুক চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আরো অনেকে নাকি না বলেই কেটেছে। টেডের সামনে আসতে চায়নি তারা। এছাড়া, বাকি যারা আছে তারাও নাকি কেউ গরুগুলোর দেখাশুনা করছে না।'

টোলবার্টের দিকে ফিরল মণ্ডারস। 'ভাঙনের শুরু হল।' বলল সে। 'জানতাম এমন কিছু একটা হবে। শডলকে শেষ করার বহু চেষ্টা করেছি আমরা। এবার পাল্টা মার দিতে শুরু করেছে সে।'

'বলতে লজ্জা নেই', বলল ডোবি। 'তোমরা চলে যাবার পর কেবল ঘেমেছি আমরা। গরমে নয়, ভয়ে ঘেমেছি। লুকের দেয়া ওই খবরের পর ভয় পাওয়ার কারণ ছিল বৈকি। মাত্র তিনজন ছিলাম আমরা পুরো বাথানে। কপাল ভাল, এখনো বেঁচে আছি।'

'তাহলে বেঁচে থাকার আনন্দে নিজের সাথে নিজেই হ্যাণ্ডশেক কর।' তিক্ত কণ্ঠে পরামর্শ দিল মণ্ডারস।

'তাই করব।' পাল্টা ঝাল ঝাড়ল ডোবি। এখানকার চাকরি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কর্মচারিদের মনে। ভেবে দ্যাখ, কতগুলো লোক

মারা পড়েছে এই পর্যন্ত। তার উপর, শহরের একটা লোকও দেখতে পারেনা টেডকে। সেই ধাক্কা পড়ছে আমাদের ওপর। টি-এলের একটা লোককেও সহ্য করতে পারে না কেউ। ভয়ে মুখ ফুটে কিছু বলে না বটে। কিন্তু বলবে। শিগগিরই সবাই ক্ষেপে উঠবে। দল পাকাবে। তারপর ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে রাইফেল হাতে বসে থাকবে। অপেক্ষা করবে আমাদের কাউকে বাগে পাওয়ার। মরার ভয় থাকলে কে তখন গরু চড়াতে যাবে?'

'তাতে ওর কিছু এসে যায় না।' রোষের সাথে বলল সে। 'ওর ধারণা', টেডের অফিসের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে তোমাদের হৃদয় এবং হৃদপিণ্ড দুটোই ওর পাওনা।'

'হ্যাঁ', দীর্ঘশ্বাস ফেলল এক কাউহ্যাণ্ড। 'ঠিকই বলেছ।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। জনা চল্লিশেক লোক উঠোনে জড়ো হয়েছে। লোকগুলোর মুখে নজর বোলাল ফোরম্যান। তেতে আছে রোদে পোড়া মুখগুলো। হতাশা, ক্রোধ আর অসন্তোষের আগুন সেখানে।

এই ধরনের লোকদের চেনে টোলবার্ট। একছিঁটে আনুগত্যও এদের মধ্যে নেই। কৃতজ্ঞতা বোধ তো অনেক দূরের ব্যাপার। এত দিন ঝুলছিল টেডের দোর্দণ্ড প্রতাপের আওতায় ফায়দা লুটার লোভে। টি-এলের লোক হিসাবে যথেচ্ছাচারও কম করেনি। এবার দুর্গের ভিত্ নড়তে শুরু করেছে, বুঝে নিয়েছে। ব্যাস্ চামড়া বাঁচানর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

যে চিন্তায়ই থাকুক টোলবার্ট, নজর বরাবরই টেডের অফিসের দরজায়। প্যামকে দরজা দিয়ে বেরোতে দেখল সে। উদভ্রান্ত লাগছে

মেয়েটাকে। দৌড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

'আমি জানতে চাই', দাবি জানাল বিল নামের এক কাউহ্যাণ্ড। শডল আবার ফিরে আসবে কি না? যদি···'

টেড লুইসের গর্জন ভেসে এল।

'টোলবার্ট, একটা লোক পাঠাও এগানে।'

পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে বাথান-মালিক। কুতকুতে চোখে জটলাটা দেখছে।

নীরবে সামনের লোকটাকে ইশারা করল ফোরম্যান। অনিচ্ছুক পায়ে রওনা হল লোকটা।

আগের কথার খেই ধরল বিল। 'যদি ফিরে আসে শডল, তবে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?'

'যদি নয় গর্দভ।' দাঁত খিঁচিয়ে বলল মণ্ডারস। 'ফিরবেই শডল। দক্ষিণের পাহাড়ে ওকে সাহায্য করার লোক ছিল। উল্টো আমাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছিল তারা। ওরা কারা। নিশ্চয়ই পাউডারেরই লোক। এখনই এই দশা। শডল ফিরলে যে আরো সমর্থন পাবে সে তো জানা কথা।'

'ফিরলে এই বাথানটাকে টার্গেট করেই ফিরবে। ঠিক কি না।'

মাথা দোলাল মণ্ডারস। টোলবার্টের দিকে তাকাল। দেখাদেখি জটলার সবার চোখ সেদিকে ঘুরল। অফিসের দিকে তাকিয়ে আছে টোলবার্ট।

টেডের পরেই এই বাথানে টোলবার্টের স্থান। কাউহ্যাণ্ডদের যম এই লম্বা কঠিন চেহারার লোকটা। এই লোকের কঠিন থাবায় অনড় বাথানের শৃঙ্খলা। ফোরম্যানকে প্রচুর ভয় কাউহ্যাণ্ডদের।

কিন্তু শ্রদ্ধার পরিমাণ সামান্যই। এতই কম যে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

কাউহ্যাণ্ডরা সাধারণত সাংঘাতিক অবাধ্য এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে। কঠিন লোকের অভাব নেই তাদের মধ্যে। কিন্তু সব লোহাই তুলো হয়ে গেছে টোলবার্টের হাতে। অপছন্দ করলেও শক্ত লোকের উপরই নির্ভরশীল হতে চায় সবাই। সুতরাং এবারো ফোরম্যানের দিকে ফিরেছে তারা। সম্ভাবনাটার ব্যাপারে তার মত শুনতে চায়।

কিন্তু নিরাশ হতে হল তাদের। অফিসের দরজা থেকে চোখ ফেরাল না সে।

টেডের ডেকে পাঠান লোকটা বেরোল অফিস থেকে। সোজা জটলাটার দিকে এগিয়ে এল সে।

'জাজ উইলক্রেডকে আনার জন্যে শহরে পাঠাচ্ছে আমাকে বস্।' জানাল সে। আসর জমানর বিষয় পেয়ে মহাখুশি। হেসে জানাল, 'জাজকে একটা বিয়ের লাইসেন্স আনার কথাও বলতে বলেছে।'

ঘুরে নিজের ঘোড়ার দিকে রওনা হল লোকটা।

'ভীমরতিতে ধরেছে দেখছি বুড়ো ভামটাকে।' গজগজ করল মণ্ডারস।

'ওই টুকুন মেয়ে আর টেডের বিয়ে!' চোখ কপালে উঠল ডোবির। 'মাইগড। বিশ্বাস করিনা।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'এর মধ্যে একটা ঘাপলা না থেকেই যায় না। স্বেচ্ছায় এমন বিয়েতে রাজি হতে পারে না মেয়েটা।'

'অত গভীরে সেঁধোতে যেওনা বাছা।' উপদেশ দিল একজন। 'জানের ভয় নেই নাকি? বসের যা খুশি করুক। তার ব্যাপারে নাক গলান পছন্দ করে না সে।'

'ঠিকই বলেছ।' একমত হল ডোবি। 'নাক আমার একটাই। ঘাড়ও। কিন্তু আমার চোখেও ব্যাপারটা একদম কাঁচা লাগছে। যে কেউ বুঝবে, গায়ের জোরে করা হচ্ছে বিয়েটা।'

'দুঃখ হচ্ছে মেয়েটার জন্যে। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?'

ঘটনাটার আরেকটা দিক আবিষ্কার করে বসল ডোবি।

'দুর্ঘটনাকে', মালিকের কথা বোঝাল সে। 'এমনিতেই কেউ দেখতে পারে না। তারপর শডল আর টেসটারভিলদের ঘটনায় আরো ক্ষেপেছে সবাই। এবার যাচ্ছে ওই কচি মেয়েটার সর্বনাশ করতে। ভেবেছ, এরপরেও চুপ থাকবে কেউ? নিজের দুর্গে তো আরামেই থাকবে ব্যাটা। বাইরে চলা ফেরার ঝক্কি নেই তেমন। কিন্তু আমাদের কাজই তো বাইরে। ওর ওপরের ঝাল যদি আমাদের উপর ঝাড়তে চায় লোকজন তখন?'

ঘাড় ফেরাল টোলবার্ট। অমনি সবার মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে গেল সে। সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। একে একে প্রত্যেকের মুখে চোখ বোলাল টোলবার্ট।

সাসপেন্স গড়ে তোলার জন্যে এটা একটা কায়দা তার। কায়দাটা অব্যর্থ।

সময় হয়েছে মনে হতে মুখ খুলল সে। বেছে বেছে শব্দ উচ্চারণ করল।

'শডল ফিরে আসবে। শিগগিরই আসবে। যখন ফিরবে

সাহায্যের অভাব হবে না ওর। আরেকটা লড়াই হবে। এই লড়াই-টাতে জড়ানর আগে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখতে বলল তোমাদের। কারণ, এই লড়াইটার তুলনায় আগের গুলো পিকনিক মনে হবে তোমাদের।'

'তুমিও কেটে পড়ছ ? প্রশ্ন করল ডোবি।

'না। আরো কিছু সময় থাকতে হবে আমাকে। কিন্তু আমাকে দৃষ্টান্ত ভাবতে যেও না। আমার পরামর্শ একটাই। এখানে আরেকটা রাত কাটানর আগে ভেবে নিও।'

পরিষ্কার ইঙ্গিত। আশঙ্কাটার ভয়াবহতা দাগ কাটল কাউ-হ্যাণ্ডদের মনে। স্পষ্টত ভাবনায় পড়ে গেল তারা। খুশি মনে ঘুরে দাঁড়াল ফোরম্যান।

প্যামকে প্লাজার কাছে পেল সে। প্লাজার পাশের বোতল গলার মত জায়গাটাতে দাঁড়ান। নির্নিমেষ চোখে শহরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখোমুখি তার দিকে এগোল ফোরম্যান। দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন হতে মুখ তুলল মেয়েটা। তার চোখে কষ্টের ছায়া দেখল ফোরম্যান।

'ম্যাম', জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান। 'বস তোমাকে বিয়ে করবে জানিয়েছে ?'

'হঁ্যা।'

'তুমি রাজি হয়েছ।'

'না'

'এবং জবাবে', শক্ত গলায় বলল ফোরম্যান। 'তুমি যাতে রাজি হও এমন কিছু বলেছে সে।'

'টোলবার্ট', ঝল্সে উঠল প্যাম। 'টেড লুইসের বেতনভুক্ তুমি। ওর ডান হাত। অবশ্যই আমার শুভাকাঙ্খী নও। কাজেই তোমাকে দুঃখের পাঁচাল শোনাতে চাই না আমি।'

হ্যাটের ধার স্পর্শ করল টোলবার্টের ডান হাতের আঙুল।

'অর্থাৎ আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার ?'

'কেন হবে ?'

ছোট করে নড করল ফোরম্যান। 'তা অবশ্য ঠিক।' বলল সে। 'মেয়েদের ব্যাপার ঠিক বুঝিনা আমি। বোঝার কোন সুযোগ পাইনি কখনো। আসলে মেয়েদের কাছাকাছি যাওয়া হয়নি আমার। বিশেষ করে তোমার মত মেয়েদের।'

'তবে', গালে হাত ঘষল টোলবার্ট। 'তোমার ব্যাপারে দুটো পয়েন্ট পরিষ্কার আমার কাছে। প্রথমত, সবাইকে প্রথম দর্শনে বিচার কর তুমি। প্রথমত, বড় ধরনের ভুল খুব কম কর।'

'তো ?' জিজ্ঞাসু চোখে চাইল প্যাম।

'টি-এলে এসে প্রথম নজরেই আমাকে বিচার করেছ তুমি। বিচারের সেই সিদ্ধান্ত আর পাল্টাওনি। পাল্টানর অনুরোধও আমি করব না। কারণ সেটাতে ভুল নেই কোন। আর ও নিয়ে আমার মাথা ব্যথাও নেই। ভাল অথবা সৎ আমি কখনো ছিলাম না। এখনো নই। আর সেটা লুকোনরও কোন মানে দেখি না।'

'তো ?' পুনরাবৃত্তি করল প্যাম।

সতর্ক দেখাচ্ছে তাকে। মতলব ছাড়া একটা কাঠিও ভাঙে না টোলবার্ট। এত কথার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে তার।

'আমাকে মন্দলোক ভাব তুমি।' অভিযোগ নয়, মন্তব্য করল

যেন ফোরম্যান।

'হয়ত।'

'তা সত্ত্বেও একটা উপকার করেছি তোমার।'

'টেডের কাছে মিথ্যে বলে? হ্যাঁ, মনে আছে। যদিও কারণটা বুঝিনি।'

'আরো একটা উপকার করেছি। কিন্তু জানতে পারনি। হয়ত জানার আগ্রহ হচ্ছে তোমার।'

'হচ্ছে।' স্বীকার করল প্যাম।

'টেডের লোকদের তোমার আর শডলের ট্রেইল থেকে যতক্ষণ পেরেছি সরিয়েছি। তোমাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'কেন?' অধীর হয়ে উঠেছে প্যাম।

দুরন্ত গতিতে প্লাজায় ঢুকল এক অশ্বারোহী। ছটফটে ভাব দেখে বোঝা গেল, খুব ব্যস্ত সে। পোর্চের কাছে ঘোড়া ত্যাগ করল। অফিসের দিকে এগোল।

লোকটা ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত চোখ ফেরাল না টোলবার্ট। তারপর ফিরল মেয়েটার দিকে।

'আমার আচরণের ব্যাখ্যা খুব অল্পই দেই আমি। একজন পুরুষের পরিচয় তার কাজে। গলাবাজিতে নয়। আমার জীবনটা খুব কঠিন, ম্যাম। কারো সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য নয়। ছোটবেলা থেকেই একটা নীতিতে বিশ্বাসী আমি। কাউকে সাহায্য করতে নেই। কারো কাছ থেকে চাইতেও নেই। কখনো পাইওনি আমি।'

'বর্বর নীতি।' মন্তব্য করল প্যাম।

থমকে গেল টোলবার্ট। তারপর ধীরে ধীরে মাথা দোলাল।

'হতেও পারে। তা হলেও ওরা', উঠোনের জটলাটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'সবাই ওই নীতিতেই বিশ্বাসী। ওদের কাছে কোন মমতা আশা করা ভুল।'

'কি করছে সেটা বোঝার বয়স হয়েছে ওদের। শক্তিমানরাই পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। প্রবাদটা ওরা জানে। বিশ্বাসও করে। আমিও করি। এবং আমি বেঁচে আছি। সুতরাং বুঝতেই পারছ কোন দলের আমি। বাঁচার জন্যে আমাকে দ্রুততম হতে হয়েছে। কঠোরতম হতে হয়েছে। খারাপ হওয়ার প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রথম বানাতে হয়েছে। যতক্ষণ তাই থাকব, ততক্ষণই বাঁচব। আমার জীবনে তুমিই প্রথম, যাকে আমি সাহায্য করলাম। বিনা লাভে সাহায্য করলাম।'

'কিন্তু কেন?'

'মণ্ডারস!' বাথান-মালিকের চিৎকার শোনা গেল। 'মণ্ডারস, এক্ষুণি এখানে এস।'

এবং আবার অফিসের দরজায় চোখ রাখল টোলবার্ট। মণ্ডারস ভেতরে গেল। তারপর চোখ সরাল সে।

মেয়েটার দিকে ফিরল। ইতস্তত করছে। কিছু একটা বুঝিয়ে বলতে চাইছে। মনে হল, উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'সবচেয়ে খারাপ লোকটারও একটা ডেড লাইন থাকা উচিত। নইলে তার অহমিকা খর্ব হয়। এবং দন্তহীন মানুষ আর ঘেয়ো কুকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

'হয়ত অনেক কাজ খারাপ করেছি। কিন্তু কয়েকটা কাজ কখনো করিনি আমি। তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে বলছি না। বিশ্বাসের কোন কারণও নেই। কিন্তু ম্যাম এটা সত্যি যে, আমি কোনদিন মেয়েদের কোন ক্ষতি করিনি। কেউ করতে চাইলেও সাধ্যমত বাধা দিয়েছি। সেজন্যেই শডল না ফেরা পর্যন্ত এই বাথানে থাকছি আমি।'

'তুমি...'

আবার টেডের খনখনে গলা শোনা গেল। 'টোলবার্ট, তোমাকে চাইছি আমি।'

মেয়েটাকে বাউ করল ফোরম্যান। 'শডল অবশ্যই ফিরবে।' দ্রুত বলল সে।

তারপর পোর্চের উদ্দেশে হাঁটা দিল। বেপরোয়া ভঙ্গি। যেন জানে, সামনে কি রয়েছে।

অফিসে ঢোকার আগে একটু থমকাল সে। ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। এক দিকের দেয়ালের কাছে দাঁড়ান টেড লুইস। কিন্তু মণ্ডারসকে দেখা গেল না।

ভেতরে পা রাখল টোলবার্ট। চোরা চাহনিতে মণ্ডারসকে খুঁজছে। পাওয়া গেল গানম্যানকে। ঘরের সবচেয়ে দূরের কোণে দাঁড়িয়েছে সে। দু'জনের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল টোলবার্ট।

'লেইক', খটখটে গলা টেড লুইসের। 'দু'তরফা খেলা খেলেছ তুমি।'

টেডের দিকে মনোযোগ নেই টোলবার্টের। তাকিয়ে আছে গানম্যানের দিকে।

'এদিকে এস, সিড।' কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে আহ্বান জানাল সে। 'তোমাকে অত দূরে রাখতে ভাল লাগছে না আমার।'

চেহারাটা দেখার মত হল মণ্ডারসের। প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পরমুহূর্তে টকটকে লাল। অহমে ঘা লেগেছে তার। মাপা পায়ে এগিয়ে এল।

'ভাল, ভাল', ব্যঙ্গ করল টেড লুইস। 'সতর্ক থাকা ভাল।'

নিরুত্তাপ চোখ দুটো বাথান-মালিকের দিকে ফিরল।

'ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিলে হয় না, টেড?'

'একজন রাইডার', টেডের দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরোল শব্দগুলো। 'মোগলের ট্রেইলের ওখানে ব্যাট টেসটারভিসকে পেয়েছে। মৃত।'

'তোমার জন্যে সুখবর। খুশিতে নাচ।'

'নাচব।' নিশ্চয়তা দিল বাথান-মালিক। 'তবে একটু পরে। আগে কথাবার্তা সেরে নেই।'

'গতকাল সকালে ওই ট্রেইলে আমাদের আগে গিয়েছিলে তুমি। আমরা যাবার আগেই ফিরে এসেছিলে। এবং ফিরতি পথে আমাদের সাথে যোগ দাও তুমি। জানাও, ওখানে কিছু দ্যাখনি তুমি। অর্থাৎ ওখানে যাওয়ার আর দরকার নেই আমাদের। যাইওনি আমরা। তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম।

কিন্তু সেটার যোগ্য তুমি ছিলে না। মিছে বলেছিলে আমাদের। ওখানে আসলে ব্যাট ছিল। যে গুলির আওয়াজটা শুনেছিলাম, ওটা আসলে তোমারই বুলেট ছিল। ওকে খুন করেছ তুমি। এবং গোপন রেখেছ আমাদের কাছে।'

জিভ সামনে রাখল টোলবার্ট। অন্যমনস্কতার ছলে মণ্ডারসকে

দেখল। উত্তেজনার ছাপ চ্যাপ্টা মুখটায়। টানটান ভঙ্গি। শ্লেট রং চোখে ধারাল খড়গের ঝিলিক।

'অস্বীকার করতে চাইছ?' ধমকে উঠল টেড লুইস। ফোরম্যানের অলস ভাব-ভঙ্গিতে অস্থির হয়ে উঠেছে।

'না।

'মুখটা তাড়াতাড়ি চালাও।' অধৈর্য হয়ে বলল টেড। 'বুঝতে পারছি আচরণটার কোন কৈফিয়ত দিতে চাইছ।'

'চাইছি না।' জানিয়ে দিল টোলবার্ট। 'কখনো কোন আচরণের কৈফিয়ত দেই না আমি। যা খুশি ভেবে নাও।'

স্পষ্টত হতবাক হল বাথান-মালিক। ঠেস দিয়েছিল দেয়ালে। সিধে হল। ডেস্কের দিকে এগোল। ডেস্কের গায়ে ছ'হাতের তালু ঠেকাল। তারপর তাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। মাথাটা একটু ঝুঁকে আছে সামনে। লিকলিকে গলাটা যেন অস্বাভাবিক বড় মাথাটার ভার বইতে অক্ষম।

'তোমার ধাঁচ আমি চিনি লেইক।' শান্ত শোনাল কণ্ঠটা। 'তোমার প্রত্যেকটা পদক্ষেপের উদ্দেশ্য আমি বুঝি। আমার মিলে কেউ তার নিজের কফি পিষতে পারে না, লেইক। কোনদিন পারেনি। হয়ত নিজেকে চতুর ভাব তুমি। এতই চতুর ভাব যে, ভেবেছিলে আমাকেও বোকা বানাবে। কিন্তু পারনি। নিজেই তো দেখছ। তোমার আগের ফোরম্যানও একই ভুল করেছিল। আবার বলছি, ঘটনাটার কোন ব্যাখ্যা থাকলে দাও।'

অনড় দাঁড়িয়ে রইল ফোরম্যান। কথা বলার কোন চেষ্টাই করছে না।

নীরবতা ভাঙল মণ্ডারস। কামরায় টেডের উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন মনে হল না তাকে। আচমকা ছুতে পাওয়া লোকের মত চেঁচিয়ে উঠল।

'বুঝেছি। এবার পরিষ্কার বুঝেছি, লেইক। তোমার শয়তানি ধরে ফেলেছি। ওই মেয়েটাকে আড়াল দেয়ার জন্যে এতকিছু করেছ তুমি। বরাবর এই খেলাটা খেলেছ তুমি। আর আমাকে ভুল বুঝিয়েছ। বলেছ, কোন ট্রিকের মধ্যে নেই তুমি।'

হতভম্ব দেখাচ্ছে বাথান-মালিককে। 'কিছু বুঝতে পারছি না আমি।' বলল সে।

হাতের মুঠো বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে মণ্ডারস। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে। ক্রুদ্ধ চেহারাটাই সাক্ষী দিচ্ছে সেটার।

'শডলের বাথানে আক্রমণ চালাতে যাওয়ার রাতে', চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। তোমার গায়ে পড়া উপদেশেরও মানে বুঝতে পারছি। সোজা ঢুকে পড়ব, না?' ভেঙচি কাটল সে। মেয়েটা খবর জানাতে রওনা হয়ে গিয়েছিল আগেই। সেটা ঠিকই জানতে তুমি। আমার ভেস্টে বুলেটের ফুটো দেখতে চেয়েছিলে তুমি।

চমৎকার লেইক। তোমার কূটবুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। ভাল ফাঁদই পেতেছিলে।'

'তোমরা ছ'জন', পরামর্শ দিল টেড। 'বরং উঠোনে যাও। কোন ঝগড়া থাকলে মিটিয়ে ফ্যাল। পিস্তলে বুলেট না থাকলে বল। আমি দিচ্ছি। দাম চাই না।'

ঘোত করে শব্দ করল মণ্ডারস। ক্ষেপেছে। মুঠো পাকিয়ে

সামনে এগোল। মনে হল, মেরে বসবে মালিককে।

'এটাই তুমি সব সময় চাও।' শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে নিজেকে।

'জাহান্নামে যাও তুমি লেইক।' কটু কণ্ঠে বলল। 'জাহান্নামে যাও তুমি, টেড। অনেক পা ধুঁয়েছি তোমার। দুনিয়ার সব বদ কাজ করিয়েছ আমাকে দিয়ে। আর নয়।

আমাকে শেষ করার জন্যে বনে চুঁড়ছে শডল। পাউডারে এখন আর আমাদের দু'জনের এক সাথে থাকা চলবে না। হয় শডল, নয় আমি থাকব। অথচ শডলের সাথে আমার নিজের কোন শত্রুতা নেই। শত্রুতা তোমার সাথে। কিন্তু ফল বইতে হবে আমার।

আমি চলে যাচ্ছি। ছোট একটা কাজ আছে আমার। সারতে পারলে ফিরে আসব। আমার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেব তখন। তৈরি থেক।'

দরজার দিকে এগোল সে। কিছুটা গিয়ে ফের ঘুরল। ফোরম্যানের দিকে তাকাল।

'ঠিক আছে লেইক। আমরা দু'জনেই দু'জনের বিরুদ্ধে বহু ট্রিক খাটিয়েছি। ওসব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব আমি।'

'তবে', দম নিল সে। 'যাবার আগে একটা উপদেশ দিতে চাই। যত জলদি পার সরে যাও। ওই শেয়াল মুখোটার', টেডকে দেখাল সে। 'কাছে থেক না, বেঘোরে মারা পড়বে।'

গানম্যানের বুটের আওয়াজ বাড়ি কাঁপিয়ে দিল।

পলকের জন্যেও টেডের ওপর থেকে চোখ সরায়নি টোলবার্ট। র‍্যাটল স্নেককে বিশ্বাস করা যায়। তবু টেডকে নয়। পলকে রূপ

বদলায় এই লোক।

এই মুহূর্তে নেকড়ের মত দেখাচ্ছে টেডের মুখটা। যেন এখুনি দাঁত খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অথচ চোখ দুটো বরফ শতীল। নিষ্পলক।

টেডের এই চেহারাটার মানে জানে টোলবার্ট। আগেও অনেক বার এই ভাবটা দেখেছে সে। মাত্র ক'দিন আগেই দেখেছে একবার। উইলি বোনসের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সময়।

হঠাৎ মুখ খুলল টেড লুইস। 'চোখ সরাও, লেইক। আমার দিকে তাকিয়ে থেক না। তোমার চাকরি গেছে। ব্যাগ গুছিয়ে কেটে পড়।'

'না।' বলল টোলবার্ট। 'আমি থাকছি।'

'লেইক', ধমকে উঠল টেড লুইস। আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যাও।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়ল সে।

'গলা চড়িও না টেড।' শ্বাপদের মত জ্বলছে টোলবার্টের চোখ। প্র্যাকটিস করা নির্লিপ্ত ভাবটা খসে পড়েছে। 'আর অভিনয় করারও চেষ্টা কোর না। জানি, আমাকে খুন করার বুদ্ধি আঁটছ। সেটা কোন নতুন খবর নয়।

তোমার সাথে জড়ানর সময় থেকেই কথাটা জানি। মৃত্যু ছাড়া তুমি আমাকে ছাড়বে না। তোমার ব্যবসার অনেক গোপন খবর জানি আমি। সেগুলো ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি তুমি কিছুতেই নেবে না।

দেখে মজা পাচ্ছি, কাঁপছে তোমার দুর্গ। ভাঙন শুরু হল বলে। মজাটা পুরো না দেখে যাচ্ছি না আমি'।

দরজার দিকে এগোল সে। মুখটা টেডের দিকে ফেরান। টেডের

দিকে পিঠ ফেরানর কোন মানে হয় না এখন।

উঠোনে নামল টোলবার্ট। প্লাজার ডান দিক ঘেঁষে রওনা হল। ধীর ভঙি। সামনে বাঙ্ক হাউস। কাউহ্যাণ্ডদের জটলাটা এখনো রয়েছে সেখানে। সেটার ডানে টুলশেড আর কামারের দোকান।

একটা বাঙ্ক হাউস থেকে একজন লোক বেরোল। সিড মণ্ডারস। কাউবয়দের কাছে গেল সে। কিছু বলল নিচু গলায়। তারপর লোকগুলোকে পাশ কাটাল। টোলবার্টের বিপরীতে বার্ন। দু'শ ফিট দূরে। বার্নের ভেতর ঢুকল মণ্ডারস।

গতি কমাল না টোলবার্ট। যেমন হাঁটছিল, তেমনি হাঁটছে। কামারের দোকানের সামনে এল। দরজাটা খোলা।

'সাবধান!' কেউ চেঁচিয়ে উঠল।

পলকে দরজাটার মধ্যে ঢুকে গেল টোলবার্ট। গুলির শব্দটা বিকট শোনাল। একটু সময় কাটল। থিতিয়ে বাড়ল গুলির আওয়াজটা।

দরজাটার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল টোলবার্ট। কিন্তু আড়াল ছাড়ল না। তেরছাভাবে কপাটের আড়ালে রেখেছে শরীর। কেবল মাথা আর কাঁধ দেখা যাচ্ছে।

'বেরিয়ে এস লেইক। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।' মণ্ডারসের কফ জড়ান গলা ভেসে এল।

'ড্র করছি না আমি।' শান্ত গলায় জবাব দিল টোলবার্ট। আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুরোপুরি। নিরুদ্বেগ মুখ। হাত দুটো অলসভাবে দু'পাশে ঝুলছে। তবে দরজার চৌকাঠ পেরোল না।

'বেরিয়ে এস।' অসহিষ্ণুভাবে তাড়া লাগাল মণ্ডারস।

'আজ নয় সিড। অনেক বড় মাছের দিকে 'এইম' করে আছি। তোমার মত চুনোপুটির সাথে পরে মোলাকাত হবে।'

'টোলবার্ট', মণ্ডারসের গলাটা ক্ষিপ্ত শোনাল। 'মনে হচ্ছে, চাইছ সোজা এগিয়ে এসে গুলি করি। তাই চাও?'

'গাধা কোথাকার!' ধমকে উঠল টোলবার্ট। জীবনে একবার অন্তত বুদ্ধির পরিচয় দাও। মরতে না চাইলে ঘোড়ায় চেপে ভাগ।'

চুপ মেরে গেল মণ্ডারস। অপেক্ষা করছে টোলবার্ট। ধীর লয়ে বয়ে চলেছে সময়। স্থির দাঁড়িয়ে আছে জটলার লোকগুলো। ঘামে চকচক করছে মুখগুলো।

বেরিয়ে এল বিশালদেহী গানম্যান। কোন দিকে তাকাল না। সোজা একটা সাদা সোরেলে চড়ল। তারপর রওনা হল অ্যান্টিলোপের দিকে।

গুঞ্জনে ভরে উঠল উঠোন। কামারের দোকান থেকে বাইরে বেরোল টোলবার্ট। দেখল, দুটো ভাগ হয়ে গেছে জটলাটা।

একটা দল একইভাবে দাঁড়িয়ে। অপর দলটা বাঙ্ক হাউসগুলোর দিকে যাচ্ছে। চুপচাপ দেখতে লাগল টোলবার্ট। একটু পর বেরিয়ে এল লোকগুলো। কাঁধে ওঅর ব্যাগ ঝোলান। এক সারিতে হিচ রেইলের দিকে এগোল তারা।

করুণ চোখে তাকিয়ে আছে ঘোড়াগুলো। সারাদিন দৌড়েছে ওগুলো। অথচ এখনো দানাপানি জোটেনি। জিন নামিয়ে যত্নও নেয়নি কেউ। এবার আবারো ছুটতে হবে।

যার যার ঘোড়ায় চড়ল লোকগুলো। টেড লুইসের অফিসের

দিকে এগোল।

'টেড লুইস।' ক্ষিপ্ত স্বরে ডাকল একজন। সাড়া এল না।

খিস্তির ঝড় উঠল উঠোনে। রাগের মাথায় গুলি ছুঁড়ল একজন। ফাঁকা আওয়াজ। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সবাই। বেরিয়ে গেল বাথানের গেট থেকে।

অপর দলে উনিশ-বিশ জনের মত লোক আছে। অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স এদের। চলে যাওয়া দলটার প্রায় সবাই ছিল যুবক।

থেকে যাওয়া দলটার অনেকেই টোলবার্টের আগে থেকে টি-এলে আছে। লোকগুলোর চোখে অবজ্ঞা দেখল সে।

হাঁটা ধরেছিল টোলবার্ট। মাঝ পথে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিগারেট রোল করছে ওরা।

ওই লোকগুলো বুঝতে পেরেছে ফোরম্যানের আধিপত্য শেষ। এতদিনের জমা ঘৃণা এবার উগলে দিচ্ছে তারা। কেউ পাত্তা দিচ্ছে না টোলবার্টকে। নিজেদের মধ্যে আলাপে মেতে উঠেছে।

একটা ভুল করে ফেলেছে সে। চকিতে উপলব্ধি করল টোলবার্ট। মণ্ডারসকে খুন করা উচিত ছিল তার। ঝামেলা কমত। শডলের সাথে বোঝাপড়া না করে পাউডার ছাড়বে না বোকাটা।

বাবুর্চির বাসন-কোসন নাড়ার আওয়াজ উঠল। সাপারের সময় হয়ে গেছে।

ধীর চালে মেস হলে ঢুকল টোলবার্ট। নিজের পুরোন আসনটাতেই বসল। কঠিন দেখাচ্ছে পোড় খাওয়া মুখটা।

চৌদ্দ

'এটা বিপদজনক।' বলল অগাস্টন।

'নিশ্চয়ই।' কফির মগটা মুখের উপর উল্টে ধরল শডল। শেষ ফোঁটা কফি জিভে পড়ল। মগটা নামিয়ে রাখল সে।

দুপুর পর্যন্ত ঘুমোয়নি শডল। রান্না হতেই উঠে পড়েছে। খাওয়া শেষ হতে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা শুরু করেছে। অনেক প্ল্যানই করা হয়েছে এপর্যন্ত। কিন্তু টেকোনি একটাও। বিভিন্ন অসুবিধে দেখা দিয়েছে সেগুলোয়। এবার সর্বশেষটাতে পৌঁছেছে সে। কিন্তু সেটাতে মহা আপত্তি মার্কের।

'হয়েছেটা কি তোমার? গুঁতোতে শুরু করেছ কেন?' বিরক্ত চোখে মার্কের দিকে চাইল শডল।

'গুঁতো তোমার পাওনা হয়েছে ভাই। অবিচল মুখে জানিয়ে দিল মার্ক।

'মেজাজটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'গেলে তোমার পাগলামির জন্যেই যাচ্ছে। সে থেকে উল্টো পাল্টা কথা বলছ। যতবার বিপদের কথা বলছি, স্রেফ কালা হয়ে যাচ্ছ।'

'বুড়ী দাদীর মত এমন বকবক শিখেছ কোত্থেকে? উল্টো-পাল্টা কথা কি বলেছি? বলেছি, শহরে যাওয়া দরকার আমাদের। এবং এখুনি রওনা হতে চাইছি।'

'যাব', বলল মার্ক। 'কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কি আছে? আরেকটু

ভেবে-চিন্তে নাও। পথে ফাঁদ পাতা থাকার সম্ভাবনা প্রচুর।'

'অতিরিক্ত সব কিছুই খারাপ, মার্ক। ধৈর্য তো অনেক ধরেছি। এদিকে মার খেতে খেতে দেয়ালে ঠেকেছে পিঠ। এবার গা ঝাড়া দিতে হয়। অনাদি কাল এভাবে অপেক্ষা করে ফায়দাটা কি হবে? 'কু' গাইছে আমার মন। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে পাউডারে।'

লম্বা বক্তৃতায় ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মার্ক। সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'তো অ্যান্টিলোপে গিয়ে কোন রাজ্যটা জয় করতে চাও?'

'আপাতত কেবল অ্যান্টিলোপেই চলবে।' হাসল শডল।

'মানে?' হেঁয়ালি পছন্দ হল না মার্কের।

গালে হাত ঘষল শডল। খসখস শব্দ তুলল কয়েকদিনের না কামান দাড়ি।

'ঠিক মত অবস্থান নিতে পারলে আমার বারজন একটা আর্মির সমান।' বলল সে। 'প্রয়োজনে এক রেজিমেন্ট ক্যাভালরির বিরুদ্ধে দখলে রাখতে পারব অ্যান্টিলোপ। সেই তুলনায় টেডের বাহিনী কিছুই না।'

নড়ে বসল মার্ক। বাকি সবার মুখেও আগ্রহের ছাপ। বলে চলল শডল।

'অ্যান্টিলোপকে টেডের শহর বলা যায়। ওর ইঙ্গিতেই চলে ওখানের সব কাজ। শহরটা তার দরকার। বাথানের সব সাপ্লাই অ্যান্টিলোপ থেকেই নেয় সে। ব্যবসার সব কাজও ওই শহরের মাধ্যমেই সারে। কাজেই ওটা ওর একটা দুর্বল জায়গা।'

'শহরটাতে ঢুকব আমরা। ঢুকে সীল করে দেব ওটার সব পথ।

বাইরের কেউ আর ঢুকতে পারবে না। তারপর অপেক্ষা করব। এক সময় অধৈর্য হয়ে উঠবে টেড। পাল্টা ব্যবস্থা নিতে চাইবে। এবং তখন—' শ্রাগ করল শডল।

'কিন্তু', সন্দিহান কণ্ঠে বলল মার্ক। 'বুড়ো শেয়ালটার মাথাটা তো একটা কূটবুদ্ধির ঝুড়ি। যদি উল্টো বুদ্ধি করে সে। ধর, অ্যান্টিলোপ ঘিরে বন্দুকবাজ বসিয়ে দিল সে। তখন?'

'তখনো আমরা ভেতরে আর সে বাইরে।' মুচকি হাসল শডল। 'মুদীর দোকানকে যে দুর্গ বানাবে, তাকে উপোস করাবে কিভাবে টেড?'

'বুদ্ধিটা ভালই।' মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'কিন্তু টেডের কাছে নিশ্চয়ই একদম ঠেকবে দাওয়াইটা।'

একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'উইলি বোনস এদিকে আসছে।'

'মনে কর, কোন আগ্রহই দেখাল না টেড।' বলল মার্ক। 'খামোখা শক্তি ক্ষয় সার হবে না তাহলে?'

'তেমনটা হবে না।' নিশ্চিত স্বরে জানাল শডল। 'যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখব আমি।'

'আমিও তাই ভেবেছি।' চটপট মাথা দোলাল মার্ক।' ঘটে আরো প্ল্যান রয়েছে তোমার। ঠোঁট ফাঁক কর, মিস্টার।'

'ওটা আমার একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, তাই না?' খোঁচা দিল মার্ক। 'এবার আর সেটা হচ্ছে না, বন্ধু। আঠার মত সেঁটে থাকব সাথে। তা সেটা তোমার পছন্দ হোক আর না হোক।

পাইনের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকল উইলি। ঘামে জবজবে হয়ে

গেছে। বেরিয়ে পড়েছে ঘোড়াটার জিভ। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে।

দ্রুত ঘোড়ার পিঠ ত্যাগ করল সে। কথা বলার আগে সিগারেট রোল করল।

'অ্যান্টিলোপের উপরের কারনিসটাতে ছিলাম আমি। আমি পৌঁছুনর আগেই ওটা পেরিয়েছে টেড।' সিগারেটটাতে আগুন ধরাল বোনস।

'অ্যান্টিলোপে চোখে পড়ার মত কিছু দেখলে?' জানতে চাইল আর্থার।

সেজন্যেই তো এসেছি।' সিগারেটে টান দিল বোনস।

'আগে খবরটা বল।' অসহিষ্ণু কণ্ঠে তাড়া দিল মার্ক। 'পরে ধোঁয়া গিল। ওটা এখুনি না গিললে মারা যাবে না তুমি।'

'দেখলাম', সিগারেটটা ঠোঁট থেকে সরাল বোনস। 'টি-এলের রাস্তা ধরে একটা দল এগোচ্ছে। অ্যান্টিলোপে ঢুকেছে ওরা। দলটায় বিশ-পঁচিশ জনের মত লোক ছিল।'

'টেডের লোক?'

'বুঝতে পারিনি। কিন্তু তাছাড়া আর কি হবে?'

'ঠিকই বলেছে উইলি। বলল শডল। 'বোকার মত কথা বলছ তুমি, মার্ক।'

'পেট ফেঁপেছে ব্যাটার।' ভুরু কুঁচকে মন্তব্য করল মার্ক। উইলির উদ্দেশে বলেছে কথাটা। 'চওড়া বুলি ঝেড়ে খালি করছে।

প্রথমে অপ্রস্তুত হয়ে গেল উইলি। তারপর রেগে গেল।

'দ্যাখ, দাম বাড়ানর জন্যে ওটা বলিনি আমি। যা মনে হয়েছিল তাই বলেছি।'

'ওর কথায় কান দিও না উইলি।' সান্ত্বনা দিল শডল। 'মার্ক হচ্ছে পাউডারের ধূর্ততম ব্যক্তিটি। মুশকিল হচ্ছে, ও নিজে ছাড়া সেটা আবার কেউ বিশ্বাস করে না। সেজন্যেই অন্যের ধারাল মগজ দেখলে গা জ্বলে ওর।'

কথাগুলো না শোনার ভান করল মার্ক।

মৃদু হাসল শডল। বোনসকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের ঢুকতে দেখলে, তারপর?'

'এরপর আবার বেরিয়ে আসে ওরা। একটা ড্রিঙ্ক নেয়ার সময়ের বেশি থাকেনি। তারপর সোজা ডেড অ্যাকসল গ্রেইড টপকেছে। মানে, পাউডার থেকে বেরিয়ে গেছে।

'অর্থাৎ, টেডকে লাথি মেরেছে ওরা।' উদ্ভাসিত মুখে বলল মার্ক। 'আমার আন্দাজ কখনো মিথ্যে হয় না।' গর্বের সাথে শডলের দিকে চাইল সে। 'আগেই বলেছিলাম না, টেডের ভাঙন শুরু হয়েছে।'

'এক মিনিট' উচ্ছ্বাসে বাধা দিল উইলি। 'আগেই এত আশাবাদী হওয়া ঠিক নয়। ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাও তো থাকতে পারে। হয়ত, ওদিকের আমাদের পালানর রাস্তা আটকাতে চায় টেড। যদি পাউডার থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে ফেরার পথ। মোট কথা, পাউডারে ঢোকার মুখটা অবরোধ করতে গেছে ওরা।'

উঠে দাঁড়াল শডল। অসম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'না, মার্কের কথাই ঠিক। টেডকে ত্যাগ করেছে ওরা। সামনের ঝামেলাটাতে আর থাকতে চায় না। ত্রিশ ডলারের জন্যে জান দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বুঝেছ।

'যাই হোক', হাসল শডল। 'আমাদের জন্যে মস্ত সুখবর এটা। টেডের শক্তি কমছে।'

'বিশ-পঁচিশ বললে না, উইলি ?' জানতে চাইল লিও। 'আগেও কিছু লোক কেটেছে। তাছাড়া টেড নিজেও চাকরি খেয়েছে কয়েক জনের। সব মিলিয়ে নেহাত ছোট হবে না সংখ্যাটা। তবে টেডকে খাট করে দেখাটা ভুল। এখনো ওর উঠোনের ভীড়টা অনেক বড়। অন্তত আমাদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

একটা ঘোড়া এগিয়ে আসার আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই অশ্ব এবং অশ্বারোহী দু'জনকেই দেখা গেল। সেইব ভেনার।

মাথাটা ঝুঁকিয়ে রেখেছে সেইব। গাছের ডালে বাড়ি খাওয়ার ভয়ে এই ব্যবস্থা। অত্যন্ত দীর্ঘদেহী যুবক সেইব।

খোলা জমিটাতে ঢুকল সে। এসে ঘোড়া থেকেও নামল না। ওখান থেকেই হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল।

'মারাত্মক একটা খবর আছে।' বলল সে। 'জান কি দেখেছি ? দেখলাম, টি-এল রাইডাররা...'

'তোমার পাশ দিয়ে গেছে।' কথা টা সম্পূর্ণ করে দিল মার্ক। 'ডেড অ্যাকসল গ্রেইড পেরোতে দেখেছ ওদের।'

'আমিই তো পুরোটা বলতে পারতাম।' চটে গিয়ে জবাব দিল সেইব। 'নাকি আমার মুখ নেই ?'

'তারপর কোন দিকে গেল ওরা ?' চট্ করে জানতে চাইল শডল। পাল্টা খোঁচা দিতে যাচ্ছিল মার্ক। সুযোগটা হারিয়ে মুখ বাঁকাল।

'সোজা রাস্তা ধরে গেছে। একটানা ধুলো উড়েছে। যা মনে

হয়, একবারও থামেনি ওরা। সবচেয়ে উঁচু চূড়োয় ছিলাম আমি। লোকগুলো বাঁক না ঘোরা পর্যন্ত দেখেছি। বারন্ট ক্রিক রিজের ও-পাশে চলে গেছে ওরা।'

সবাই চুপ হয়ে গেল। চিন্তিত দেখাচ্ছে শডলকে। দূরে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। কিছু ভাবছে।

বেশিক্ষণ চুপ থাকা মার্কের অসাধ্য। উসখুস করতে লাগল সে। একটু অপেক্ষা করে উঠে পড়ল। শডলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

'ওভাবে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেক না।' পেছন থেকে বলল সে। ঘাস-গুলোর দফা-রফা হচ্ছে। ওগুলো তোমার কোন ক্ষতি করেছে জানা ছিল না ' ঠেস দিল সে।

'এখুনি অ্যান্টিলোপে রওনা হব আমরা।'

'ওখানে কেউ বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করলে অবাক হব না।'

নিজের ঘোড়ার কাছে গেল শডল। উঠে বসল।

বলল, 'না, মার্ক। এখন আর ওসবের ভয় আছে মনে হয় না। ওসব খেলার সময় শেষ। নিজের জাহাজের ফুটো বন্ধ করতে ব্যস্ত। কর্মচারীদের নিয়ে ঝামেলায় থাকলে তাদের চোখের আড়াল করবে না সে। সবাইকে উঠোনের মধ্যে চাইবে এখন।'

'কথার পাল্লা ভারী হচ্ছে।' বলল লিও। 'এবার কাজে হাত লাগান দরকার।'

পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করল দলটা। নেতৃত্ব দিচ্ছে শডল ইয়াম।

ট্রেইল শেষ হতে মরুতে নামল। আড়া-আড়ি মরু পেরোচ্ছে ওরা। শডলের পাশে মার্ক। বাকিরা সার বেঁধে পেছনে।

'ক্যানিয়নটা এড়ানই ভাল।' পরামর্শ দিল মার্ক। সরু চোখে চাতালের জঙ্গলটা দেখছে। 'টেড কাটা পুতে যেতে পারে ওদিকে।'

মাথা ঝাঁকাল শডল। পুব দিক ধরে এগোল দলটা।

শহরে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। ঢালে ঘন হয়ে জন্মেছে অসংখ্য গাছ। পাইনের সংখ্যাই বেশি। গোধূলির রং ঝিলমিল করছে পাতায়।

ডানদিকে মোড় নিল দলটা। মোগলের কারনিসে এসে দাঁড়িয়েছে। নিচে আন্টিলোপের আলো জ্বলছে।

'আমি আগে যাচ্ছি।' বলল শডল। 'খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি। গোলমাল না দেখলে এসে জানাব।'

'উহুঁ', প্রতিবাদ জানাল মার্ক। 'একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে মহা ঝামেলায় ফেলেছ।'

'গত ঝামেলাটার,' হুল ফোটাল শডল। 'মূল যে তুমি ছিলে, সেটা চেপে গেলে কেন। পাহাড়ি ছাগল আর তোমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ওগুলোর মত তুমিও স্থির থাকতে পার না। সেজন্যেই বেশির ভাগ ঝামেলা বাধে। দয়া করে এই বার বাদ দাও। একাই যাচ্ছি আমি।'

'পেট কেঁপেছে।' মন্তব্য করল মার্ক।

'আর দেরি করালে ফাটতেও দেখবে।'

নিচে রওনা হল শডল। কয়েক পা এগোতেই একটা বিশাল খাদ।

পেরোল ওটা। তারপর আবার খাদ।

অসম্ভব বন্ধুর পথ।

শহর থেকে পৌণে এক মাইল দূরে থাকতে গতি কমাল শডল। পথ এখন অনেকটা মসৃণ। শহরের দক্ষিণ প্রান্ত অভিমুখে ছুটছে ও।

সামান্যই আলো আছে শহরে। মরু-ভূমির একদম কাছের বিল্ডিংটা হচ্ছে কোর্টহাউস। মিটমিটে আলো জ্বলছে সেটার পোর্চে। রাস্তায়ও এসে পড়েছে খানিকটা।

শডলের পথ পেরোনর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আলোটা। আলোর সামনে টার্গেট হতে নারাজ সে।

কুঁজো হয়ে পথ দিয়ে সরে দাঁড়াল। আলো যাতে গায়ে না লাগে তেমন ভাবে দাঁড়িয়েছে। একটু তেরছা হল ও। ফলে রাস্তাটার ওপর মাথা পর্যন্ত নজরে পড়ছে। একদম মৃত মনে হচ্ছে শহরটাকে। নীরব। তবে মাঝে-মধ্যে দুই এক টুকরো শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গরুর গলার ঘণ্টা বেজে উঠল কোথাও। কোন ভারি জিনিসের পতন হল। দু'জন লোকের কথা শোনা যাচ্ছে। অস্পষ্ট। তর্ক হচ্ছে কোন কারণে। ব্যাস। আর সাড়া নেই কোন।

অ্যান্টিলোপের মত ব্যস্ত শহরের ক্ষেত্রে বেমানান এই নীরবতা। অন্তত এই সন্ধ্যারাতে। কোথাও একটা ঘাপলা আছে। সাবধান হওয়ার তাগিদ অনুভব করল শডল।

লু বার্কির সেলুনের দিকে চোখ পড়ল। তিনটে ঘোড়া বাঁধা হিচরেইলে। সন্দেহ আরেকটু দানা বাঁধল। তিনটে লোক সেলুনে।

অথচ রব নেই। তিনজনেই নিশ্চয়ই বোবা নয়। রাস্তাও খালি।

আলোটা জ্বালাতন করছে ওকে। শহরে ঢোকার পথে প্রহরী যেন। অগত্যা অন্য পথ ধরল শডল।

কাজটা পরিশ্রম সাধ্য। কিন্তু নিরুপায় সে। শহরটা ঘিরে অর্ধবৃত্ত রচনা করল। উত্তরের পপলারের সারি ধরে এগোল। বাতাসে একট ধুলোর গন্ধ। সামান্য আগে কোন ঘোড়সওয়ার মাড়িয়েছে পথটা।

শহরের উল্টো মাথায় চলে এল শডল। এবার নিশ্চিত বোধ করছে। এদিকটা ছায়াচ্ছন্ন। সরু একটা গলি ধরে ভেতরে ঢুকল।

ভূতের মত দাঁড়িয়ে শহরের বিল্ডিংগুলো। সামনে এক টুকরো আগুন জ্বলতে নিভতে দেখল ও। সিগারেটের আগুন। টান পেয়ে জ্বলছে আবার ছাই ঢাকা পড়ছে। কেউ ধূমপান করছে আস্তাবলে। জিনকস বেইলীর আস্তাবল ওটা।

এগোল শডল। আস্তাবলের বাইরের গেটের সামনে দাঁড়াল। নিভু নিভু লণ্ঠন জ্বলছে ভেতরে। আলোর পেছনে একজন লোক। আলো-আঁধারিতে মুখ চেনা যাচ্ছে না।

একটু সামনে এগোল শডল। তবে একদম ভেতরে ঢুকল না। হ্যাট নামিয়ে দিয়েছে ভুরুর ওপর। ছায়া পড়েছে মুখের ওপর। আধঢাকা হয়ে আছে মুখটা। চট্ করে চিনতে পারবে না কেউ এখন।

'শুভ সন্ধ্যা।' বলল ও।

'শুভ সন্ধ্যা।' ধীর কণ্ঠে জবাব এল।

'জিনকস বেইলী?'

'আমিই।'

'সব ভাল তো?'

'আরে, চলছে একরকম।' বলল জিনকস বেইলী। সিগারেটটা নামাল ঠোঁট দিয়ে। চেয়ারে হেলান দিয়েছিল। সোজা হল।

'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।' জানাল সে। 'কে তুমি?'

'শহরের লোক সব কোথায়?'

বিরক্তি প্রকাশ পেল আস্তাবল-মালিকের কণ্ঠে। 'সেটাও জান না? কোন গর্ত থেকে বেরিয়েছ?'

'শহরে লোকজন বেশি দেখছি না।' পুনরাবৃত্তি করল শডল। একটু পেছোল সে।

'এত কথা জানতে চাইছ যে?' চ্যালেঞ্জ বেইলীর স্বরে।

'কৌতূহল।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল শডল।

বার্কির সেলুনের উঁচু পোর্চের সামনে থামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। হিচরেইলে বাঁধল ঘোড়াটাকে। সুইং ডোরের দিকে এগোল।

কাছাকাছি গিয়েও মত পাল্টাল। জানালার কাছে গেল। ধুলো জমেছে শার্সিতে। কিন্তু ভেতরটা বেশ পরিষ্কার দেখা গেল।

বার্কিকে দেখতে পেল শডল। কামরার দূরের আরো দুটো লোক। চেনা গেল না দূরত্বের কারণে।

সরে দরজার সামনে এল শডল। ভেতরে পা রাখল।

পেছনের কোণের লোক দুটোকে চিনতে পারল। পরিচয় নেই। চেহারায় চেনে। বেশ বয়সী। পাহাড়ে প্রসপেকটিং করে। নিশ্চিত হয়ে বার্কির দিকে ফিরল ও।

সেলুনম্যানের চোখে বিস্ময় দেখল শডল। তবে ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। শান্ত দেখাচ্ছে গোলাকার মুখটা। সম্ভাষণের জবাব পাওয়া যাবে না জানে শডল। সেই চেষ্টাও করল না তাই।

'শহরে কেউ আছে, লু? মানে যাকে পছন্দ হবে না আমার। এমন কেউ?'

অতি ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লু। সবজে-নীল চোখে উত্তেজনা দেখা দিল। নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করছে সে।

'কোন খবর আছে?' আবার প্রশ্ন করল শডল।

ঠোঁট দুটো চেপে বসল বার্কির। মাথা নেড়ে জানাল 'নেই'। একটু ঝুঁকল। কাউন্টারের ওপাশ থেকে এক টুকরো কাপড় বের করল। বারের ওপরটা মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেলুনম্যানের জন্যে অতি স্বাভাবিক কাজটা। চোখ স্থির নেই শডলের। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখা গেল না। আনমনে বারের ওপর তাকাল সে। চলছে বার্কির হাত। হাতটা একটু বেঁকে রয়েছে। কিছু যেন আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু জিনিসটা দেখে ফেলল শডল।

একটা হুইস্কির গ্লাস। আধাআধি ভরা। পাশে একটা জ্বলন্ত সিগার। এখনো ঠিকমত ছাই ঢাকা পড়েনি আগুনটা।

চোখ তুলে বার্কির মুখে তাকাল শডল। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে নেই সেলুন মালিক। শডলের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের লোক দুটোর একজনের দিকে তাকাল।

'স্যাম', বলল সে। 'ভদ্রভাবে ড্রিংক শেষ কর। তারপর বেরিয়ে যাও। আর এখানে যতক্ষণ আছ পিস্তল খাপেই রেখো। রাত্রিবেলা

সেলুনের রক্ত ধুতে পছন্দ করি না আমি।'

ঘুরল শডল। বার্কির দৃষ্টি অনুসরণ করে স্যামকে দেখল।

উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। দ্বিধা করছে। তাকাল শডলের চোখে। শীতল চোখ দু'টো দেখল এক পলক। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল। ডান হাতটা কোটের পকেটে ঢোকাল। হাতটার মুঠোয় এক পিস্তল।

'ড্রিংক চেয়ে তোমাকে বিরক্ত করব না।' বার্কির উদ্দেশে বলল শডল।

ঘুরে দাঁড়াল। আগের চেয়ে সতর্ক দেখাচ্ছে তাকে। নিঃশব্দে দরজার সামনে গেল। লাফিয়ে উঠে লাথি মারল কপাটে। হা হয়ে খুলে গেল পাল্লা। নিশ্চিত হল। কেউ ওঁৎ পেতে নেই।

চিন্তিত ভাবে পোর্চে পা রাখল। তারপর চট্‌ করে সেঁটে গেল দেয়ালের সাথে। হিচরেইলের ঘোড়া তিনটের একটাকে চিনতে পেরেছে। টেড লুইসের শুধ সাদা সোরেল। যে কেউ এক নজরে চিনবে ঘোড়াটা।

পোর্চ থেকে নেমে এল। রাস্তায় নামতে অন্ধকার গ্রাস করল ওকে। আস্তাবলের চারপাশে একবার পাক দিল। বেইলীকে ছাড়া কাউকে দেখা গেল না। একই ভঙ্গিতে ধূমপান করছে লোকটা। তীক্ষ্ণ চোখে চারধার খুঁটিয়ে দেখছে শডল। শকুনের চোখ বলে সুনাম আছে শডলের। তবুও একটা জিনিস নজর এড়াল ওর। পপলারের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে আসছে একটা লোক।

দ্রুত ভাবছে শডল। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনর চেষ্টা করছে।

টেড লুইস বড়-সড় দল না নিয়ে শহরে ঢুকবে না। তাহলে তার

ঘোড়াটা এখানে এল কিভাবে? এর একটাই জবাব। অন্য কেউ ব্যবহার করেছে সেটা।

প্যাম নয়। ওকে এখন সিন্দুকে ঢুকিয়ে রেখেছে টেড। সেক্ষেত্রে হয় টোলবার্ট অথবা মণ্ডারস।

দু'জনের যেই হোক। সেলুনে ছিল সে। হুইস্কির গ্লাস আর সিগারটা তারই সম্পত্তি। ওগুলো আধ-খাওয়া ফেলেই সেলুনের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সে।

একটার পর একটা যুক্তি সাজিয়ে চলেছে শডল। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হচ্ছে ছবিটা।

টোলবার্টকে কখনো সিগার ফুকতে দেখেনি সে। দেখেছে সিড মণ্ডারসকে। তার মানে মণ্ডারস।

ওর টের পাওয়া মাত্র বেরিয়ে গেছে মণ্ডারস। পেছনের দরজা থেকে বেরিয়েছে। তার মানে এখন পুবদিকে রয়েছে সে। ট্রিগারে তর্জনি চেপে অপেক্ষা করছে ওর।

সেলুনের সামনে থেকে পিছিয়ে গেল শডল। খোঁজা-খুঁজি শেষে ওখানেই এসে দাঁড়িয়েছিল। একটু অনিশ্চিত বোধ করছে। আস্তাবলের পেছন থেকে হালকা আওয়াজ শোনা গেল।

দ্রুত কিন্তু সতর্ক পায়ে সেলুনের পেছনে গেল শডল। কালি গোলা অন্ধকার পেছনটাতে। বাতিল মালপত্রে বোঝাই জায়গাটা। কোন মতে ঠেলে-ঠুলে এগোল। ভয়ে ভয়ে পা ফেলছে। কোন সময় কিসে ধাক্কা লেগে শব্দ হবে, কে জানে?

অবশেষে নিরাপদেই জঞ্জালটা পেরোতে পারল। জেনারেল স্টোর আর স্যাডল শপের মাঝে একটা গলি। এটাই খুঁজছিল

সে। পেয়ে, সেটা ধরে এগোল। একদম আস্তাবলের কাছে গিয়ে থামল। লণ্ঠন নিভে গেছে আস্তাবলের।

পালানর মতলব নেই নিশ্চয়ই মণ্ডারসের। ভাবছে শডল। তাকে নিকেশ করা ইচ্ছেটা বহুদিনের গানম্যানের। সাধটা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হটবে না মণ্ডারস। কপালে ভাঁজ পরল শডলের। তাহলে, সেলুনেই অপেক্ষা করল না কেন মণ্ডারস?

অস্পষ্ট একটা শব্দ হল আস্তাবলের ভেতরে। কোন কিছু সরাল যেন কেউ। চকিতে নতুন একটা সম্ভাবনা উদয় হল শডলের মনে। আস্তাবলের ভেতরে আওয়াজ হচ্ছে কেন? তার মানে কি মণ্ডারসের দলে ভিড়েছে বেইলী?

ক্রোধ অনুভব করল শডল। এই প্রথম ব্যক্তিগত আক্রোশ অনুভব করছে সে। মণ্ডারসের ওপর তার রাগ নেই। হুকুমের চাকর গানম্যান। হয়ত বার বার ঠকে মাথায় রক্ত চেপে গেছে লোকটার। সেজন্যে তাকে দোষ দিতে পারল না শডল। শক্ত পাল্লা হিসেবে দাম কমে যাচ্ছে মণ্ডারসের।

কিন্তু বেইলী। তার কি স্বার্থ। এতদিনের সুসম্পর্কের চমৎকার প্রতিদান, যা হোক। তিক্ত হাসল শডল।

পায়ের আওয়াজ পেল শডল। ভারী পদশব্দ। সাবধানী ভঙ্গি। শডলের বাম দিক থেকে আসছে। ওদিকটায়ই অন্ধকার বেশি ঘন। ঘুরে পেছনের রাস্তায় চলে গেছে মণ্ডারস।

ওকে কোর্টহাউসের সামনে নিতে চাইছে মণ্ডারস। আলোর সামনে।

নিঃশব্দে ঘুরল ও। আস্তাবলের নরম ধুলোর ওপর দিয়ে ছুটল।

আস্তাবলের সাথে কয়েকটা বাড়ি। প্রথমটার সামনে থামল ও। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

পেছন থেকে আঘাত করার ইচ্ছে মণ্ডারসের, বুঝেছে শডল। সেজন্যেই দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে, মণ্ডারসের মুখোমুখি অবস্থান হয়েছে ওর।

আস্তাবলের সামনের পথে আবার মৃদু শব্দ হল। একবিন্দু আগুন দেখা গেল। সিগারেটের আগুন। পরক্ষণে অদৃশ্য হল সেটা। সিগনাল দিয়েছে জিনকস বেইলী।

স্যাডল শপের ওপাশে জোরে শব্দ হল। অনেকটা ধাক্কা খাওয়ার শব্দের মত। নীরবতায় তীব্র শোনাল শব্দটা। নার্ভের ওপর চাপ বাড়ল শডলের।

আরো একটা শব্দ কানে এল। আগেরটার প্রায় সাথে সাথেই এই শব্দটা হয়েছে। চোখের কোণ বাঁকিয়ে মাথার ওপর তাকাল শডল।

যে বাড়িটাতে ঠেস দিয়েছে ও, সেটা দোতলা। উপরের তলার সামনের জানালাটা খুলে গেছে। একটা ছায়া দেখা গেল সেখানে। ফিসফিস করে কিছু বলল ছায়ামূর্তিটা। আরেকটা সিগন্যাল।

একটু সময় সব চুপচাপ। তারপরই পুরোপুরি ভাঙল নীরবতা।

বাতাস চিরে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। শ্লেষ্মা ভরা কণ্ঠটা।

'বেরিয়ে এস শডল।'

ধৈর্য শেষ মণ্ডারসের। কণ্ঠের বেপরোয়া সুরেই সেটার প্রমাণ জুটল।

দেয়ালের সাথে আরেকটু সেঁটে দাঁড়াল শডল। কণ্ঠটা কোত্থেকে

এল, বুঝতে চেষ্টা করছে। রাস্তার ওপাশ থেকে এসেছে সেটা নিঃসন্দেহে। কাজেই সেলুনের চারপাশ জরিপ করতে শুরু করল শডলের চোখ। কিন্তু অতিরিক্ত ঘন মনে হল না কোন ছায়া।

আবার কফ ঘর ঘর গলাটা শোনা গেল। 'বেরোও শডল।'

খাকারি দিয়ে নিজের গলাটাই পরিষ্কার করে নেয়ার ইচ্ছে হল শডলের। কফে অস্পষ্ট গলাটা শুনলে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয় তার। মনে হয়, ওর নিজের গলায়ই কফ ভরে আছে।

তৃতীয় বারের মত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল মণ্ডারস। ঠাণ্ডা শোনাল এবারের সুরটা। এবারে সফল হল শডল। সেলুনের ঠিক পাশেই রয়েছে মণ্ডারস। ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। শডল আর তার মাঝে নব্বই ফিট দূরত্ব।

সিধে হয়ে দাঁড়াল শডল। জিনকস আর দোতলার লোকটার কথা মনে পড়ল। মাথা থেকে জোর করে তাড়াল চিন্তাটা।

'এসেছি সিড।' ফুটপাথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে শডল। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়েছে।

বিশাল ছায়াটাকে পাক খেতে দেখল শডল। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে মণ্ডারস। রাস্তার বিপরীতে আশা করছিল শডলকে। কোর্টহাউসের আলোর সামনে।

তীব্র কণ্ঠে চ্যাঁচাল মণ্ডারস।

'শডল, পালিয়ে যেতে পারতাম আমি। কিন্তু যাইনি। বহুত জ্বালিয়েছ আমাকে। দ্যাখ, এবারও কপাল গুণে বেঁচে যেতে পার কিনা।'

'বেশ তো।' শান্ত গলায় জবাব দিল শডল।

নড়ল মণ্ডারস। শড়লও নড়ল। কান ফাটান গুলির আওয়াজ হল। আধ সেকেণ্ডের ব্যবধানে দুটো গুলি হয়েছে।

শড়লের পেছনের বাড়ির দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ল। ছোট একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল। বেশি বুলি আউড়ে নিজের মৃত্যুদণ্ডে সই করেছে মণ্ডারস। গলার স্বর অনুসরণ করে ওর অবস্থান বুঝে নিয়েছিল শড়ল। সেজন্যেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি সে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মণ্ডারস। টলছে। কালো দেখাচ্ছে বুকের কাছটা। রক্ত। তবুও ডান হাতটা উঠল আবার। গুলি করতে যাচ্ছে। ইচ্ছে ছিল না। তবু আবার গুলি করল শড়ল। মাথাটা একদিকে ঘুরে গেল মণ্ডারসের। এক মুহূর্ত। তারপর দেহটা ঝুঁকে পড়ল সামনে। তারপর দড়াম করে পড়ে গেল রাস্তায়।

নিজের পিস্তলটা হোলস্টারে গুঁজল শড়ল।

'বেইলি', খসখসে গলায় ডাকল সে। 'ভুল ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলে তুমি। আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এস।'

অন্ধকার থেকে বেইলীর গলা ভেসে এল। কাঁপছে গলাটা।

'এসবে আমার কোন হাত ছিল না, শড়ল।'

'সামনে এস।' আদেশ করল শড়ল। 'তোমার চেহারাটা দেখতে চাই আমি।'

দুলে উঠল সেলুনের দরজা। পোর্চে বেরোল লু বাকি। কোন কথা বলছে না।

কোর্টহাউসের দিক থেকে ছুটে এল একটা লোক।

চড়া গলায় জানতে চাইল, 'কি হয়েছে? কার লাশ পড়ল?'

চারপাশের বাড়ির জানালা খোলার শব্দ হল। বাকির দিকে

নজর শড়লের।

'তোমাকে সৎ লোক বলেই জানতাম, লু।' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও। 'বিপদের মুহূর্তে প্রমাণ হল আসলে একটা কুকুর তুমি। টেড লুইসের পা চাটা কুকুর। ওর ভয়ে ঠ্যাঙের ফাঁকে লেজ ঢুকে গেছে তোমার। সেটা না হয় তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমার পেছনে লাগার দুর্বুদ্ধি হল কেন?'

'ভুল করছ।' জবাব দিল বাকি। 'তোমার লেজ মাড়াইনি আমি।'

'একটা মিথ্যুক তুমি। বেইলীর মতই একটা নোংরা মিথ্যুক।'

চারপাশে শহরের লোকেরা ভিড় জমিয়েছে। শব্দ করছে না বাকি।

আবার বলল শড়ল, 'বারের ওপরের ড্রিঙ্ক আর সিগারটা মণ্ডারসের ছিল। আমাকে দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় ও। ওকে কাভার দেয়ার চেষ্টা করছিলে তুমি।'

ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনাল সেলুন-মালিকের গলা।

'জাহান্নামে যাও তুমি। আমাদের মত চব্বিশ ঘণ্টা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয় না তোমাকে। মৃত্যু ভয় কি জিনিস, জান?'

'না।' বলল শড়ল। 'জানি না।'

ফেটে পড়ল বাকি। 'মণ্ডারসকে খুন করে খুব বাহাদুর ভাবছ নিজেকে, তাই না? তোমার জন্যে ওটা কেবল বাহাদুরি। আর আমাদের জন্যে মৃত্যু। তোমার বাহাদুরির দাম রক্ত দিয়ে মেটাতে হবে আমাদের।'

'নিশ্চিন্তে নিজের গুহায় ফিরে যাবে তুমি। আর এদিকে টেডের লোকেরা শহর আক্রমণ করবে। মণ্ডারস হত্যার শোধ তুলবে ওরা।'

অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠল। রাস্তা ধরে তুমুল বেগে এদিকে এগিয়ে আসছে। উচ্চ শোরগোলের মধ্যে মার্কের গলা শোনা গেল।

'শডল!' গলা ফাটিয়ে ডাকল সে।

'ভয় পেও না। আজ রাতে তোমাকে কবর খুঁড়তে হবে না। বেঁচে আছি।'

'বেশ করেছ।' শব্দ করে হাসল মার্ক। 'তা তোমার বুলেটটা কোথায় ঢোকালে?'

'ওখানে।' ইঙ্গিতে মণ্ডারসের দেহটা দেখাল শডল। 'চেষ্টা না করার দোষ দেবে না কেউ ওকে। লড়াই করেই মরেছে। কিন্তু সেটা ইচ্ছে ছিল না ওর। চোরা পথেই কাজটা সারতে চেয়েছিল। দুর্ভাগ্য ওর, ওকে সামনে ফিরতে বাধ্য করেছি আমি।'

হঠাৎ পরিহাস তরল ভাবটা অদৃশ্য হল শডলের কণ্ঠ থেকে। লু বাকির দিকে ফিরল।

'কোন ঠগবাজ বা বেঈমানের জায়গা এই শহরে হবে না আর।' তীব্র কণ্ঠে বলল ও। একটা নিচ খুনী মরেছে। বাকিদেরও বিদায় নিতে হবে।'

'তুমি', বাকির উদ্দেশে বলল ও। 'আর জিনকস বেইলী ব্যাগ গুছিয়ে নাও। শহর ছাড়ছ তোমরা।'

'হাহ্, একটা বন্দুক বাজ মেরেই এত দাপট।' বিষাক্ত কণ্ঠে টিট-কারি দিল বাকি। 'টেডের উঠানে এমন বন্দুকবাজ গিজগিজ করছে। এখুনি ভীমরুলের মত ছুটে আসবে ওরা। তখন দেখব কোথায় যায় তোমার দাপট।'

'শড', ডাকল মার্ক।' ছেলেটা', বাকিকে দেখাল সে। যদিও চুলে পাক ধরেছে বাকির। 'একটু বেআদব হয়ে গেছে। আদব শেখান দরকার। ওকে থামে বেঁধে খানিক চাবকাই? কোমরে বেল্ট আছে আমার।' বিনয়ের সাথে অনুমতি চাইল সে।

'শেষ। তোমরা শেষ!' উন্মাদের মত পোর্চে পা ঠুকল বাকি। 'টেড এসে কচুকাটা করে ফেলবে তোমাদের।'

'আর—আর', রাগে তোতলাল সে। 'দারুণ একটা কাণ্ড করতে যাচ্ছে সে।' শডলের দিকে তাকিয়ে বলল বাকি। 'তোমার কলজেয় ডায়নামাইট ছুঁড়তে যাচ্ছে।'

'আজ বিকেলে জাজ উইলফ্রেড টি-এলে গেছে। ডেকে পাঠিয়ে-ছিল টেড। সাথে একটা বিয়ের লাইসেন্সও নিয়ে গেছে জাজ। বুঝতেই পারছ টেডের হুকুমে।'

বিকৃত স্বরে হাসল বাকি। 'মানেটা বুঝেছ তো, মিস্টার শডল ইয়াম? তোমার প্রেয়সীর আঙুলে আংটি পরাতে যাচ্ছে বুড়ো টেড।'

দুই লাফে পোর্চে উঠে গেল শডল। আলুমুখো লোকটার সামনে চলে গেল। বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল তার ঘাড়।

'কথাটা যদি মিছে হয়', দাঁতে দাঁত চেপে বলল শডল। 'তোমার ঘাড় মটকে দেব আমি।'

ছটফট করছে বাকি। সেই সাথে সমানে চলছে মুখ।

'বেশি বাড় বেড়েছে তোমার, শডল। লাথি মেরে তোমার ভূত ছাড়িয়ে দেবে টেড। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মেয়েটার আঙুলে আংটি পরান শেষ।'

বাকির শরীরটা মাথার ওপর তুলল শডল। তারপর ছুঁড়ে দিল

রাস্তায়।

দ্রুত নেমে এল শডল। ঘোড়ার বাঁধন খুলল। চড়ল সেটার পিঠে।

'এস।' সংক্ষেপে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল সে। তারপর স্পারের খোঁচা লাগাল ঘোড়ার পেটে।

'ই-য়া-হু!' আকাশ ফাটান যুদ্ধের হাঁক ছাড়ল মার্ক। ছুটল।

ধুলোয় ভারি হয়ে গেল অ্যান্টিলোপের বাতাস। ছিটকান ধুলোর অনেকটাই পড়েছে বার্কির মুখে। এখনো রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে। কেউ ওঠানর চেষ্টা করল না তাকে।

পনের

অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে টি-এল বাথানের দিকের রাস্তা। খানা-খন্দে পরিপূর্ণ পথটা। তবে পথটা ভালই চেনা শডলের। অন্ধকারেও চলতে অসুবিধে হচ্ছে না তাই।

পেছনে তাকাল একবার। সঙ্গীদের দেখার চেষ্টা করল। দেখা তো ভাল, খুরের শব্দই কানে এল না। অনেক দূরে পড়ে গেছে ওরা।

শডলের পাশাপাশি থাকার কম চেষ্টা করেনি মার্ক। কিন্তু শডলের ঘোড়া বেশি শক্তিশালী। কিছুতেই নাগাল পায়নি। প্রত্যেকটা বাঁক ঘুরতে শডলের নাম ধরে চিৎকার করেছে। সাড়া

মেলেনি।

পাহাড়ী পথটার সর্বোচ্চ চুড়োয় উঠতে দেখা পেল শডলের। তারার আলোয় মাত্র এক ঝলক দেখা গেল তাকে। আর ডাকার চেষ্টা করল না মার্ক। শডলকে চেনে সে। এখন কিছুতেই থামান যাবে না তাকে।

ঘোড়ার গতি কমাল মার্ক। দলের বাকি সবার কাছে আসার অপেক্ষা করছে। শিগগিরই এসে গেল ওরা।

'সেইব।'

'বল।' দৈত্যাকার যুবক এগিয়ে এল।

'বোকাটা এখন কোন কথা শুনবে না। বলল মার্ক। 'সোজা বাথানে ঢুকে পড়বে। ওখানে ওরা কোন ফাঁদ পেতেছে কে জানে? কাজেই শডলের সাথে থাকা দরকার। ওর নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করব তুমি আর আমি।'

'চল।' সংক্ষেপে বলল সেইব।

জান বাজি রেখে ছুটল ওরা। বিশ মিনিট পর বাথানের আলো চোখে পড়ল। সামনে যদ্দুর দেখা যায়—তার মানে কি সত্যিই সোজা উঠোনে ঢুকেছে সে?

'কোন সুযোগই পাবে না ও?' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল মার্ক। 'উঠোনে পা দিলেই ওকে…'

'ঘোড়া থামাও বুদ্ধু।' ধমকে উঠল একটা কণ্ঠ। শডল ইয়াম। রাস্তা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল সে। ওদের দেখে উঠে এসেছে।

'সামনের আধমাইল হেঁটে যাব আমরা।' ফের বলল সে।

'ওহ্, এখানে তুমি।' চমক কাটিয়ে বলল মার্ক।

'শব্দ হয় না যেন।' সাবধান করল শডল।

বাকি সবাই এসে না পৌঁছান পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। তারপর এগোল। ধীর গতি। একটু ছড়িয়ে এগোচ্ছে বারজন। এর ফলে সবাইকে এক সাথে ঘায়েল করতে পারবে না শত্রুপক্ষ।

উঠোনটা দেখা গেল দূরে। প্রধান গেটের সামনে একটা আলো জ্বলছে। আচমকা চমকে উঠল সবাই। গুলির শব্দ হয়েছে বাথানে।

'এখন আবার কার সাথে লড়াই হচ্ছে টেডের।' বিড়বিড় করল মার্ক। 'আমরা তো পৌঁছুইনি এখনো।'

আবার গর্জে উঠল একটা বন্দুক। এবার এক সাথে বেশ কয়েকটা।

থেমে গেল শডল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামল।

'আমার পেছনে এস।' মৃদু কণ্ঠে বলল।

সামনে বার্ন। ওটার বামে মেইন বিল্ডিং। প্লাজার কাছে চলে গেছে পথটা। সেটা ধরে বাঙ্ক হাউসগুলোর কিছুটা দেখা যাচ্ছে। অনেক লোক জটলা পাকাচ্ছে সেখানে। শৃংখলার চিহ্ন নেই লোকগুলোর আচরণে। যার যেদিকে খুশি ছুটছে। কখনো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। কোন কারণে দিশেহারা বোধ করছে যেন তারা।

ফিসফিস করে বলল শডল, 'সবাই ক্রল করে বার্নের দিকে যাও। ওখান থেকে বাঙ্ক হাউসগুলো কাভার কর। টি এল রাইডাররা সবাই ওখানেই। মেইন বিল্ডিং-এর পেছনে যাচ্ছি আমি। ভেতরে ঢুকব।'

নিঃশব্দ পায়ে দৌড়ুল সে। পিছু ধরল মার্ক।

বাড়িটার কোণে এসে বাঁক নিল ওরা। পেছনে চলে গেল। ছায়ায় ছুটল। আকাঙ্ক্ষিত দরজাটার সামনে এসে থামল। এই দরজা দিয়েই দু'রাত আগে প্যামকে বের করে এনেছিল।

দরজাটা খোল। ভেতরে মৃদু আলো জ্বলছে। দৌড় থামাল শডল। ক্রল করে দরজাটার সামনে এল। ওর খানিকটা পেছনে মার্ক। মাথা উঁচু করে ভেতরে তাকাল শডল। আলোর কারণে লিভিং রুম পর্যন্ত নজর গেল।

প্যামকেই প্রথম দেখতে পেল শডল। সবচে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে মেয়েটা। বাম দিকে জাজ উইলফ্রেড। ধীর গতিতে পায়চারী করছে। কপালে চিন্তার রেখা। টেড লুইসকেও দেখা গেল। অফিসের লিভিং রুমের দিকের দরজাটার কাছে দাঁড়ান। একটু ঝুঁকে আছে সে। দরজাটার বন্ধ কপাটের দিকে তাকান।

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল টেড। দরজার নবে হাত রাখল। অন্যহাতে একটা পিস্তল।

খোলা দরজা পথে ছুটল শডল। ওকে দেখে জমে গেল জাজ। তার প্রতি হুমকি ছুঁড়ল। 'তুমি এসবের বাইরে থেক, জাজ।' তারপর বাথান মালিকের দিকে ফিরল, 'টেড—'

দরজার নব ঘুরিয়ে ফেলেছে টেড লুইস। খুলে গেছে পাল্লা। মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল পিস্তলটার নল।

'সাবধান শড! সরে যাও।' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল প্যাম।

শডলের পরে কামরায় ঢুকেছে মার্ক। বুনো ষাঁড়ের মত ছুটে এল। নিজেকে ছুঁড়ে দিল শডলের উপরে। চাপে নুয়ে গেল শডলের মাথা। চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল টেডের বুলেট। শডল আর মার্ক

একসাথে পড়ল মেঝেতে।

হাতের পিস্তল খসে পড়েছে শডলের। তুলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে গেছে টেড।

পিস্তল হাতে দরজাটার দিকে পা বাড়াল শডল আর মার্ক। বাড়ি কাঁপিয়ে একটা গুলির আওয়াজ হল। থমকে দাঁড়াল দু'জন।

গুলির শব্দ থামার আগেই চিৎকার করে উঠল টেড লুইস।

'না—ঈশ্বরের দোহাই লেইক—না—মেরো না।'

নিঃশব্দে জাজের দিকে ঘুরল শডল। থরথর করে কেঁপে উঠল লোকটা।

'আমি এসবের মধ্যে ছিলাম না।' গুঙিয়ে উঠল সে। 'বিশ্বাস কর, শড। কিছু জানি না আমি।'

অফিস থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠ ভেসে এল। খুব নিচু শোনাল লেইক টোলবার্টের গলাটা।

'তোমাকে মরতে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার, টেড।'

আরেকবার ক্ষীণ মিনতি শোনা গেল টেড লুইসের। 'না, লেইক না...'

তারপর মেঝেতে ভারী কিছু পতনের শব্দ হল।

ওদিকে নরক গুলজার হয়ে উঠেছে উঠান। গুলির আওয়াজে কান পাতা দায়। সেই সাথে শোরগোল। আর্তচিৎকার।

লিভিং রুমের জানালার কাঁচ ভেঙে গেল হঠাৎ। গুলি ঢুকছে ভেতরে। ল্যাম্পটার কাছে ছুট গেল শডল। ঝাপটা মেরে নিভিয়ে ফেলল সেটা। তারপর ঘুরে অফিস কামরার দিকে ছুটল। পিছু নিল মার্ক।

ভেতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। দরজার কাছেই মেঝেতে পড়ে আছে টেড লুইস। চিৎ হয়ে আছে। বুকের কাছটা রক্তে জবজবে। ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসা টোলবার্ট। দু'হাত ডেস্কের ওপরে রাখা। তার উপর মাথা গুঁজে আছে।

'লেইক।' ডাকল শডল।

'লেইক মারা যাচ্ছে, শডল।' ডুকরে উঠল প্যাম। 'টেডের লোকেরা গুলি করেছে ওকে।'

লম্বা পা ফেলে লেইকের কাছে পৌঁছল মার্ক। তার কপালের পাশে হাত রাখল।

'মারা যাচ্ছে না', সংশোধন করে দিল সে। 'মারা গেছে টোলবার্ট।'

'ল্যাম্পটা নেভাও।' আদেশ করল শডল।

দ্রুত সেটা নিভিয়ে ফেলল মার্ক। বাকিগুলো শডল নেভাল।

ইতিমধ্যে গুলির আওয়াজ কমে এসেছে বাইরে। ঘুরে লিভিং রুমে গেল শডল। দরজার দিকে এগোচ্ছে। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ক।

বলল, 'ত্রিশ ডলার এখন আর যথেষ্ট মনে হচ্ছে না ওদের। কেটে পড়ার মতলব করছে।'

সতর্ক পায়ে বাইরে বেরোল শডল। পোর্চের খুঁটিতে একটা বুলেট বিঁধল। আলোর ঝলকানি দেখেই মাথা নুইয়ে ফেলেছিল শডল।

একটা কণ্ঠ ভেসে এল বাঙ্ক হাউসগুলোর দিক থেকে।

'টেড লুইস কোথায়?' কৈফিয়ত তলবের সুর গলাটাতে।

শডল কিছু বলার আগেই মুখ খুলল মার্ক। 'মেঝেতে চিৎ হয়ে আছে।' খুশি খুশি গলায় জানাল সে। 'মরা মালিকের বাথানে আছ তোমরা।'

'টেড লুইস!' অবিশ্বাস প্রকাশ পেল লোকটার স্বরে। চারপাশ থেকে প্রতিধ্বনি তুলল আরো কয়েকটা কণ্ঠ।

শিগগিরই থেমে গেল গুঞ্জনটা।

'তাহলে এখন থেকে আমাদের চালাতে যাচ্ছে কে?'

'শডল ইয়াম।' সাথে সাথে জবাব দিল মার্ক।

আবার গুঞ্জন উঠল।

একটু পরে কণ্ঠটা আবার শোনা গেল। 'আমরা যদি সবাই চলে যেতে চাই?' বলল সে।

'তোমাদের ঘোড়াগুলো কোথায়?' জানতে চাইল শডল।

'শডল!' অন্য একটা কণ্ঠ শোনা গেল। বিস্ময় প্রকাশ করল কণ্ঠের মালিক। 'কিছুই কি আটকাতে পারে না তোমাকে? আবার ফিরে এসেছ! এতবড় একটা বাথান ধ্বংস করে দিয়েছ।'

'তোমাদের ঘোড়াগুলো কোথায়?' পুনরাবৃত্তি করল শডল।

'বাঙ্ক হাউসগুলোর পেছনে। জিন চাপানই আছে।'

'যার যার ঘোড়ায় চড়। তারপর দূর হয়ে যাও।'

'গুলি করবে না তো?'

'কোন দিকে যাবে ভাবছ?'

'প্রথমে অ্যান্টিলোপে। তারপর পাউডারের বাইরে।'

'উঁহু', বাধা দিল শডল। 'উত্তর দিকে যাচ্ছ তোমরা। সূর্য ওঠার আগেই সীমানা ছাড়বে।'

'হুকুমটা না মানলে কি করবে?' গজগজ করল কণ্ঠটা।

'আবার ট্রিগারে আঙুল রাখি, তাই চাও?' পাল্টা জানতে চাইল শডল।

'চলে যাচ্ছি আমরা।' জানাল কণ্ঠটা। তারপর একটু নিচু গলায় বলল, 'বিদায় টি-এল।'

আনাচ-কানাচ থেকে বেরিয়ে এল বেশ কয়েকটা ছায়া। বাঙ্ক হাউসগুলোর দিকে এগোচ্ছে। একটু পরই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। একসময় থেমে গেল আওয়াজটা।

লিভিং রুমে ঢুকল শডল। নিচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে প্যাম। এক পা এগোল শডল। 'প্যাম—'

'না', ঝট্ করে মুখ তুলল মেয়েটা। 'কিছু হয়নি আমার। কোন ক্ষতি হয়নি, শড।'

অফিস কামরা থেকে লিভিং রুমে এল মার্ক। একটু হতভম্ব দেখাচ্ছে ওকে।

'অদ্ভুত ব্যাপার।' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সে। 'লেইক এমন একটা কাজ করল কেন?'

'টৌলবার্ট', ধরা গলায় জানাল প্যাম। 'কাউহ্যাণ্ডদের অর্ধেক চলে যাওয়ার পরও বাথান ছাড়েনি। আমার জন্যে থেকে গিয়েছিল। টেড আমাকে বিয়ের মতলব করেছিল, শুনেছিল সে।'

'কাউহ্যাণ্ডরা চলে যেতে একা হয়ে পড়ে সে। তবু—তবু ও ছিল, শড।' গলা রুদ্ধ হয়ে এল প্যামের। 'সবাই মিলে কুকুরের মত তাড়া করে লোকটাকে। অফিসে ঢোকে সে। জানালা দিয়ে গুলি করে ওরা। টেড নিজে লোকগুলোকে ওকে খুনের হুকুম দিয়ে-

ছিল।'

'ওই দরজায়', লিভিং রুমের দিকের অফিসের দরজাটা দেখাল সে। 'দাঁড়িয়েছিল টেড। পিস্তল হাতে। আহত অবস্থায়ই এখানে ঢোকার চেষ্টা করেছিল টোলবার্ট। বিয়ে বন্ধ করতে চাইছিল। টেড ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। এই সময় তুমি আস।' শডলের দিকে তাকাল প্যাম।

'তোমাকে সাহায্য করতে চাইছিল, লেইক?' হতভম্ব শডল।

'হ্যাঁ।' নিঃশব্দে কাঁদছে মেয়েটা। 'ও বলেছিল তুমি আসবে। কোনকিছুই আটকাতে পারবে না তোমাকে।'

স্তব্ধ হয়ে গেল শডল।

জাজ উইলফ্রেডের দিকে তাকাল মার্ক। আগুন জ্বলছে ওর চোখে।

'বেরোও।' হুকুম করল সে।

বিনা প্রতিবাদে হুকুম পালন করল লোকটা। ওর পেছনে গেল মার্ক। যাবার সময় ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা। হুল্লোড়ের আওয়াজ উঠল উঠোনে।

প্যামের দিকে তাকাল শডল। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে মেয়েটা। কাঁধে হাত রাখল শডল। কিন্তু ঘুরল না। চাপ বাড়াল শডল। মুখ ফেরাল প্যাম। স্যাৎ করে শডলের বুকের মধ্যে চলে এল।

থুতনি ধরে মেয়েটার মুখ তোলার চেষ্টা করল শডল। পারল না।

হাত কাঁপতে শুরু করল শডলের। শুকিয়ে আসছে মুখের ভেতরটা। আপেল রাঙা হয়ে উঠেছে প্যামের মুখ।

মেয়েটার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল শডল। চুপি চুপি বলল:

অ্যানড দ্য সানলাইট ক্ল্যাসপ দ্য আর্থ
অ্যানড দ্য মুন বীমস কিস দ্য সী;
হোয়াট আর দীজ কিসিং ওয়ার্থ
ইফ দাউ কিস নট মি?'

জবাবে মুখ তুলল মেয়েটা। পেলব দুটো ঠোঁট হারিয়ে গেল কঠিন দুটো ঠোঁটের আড়ালে।

বাইরে তখন সঙ্গীদের শাসাচ্ছে মার্ক। 'খবরদার, এখন বাড়ির ভেতরে যাবে না কেউ। ওদিকে এগোলে ঠ্যাং ভেঙে দেব। শডল ব্যস্ত। মেয়েটাও।'●

[বইটা কেমন লাগল তা 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া' বিভাগে জানানোর অনুরোধ রইল।]

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com